শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

কলিপাবনাবতারি - শ্রীমদ্ভগবচ্চৈতন্যচন্দ্রদর্শিত

সম্বন্ধাভিধেয়প্রয়োজন - নির্দেশিকা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাম্নায়াষ্টমাধস্তনপুরুষবর্ষেণ

শ্রীমতা সচ্চিদানন্দ - ভক্তিবিনোদ - ঠক্কুরেণ

গুম্ফিতানূদিতা চ

প্রভুপাদ ১০৮ শ্রীল - ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী - ঠক্কুর প্রেষ্ঠ

ত্রিদণ্ডিপাদেন শ্রীমতা ভক্তিবিলাসতীর্থমহারাজেন

সম্পাদিতা

প্রকাশক -

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তি প্রজ্ঞান যতি মহারাজ

(আচার্য এবং সাধারণ সম্পাদক)

মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠ,

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া

পঞ্চম সংস্করণ

শ্রীগৌরপূর্ণিমা বাসর ২০০৩

মূল্য-১০০ টাকা

কিরণ - সূচী

শ্রীশ্রী গুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

উপোদঘাত

মায়াবাদ-কুসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তরাশি-নিরাসকম্।
বিশুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তৈঃ স্বান্তঃপদ্মবিকাশকম্।।
ওঁবিষ্ণুপাদং গৌরশ্রীং কৃষ্ণপ্রেষ্ঠং কৃপাময়ম্।
গুরুং শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতীং প্রণম্য মে।।
শ্রীমদ্ভাগবতং নৌমি ভারতার্থবিনির্ণয়ম্।
ভাষ্যং যৎ ব্রহ্মসূত্রাণাং বেদার্থসংপ্রকাশকম্।।
গায়ত্রীমন্ত্ররূপং যৎ সাধুনাং কণ্ঠহারং হি।
রসরাজস্য কৃষ্ণস্য লীলারসসুধার্ণবম্।।

ভারতীয় আর্য ঋষিগণের অনুগত জনগণ সকলেই বেদকে অপৌরুষেয়বাণীরূপে পূজা করিয়া থাকেন। বেদ বস্তুতঃপক্ষে কল্পতরু; কর্মী, জ্ঞানী, যোগী, ভক্ত সকলেই ইহাতে স্ব স্ব অভীষ্ঠ ফল প্রাপ্ত হন। তন্মধ্যে ত্রৈগুণ্য-সম্বন্ধীয় ধর্মসমূহ ব্রহ্মাণ্ডপ্রসবকারিণী মহামায়া কর্তৃক বিস্তৃত হইয়াছে; তজ্জন্য লোকপিতামহ ব্রহ্মা শ্রীগোবিন্দস্তবে বলিতেছেন, ---

"মায়া হি যস্য জগদণ্ডশতানি সূতে
ত্রৈগুণ্যতদ্বিষয়বেদ বিতায়মানা।
সত্ত্বাবলম্বিপরসত্ত্ববিশুদ্ধসত্ত্বং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।"

(ব্রহ্মসংহিতা ৫।৪০)

বেদের শিরোভাগ উপনিষৎ। এই উপনিষৎ সমূহের শিক্ষা শ্রেণীবদ্ধভাবে সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন আকারে প্রদর্শনের জন্য শ্রীবেদব্যাস ব্রহ্মসূত্র রচনা করিয়াছেন। ইহাই 'বেদান্ত-দর্শন'-নামে খ্যাত। সূত্রসমূহের অর্থ অনেকেই হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ। বহু মনীষী বেদান্তদর্শনের নামে স্ব স্ব মতবাদ প্রচারের জন্য নিরপেক্ষ বিচার পরিত্যাগপূর্বক স্ব স্ব কল্পনানুসারে সূত্রসমূহের ব্যাখ্যার প্রয়াস পাইয়াছেন; তাহাতে বেদান্তের প্রকৃত অর্থ প্রকাশিত হইবার পরিবর্তে শুধু যে আচ্ছাদিত হইয়াছে তাহা নহে, পক্ষান্তরে সম্পূর্ণ বিপরীত রূপ ধারণ করিয়াছে। এই প্রকারের দুরবস্থা আশঙ্কা করিয়াই শ্রীব্যাসদেব নিষ্কপট সত্যানুসন্ধিৎসু জনগণের কল্যাণের নিমিত্ত স্বয়ংই ব্রহ্মসূত্রসমূহের ভাষ্যরূপে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। গরুড় পুরাণ এই পুরাণরাজকে ব্রহ্মসূত্রের ও মহাভারতের অর্থ, গায়ত্রীর মন্ত্রস্বরূপ এবং বেদার্থ পরিবৃংহিতরূপে বর্ণন করিয়াছেন।

স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রপন্ন ব্রহ্মার হৃদয়ে যে 'পরম সত্য' প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা আশির্বাদাত্মক দুই শ্লোকের সহিত চতুঃশ্লোকী ভাগবত'-নামে খ্যাত। তাহাই স্বীয় গুরু শ্রীনারদ হইতে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীব্যাসদেব সর্বসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকযুক্ত দ্বাদশ-স্কন্ধে বিবৃত করিয়াছেন। বিভিন্ন অভিনব উপায়ে মুনিবর সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, উতি, মন্বন্তরকথা, ঈশানুকথা, নিরোধ, মুক্তি ও আশ্রয় -- এই দশটি বিষয় শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণন করিয়াছেন। অন্যান্য পুরাণসমূহে পাঁচটি বিষয়, কিন্তু এই পুরাণে দশটি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে; তজ্জন্য ইঁহা পুরাণরাজ।

শ্রীমদ্ভাগবত বস্তুতঃপক্ষে শ্রীভগবানের পূর্ণতমপ্রকাশের শাব্দিক অবতার। মঙ্গলনিলয় শ্রীকৃষ্ণসূর্য্য অন্তর্ধান-অস্তাচলে গমন করিলে নষ্টদৃশ জনগণের নিত্যকল্যাণ বিধানের নিমিত্ত পরমার্থ-গগনে এই পুরাণার্কের উদয় হইয়াছে। ইঁহার বিভিন্ন স্কন্ধ বিভিন্ন অঙ্গ, তজ্জন্য পদ্মপুরাণে বলিতেছেন,--

"পাদৌ যদীয়ৌ প্রথমদ্বিতীয়ৌ তৃতীয়তুর্যৌ কথিতৌ যদূরূ।
নাভিস্তথা পঞ্চম এব ষষ্ঠো ভুজান্তরং দোর্যুগলং তথান্যৌ।।
কণ্ঠস্তু রাজন্নবমো যদীয়ো মুখারবিন্দং দশম প্রফুল্লম্।
একাদশো যস্য ললাটপট্টং শিরোহপি তু দ্বাদশ এব ভাতি।।
তমাদিদেবং করুণানিধানং তমালবর্ণং সুহিতাবতারম্।
অপারসংসার-সমুদ্র-সেতুং ভজামহে ভাগবত-স্বরূপম্।"

আদি আদিদেব, করুণানিধান, তমালবর্ণ শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলময় শাব্দিক অবতার এবং অপার-সংসার-সাগর পার হইবার সেতুস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ভজনা করি। এই গ্রন্থাবতারের দ্বাদশটি স্কন্ধ দ্বাদশটি অঙ্গস্বরূপ। প্রথম ও দ্বিতীয় স্কন্ধ ইঁহার পাদযুগল, তৃতীয় ও চতুর্থ স্কন্ধ ইঁহার উরুদ্বয়, পঞ্চম স্কন্ধ ইঁহার নাভীদেশ, ষষ্ঠ স্কন্ধ ইঁহার ভুজান্তর অর্থাৎ বক্ষঃস্থল, সপ্তম ও অষ্টম এই দুইটি স্কন্ধ ইঁহার দুইটি বাহু, দশম স্কন্ধ ইঁহার প্রফুল্ল-মুখপদ্ম-স্বরূপ, একাদশ স্কন্ধ ইঁহার ললাটদেশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধ ইঁহার মস্তক।

এইরূপ অবলীলাক্রমে তাপত্রয়োন্মুলনকারী নিত্য-নব-নবায়মান-চমৎকারিতাযুক্ত প্রেমসেবানন্দপ্রদাতা পরমকারুণিক শ্রীমদ্ভাগবতের উপদেশমালা বরণের পরিবর্তে কেহ কেহ ভাগ্যহীনতাবশতঃ অক্ষজজ্ঞানে ইঁহাকে বিচার করিতে যাইয়া কয়েকটি ভ্রমাত্মিকা উক্তি করিয়াছেন। শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু তদ্রচিত 'সিদ্ধান্ত-দর্পণ' নামক গ্রন্থে সেই সকল কুতর্ক যুক্তি ও প্রমাণমূলে নিরাস করিয়াছেন। "শঙ্কাপঙ্ক বিলিপ্ত থাকায় ভাগবত অপ্রামানিক" - এই উক্তির উত্তরে বিদ্যাভূষণপাদ বলিয়াছেন, মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণের বেদাদিতে চিরশঙ্কা বিদ্যমান, তজ্জন্য বেদসকলও কি অপ্রামাণিক হইবে? বস্তুতঃপক্ষে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণ্য বিষয়ে শঙ্কা নিতান্ত মূঢ়তাব্যঞ্জক।

শ্রীমদ্ভাগবত অনেক শ্রৌতকর্ম পরিত্যাগের বিধান দিয়াছেন। তাহাতে প্রতিপক্ষগণ

শ্রীমদ্ভাগবতকে বেদবিরুদ্ধ অপ্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া উক্তি করেন। ইঁহার উত্তরে বিদ্যাভূষণপাদ বলেন, বেদে অধিকারীদিগের পক্ষে কর্মত্যাগের বহু বিধান আছে, মহাভারতেও তদ্রূপ দৃষ্ট হয়, তজ্জন্য কি বেদ ও মহাভারত অপ্রামাণিক? প্রাচীন পণ্ডিতগণ আর্ষবাক্যপূর্ণ সম্বৎসরপ্রদীপাদি গ্রন্থে শ্রীমদ্ভাগবতের বচনসকল প্রবন্ধ-মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন। বেদবিৎ পণ্ডিতগণ শ্রীমদ্ভাগবতের অনেক 'টীকা' করিয়াছেন; তথাপি যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতে পরমসত্যতত্ত্ব দেখিতে পান না, তাঁহাদের উক্তি দিবান্ধ পেচকের ন্যায় বিসদৃশ মাত্র।

যাঁহারা বলেন, শ্রীমদ্ভাগবত বোপদেব-কৃত, ব্যাসদেব রচিত নহে, তাঁহাদিগকে আমরা জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে বোপদেবের পূর্বতন হনুমান্-চিৎসুখাদি কিরূপে এই গ্রন্থ রাজের টীকা করিয়াছেন?

শ্রীমদ্ভাগবতে দৃঢ়পদবন্ধ ও পদলালিত্য দেখিয়া যাঁহারা গ্রন্থরাজকে আধুনিক অনুমান করেন, তাঁহারা নিতান্তই দৈবী মায়ায় বিমূঢ়। ছান্দোগ্যাদি শ্রুতিতে মহা মহা দৃঢ়পদবন্ধ বিদ্যমান, বিষ্ণুপুরাণে বহুস্থানে দৃঢ়পদবন্ধ ও পদলালিত্য পরিদৃষ্ট হয় এবং রামায়ণের সুন্দরকাণ্ডে বহু পদলালিত্য বিরাজমান; তজ্জন্য কি এইসকল গ্রন্থ নবীন বিবেচিত হইবেন?

ভাগবত-ধর্ম প্রোজ্ঝিতকৈতব অর্থাৎ ইহাতে ধর্ম (পুণ্যকর্ম), অর্থ, কাম ও মোক্ষ-বাসনার স্থান নাই। চতুর্বর্গাতীত পঞ্চম পুরুষার্থ অহৈতুকী কৃষ্ণপ্রেমই ভাগবত-ধর্ম। ত্রিগুণাতীত নির্মৎসর কৃষ্ণৈকশরণ সাধুগণ এই ধর্মের নিরন্তর অনুশীলন করেন। ত্রিগুণাবদ্ধ জনগণ মৎসর, তাঁহারা ত্রিবর্গের প্রয়াসী অর্থাৎ ভুক্তিকামী। মৎসরতাময় ত্রিগুণ-ভূমিকা অশান্তি ও ত্রিতাপের তাণ্ডবক্ষেত্র; তজ্জন্য যাঁহারা নিরবছিন্ন সুখ, শান্তি ও আনন্দ চাহেন, তাঁহাদের পক্ষে নির্মৎসর কৃষ্ণভক্তগণের পদাশ্রয়পূর্বক ভাগবতধর্মের অনুশীলনই একান্ত কর্তব্য। 'সাযুজ্য'-মুক্তিতে ভক্তি, ভক্ত ও ভগবান্ — এই ত্রিপুটী-বিনাশের প্রচেষ্টা থাকায় তাহাতে সেবানন্দ বা প্রেমানন্দের স্থান নাই, তজ্জন্য তাহা প্রধানকৈতবরূপে বর্ণিত হইয়াছে। অন্যাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগী — ইঁহারা যদি বুদ্ধিমান্ হন, তাহা হইলে শুদ্ধ ভাগবতধর্ম আশ্রয়পূর্বক কৃষ্ণসেবা করিবেন। বেদে নিতান্ত নিম্নাধিকারীগণের জন্য বিহিত ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষপ্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াও শ্রীমদ্ভাগবতই নিগমকল্পতরুর সুপক্ক কেবলরসাত্মক ফলরূপেই বর্তমান। যিনি এই ফল প্রাপ্ত হন, তাঁহার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। শ্রীমদ্ভাগবতের একমাত্র সেবকের সেবাপ্রাপ্তির নিমিত্ত ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ করযোড়ে দণ্ডায়মান থাকে। তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুর বলিতেছেন, —

"ভক্তিস্ত্বয়ি স্থিরতরা ভগবন্ যদি স্যা-
দ্দৈবেন নঃ ফলতি দিব্যকিশোরমূর্তিঃ।
মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলতাঞ্জলি সেবতেঽস্মান্
ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ।।"

সুবৃহৎ শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়নে অনেকেই সময়াভাব ও ধৈর্যাভাব জ্ঞাপন করেন। যাঁহারা ধৈর্য্যসহকারে পাঠ করেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে গ্রন্থরাজের প্রকৃত শিক্ষার প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবলমাত্র কাহিনীতেই আবদ্ধ থাকেন তজ্জন্য শ্রীমদ্ভাগবতের আলোক যথাযথ প্রদানের নিমিত্ত বর্তমান শুদ্ধভক্তিপ্রবাহের ভগীরথ শ্রীলসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গ্রন্থরাজের বিশেষভাবেঅনুশীলনীয় শ্লোকসমূহ চয়নপূর্বক বৈজ্ঞানিক ভাবে তাহা সুবিন্যস্ত করিয়া 'শ্রীশ্রীমদ্‌ভাগবতার্ক-মরীচিমালা' গ্রথিত করিয়াছেন। ইহাতে বিংশ কিরণ (অধ্যায়) বিদ্যমান। প্রথম কিরণে 'প্রমাণ-নির্দেশ', দ্বিতীয়ে 'ভাগবতার্কোদয়', তৃতীয়ে 'ভাগবতবিবৃতি', চতুর্থে 'ভগবৎস্বরূপতত্ত্ব', পঞ্চমে 'ভগবৎ-শক্তিতত্ত্ব', ষষ্ঠে 'ভগবদ্রসতত্ত্ব', সপ্তমে 'জীবতত্ত্ব', অষ্টমে 'বদ্ধজীবলক্ষণ', নবমে 'ভাগ্যবজ্জীবলক্ষণ', দশমে 'শক্তিপরিণাম', একাদশে 'অভিধেয়বিচার', দ্বাদশে 'সাধনভক্তি', ত্রয়োদশে 'ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া ভক্তি', চতুর্দশে 'ভক্তিপ্রাতিকূল্য-বিচার', পঞ্চদশে 'ভক্ত্যানুকূল্যবিচার', ষোড়শে 'ভাবোদয়ক্রম', সপ্তদশে 'প্রয়োজনবিচার', অষ্টাদশে 'সিদ্ধপ্রেমরসমহিমা', ঊনবিংশে 'সিদ্ধপ্রেমরস-গরিমা', বিংশে রসমধুরিমা' - সম্বন্ধীয় শ্লোকসমূহ প্রদর্শন করিয়া ঠাকুর বঙ্গভাষায় স্বীয় 'মরীচিপ্রভা'-নাম্নী গৌড়ীয় ব্যাখ্যা প্রদান করিয়াছেন। ইহাতে বিষয়সমূহ অতি সহজে হৃদয়ঙ্গমের সুযোগ হইয়াছে। দার্শনিকের বিচারে যাঁহারা গ্রন্থরাজকে দর্শন করিতে অভিলাষী, তাঁহারাও ঠাকুরের এই গুম্ফনে প্রমাণ ও প্রমেয়সমূহের বিচার লক্ষ্য করিয়া আনন্দিত হইবেন। সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনাত্মক বিশ্লেষণসহ এই প্রকারের সংক্ষিপ্তসার ভাগবতসন্দর্ভ অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। অনধিকারীগণের বিষয় চিন্তা করিয়া শ্রীব্যাসদেব শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর ও তাঁহার সখীগণের উক্তিপ্রকাশ করিয়াও তাঁহাদের নাম সংগুপ্ত রাখিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর সেই সকল নাম স্পষ্টভাবে প্রকাশপূর্ব্বক রসিক ভক্তগণের পরমানন্দবিধান করিয়াছেন। পরমার্থালোকলাভেচ্ছু সুধীগণের নিকটে এই গ্রন্থরাজ অমূল্য রত্ন। ইহার প্রকৃষ্ট অনুশীলনেই মানবজাতির নিত্য চরম কল্যাণ সাধিত হইবে। সূতরাং ইহার বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীচৈতন্যমঠ,
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া;
শ্রীরাস-পৌর্ণমাসী,
৪৬৮ শ্রীগৌরাব্দ।
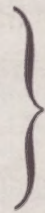
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু
শ্রীভক্তিবিলাস তীর্থ

শ্লোক -সূচী

(প্রথম অঙ্কটী এই গ্রন্থের কিরণ ও শ্লোকসংখ্যা এবং দ্বিতীয় অঙ্কটী শ্রীমদ্ভাগবতের স্কন্ধ অধ্যায় ও শ্লোকসংখ্যা-জ্ঞাপক)

শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

প্রথমঃ কিরণঃ
প্রমাণ-নির্দেশঃ

সূচনা
কলিযুগপাবনাবতারায় নমঃ।

(১।১।১।)

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরতশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সুরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি।। ১ ।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকৃতা "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।

যৎকৃপয়া প্রবৃত্তোঽহমেতস্মিন্ গ্রন্থসংগ্রহে।
তং গৌরপার্ষদং বন্দে দামোদরস্বরূপকম্।।

ভগবদন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তির অণুপ্রকাশস্থলীয়া তটস্থা জীবশক্তি এবং ছায়াপ্রকাশস্থলীয়া বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। জীবশক্তির অন্বয় বা অনুবৃত্তিক্রমে জৈবজগৎ। মায়াশক্তির অন্বয়ক্রমে জড়জগৎ। জীবের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তিবুদ্ধি বা মিথ্যাভিমানরূপ বিবর্তক্রমে তাঁহার জগৎ-সম্বন্ধ। সুতরাং অন্বয়-ব্যতিরেক বিচারে যাঁহা হইতে এই চরাচর বিশ্ব সিদ্ধ হয়।

পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব (১০।১৬)। সেই তত্ত্বরূপ অর্থসমূহের মধ্যে জ্ঞ-তত্ত্বস্বরূপ জীবের উপমায় যিনি অভিজ্ঞ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ।

যিনি পূর্ণশক্তিপরিসেবিত স্বীয় স্বরূপশক্তি বলে পূর্ণ ও স্বরাট্।

যিনি কৃপা করিয়া আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে পণ্ডিতজনেরও দুর্বোধ্য, অতএব মোহজনক বিপুল বেদ বিস্তার করিয়াছিলেন।

সর্গ অর্থাৎ সৃষ্টি তিন প্রকার অর্থাৎ চিৎসর্গ, জীবসর্গ ও জড়সর্গ। চিৎসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তের স্থল অগ্নি অর্থাৎ তেজ-পদার্থ। অগ্নি অলক্ষিত থাকে। ঘর্ষণাদি কোন ক্রিয়াদ্বারা প্রাদুর্ভূত হয়। চিদ্ব্যাপার সকলই যথাযথরূপে নিত্য থাকে। ভগবদিচ্ছাক্রমে উদিত হয়। জীবসর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল জল শীতলতাক্রমে প্রস্তরবৎ কঠিন এবং উষ্ণতাক্রমে তরল হয়। ভগবৎসূর্যকিরণস্থলীয় তদংশ-কণস্বরূপ জীব ভগবদ্বহির্মুখতাক্রমে বিবর্তধর্মের আশ্রয়ে

মায়াবদ্ধ হয়, ভগবৎসাম্মুখ্যক্রমে তরল হইয়া ভগবৎ প্রেমবিকারে তৎসেবা সাধনে তৎপর হয়। জড়সর্গের কথঞ্চিৎ দৃষ্টান্তস্থল মৃত্তিকা। ইহার পরিণাম অর্থাৎ বিনিময়ক্রমে ঘট কুণ্ডলাদি। যাঁহার অচিন্ত্যশক্তিক্রমে পরিণত হইয়া এই ত্রিসর্গ কোন কোন স্থলে বিনশ্বর হইলেও সত্যরূপে উদিত।

শক্তির কার্যে অনুগ্রহ করিয়াও যিনি স্বীয় ধাম অর্থাৎ স্বরূপে নিত্য পৃথক্, অপরিণত ও পূর্ণশক্তি ভগবান্ ভক্তজীবের প্রেমাস্পদ।

সেই পরমসত্যস্বরূপ গোলকব্রজধামপতি শ্রীকৃষ্ণের চিদানন্দময় নাম স্মরণ, কীর্তন ও রূপ, গুণ, লীলাধ্যানসাধনদ্বারা আমরা উপাসনা করি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষিত অচিন্ত্যভেদাভেদরূপ পরম তত্ত্ব ব্যাখ্যানদ্বারা এই মঙ্গলাচরণ হইল।। ১।।

আদৌ বেদপ্রমাণসম্বন্ধে ভগবান্ উদ্ধবম্ (১১।১৪।৩-১৩)

কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।। ২ ।।

ভগবান্ কহিলেন, — " হে উদ্ধব! প্রলয়ে বেদসংজ্ঞিতা বাণী কালে অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছিল। সেই বেদে আত্মরতিধর্ম কথিত ছিল। কল্পারম্ভে ব্রহ্মাকে সেই বেদ আমি বলিয়াছিলাম।। ২।।

তেন প্রোক্তা স্বপুত্রায় মনবে পূর্বজায় সা।
ততো ভৃগ্বাদয়োঽগৃহ্ণন্ সপ্তব্রহ্মমহর্ষয়ঃ।। ৩।।

ব্রহ্মার প্রথম পুত্র মনুকে তিনি তাহা শিক্ষা দিয়াছিলেন। মনু হইতে ভৃগ্বাদিসপ্তমহর্ষি তাহা প্রাপ্ত হইলেন।। ৩।।

তেভ্যঃ পিতৃভ্যস্তৎপুত্রা দেবদানবগুহ্যকাঃ।
মনুষ্যাঃ সিদ্ধগন্ধর্ব্যাঃ সবিদ্যাধরচারণাঃ।।
কিংদেবাঃ কিন্নরা নাগা রক্ষঃ কিংপুরুষাদয়ঃ
বহ্ব্যস্তেষাং প্রকৃতয়ো রজঃসত্ত্বতমোভুবঃ।। ৪।।

তাঁহাদের নিকটে তাঁহাদের পুত্রসকল, দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগ, রক্ষ ও কিম্পুরুষসকল প্রাপ্ত হইলেন। রজঃ সত্ত্ব ও তমোগুণজাত বহুবিধ প্রকৃতি তাহাদিগকে আশ্রয় করিল।। ৪।।

যাভির্ভূতানি ভিদ্যন্তে ভূতানাং পতয়স্তথা।
যথাপ্রকৃতি সর্বেষাং চিত্রা বাচঃ স্রবন্তি হি।। ৫।।

সেই বহুপ্রকার প্রকৃতিদ্বারা ভূতসমূহের ও তাহাদের পতিদিগের পরস্পর ভেদ লক্ষিত হইল। যাহাদের যেরূপ প্রকৃতি তদ্রূপ তাহাদের পৃথক্ পৃথক্ বিচিত্র্য বাক্যসকল নির্গত হইতে লাগিল।। ৫।।

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ভিদ্যন্তে মতয়ো নৃণাম্।
পারম্পর্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ড মতয়োঽপরে।। ৬।।

এই প্রকার প্রকৃতিভেদজনিত মানবদিগের মতও বহুবিধ হইল। গুরুপরম্পরাক্রমে কাহার কাহার মত চলিল। আবার কেহ কেহ পাষণ্ড মতসমূহ বিস্তার করিতে লাগিল।। ৬।।

মন্মায়ামোহিতধিয়ঃ পুরুষাঃ পুরুষর্ষভ।
শ্রেয়ো বদন্ত্যনেকান্তং যথাকর্ম যথারুচি।। ৭।।

ভগবদ্বাক্যের তাৎপর্য এই যে, বেদশাস্ত্রে বিশুদ্ধভক্তিই শিক্ষিত আছে। বেদবাদীদিগের প্রকৃতিদোষে নানাপ্রকার মত ও বহুপ্রকার কর্ম ও জ্ঞানের ব্যবস্থা। বস্তুতঃ বেদই মানবের একমাত্র প্রমাণ ও শিক্ষাগুরু। তাহাতে মতবাদ প্রবেশ করাইয়া শুদ্ধভক্তিশিক্ষা হইতে পৃথক্ পৃথক্ মত প্রচারিত হইয়াছে।

হে পুরুষর্ষভ! আমার মায়াকর্তৃক মোহিতবুদ্ধি পুরুষসকল স্বীয় স্বীয় কর্ম ও রুচি অনুসারে জীবের শ্রেয়কে অনেক নাম দিয়া ব্যাখ্যা করেন।। ৭।।

ধর্মমেকে যশশ্চান্যে কামং সত্যং দমং শমম্।
অন্যে বদন্তি স্বার্থং বৈ ঐশ্বর্যং ত্যাগভোজনম্।।
কেচিদ্‌যজ্ঞং তপোদানং ব্রতানি নিয়মান্ যমান্।। ৮।।

কেহ বলেন ধর্মই একমাত্র শ্রেয়, কেহ কেহ বলেন যশই জীবের শ্রেয়। কেহ বলেন -- কামই শ্রেয়, কেহ বলেন -- সত্যই শ্রেয় ও কেহ বলেন -- শম দমই শ্রেয়, কেহ বলেন -- ঐশ্বর্যই শ্রেয়, কেহ বলেন -- ত্যাগ অর্থাৎ সন্ন্যাসই শ্রেয়, কেহ বলেন -- ভোজন অর্থাৎ বিষয়ভোগই শ্রেয়, কেহ বলেন -- যজ্ঞই শ্রেয়, কেহ বলেন -- তপস্যাই শ্রেয়, কেহ বলেন -- দানই শ্রেয়, কেহ কেহ বলেন -- ব্রত, নিয়ম ও যমই শ্রেষ্ঠ।। ৮।।

আদ্যন্তবন্ত এবৈষাং লোকাঃ কর্মবিনির্মিতাঃ।
দুঃখোদর্কাস্তমোনিষ্ঠাঃ ক্ষুদ্রা মন্দা শুচার্পিতাঃ।। ৯।।

এই সমস্ত লোকের কর্মবিনির্মিত লোক অর্থাৎ গতিস্থান আদি ও অন্তবিশিষ্ট অর্থাৎ

অনিত্য, চরমে দুঃখময়, তমোনিষ্ঠ, ক্ষুদ্র, জড়ময় ও শোকব্যাপ্ত।। ৯।।

ময্যর্পিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যত্তৎ কুতঃ স্যাদ্বিষয়াত্মনাম্।। ১০।।

হে সভ্য উদ্ধব! বেদের মূলতাৎপর্য্য যে ভক্তি, তাহা যাঁহারা লাভ করেন তাঁহারা পরম নিত্যস্বরূপ আমাতে আত্মাকে অর্পণ করেন, অতএব তাঁহারা জড়সুখ হইতে নিরপেক্ষ। আমাতে যে সুখলাভ হয়, তাহা কি জড়বিষয়পিপাসুদের হইতে পারে?।। ১০।।

অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্বাঃ সুখময়া দিশঃ।। ১১।।

আমার ভক্ত সকল অকিঞ্চন অর্থাৎ জড়বিষয়কে বিষয় বলেন না। তাঁহারা দান্ত অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয়। তাঁহারা শান্ত অর্থাৎ মন তাঁহাদের বশীভূত। তাঁহারা সমচেতা অর্থাৎ চিন্মাত্রে সমবুদ্ধি ও জড়মাত্রে তুচ্ছবুদ্ধিবিশিষ্ট। তাঁহারা আমাকে লাভ করিয়া সন্তুষ্টমনা। সকলদিকই তাঁহাদের পক্ষে সুখময়।। ১১।।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীপুনর্ভবং বা
ময্যাপিতাত্মেচ্ছতিমদ্বিনান্যৎ।। ১২।।

আমাতে যাঁহাদের চিত্ত অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার পদ, ইন্দ্রপদ, জগতে সার্বভৌমপদ, রসাতলের আধিপত্য, যতপ্রকার জড়ীয় যোগসিদ্ধি আছে তৎসমুদয় এবং আত্মনির্বাণরূপ অপুনর্ভব লইতে ইচ্ছা করেন না। কেবল আমার চিৎসেবাই তাঁহারা প্রার্থনা করেন।। ১২।।

অদ্বয়পরমজ্ঞানবিষয়ে প্রমাণানুসন্ধানাসম্ভবঃ।(১১।১৯।১৭)
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানং চতুষ্টয়ম্।
প্রমাণেষ্বনবস্থানাদ্বিকল্পাৎ স বিরজ্যতে।। ১৩।।

যাঁহারা যুক্তিকে প্রধান জ্ঞান করেন তাঁহারা শব্দ প্রমাণ অর্থাৎ শ্রুতি, প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সাক্ষাৎকার-জনিত জ্ঞান ঐতিহ্য অর্থাৎ ইতিহাসে যে পরম্পরাগত সংবাদ পাওয়া যায় এবং অনুমান অর্থাৎ প্রত্যক্ষজনিত জ্ঞান হইতে অপ্রত্যক্ষজ্ঞানের সন্ধান এইপ্রকার প্রমাণসকল অনুসন্ধান করিয়া যখন তাহা হইতেও সন্ধান হয়, তখন প্রমাণমাত্রকেই অনবস্থ জ্ঞান করিয়া তাহা হইতে নিরস্ত হন।। ১৩।।

দেবা ভগবন্তম্(৬।৯।৩৫)
*নহি বিরোধ উভয়ং ভগবত্যপরিমিতিগুণগণঈশ্বরেঽনব-
গ্রাহ্যমাহাত্ম্যেঽর্বাচীনবিকল্পবিতর্কবিচারপ্রমাণাভাসকুতর্ক-
শাস্ত্রকলিলান্তঃকরণাশয়দুরবগ্রহবাদিনাং বিবাদানবসর
উপরতসমস্তমায়াময়ে কেবল এবাত্মমায়ান্তর্ধায় কোন্বর্থো
দুর্ঘট ইব ভবতি স্বরূপদ্বয়াভাবাৎ।। ১৪।।*

হে ভগবন্! তোমাতে আত্মারামত্ব ও অপ্রাকৃতগুণবিশিষ্টত্বরূপ পরস্পরবিরুদ্ধগুণগণ বিরোধ করেন না। তুমি ঈশ্বর, তোমার মাহাত্ম্য অনবগাহ্য। অবচীন, বিকল্প, বিতর্ক, বিচার, প্রমাণাভাস, কুতর্কময়শাস্ত্রদ্বারা ব্যাকুলান্তঃকরণ দুরবগ্রহবাদীদিগের বিবাদ যে স্থলে সমাপ্ত হয়, সে স্থলে কুহকময়ী সমস্ত মায়া উপরত হয়। তদগোচর আত্মগোচর অর্থাৎ অচিন্ত্য চিৎশক্তিকে মধ্যে গ্রহণ করিয়া তুমি যাহা করিতে ইচ্ছা কর তাহা তোমার পক্ষে দুর্ঘট নয়। যেহেতু তোমার স্বরূপ অদ্বয়। বদ্ধজীবদিগের মায়িক স্থূললিঙ্গরূপ শরীর ও আত্মা যেরূপ স্বরূপতঃ পৃথক্ তোমার সচ্চিদানন্দস্বরূপে সেরূপ দ্বৈত নাই। অর্থাৎ তোমার দেহদেহী, গুণগুণী, অবয়ব অবয়বিরূপ দ্বৈত নাই। তর্কদ্বারা তাহা জানা যায় না।। ১৪।।

শ্রুতয়ো ভগবন্তম্(১০।৮৭।৩৬)
*সত ইদমুত্থিতং সদিতি চেন্ননুতর্কহতং
ব্যভিচরতি ক্ব চ ক্ব চ মৃষা ন তথোভয়যুক্।
ব্যবহৃতয়ে বিকল্প ইষিতোঽন্ধপরম্পরয়া
ভ্রময়তি ভারতী ত উরুবৃত্তিভিরুক্থজড়ান্।। ১৫।।*

এই বিশ্ব সচ্চিদানন্দতত্ত্ব হইতে উত্থিত হইয়াছে বলিয়া ইহা সত্য এরূপ বলিলে তর্কহত হইয়া ব্যভিচার উদয় হয়। আবার এই বিশ্ব ব্রহ্মের বিবর্ত বলিয়া ইহাকে নিতান্ত মিথ্যা বলিলে তর্কহত মিথ্যা কথা হয়। অতএব এই বিশ্ব সত্য হইয়াও নশ্বর, এই কথা বলিলে সত্যের প্রতিষ্ঠা হয়। চিন্তামণি যেরূপ স্বর্ণাদি প্রসব করে পারমেশ্বরী শক্তিও এই নশ্বর জগৎকে প্রসব করিয়াছেন এরূপ বলিলে আর কোন কথা থাকে না। হে প্রভু, উক্ত জড়ব্যক্তিদিগকে তোমার বেদবাক্য অন্ধপরম্পরা ভ্রমণের ন্যায় ভ্রমণ করাইয়া থাকে। বাক্য ব্যবহার যে কখন সত্য ও কখন মিথ্যা বলিয়া উক্ত হইয়াছে তাহা ব্যবহারমাত্র। বস্তুত বেদতাৎপর্যদ্বারা জানা উচিত যে, বিশ্ব সত্য বটে এবং নশ্বরতাবশতঃ মিথ্যাও বটে। অতএব তর্ক সত্য-নির্ণয়ে অক্ষম এবং শাস্ত্র বুঝিবার ভ্রমে অনেক মিথ্যাবাদ প্রচারিত হয়।। ১৫।।

প্রজাপতিভগবন্তম্ (৬।৪।৩১)
যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ

বিবাদসম্বাদভুবো ভবন্তি।
কুর্বন্তি চৈষাং মুহুরাত্মমোহং
তস্মৈ নমোঽনন্তগুণায়ভূম্নে।। ১৬।।

যাহার অনন্তশক্তি বিচার করিতে বসিয়া বাদীগণ পরস্পর বিবদমান হইয়া থাকেন সেই বিবাদই তাঁহাদের মুহুর্মুহু আত্মমোহ উদয় করায়। সেই অনন্তগুণবিশিষ্ট ভূমাপুরুষকে নমস্কার করি।। ১৬।।

মনুর্ধ্রুবম্ (৪।১১।২২)
কেচিৎ কর্ম বদন্ত্যেনং স্বভাবমপরে নৃপ।
একে কালং পরে দৈবং পুংসঃ কামমুতাপরে।। ১৭।।

কেহবা কর্মকে, কেহবা স্বভাবকে, কেহবা কালকে, কেহবা কামকে ঈশ্বর বলিয়া স্থির করেন।।১৭।।

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানম্ (৪।২৯।৪৮)
স্বংলোকং ন বিদুস্তে বৈ যত্রাদেবো জনার্দনঃ।
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্মকমতদ্বিদঃ।। ১৮।।

সেই ঈশ্বরতত্ত্বে অনভিজ্ঞ পুরুষেরা জীবের নিজ গতি জানিতে পারে না। কর্মতর্কাদিরূপ ধূম্রাবৃত বুদ্ধিপ্রযুক্ত সেই সকল লোক বেদকে কর্মবাদী বলিয়া বৈকুণ্ঠতত্ত্ব জানিতে পারে না।। ১৮।।

মনুর্ধ্রুবম (৪।১১।২৩)
অব্যক্তস্যাপ্রমেয়স্য নানাশক্ত্যুদয়স্য চ।
ন বৈ চিকীর্ষিতং তাত কো বেদাথ স্বসম্ভবম্।।
প্রজাপতির্ভগবন্তম্ (৬।৪।৩২)
অস্তীতি নাস্তীতি চ বস্তুনিষ্ঠয়ো-
রেকস্থয়োর্ভিন্নবিরুদ্ধধর্মণোঃ।
অবেক্ষিতং কিঞ্চন যোগসাংখ্যয়োঃ
সমং পরং হ্যনুকুলং বৃহত্তৎ।। ১৯।।

মনু ধ্রুবকে কহিলেন, হে তাত! অব্যক্ত অপ্রমেয় নানা-শক্তির উদয়ভূমি যে ঈশ্বর তাঁহার কার্য কে বিচার করিতে পারে? এই বিশ্বের সম্ভবই বা কে জানে? অষ্টাঙ্গযোগ ও সাংখ্য এই উভয় শাস্ত্রে যে ঈশ্বরের রূপ-সম্বন্ধে অস্তি ও নাস্তি এইরূপ বিরুদ্ধ মত আছে,

তাহা কেবল বাদনিষ্ঠ। পরমেশ্বর বৃহত্তত্ত্ব, তাঁহাতে বিরুদ্ধ সমস্ত ধর্ম সামঞ্জস্য লাভ করিয়া আছে। অতএব তাঁহার একটী শক্তি আশ্রয় করিয়া যে দার্শনিক সিদ্ধান্ত হয়, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর।। ১৯।।

তত্ত্বসংখ্যা-সম্বন্ধে বাদো বৃথৈব। ভগবান্ উদ্ধবম্ (১১।২২।৪-৫)
যুক্তঞ্চ সন্তি সর্বত্র ভাষন্তে ব্রাহ্মণা যথা।
মায়াং মদীয়ামুদ্গৃহ্য বদতাং কিং নু দুর্ঘটম্।।
নৈতদেবং যথাত্থ ত্বং বক্ষি তত্তথা।
এবং বিবদতাং হেতুং শক্তয়ো মে দুরত্যয়াঃ।। ২০।।

এস্থলে তাৎপর্য এই যে, মীমাংসা ব্রহ্মসূত্র ব্যতীত অন্য দর্শন সকল পরস্পর বিরুদ্ধ সুতরাং বেদবিরুদ্ধ। বেদবাদ যেরূপ বিরোধী, নানা তর্কবাদও সেইরূপ বিরোধী। অতএব সেই সেই শাস্ত্রের ভরসা করা বৃথা।

ব্রাহ্মণগণ জ্ঞানাভিমানে মত্ত হইয়া আমার মায়াকে গ্রহণপূর্বক যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাহা তাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। তুমি যা বল তাহা নয়, আমি যাহা বলি তাহা হয়, এইরূপ প্রবৃত্তি হইতেই তাঁহাদের নানা মত। আমার দুরত্যয় শক্তিই ইহার হেতু।। ২০।।

বেদতাৎপর্যগ্রহণে মোহঃ। আবির্হোত্রঃ রাজনং (১১।৩।৪৩-৪৬)
কর্মাকর্মবিকর্মেতি বেদবাদো ন লৌকিকঃ।
বেদস্য চেশ্বারত্মাত্বাত্তত্র মুহ্যন্তি সূরয়ঃ।। ২১।।

কর্ম, অকর্ম ও বিকর্ম বলিয়া যে বিতর্ক হয়, তাহাও বেদবাদ। বেদ স্বয়ং ঈশ্বর। সুতরাং যতই বুদ্ধি প্রকাশ করুন্ পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহপ্রাপ্ত হন।। ২১।।

পরোক্ষবাদো বেদোঽয়ং বালানামনুশাসনম্।
কর্মমোক্ষায় কর্মাণি বিধত্তে হ্যগদং যথা।। ২২।।

বেদ স্বয়ং পরোক্ষবাদ। ইহা মূঢ় লোকের পক্ষে অনুশাসন। কর্ম মোক্ষ তাৎপর্যেই কর্ম অনুজ্ঞাত হইয়াছে। পীড়িত লোককে রোগ নিবারণের জন্য যেরূপ ঔষধ বিধান হয়, সেই রূপ কর্মরূপ পীড়ার জন্যই কর্ম বিধান।। ২২।।

নাচরেদযস্তু বেদোক্তং স্বয়মজ্ঞোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
বিকর্মণা হ্যধর্মেণ মৃত্যোর্মৃত্যুমুপৈতি সঃ।। ২৩।।

অজ্ঞ অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি যদি বেদোক্ত কর্ম আচরণ না করে তাহা হইলে সে বিকর্মের

অধর্মরূপ মৃত্যুদ্বারা মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।। ২৩।।

বেদোক্তমেব কুর্বাণো নিঃসঙ্গোঽর্পিতমীশ্বরে।
নৈষ্কর্ম্যং লভতে সিদ্ধিং রোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ।। ২৪।।

আবার কর্মফলে আসক্তি না করিয়া এবং ঈশ্বরে ঐ কর্ম অর্পণ করতঃ যিনি বেদোক্ত কর্ম আচরণ করেন, তিনি কর্ম হইতে মুক্ত হইয়া নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধি লাভ করেন। নৈষ্কর্ম্য সিদ্ধিই কর্মের বাস্তবিক ফল, অন্য যে ফলশ্রুতি তাহা কেবল নৈষ্কর্ম্য কর্মে উৎপাদন করিবার জন্য উক্ত হইয়াছে জানিবে।। ২৪।।

চমসঃ রাজানম্ (১১।৫।৫)
বিপ্রো রাজন্যবৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্।
শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ।। ২৫।।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য শ্রৌত জন্মলাভ করিয়া হরিভজনের অধিকার পায়। যদি তাহারা তদধিকার লাভ করিয়াও বেদার্থবাদে রত হয়, তাহারা মোহপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কর্মমীমাংসকগণ এই শ্রেণীভুক্ত।। ২৫।।

(১১।৫।১১)
লোকে ব্যবায়ামিষমদ্যসেবা
নিত্যাহি জন্তোর্ন হি তত্র চোদনা।
ব্যবস্থিতিস্তেষু বিবাহযজ্ঞ
সুরাগ্রহৈরাসু নিবৃত্তিরিষ্টা।। ২৬।।

বেদের অর্থবাদে রত হইয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করে যে। স্ত্রীসঙ্গ, আমিষ ভোজন ও মদ্যপান বেদের প্রেরণা অর্থাৎ প্রেরণারূপে তত্তৎযজ্ঞে ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু তাহারা জানে না যে, ঐ সকল প্রবৃত্তি জন্তুমাত্রেরই নিসর্গগত, সুতরাং প্রেরণাকে অপেক্ষা করে না। সেই সকল প্রবৃত্তির নিবৃত্তি করিবার জন্যই বিবাহদ্বারা স্ত্রীসঙ্গ, যজ্ঞ বিশেষে আমিষ ভোজন এবং সুরাগ্রহণ ব্যবস্থিত হইয়াছে। অতএব নিবৃত্তিই বেদের গূঢ় তাৎপর্য্য।। ২৬।।

(১১।৫।১৩-১৫)
যদ্‌ঘ্রাণ ভক্ষো বিহিতঃ সুরায়া-
স্তথা পশোরালভনং ন হিংসা।
এবং ব্যবায়ঃ প্রজয়া ন রত্যৈ
ইমং বিশুদ্ধং ন বিদুঃ স্বধর্মম্।। ২৭।।

ক্রিয়া বিশেষে মদের ঘ্রাণকেই ভক্ষণরূপে বিহিত হইয়াছে এবং পশুদিগের আলভনই বিধান। পশুবধের বিধান নাই। সেইরূপ স্ত্রীসঙ্গ কেবল সন্তান উৎপাদনের জন্য বিহিত, রতির জন্য নয়। এই বিশুদ্ধ বেদমতই স্বধর্ম কিন্তু বেদার্থবেদকারীগণ তাহা জানে না।। ২৭।।

যে ত্বনেবম্বিদোঽসন্তঃ স্তব্ধাঃ সদভিমানিনঃ।
পশূন্ দ্রুহ্যন্তি বিশ্রব্ধাঃ প্রেত্য খাদন্তি তে চ তান্।। ২৮।।

যে ব্যক্তি এই বেদতাৎপর্য জানে না যে অসৎ, স্তব্ধ ও সদভিমানী। সেই সকল লোক নির্ভয়ে পশু বধ করে এবং তাহাদের মৃত্যুর পর ঐ পশু সকল তাহাদিগকে খায়।। ২৮।।

দ্বিষন্তঃ পরকায়েষু স্বাত্মানং হরিমীশ্বরম্।
মৃতকে সানুবন্ধেঽস্মিন্ বদ্ধস্নেহাঃ পতন্ত্যধঃ।। ২৯।।

দেখ! আত্মাস্বরূপ ঈশ্বর হরি পরশরীরে অবস্থান করিতেছেন। মূঢ়গণ পরকায়স্থিত হরিকে বিদ্বেষপূর্বক এই শবতুল্য অনিত্য দেহের পোষণাভিপ্রায়ে পশুবধদ্বারা দেহে বদ্ধস্নেহ হইয়া অধঃপতিত হয়।। ২৯।।

ভগবান্ উদ্ধবম্ (১১।১১।১৮-১৯)
শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।
শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ।। ৩০।।

শব্দব্রহ্মরূপ বেদবাক্যে নিষ্ঠা করিয়াও বেদতাৎপর্যরূপ পরব্রহ্মে অবগাহন না করে তবে বৎসহীন গাভী রক্ষার ন্যায় বেদবাক্যে তাহার যত্ন কেবল শ্রমফল উৎপাদন করে।। ৩০।।

গাং দুগ্ধদোহামসতীঞ্চ ভার্যাং
দেহং পরাধীনমসৎপ্রজাঞ্চ।
বিত্তং ত্বতীর্থীকৃতমঙ্গলবাচং
হীনাং ময়া রক্ষতি দুঃখদুঃখী।। ৩১।।

দুগ্ধহীন গাভী, অসতী ভার্যা, পরাধীন দেহ, অসৎ পুত্র, সৎপাত্রে অন্যস্ত ধন যেরূপ দুঃখের কারণ, সেই রূপ আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বেদবাক্যে যিনি যত্ন করেন তিনি বড় দুঃখী।। ৩১।।

ভগবান্ উদ্ধবম্ (১১।২১।৩৫-৩৬)

বেদা ব্রহ্মাত্মবিষয়াস্ত্রিকাণ্ডবিষয়া ইমে।
পরোক্ষবাদা ঋষয়ঃ পরোক্ষঞ্চ মম প্রিয়ম্।। ৩২।।

সাধারণ মনুষ্যের পক্ষে এইসকল বেদবাক্য, কর্ম, দেবতা ও যজ্ঞরূপ ত্রিকাণ্ডময়। কিন্তু তাৎপর্য বুঝিলে সকল বেদবাক্যই ভগবদ্ভজনরূপ ব্রহ্মাত্মবিষয়ক বলিয়া দেখা যাইবে। বেদের সমস্ত মন্ত্রই পরোক্ষবাদ অর্থাৎ যাহা অর্থ বলিয়া প্রতীত হয় তাহা ইহার তাৎপর্য নয়, পরমার্থই গূঢ় তাৎপর্য। ঐ মন্ত্রসকলের প্রণেতা ঋষিগণ পরোক্ষকে আমার প্রিয় জানিয়া পরোক্ষবাদ অবলম্বন করিয়াছেন।। ৩২।।

শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধং প্রাণেন্দ্রিয়মনোময়ম্।
অনন্তপারং গম্ভীরং দুর্বিগ্রাহ্যং সমুদ্রবৎ।। ৩৩।।

বেদার্থবাদীগণ বেদার্থকে সামান্য বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু শব্দব্রহ্ম সুদুর্বোধ্য। তাহা প্রাণেন্দ্রিয় মনোময় হইয়াও অনন্তপার, গম্ভীর দুর্বিগ্রাহ্য, সমুদ্রের ন্যায় অবস্থিত।। ৩৩।।

ভগবান্ উদ্ধবম্ (১১।২১।৪০-৪২)
কিং বিধত্তে কিমাচষ্টে কিমনুদ্য বিকল্পয়েৎ।
ইত্যস্যা হৃদয়ং লোকে নান্যো মদ্বেদ কশ্চন।।
মাং বিধত্তেঽভিধত্তে মাং বিকল্প্যাপোহ্যতে ত্বহম্।। ৩৪।।

সেই বেদবাক্য সকল কি বিধান করে, তাহাদের তাৎপর্য-চেষ্টা কোন্ দিকে এবং কি অভিপ্রায় করিয়া বিকল্প অর্থাৎ সন্দেহযুক্ত বাক্য সকল বলিয়াছে তাহা আমি ব্যতীত অন্য কেহ জানে না। বস্তুতঃ বেদবাক্য সমুদয় আমাকেই অভিধান করে। আমার শুদ্ধভক্তি বিধান করে এবং বিকল্প বাক্য দ্বারা নিরাকরণ করতঃ দেখায় যে আমিই সকল, আমা হইতে আর কেহ পৃথক্ নাই।। ৩৪।।

এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্।
মায়ামাত্রসমুদ্যান্তে প্রতিষিধ্য প্রসীদতি।। ৩৫।।

সমস্ত বেদের তাৎপর্য এই যে, শব্দকে অবলম্বন করিয়া প্রথমে ভেদময় মায়ামাত্র আমাকে উদ্যম করতঃ শেষে মায়াদ্বৈত প্রতিষেধপূর্বক অদ্বয় চিৎস্বরূপ আমাকে স্থাপন করিয়া প্রসন্ন হয়।। ৩৫।।

ভগবান্ উদ্ধবম্ (১১।১০।৩৩-৪৪)
অহিংসা সত্যমস্তেয়মসঙ্গৌ হ্রীরসঞ্চয়ঃ।

আস্তিক্যং ব্রহ্মচর্যঞ্চ মৌনং স্থৈর্যং ক্ষমা ভয়ম্।। ৩৬।।

বেদের তাৎপর্য বুঝিতে হইলে কতকগুলি শব্দের তাৎপর্য জানিতে প্রয়োজন হয়, অতএব হে উদ্ধব! তোমাকে শব্দার্থ বলি, তুমি শ্রবণ কর। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, অসঙ্গ অর্থাৎ অনাসক্তি, হ্রী, অসঞ্চয়, আস্তিক্য ব্রহ্মচর্য, মৌন, স্থৈর্য, ক্ষমা, ভয় এই দ্বাদশটীর নাম যম।। ৩৬।।

শৌচং জপস্তপো হোমঃ শ্রদ্ধাতিথ্যং মদর্চনম্।
তীর্থাটনং পরার্থেহা তুষ্টিরাচার্যসেবনম্।। ৩৭।।

অন্তঃশৌচ, বহিঃশৌচ, জপ, তপ, হোম, শ্রদ্ধা, আতিথ্য, ভগবৎ অর্চন, তীর্থাটন, পরের জন্য চেষ্টা, তুষ্টি, আচার্যসেবা — এই দ্বাদশটী নিয়ম।। ৩৭।।

এতে যমাঃ সনিয়মা উভয়োর্দ্বাদশ স্মৃতাঃ।
পুংসামুপাসিতাস্তাত যথাকামং দুহন্তি হি।। ৩৮।।

হে উদ্ধব! এই দ্বাদশটী যম ও এই দ্বাদশটী নিয়ম পালন করিলে মনুষ্য কামনারূপ ফল প্রাপ্ত হন।।৩৮।।

শমো মন্নিষ্ঠতাবুদ্ধের্দম ইন্দ্রিয়সংযমঃ।
তিতিক্ষা দুঃখসংমর্ষো জিহ্বোপস্থজয়ো ধৃতিঃ।। ৩৯।।

দণ্ডন্যাসঃ পরং দানং কামস্ত্যাগস্তপঃ স্মৃতম্।
স্বভাববিজয়ঃ শৌর্যং সত্যঞ্চ সমদর্শনম্।। ৪০।।

ভগবন্নিষ্ঠতা বুদ্ধির নাম শম, ইন্দ্রিয়-সংযমের নাম দম, দুঃখ-সহনের নাম তিতিক্ষা, জিহ্বা ও উপস্থ জয়ের নাম ধৃতি, পরের প্রতি দণ্ড পরিত্যাগের নাম দান, কাম ত্যাগের নাম তপস্যা, স্বভাব জয় করার নাম শৌর্য এবং সমদর্শনের নাম সত্য।। ৩৯-৪০।।

অন্যচ্চ সুনৃতা বাণী কবিভিঃ পরিকীর্তিতা।
কর্মস্বসঙ্গমঃ শৌচং ত্যাগ সন্ন্যাস উচ্যতে।। ৪১।।

কবিসকল সুনৃতবাক্যকেও সত্য বলেন। কর্মে অনাসক্তির নাম শৌচ। সন্ন্যাসকেই ত্যাগ বলেন।৪১।

ধর্ম্মং ইষ্টং ধনং নৃণাং যজ্ঞোঽহং ভগবত্তমঃ।
দক্ষিণা জ্ঞানসন্দেশঃ প্রাণায়ামঃ পরং বলম্।। ৪২।।

ধর্মই মনুষ্যের ইষ্টধন। আমি ভগবান্‌ই যজ্ঞ। জ্ঞান দানের নাম দক্ষিণা। প্রাণায়ামই পরম বল।৪২।

ভগো মম ঐশ্বরো ভাবো লাভো মদ্ভক্তিরুত্তমঃ।
বিদ্যাত্মনি ভিদা বাধো জুগুপ্সা হ্রীরকর্ম্মসু।। ৪৩।।

আমার ঈশ্বরতাই ভগ! আমার ভক্তিই উত্তম লাভ। আত্মবস্তু ভেদত্যাগের নামই বিদ্যা। অকর্মে যে ঘৃণা তাহাকে হ্রী বলে।। ৪৩।।

শ্রীর্গুণা নৈরপেক্ষাদ্যাঃ সুখং দুঃখসুখাত্যয়ঃ।
দুঃখং কামসুখাপেক্ষা পণ্ডিতো বন্ধমোক্ষবিৎ।। ৪৪।।

নৈরপেক্ষাদি গুণসকলের নাম শ্রী। সুখদুঃখ বিনাশের নাম সুখ। কামসুখাপেক্ষার নাম দুঃখ। বন্ধমোক্ষবিদ্ ব্যক্তিই পণ্ডিত।। ৪৪।।

মূর্খো দেহাদ্যহংবুদ্ধি পন্থা মন্নিগমঃ স্মৃতঃ।
উৎপথশ্চিত্তবিক্ষেপঃ স্বর্গঃ সত্ত্বগুণোদয়ঃ।। ৪৫।।

দেহাদিতে অহংবুদ্ধি যাঁহার তিনিই মূর্খ।আমার নিগম বা আজ্ঞাই পন্থা। চিত্তবিক্ষেপই উৎপথ। সত্ত্ব-গুমোদয়ই স্বর্গ।। ৪৫।।

নরকস্তমউন্নাহো বন্ধুর্গুরুরহং সখে।
গৃহং শরীরং মানুষ্যং গুণাঢ্যো হ্যাঢ্য উচ্যতে।। ৪৬।।

তমোগুণ বৃদ্ধির নাম নরক। হে সখে, আমিই একমাত্র বন্ধু ও গুরু। মনুষ্য শরীরই গৃহ। গুণাঢ্য ব্যক্তিই আঢ্য।। ৪৬।।

দরিদ্রো যস্ত্বসন্তুষ্টঃ কৃপাণো যোঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
গুণেষ্বসক্তধীরীশো গুণসঙ্গো বিপর্যয়ঃ।। ৪৭।।

অসন্তুষ্ট ব্যক্তিই দরিদ্র। অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই কৃপণ। গুণে অর্থাৎ প্রাকৃত গুণসমূহে যিনি অনাসক্ত তিনিই ঈশ। যিনি প্রাকৃতগুণসঙ্গী তিনি অনীশ।। ৪৭।।

বেদানাং দুর্গমত্বাজ্জীবোপকারার্থায় তদর্থসারসংগ্রহরূপং শ্রীমদ্ভাগবতং প্রদত্তম্ - (১২।৪।৪১ ও ৪৩)

পুরাণসংহিতামেতামৃষির্নারায়ণোঽব্যয়ঃ।
নারদায় পুরা প্রাহ কৃষ্ণদ্বৈপায়নায় সঃ।।
স বৈ মহ্যং মহারাজ ভগবান্ বাদরায়ণঃ।
ইমাং ভাগবতীং প্রীতঃ সংহিতাং বেদসম্মিতাম্।। ৪৮।।

বেদের দুর্গমতাপ্রযুক্ত তদর্থসারসংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা-নিবন্ধন, সর্বপুরাণসার শ্রীমদ্ভাগবত হইয়াছেন। এই পুরাণসংহিতা নারায়ণ ঋষি পূর্বকালে নারদকে বলিয়াছেন। নারদ কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে ঐ পুরাণ বলেন। শুকদেব কহিলেন, — হে মহারাজ! সেই বাদরায়ণ ঋষি আমাকে সর্ববেদসম্মত এই ভাগবতী সংহিতা প্রীত হইয়া দিয়াছিলেন।। ৪৮।।

ইমাং বক্ষ্যত্যসৌ সূত ঋষিভ্যো নৈমিষালয়ে।
দীর্ঘসত্রে কুরুশ্রেষ্ঠ সংপৃষ্টঃ শৌনকাদিভিঃ।। ৪৯।।

নৈমিষক্ষেত্রে এই সূত ঋষিদিগের নিকট, হে কুরুশ্রেষ্ঠ! দীর্ঘসত্রে শৌনকাদি ঋষিগণদ্বারা জিজ্ঞাসিত হইয়া এই পুরাণ ব্যাখ্যা করিবেন।। ৪৯।।

শ্রীশুকঃ (১২।৫।১)
অত্রানুবর্ণ্যতেঽভীক্ষ্ণং বিশ্বাত্মা ভগবান্ হরিঃ।
যস্য প্রসাদজো ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ।। ৫০।।

যাঁহার প্রসাদ হইতে ব্রহ্মা উৎপন্ন হইয়াছেন এবং যাঁহার ক্রোধ হইতে রুদ্র উৎপন্ন হন, সেই বিশ্বাত্মা ভগবান্ এই শ্রীমদ্ভাগবতে নিরন্তর অনুবর্ণিত হইয়াছেন।। ৫০।।

সূতেন শ্রীমদ্ভাগবতস্য সর্বপুরাণসূর্যাত্বম্ কথিতম্ — (১।৩।৪১, ৪৩)
তদিদং গ্রাহয়ামাস সুতমাত্মবিদাম্বরম্।
সর্ববেদেতিহাসানাং সারং সারং সমুদ্ধৃতম্।। ৫১।।

সমস্ত বেদ, রামায়ণ-মহাভারতাদি ইতিহাস হইতে সার সার কথা সংগৃহীত হইয়া এই শ্রীমদ্ভাগবত উদিত হইয়াছেন। বেদব্যাস এই গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া আত্মবিদ্গণের শিরোমণি শ্রীশুকদেবরূপ স্বীয় পুত্রকে শিক্ষা করাইয়াছিলেন।। ৫১।।

কৃষ্ণে স্বধামোপগতে ধর্মজ্ঞানাদিভিঃ সহ।
কলৌ নষ্টদৃশামেষঃ পুরাণার্কোঽধুনোদিতঃ।। ৫২।।

শ্রীগোলোকবৃন্দাবনপতি কৃষ্ণচন্দ্র যখন স্বীয় প্রপঞ্চাগত লীলাকে অপ্রকট করিলেন, তখন জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য তৎ প্রতিনিধিস্বরূপ এই পুরাণপ্রভাকর সমস্ত ধর্ম-জ্ঞানাদির সহিত কলিকালে নষ্টদৃষ্টি পুরুষদিগের প্রয়োজনসিদ্ধির অভিপ্রায়ে সম্প্রতি উদিত হইয়াছেন।। ৫২।।

শ্রীসূতঃ (১২।১৩।১৪)
রাজন্তে তাবদন্যানি পুরুণানি সতাং গণে।
যাবদ্ভাগবতং নৈব শ্রূয়তেঽমৃতসাগরম্।। ৫৩।।

অন্যান্য পুরাণসকল সাধুসমাজে সেইকাল পর্যন্ত প্রাধান্য লাভ করেন, যে পর্যন্ত এই ভাগবত-পুরাণ সাধুসমাজে শ্রুত না হন। ইনি অমৃতসাগরস্বরূপ।। ৫৩।।

তাৎপর্য এই, পরমার্থ-নির্ণয়ে বেদই একমাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষানুমান প্রভৃতি প্রাকৃতপ্রমাণ অপ্রাকৃত বিষয়ে কার্য করে না, তাহাদিগকে অবলম্বন করিয়া যে-সকল পারমার্থিক শাস্ত্র হইয়াছে, তাহাতে জীবের মঙ্গল হয় না। অপ্রাকৃত জ্ঞান একমাত্র অপৌরুষেয় বেদই বলিতে পারেন, কিন্তু বেদও দুর্বোধ, বিশেষতঃ কলিযুগে। পরমকারুণিক নারায়ণ এই ভাগবত-পুরাণে সমস্ত বেদবেদান্তার্থ সংগ্রহ পূর্বক জীবমঙ্গলের জন্য জগতে এই সর্বপ্রমাণসার ভাগবত অর্পণ করিয়াছেন। একমাত্র পারমহংস্য-সংহিতারূপ এই ভাগবতকে সৌভাগ্যবান্ জীবসকল পরমার্থবিষয়ে প্রমাণস্বরূপ গ্রহণ করুন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দেশো
গ্রন্থসূচনানাম প্রথমঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দেশোনাম-প্রথমকিরণে
'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

দ্বিতীয় কিরণঃ

ভাগবতার্কোদয়ঃ

(১।১।২)
ধর্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্রপরমোনির্মৎসরাণাং সতাং
বেদ্যং বাস্তবমত্র বস্তু শিবদং তাপত্রয়োন্মূলনম্।
শ্রীমদ্ভাগবতে মহামুনিকৃতে কিম্বাপরৈরীশ্বরঃ
সদ্যোহৃদ্যবরুধ্যতেঽত্র কৃতিভিঃ শুশ্রূষুভিস্তৎক্ষণাৎ।।১।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ
গৌরাঙ্গকৃপয়া যস্য তত্ত্বং ভাগবতোদিতম্।
সম্প্রাপ্তং হৃদয়ে বন্দে সার্বভৌমমহাশয়ম্।।

মহামুনি নারায়ণকৃত এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্মৎসর অর্থাৎ সর্বভূত দয়ামণ্ডিত সাধু-ভক্তদিগের প্রাপ্য সম্পূর্ণ কৈতবশূন্য বেদাভিধেয়রূপ পরম ধর্ম (শুদ্ধভক্তি) উপদিষ্ট হইয়াছেন। জীবের ত্রিতাপোন্মূলক শিবদ বাস্তববস্তুজ্ঞানরূপ সম্বন্ধজ্ঞান ইহাতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। ত্রিগুণময়ী মায়াবৃত্তি অবিদ্যাভিনিবেশই ত্রিতাপ। স্বরূপভ্রম একটী তাপ। কৃষ্ণবহির্মুখতা দ্বিতীয় তাপ। জড়দেহে আত্মাভিমানই তৃতীয় তাপ। বাস্তববস্তুজ্ঞান, যথা -- কৃষ্ণই অদ্বয় বস্তু। কৃষ্ণের চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তিই বাস্তব বা বস্তুসম্বন্ধতত্ত্ব। তজ্জ্ঞানই সম্বন্ধজ্ঞান। ইহাতে জীব নিত্যসেবক, কৃষ্ণ নিত্যসেব্য। প্রাচীন ভক্তিসুকৃতিজনিত শুশ্রূষার উদয় হইলেই এই গ্রন্থ হইতে সদ্য (অন্য জন্মাদি অপেক্ষা না করিয়া) তৎক্ষণাৎ অন্য উপায় অপেক্ষা না করিয়া জীবহৃদয়ে প্রয়োজনরূপ প্রেমরজ্জুতে কৃষ্ণ আবদ্ধ হন। অতএব ভাগবদ্ব্যতীত অন্য শাস্ত্রে আর কি প্রয়োজন?।। ১।।

শ্রীসূতঃ (১।৪।১৪।১৬)
দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ।।২।।

তৃতীয়যুগপর্যায়রূপ দ্বাপরযুগে কৃষ্ণের শক্তিকলাপ্রাপ্ত যোগী বেদব্যাস পরাশর হইতে বাসবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।।২।।

স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ।
বিবিক্ত এক আসীন উদিতে রবিমণ্ডলে।।৩।।

কোন সময় তিনি সরস্বতী-জলে স্নান করিয়া শুচি হইলেন এবং সূর্যোদয়ের একক নিভৃতে আসীন হইলেন।।৩।।

পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্মব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে।।৪।।
শ্রীসূতঃ (১।৪।১৮।২২)
দুর্ভগাংশ্চ জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
ব্যদধাদ্ যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্বিধম্।।৫।।

সেই পরাবরজ্ঞ ঋষি অব্যক্ত বেগ কালদ্বারা যুগে যুগে যুগধর্মের ব্যতিকর এবং জনসকলকে দিব্যচক্ষুদ্বারা দুর্ভাগা দেখিয়া এক বেদকে যজ্ঞবিস্তৃতির উপকারের জন্য চতুর্ভাগে বিভক্ত করিলেন।। ৪-৫।।

ঋগ্‌যজুঃসামাথর্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাসপুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে।।৬।।

ঋক্ যজুঃ সাম অথর্ব নামে চারিটী বেদ উদ্ধার করিলেন।ইতিহাস ও পুরাণকে পঞ্চম বেদ বলিয়া আখ্যা প্রদান করিলেন।। ৬।।

তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষামুত।।৭।।

পৈল ঋগ্বেদ, জৈমিনি কবি সামবেদ এবং বৈশম্পায়ন যজুর্বেদে পারঙ্গত হইলেন।। ৭।।

*অথর্বাঙ্গিরসামাসীৎ সুমন্তুর্দারুণো * মুনিঃ।*
ইতিহাসপুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ।।৮।।

অথর্বাঙ্গিরস বেদে দারুণ (* অথর্ববেদোক্ত অভিচারাদিতে প্রবৃত্ত বলিয়া সুমন্তমুনি দারুণ অর্থাৎ নিষ্ঠুর বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।) সুমন্তমুনি ও ইতিহাস-পুরাণে মদীয় পিতা রোমহর্ষণ পারঙ্গত হইলেন।৮।

শ্রীসূতঃ (১।৪।২৫)
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধুনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এবং ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতম্।।৯।।

ঋক্, সাম, যজু এই তিন বেদ স্ত্রীলোক, শূদ্র ও বিপ্রকুলজাত মূঢ় দ্বিজবন্ধু সকলের গোচর নহে; অতএব কর্মই যে সকল মূঢ় ব্যক্তির শ্রেয়, তাহাদের উপকারার্থে কৃপাপূর্বক ব্যাসমুনি ভারতাখ্যান রচনা করিলেন।। ৯।।

শ্রীসূতঃ (১।৪।২৭)
নাতিপ্রসীদদ্ধৃদয়ঃ সরস্বত্যাস্তটে শুচৌ।
বিতর্কয়ন্ বিবিক্তস্থ ইদঞ্চোবাচ ধর্মবিৎ।।১০।।

এই সমস্ত করিয়াও সরস্বতী নদীর তটে বসিয়া হৃদয় অতি প্রসন্ন না হওয়ায় নির্জনে আসীন ধর্মজ্ঞ ব্যাসদেব এইরূপ বিতর্ক করিয়া বলিলেন।। ১০।।

(১।৪।৩০, ৩২)
তথাপি বত মে দৈহ্যো হ্যাত্মা চৈবাত্মনা বিভুঃ।
অসম্পন্ন ইবাভাতি ব্রহ্মবর্চস্য সত্তমঃ।।১১।।

অহো! ব্রহ্মতেজঃ-প্রাপ্তিতে সত্তম, লব্ধ স্বতঃ সিদ্ধজ্ঞান আমার জীবাত্মা পরমাত্মপ্রসাদ অলাভে অসম্পন্নপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে কেন।। ১১।।

তস্যৈবং খিলমাত্মানং মন্যমানস্য খিদ্যতঃ।
কৃষ্ণস্য নারদোঽভ্যাগাদাশ্রমং প্রাগুদাহৃতম্।।১২।।

এইরূপ ব্যাস আপনা আপনি খেদ করিতে থাকিলে ব্যাসের উক্ত আশ্রমে নারদ আসিয়া উপস্থিত হইলেন।। ১২।।

নারদ উবাচ - (১।৫।৪)
জিজ্ঞাসিতমধীতঞ্চ ব্রহ্ম যত্তৎ সনাতনম্।
তথাপি শোচস্যাত্মানমকৃতার্থ ইব প্রভো।।১৩।।

নারদ কহিলেন, — "সনাতন বেদ তুমি জিজ্ঞাসাপূর্বক অধ্যয়ন করিয়াছ, তথাপি হে প্রভো! অকৃতার্থের ন্যায় আপানকে কেন শোকান্বিত করিতেছ?"।। ১৩।।

ব্যাস উবাচ - (১।৫।৫।)
অস্ত্যেব মে সর্বমিদং ত্বয়োক্তং
তথাপি নাত্মা পরিতুষ্যতে মে।
তন্মূলমব্যক্তমগাধবোধং
পৃচ্ছামহে ত্বাত্মভবাত্মভূতম্।।১৪।।

ব্যাস কহিলেন, -- "হে প্রভো! আপনার কথিত এইসব জ্ঞান লাভ আমার হইয়াছে বটে, তথাপি আমার আত্মা পরিতুষ্ট হয় না। হে ব্রহ্মনন্দন! সেই অবস্থার যে দুর্বোধ্য অব্যক্ত মূল আছে, তাহা আপনি বলুন। আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি"।। ১৪।।

নারদ উবাচ - (১।৫।৮-৯)
ভবতানুদিতপ্রায়ং যশো ভগবতোঽমলম্।
যেনৈবাসৌ ন তুষ্যেত মন্যে তদ্দর্শনং খিলম্।।১৫।।

নারদ কহিলেন, — "বাদরায়ণ! তুমি ভগবানের অমল যশ অনুদিত প্রায় রাখিয়াছ। আমি নিশ্চয় জানি, তন্নিবন্ধন তোমার আত্মপরিতুষ্ট হইতেছে না; ইহাই তোমার ন্যূনতা"।। ১৫।।

যথা ধর্মাদয়শ্চার্থা মুনিবর্যানুকীর্তিতাঃ।
ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ।।১৬।।

হে মুনিবর্য! পুরাণে ও ভারতাদিতে ধর্মাদি অর্থচতুষ্টয় যেরূপ কীর্তন করিয়াছ সেরূপ বাসুদেবের মহিমা তুমি বর্ণন কর নাই।। ১৬।।

(১।৫।১২-১৪)
নৈষ্কর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জিতং
ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে।
ন চার্পিতং কর্ম যদপ্যকারণম্।।১৭।।

নৈষ্কর্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান অচ্যুতভাব অর্থাৎ কৃষ্ণভক্তবর্জিত হইলে নিরজ্ঞন হইয়াও শোভা পায় না, কেননা তাহাতে চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য থাকে না। তখন স্বভাবতঃ অভদ্র যে কর্ম, তাহা নিষ্কাম হইলেই ঈশ্বরে অনর্পিত থাকিলে কিরূপে শোভা পাইবে? তাৎপর্য এই যে, কর্ম জড়দেহাশ্রিত এবং কর্মের ফলও জড়ময়। অতএব চিন্ময়জীবের পক্ষে কর্মই নিতান্ত অভদ্র। সেই কর্ম যদি অকাম হয়, তবুও তাহাতে সাক্ষাৎ কোন চিন্ময় ফল লাভ হয় না। তবে কর্মসমস্ত যদি ভক্তির ফল হয়, তবেই সে কর্ম ঈশ্বরার্পিত হইয়া নির্দোষ ও গৌণরূপে সুফলপ্রদ হয়। কর্মশূন্য চিন্মাত্রাশ্রিত জ্ঞানও সম্পূর্ণ নয়, বরং কখনও সম্পূর্ণতার বিরোধী হয়। জ্ঞান যখন চিদ্বিলাসময়ী ভক্তির সেবক হয়, তখন ভক্তির সহিত তাহার তন্ময়তা-সিদ্ধি হয়।। ১৭।।

অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক্
শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।
উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে
সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্।।১৮।।

হে মহাভাগ! তুমি অমোঘদৃক্, তোমার যশ নির্মল, তুমি সত্যরত এবং ধৃতব্রত। অতএব তোমার চিৎসত্তাকে জড়াভিমান সত্তা হইতে ভক্তিসমাধিদ্বারা পৃথক্ করিলে চিন্ময়-

কৃষ্ণলীলা দেখিতে পাইবে। অখিল জীবের বন্ধ-মুক্তির জন্য সেই উরুক্রম কৃষ্ণের লীলাব্যাপার অনুসন্ধান কর।। ১৮।।

ততোঽন্যথা কিঞ্চন যদ্বিবক্ষতঃ
পৃথগ্‌দৃশস্তৎকৃতরূপনামভিঃ।
ন কর্হিচিৎ ক্বাপি চ দুঃস্থিতা মতি-
র্লভেত বাতাহতনৌরিবাস্পদম্।।১৯।।

তাহা না করিয়া তুমি যে কৃষ্ণলীলাদি পুরাণে ও ভারতে লিখিয়াছ, তাহাতে শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ আত্মস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বর্ণিত কৃষ্ণকে কিছু মায়াচ্ছন্ন করিয়া পৃথক্ দর্শন করিয়াছ। সেই পৃথক্ দৃষ্টিজনিত যে নাম রূপাদি বর্ণন করিয়াছ, তাহাও বিশুদ্ধ চিন্ময় হয় নাই। সুতরাং সে সমুদয় পাঠ করিয়া জড়সত্তারূপ দুষ্টভূমিস্থিত লোকের চিত্ত চিদ্‌ভূমিতে আস্পদ লাভ করে না। বাতাহত নৌকার ন্যায় লৌল্যপ্রযুক্ত চিদ্ব্যাপারে তাহাদের চিত্ত স্থান পায় না।। ১৯।।

(১।৫।১৬-২০)
বিচক্ষণোঽস্যার্হতি বেদিতুং বিভো-
রনন্তপারস্য নিবৃত্তিতঃ সুখম্।
প্রবর্তমানস্য গুণৈরনাত্মন-
স্ততো ভবান্ দর্শয় চেষ্টিতং বিভো।।২০ ক।।

যদি বল — চিল্লীলা-বর্ণনের প্রয়োজন নাই, কেননা যাঁহারা চিদচিৎ বিচারবিষয়ে বিচক্ষণ, তাঁহারা দেহাত্মাভিমান হইতে নিবৃত্ত হইয়া ক্রমশঃ গুরুকৃপায় চিদ্বিলাস দেখিতে পায়; তবে আমি বলি যে, অনন্তপারস্বরূপ কৃষ্ণের ভক্তিপথ নিবৃত্তিসুখ হইতে বিচক্ষণ লোক কোন সময়ে গুরুকৃপায় দেখিতে পান সত্য, কিন্তু যাঁহারা অনাত্মগুণে প্রবর্তমান তাহাদের ত' কোন উপায় নাই; অতএব আমি যেরূপ বলিলাম সেইরূপ কৃষ্ণলীলা বর্ণন কর, তাহাতে উভয় প্রকার লোকের উপকার হইবে।। ২০ ক।।

ত্যক্ত্বা স্বধর্মং চরণাম্বুজং হরে-
র্ভজন্নপক্বোথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং
কো বার্থ আপ্তো ভজতাং স্বধর্মতঃ।।২০ খ।।

স্বধর্মের ভরসা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, কেননা স্বধর্মত্যাগ করিয়া হরিচরণ ভজন করিতে করিতে যদি কেহ অপক্কাবস্থায় পতিত হয়, তাহাতেই বা কি অভদ্র, কেননা ভগবৎ কৃপায় তাহারা আবার পূর্বসাধন হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ উন্নত হয়। আবার দেখ, স্বধর্মদ্বারা ভজন করিলে বা কি লাভ, কেন না স্বধর্ম-চেষ্টায় যে লোক-লাভাদি হয় তাহা অনিত্য।। ২০ খ।।

তস্যৈব হেতোঃ প্রযতেত কোবিদো
ন লভ্যতে যদ্‌ভ্রমতামুপর্যধঃ।
তল্লভ্যতে দুঃখবদন্যতঃ সুখং
কালেন সর্বত্র গভীররংহসা।।২১।।

পণ্ডিতগণ নিত্যসুখলাভের অনুসন্ধান করেন। ব্রহ্মালোক পর্যন্ত উপরের সপ্তলোকে এবং সুতলাদি অধোলোকে ভ্রমণ করিয়া যে চিৎসুখ পাওয়া যায় না, তদর্থেই তাঁহারা যত্ন করেন। জড়ীয় সুখের জন্য তাঁহারা যত্ন করেন না, কেন না গভীরবেগবিশিষ্ট কালই সর্বত্র দুঃখের ন্যায় কর্মীর প্রাপ্য জড়সুখকে আনিয়া দেন। তদর্থে যত্নের প্রয়োজন কি?।। ২১।।

ন বৈ জানো জাতু কথঞ্চনা ব্রজে-
ন্মুকুন্দসেব্যন্যবদঙ্গসংসৃতিম্।
স্মরন্মুকুন্দাঙ্ঘ্র্যপগূহনং পুন-
র্বিহাতুমিচ্ছেন্ন রসগ্রহো জনঃ।।২২।।

মুকুন্দসেবী পুরুষ কখনই কর্মী জ্ঞানীর ন্যায় সংসৃতি লাভ করেন না, কেন না, যিনি মুকুন্দপদ বরণ করিয়া স্মরণ করেন তিনি রসগ্রহ ব্যক্তি। তিনি কি সে রস আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন।। ২২।।

ইদং হি বিশ্বং ভগবানিবেতরো
যতো জগৎস্থাননিরোধসম্ভবাঃ।
তদ্ধি স্বয়ং বেদ ভবাংস্তথাপি তে
প্রাদেশমাত্রং ভবতঃ প্রদর্শিতম্।।২৩।।

যদি বল কৃষ্ণলীলা বর্ণন করিলেই জড়ময়ী হইবে, তবে শুন -- যে কৃষ্ণ হইতে এই জগতের জন্ম, স্থিতি ও প্রলয় হয়, তিনিই এই সৃষ্টজগতে প্রতিফলিত। প্রতিফলন হেয় হইলেও প্রতিবিম্বিত ভগবান্ স্বরূপে প্রতীয়মান। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য, মধুর এই রস চিজ্জগতে বিচিত্ররূপে উপাদেয়। তত্তৎ প্রতিফলনে জগতের জড়ীয় জীবসংসার। এইরূপ প্রাদেশিক তত্ত্ব অবলম্বন করিয়া যাহা তুমি বর্ণন করিবে, তাহা ভগবল্লীলাই বটে। তুমি ভগবানের অংশ। তোমায় আত্মার সেই সেই প্রতিফলিত বিষয়ের যে মূল জ্ঞান আছে, তাহাই অবলম্বন কর।।২৩।।

(১।৫।২২)
ইদং হি পুংস্তপসঃ শ্রুতস্য বা
স্বিষ্টস্য সূক্তস্য চ বুদ্ধদত্তয়োঃ।
অবিচ্যুতোঽর্থঃ কবিভির্নিরূপিতো
যদুত্তমঃশ্লোকগুণানুবর্ণনম্।।২৪।।

কবিগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, বদ্ধজীবের তপস্যা, শ্রুত, উত্তম ইষ্ট, বেদপাঠ, জ্ঞান ও দান -- এই সকল শুভকর্মের অবিচ্যুত অর্থই কৃষ্ণগুণানুবর্ণন।। ২৪।।

(১।৫।২৩)
অহং পুরাতীতভবেহভবং মুনে
দাস্যাশ্চ কস্যাশ্চ কস্যাশ্চন বেদবাদিনাম্।
নিরূপিতো বালকএব যোগিনাং
শুশ্রূষণে প্রাবৃষি নিবিবিক্ষতাম্।।২৫।।

পূর্বকল্পে আমি দাসীপুত্র ছিলাম। মাতা -- চাতুর্মাস্যে যে সকল ভক্ত যোগী একত্র বাস করিতেন, তাঁহাদের দাসী ছিলেন। আমি বালক। আমাকে তাঁহাদের সেবায় নিযুক্ত করিয়াছিলেন।। ২৫।।

(১।৫।২৫-২৬)
উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।
এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে।।২৬।।

তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট অনুলেপনাদি কার্যের দ্বারা আমি তাঁহাদের কৃপায় বৈষ্ণব-উচ্ছিষ্ট একবার পাইয়াছিলাম। সেইরূপ কার্যে প্রবৃত্ত থাকায় সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইল। আমি বিশুদ্ধচেতা হইয়া তাঁহাদের ধর্মে রুচি প্রাপ্ত হইলাম।। ২৬।।

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তাম-
নুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেহনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ।।২৭।।

সেই স্থলে তাঁহারা কৃষ্ণকথা গান করিতেন। তাঁহাদের কৃপায় সেই মনোহর কথা আমি প্রতিদিন শ্রবণ করিতাম। শ্রদ্ধাপূর্বক তচ্ছ্রবণে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রুচি হইল।।২৭।।

(১।৫।৩০)
জ্ঞানং গুহ্যতমং যত্তৎ সাক্ষাদ্ভগবতোদিতম্।
অন্ববোচন্ গমিষ্যন্তঃ কৃপয়া দীনবৎসলাঃ।।২৮।।

বর্ষা শেষ হইলে যখন তাঁহারা স্থান ছাড়িয়া যান, সে'সময় দীনবৎসল বৈষ্ণবগণ

সাক্ষাৎ ভগবদুদিত গুহ্যতম জ্ঞান আমাকে উপদেশ করিয়া গেলেন।। ২৮।।

(১।৫।৩২)
এতৎ সংসূচিতং ব্রহ্মাংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্।।২৯।।

হে ব্রহ্মন্! তাপত্রয়নাশক ঈশ্বর ভগবান্ ব্রহ্মে কর্মার্পণ বিষয়ক তত্ত্বটী আমি তোমার নিকট সূচিত করিলাম।। ২৯।।

(১।৫।৩৪-৩৬)
এবং নৃণাং ক্রিয়াযোগাঃ সর্বে সংসৃতিহেতবঃ।
ত এবাত্মবিনাশায় কল্পন্তে কল্পিতাঃ পরে।।৩০।।

মনুষ্যের সমস্ত ক্রিয়াযোগই সংসারজনক। সেই ক্রিয়াযোগ পরতত্ত্বে করিতে পারিলে কর্মযোগের কর্মসত্তারূপ তাহার নিজসত্তা বিনষ্ট হয়।। ৩০।।

যদত্র ক্রিয়তে কর্ম ভগবৎপরিতোষণম্।
জ্ঞানং যত্তদধীনং হি ভক্তিযোগসমন্বিতম্।।৩১।।

হরিতোষক কর্ম ও ভগবদধীন ভক্তিযোগসমন্বিত জ্ঞানই অনুষ্ঠেয়। তাহা হইলে কর্মজ্ঞানের প্রাতিকূল্যভাব দূর হয় এবং ভক্ত্যনুকূল-ভাব উদয় হয়।। ৩১।।

কুর্বাণা যত্র কর্মাণি ভগবচ্ছিক্ষয়াসকৃৎ।
গৃণন্তি গুণনামানি কৃষ্ণস্যানুস্মরন্তি চ।।৩২।।

ভগবান্ উদ্ধবকে এবং অর্জুনকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছেন, সেই সকল কর্ম নিরন্তর করিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করতঃ কৃষ্ণের নাম-গুণাদি কীর্তন ও অনুস্মরণ করাই প্রয়োজন। (১১ কিরণ দেখ।)।। ৩২।।

(১।৬।৩৫-৩৬)
এতদ্ধ্যাতুরচিত্তানাং মাত্রাস্পর্শেচ্ছয়া মুহুঃ।
ভবসিন্ধুপ্লবো দৃষ্টো হরিচর্য্যানুবর্ণনম্।।৩৩।।

মুহূর্মুহু বিষয়মাত্রা -(রূপ রস-গন্ধ-স্পর্শ শব্দ) স্পর্শেচ্ছায় জীবচিত্ত আতুর হইয়াছে। এস্থলে এই ভবসিন্ধুপারের একমাত্র নৌকা হরিলীলানুবর্ণন।। ৩৩।।

যমাদিভির্যোগপথৈঃ কামলোভহতো মুহুঃ।
মুকুন্দসেবয়া যদ্বত্তথাদ্ধাত্মা ন শাম্যতি।।৩৪।।

যদি বল অষ্টাঙ্গযোগপথ গ্রহণ করিলেই সেই ফল লাভ হয়। তবে শুন। যমনিয়মাদি যোগপথাবলম্বী পুরুষ মুহূর্মুহ কামলোভদ্বারা হত হইয়া বিপথে গমন করে। কিন্তু

মুকুন্দসেবায় এত সুখ যে, তাহা ছাড়িয়া বিপথে যায় না। তদ্দ্বারা আত্মা সাক্ষাৎ সাম্য লাভ করে। ভগবন্নিষ্ঠতা বুদ্ধির নাম শম। তদ্ধর্ম শাম্য, তাহা লাভ করে।। ৩৪।।

শ্রীসূতঃ (১।৭।২-১১)
ব্রহ্মনদ্যাং সরস্বত্যামাশ্রমঃ পশ্চিমে তটে।
শম্যাপ্রাস ইতি প্রোক্ত ঋষীণাং সত্রবর্ধনঃ।।৩৫।।

ব্রহ্মনদীরূপ সরস্বতীর পশ্চিমতীরে ঋষিদিগের সত্র অর্থাৎ যজ্ঞবিশেষের উন্নতিসাধক শম্যাপ্রাস-নামক বাসস্থান।। ৩৫।।

তস্মিন্ স্ব আশ্রমে ব্যাসো বদরীষণ্ডমণ্ডিতে।
আসীনোঽপ উপস্পৃশ্য প্রণিদধ্যৌ মনঃ স্বয়ম্।।৩৬।।

সেই বদরীষমণ্ডিত স্বীয় আশ্রমে ব্যাস স্নানান্তে উপবেশন করতঃ স্বয়ং মনকে প্রণিধান করিলেন। অর্থাৎ ভক্তিভাবে চিত্ত স্থির করিলেন।। ৩৬।।

ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক্ প্রণিহিতেঽমলে।
অপশ্যৎ পুরুষং পূর্ণং মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্।।৩৭।।

তাঁহার নির্মল চিত্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সমাধিস্থ হইলে পূর্ণপুরুষ কৃষ্ণকে দর্শন করিলেন। কৃষ্ণের দূরাশ্রিত মায়াতত্ত্বকে দর্শন করিলেন। পরিপূর্ণ কৃষ্ণস্বরূপে যে চিচ্ছক্তি নিত্য অবস্থিত, তাঁহার ছায়াস্বরূপ দূরস্থিত মায়াকে দেখিলেন।। ৩৭।।

যয়া সম্মোহিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাত্মকম্।
পরোঽপি মনুতেঽনর্থং তৎকৃতঞ্চাভিপদ্যতে।।৩৮।।

চিচ্ছক্তির অণুপ্রকাশরূপ জীবশক্তিপ্রসূত চিৎকণস্বরূপ — মায়া অপেক্ষা পরতত্ত্ব জীবকে দেখিলেন। সেই জীব মায়াকর্তৃক মোহিত হইয়া আপনাকে মায়ার ত্রিগুণাত্মক তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছেন।। ৩৮।।

অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে।
লোকস্যাজানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্।।৩৯।।

আবার দেখিলেন যে, অধোক্ষজ কৃষ্ণে ভক্তিযোগই সেই জীবের অনর্থ উপসমের একমাত্র কারণ। বিদ্বৎপ্রবর ব্যাস অজ্ঞলোকদিগের উপকারের জন্য এই সাত্বত-সংহিতা লিখিলেন।। ৩৯।।

যস্যাং বৈ শ্রূয়মাণায়াং কৃষ্ণে পরমপুরুষে।
ভক্তিরুৎপদ্যতে পুংসঃ শোকমোহভয়াপহা।।৪০।।

শ্রীমদ্ভাগবতরূপ সেই সাত্বতসংহিতা শ্রবণ করিলে পরমপুরুষ কৃষ্ণে জীবের শোক-

মোহ-ভয়নাশিকা ভক্তির উদয় হয়।। ৪০।।

স সংহিতাং ভাগবতীং কৃত্বানুক্রম্য চাত্মজম্।
শুকমধ্যাপয়ামাস নিবৃত্তিনিরতং মুনিঃ।।৪১।।

নিবৃত্তিনিরত স্বীয় পুত্র শুকদেবকে সেই ভাগবতী সংহিতা প্রস্তুত ও অনুক্রম করিয়া অধ্যাপন করাইলেন।। ৪১।।

আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে।
কুর্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ।।৪২।।

কৃষ্ণে এরূপ একটী আকর্ষিকা শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া অবিদ্যাগ্রন্থিশূন্য আত্মারাম মুনিগণও উরুক্রম কৃষ্ণে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। জড়াকৃষ্ট পুরুষের সেই আকর্ষণের ত' কথাই নাই।।৪২।।

হরের্গুণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্য বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ।।৪৩।।

সেই হরিগুণে আক্ষিপ্তচিত্ত নিত্যবৈষ্ণবজনপ্রিয় বাদরায়ণি ভগবান্ শুক এই বৃহদাখ্যান অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।। ৪৩।।

(১।২।৩)
যঃ স্বানুভাবমখিলশ্রুতিসারমেক-
মধ্যাত্মদীপমতিতিতীর্ষতাং তমোহন্ধম্।
সংসারিণাং করুণয়াহ পুরাণগুহ্যং
তং ব্যাসসূনুমুপযামি গুরুং মুনীনাম্।।৪৪।।

যিনি এই আত্মসমাধিলব্ধ অখিলবেদসার আধ্যাত্মদীপস্বরূপ ভাগবতশাস্ত্র সংসারী অথচ মায়াতমোহন্ধ উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তিদিগের প্রতি করুণাপূর্বক বলিয়াছিলেন, সেই মুনিদিগের গুরু ব্যাসপুত্র শুকদেবকে আমরা অনুগমন করি।। ৪৪।।

এই অধ্যায়ে ভাগবতের মূল-তাৎপর্য এবং উদয়-ইতিহাস বর্ণিত হইল। কৈতবশূন্যধর্মেরও সূচনা হইল। কৈতব স্বল্প ও বৃহৎ-ভেদে দ্বিবিধ। লোকৈষণা প্রভৃতি এষণাত্রয় কৈতব বটে, কিন্তু কেবল সাযুজ্যরূপ একাত্মতা-সিদ্ধি-প্রয়াসকে কৈতব-প্রধান বলা যায়। শুদ্ধ ভক্তিযোগ তদুভয়শূন্য।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দেশে
শ্রীভাগবতার্কোদয়ো নাম দ্বিতীয়ঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াং শ্রীভাগবতার্কোদয়-
প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কিরণে মরীচিপ্রভানাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

তৃতীয়ঃ কিরণঃ

ভাগবত-বিবৃতিঃ

(১।১।৩)

নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং
শুকমুখাদমৃতদ্রবসংযুতম্।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং
মুহুরহো রসিকা ভুবি ভাবুকাঃ।।১।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
বরাহনগরানন্দং শ্রীরঘুনাথসংজ্ঞম্।
শ্রীমদ্ভাগবতাচার্যং বন্দে চৈতন্যপার্ষদম্।।১।।
শ্রীমদ্ভাগবতাস্বাদো ব্রজে যস্য সতাং মুদে।
ভট্টগোস্বামিনং বন্দে রঘুনাথাভিধং হি তম্।।২।।

নিখিল নিগম অর্থাৎ বেদ — কল্পতরু। ব্রহ্মসূত্র সেই কল্পতরুর ফুল। শ্রীমদ্ভাগবত ঐ বৃক্ষের ফল চিজ্জগতে ঐ ফল পক্ক হইলে শুকদেব পক্ষী হইয়া তাহাকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। সুতরাং ঐ ফল শুকমুখামৃতদ্রব সংযুক্ত। কৃষ্ণলীলা ঐ ভাগবতরূপ ফলের রস। হে ভাবুক সকল! পরমানন্দনিবৃত্তিরূপ রস; লয় উপস্থিত হওয়া পর্যন্ত ঐ রস মুহুর্মুহু পান্ কর। রসিক হইলে আর ঐ নির্বৃতি ক্ষয় হইবে না। তখন মুহুর্মুহু সাধন ছাড়িয়া নিরন্তর পান করিবে। সাধনে ভাব। স্থায়ী ভাবে সামগ্রী-যোজনায় রস। কৃষ্ণলীলা রসময়-তত্ত্ব। বিভাবে আপনাকে স্থিত করিয়া তাহাতে প্রবেশ কর।।১।।

(১২।১৩।১৮-১৯)
শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদ্বৈষ্ণবানাং প্রিয়ং
যস্মিন্ পারমহংস্যমেকমমলং জ্ঞানং পরং গীয়তে।
যত্র জ্ঞানবিরাগভক্তিসহিতং নৈষ্কর্ম্যমাবিষ্কৃতং
তচ্ছৃণ্বন্ সুপঠন্ বিচারণপরো ভক্ত্যা বিমুচ্যেন্নরঃ।।২।।

সাধারণ পাঠকবর্গকে বলিতেছেন, — এই শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ নির্মল। ইহা বৈষ্ণবমাত্রের প্রিয়। ইহাতে এক অমল পারমহংস্য জ্ঞান বর্ণিত আছে। বিরাগ-সহিত নৈষ্কর্মজ্ঞান ইহাতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও বিচার করিতে করিতে উদিত ভক্তিদ্বারা জীবের মায়াবন্ধ দূর হয়।।২।।

কস্মৈ যেন বিভাষিতোঽয়মতুলো জ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা
তদ্রূপেণ চ নারদায় মুনয়ে কৃষ্ণায় তদ্রূপিণা।

যোগীন্দ্রায় তদাত্মনা চ ভগবদ্রাতায় কারুণ্যত-
স্তচ্ছুদ্ধং বিমলং বিশোকমমৃতং সত্যং পরং ধীমহি।।৩।।

যিনি এই অতুল জ্ঞানপ্রদীপ পূর্বকালে ব্রহ্মাকে বলেন, ব্রহ্মা নারদকে কহিলেন, নারদ বেদব্যাসকে কহিলেন, ব্যাস যোগীন্দ্র শুকদেবকে বলেন এবং শুকদেব করুণাপূর্বক পরীক্ষিৎকে বলেন, সেই শুদ্ধ, বিমল, বিশোক, অমৃত ও পরম সত্যকে আমরা ধ্যান করি।।৩।।

(১২।১৩।১২)
সর্ববেদান্তসারং হি শ্রীভাগবতমিষ্যতে।
তদ্রসামৃততৃপ্তস্য নান্যত্র স্যাদ্রতিঃ ক্বচিৎ।।৪।।

শ্রীমদ্ভাগবত সকলবেদান্তসার। এই অমৃত-রসে যিনি তৃপ্তি লাভ করিয়াছেন, তাঁহার আর কিছু রতি হয় না।। ৪।।

(১২।১৩।১১)
আদিমধ্যাবসানেষু বৈরাগ্যাখ্যানসংযুতম্।
হরিলীলাকথাব্রাতামৃতানন্দিতসৎসুরম্।।৫।।

আদি, মধ্য ও অবসানে বৈরাগ্যাখ্যান সংযুক্ত হইয়াছেন। অনেক স্থানেই হরিলীলাকথাসমূহরূপ যে অমৃত আছে, সাধু ও দেবতাগণ তৎপাঠে আনন্দিত হন।। ৫।।

শ্রীসূতঃ (১২।১২।৬-৪৫ ও ৪৭)
পরীক্ষিতমুপাখ্যানং নারদাখ্যানমেব চ।
প্রায়োপবেশো রাজর্ষের্বিপ্রশাপাৎ পরীক্ষিতঃ।।৬।।

ইহাতে পরীক্ষিত-উপাখ্যান, নারদাখ্যান, পরীক্ষিতের বিপ্রশাপে প্রায়োপবেশন বর্ণিত আছে।। ৬।।

শুকস্য ব্রহ্মর্ষভস্য সম্বাদশ্চ পরীক্ষিতঃ।।৭।।

যোগধারণয়োৎক্রান্তিঃ সম্বাদো নারদাজয়োঃ।
অবতারানুগীতঞ্চ সর্গঃ প্রাধানিকোঽগ্রতঃ।।৮।।

বিদুরোদ্ধবসম্বাদঃ ক্ষত্তৃমৈত্রেয়য়োস্ততঃ।
পুরাণসংহিতাপ্রশ্নো মহাপুরুষসংস্থিতিঃ।।৯।।

ততঃ প্রাকৃতিকঃ সর্গঃ সপ্তবৈকৃতিকাশ্চ যে।
ততো ব্রহ্মাণ্ডসংভূতির্বৈরাজঃ পুরুষো যতঃ।।১০।।

কালস্য স্থূলসূক্ষ্মস্য গতিঃ পদ্মসমুদ্ভবঃ।
ভুব উদ্ধারণাম্ভোধের্হিরণ্যাক্ষবধো যদা।।১১।।

ঊর্ধতির্যগবাক্ সর্গো রুদ্রসর্গস্তথৈব চ।
অর্ধনারী নরস্যাথ যতঃ স্বায়ম্ভুবো মনুঃ।
শতরূপা চ যা স্ত্রীণামাদ্যা প্রকৃতিরুত্তমা।।১২।।

সন্তানো ধর্মপত্নীনাং কর্দমস্য প্রজাপতেঃ।
অবতারো ভগবতঃ কপিলস্য মহাত্মনঃ।
দেবহূত্যাশ্চ সংবাদঃ কপিলেন চ ধীমতা।।১৩।।

নবব্রহ্মসমুৎপত্তির্দক্ষযজ্ঞবিনাশনম্।
ধ্রুবস্য চরিতং পশ্চাৎ পৃথোঃ প্রাচীনবর্হিষঃ।।১৪।।

নারদস্য চ সম্বাদস্ততঃ প্রৈয়ব্রতং দ্বিজাঃ।
নাভেস্ততোঽনুচরিতমৃষভস্য ভরতস্য চ।।১৫।।

এই গ্রন্থে ব্রহ্মর্ষভ শুকের সহিত পরীক্ষিতের সম্বাদ, যোগধারণার দ্বারা উৎক্রান্তি, নারদ ও ব্রহ্মার সম্বাদ, অবতারগীত, প্রাধানিক সর্গ, বিদুরোদ্ধব-সম্বাদ, বিদুর-মৈত্রেয়ের সম্বাদ, পুরাণ-সংহিতা-প্রশ্ন, মহাপুরুষ-সংস্থিতি, প্রাকৃতিক সর্গ, সপ্ত বৈকৃতিক সর্গ, ব্রহ্মাণ্ডোৎপত্তি, বৈরাজ পুরুষের উৎপত্তি, স্থূল-সূক্ষ্ম-কালগতি, লোকপদ্ম-উদ্ভব, পৃথিবীকে জল হইতে উদ্ধারের জন্য হিরণ্যাক্ষ-বধ, ঊর্ধ তির্যক্-অবাক্‌সৃষ্টি, রুদ্রসর্গ, অর্ধনারী নরের উৎপত্তি অর্থাৎ স্বায়ম্ভুব মনুর কথা, স্ত্রীগণের আদ্যা প্রকৃতি, শতরূপার উৎপত্তি, ধর্মপত্নীদিগের সন্তান, কর্দম প্রজাপতির সন্তান, মহাত্মা কপিলদেবের অবতার, কপিলের সহিত দেবহূতির সম্বাদ, নবব্রহ্ম-সমুৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞবিনাশ, ধ্রুব-চরিত্র, পৃথু-চরিত্র, প্রাচীনবর্হির চরিত্র, নারদ-সম্বাদ, প্রিয়ব্রতপুত্র-চরিত্র, নাভি, ঋষভ ও ভরতের চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।। ৭-১৫।।

ততো দ্বীপসমুদ্রাদ্রিবর্ষনদ্যুপবর্ণনম্।
জ্যোতিশ্চক্রস্য সংস্থানং পাতালনরকস্থিতিঃ।।১৬।।

দ্বীপ, সমুদ্র, অদ্রি, বর্ষ, নদী প্রভৃতির বর্ণন, জ্যোতিশ্চক্রের সংস্থান এবং পাতাল ও নরকের স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে।। ১৬।।

দক্ষজন্ম প্রচেতোভ্যস্তৎপুত্রীণাঞ্চ সন্ততিঃ।
যতো দেবাসুরনরাস্তির্যঙ্ নাগখগাদয়ঃ।।১৭।।

ত্বাষ্ট্রস্য জন্মনিধনং পুত্রয়োশ্চ দিতের্দ্বিজাঃ
দৈত্যেশ্বরস্য চরিতং প্রহ্লাদস্য মহাত্মনঃ।।১৮।।

মন্বন্তরানুচরিতং গজেন্দ্রস্য বিমোক্ষণম্।
মন্বন্তরাবতারাশ্চ বিষ্ণোর্হয়শিরাদয়ঃ।।১৯।।

কৌর্মং মাৎস্যং নারসিংহং বামনঞ্চ জগৎপতেঃ।
ক্ষীরোদমথনং তদ্বদমৃতার্থে দিবৌকসাম্।।২০।।

দেবাসুর-মহাযুদ্ধং রাজবংশানুকীর্তনম্।
ইক্ষ্বাকুজন্ম তদ্বংশঃ সুদ্যুম্নস্য মহাত্মনঃ।।২১।।
ইলোপাখ্যানমত্রোক্তং তারোপাখ্যানমেব চ।
সূর্যবংশানুকথনং শশাদাদ্যা নৃগাদয়ঃ।।২২।।

সৌকন্যঞ্চাথ শর্যাতেঃ ককুৎস্থস্য চ ধীমতঃ।
খট্টাঙ্গস্য চ মান্ধাতুঃ সৌভরেঃ সগরস্য চ।।২৩।।

রামস্য কোশলেন্দ্রস্য চরিতং কিল্বিষাপহম্।
নিমেরঙ্গপরিত্যাগো জনকানাঞ্চ সম্ভবঃ।।২৪।।

রামস্য ভার্গবেন্দ্রস্য নিঃক্ষত্রকরণং ভুবঃ।
ঐলস্য সোমবংশস্য যযাতের্নহুষস্য চ।।২৫।।

দৌষ্মন্তের্ভরতস্যাপি শান্তনোস্তৎসুতস্য চ।
যযাতের্জেষ্ঠপুত্রস্য যদোর্বংশানুকীর্তনম্।।২৬।।

যত্রামতীর্ণো ভগবান্ কৃষ্ণাখ্যো জগদীশ্বরঃ।
বসুদেবগৃহে জন্ম তস্য বৃদ্ধিশ্চ গোকুলে।।২৭।।

প্রচেতাগণ হইতে দক্ষের জন্ম, তাঁহার কন্যাদিগের সন্তান, সেই কন্যাগণ হইতে দেব-অসুর-নর-তির্যক্-নাগ-খগাদির উৎপত্তি, ত্বাষ্ট্রের জন্ম ও মরণ, দিতির পুত্রদিগের জন্ম মরণ, হিরণ্যকশিপুর চরিত্র, মহাত্মা প্রহ্লাদের চরিত্র, মন্বন্তরানুচরিত, গজেন্দ্রমোক্ষণ, মন্বন্তরাবতার, বিষ্ণুর হয়শীর্ষ অবতার, কূর্মাবতার, মৎস্যাবতার, নরসিংহাবতার,

বামনাবতার, ক্ষীরোদমন্থন, দেবতাদিগের অমৃত পান করান, বেদাসুর-মহাযুদ্ধ, রাজবংশানুকীর্তন, ইক্ষ্বাকু-জন্ম, সেই বংশ, সুদ্যুম্নের জন্ম, ইলার উপাখ্যান, তারার উপাখ্যান, সূর্যবংশ-বিবরণ, শশাদ-নৃগাদির কথা সৌকনকথা, শর্যাতির কথা, ককুৎস্থের কথা, খট্বাঙ্গ চরিত্র, মান্ধাতা-চরিত্র, সৌভরির কথা, সাগরের কথা, কোশলেন্দ্র রামের পাপনাশক চরিত্র, নিমির অঙ্গ-পরিত্যাগ, জনকের জন্ম, পরশুরামের পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রকরণ, ঐল-চরিত্র, সোমবংশীয় নহুষ যযাতি-চরিত্র, দুষ্মন্তপুত্র ভরতের চরিত্র, শান্তনুচরিত ও তৎপুত্র চরিত্র, যযাতির জ্যেষ্ঠ পুত্রের কথা অর্থাৎ যদুবংশানুকীর্তন, যে বংশে জগদীশ্বর কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন(সেই বংশের কথা), কৃষ্ণের বসুদেব গৃহে জন্ম, তাঁহার গোকুলে বৃদ্ধি -- এ সকল কথা বর্ণিত আছে।।১৭-২৭।।

তস্য কর্মাণ্যপারাণি কীর্তিতান্যসুরদ্বিষঃ।
পূতনাসুপয়ঃপানং শকটোচ্চাটনং শিশোঃ।।২৮।।

তৃণাবর্তস্য নিষ্পেষস্তথৈব বকবৎসয়োঃ।
অঘাসুরবধো ধাত্রা বৎসপালাবগূহনম্।।২৯।।

ধেনুকস্য সহভ্রাতুঃ প্রলম্বস্য চ সঙ্ক্ষয়ঃ।
গোপানাঞ্চ পরিত্রাণং দাবাগ্নেঃ পরিসর্পতঃ।।৩০।।

দমনং কালিয়স্যাহের্মহাহের্নন্দমোক্ষণম্।
ব্রতচর্যা তু কন্যানাং যত্র তুষ্টোঽচ্যুতো ব্রতৈঃ।।৩১।।

প্রসাদো যজ্ঞপত্নীভ্যো বিপ্রাণাঞ্চানুতাপনম্।
গোবর্ধনোদ্ধারণঞ্চ শক্রস্য সুরভেরথ।।৩২।।

যজ্ঞাভিষেকঃ কৃষ্ণস্য স্ত্রীভিঃ ক্রীড়া চ রাত্রিষু।
শঙ্খচূড়স্য দুর্বুদ্ধের্বধোঽরিষ্টস্য কেশিনঃ।।৩৩।।

অক্রূরাগমনং পশ্চাৎ প্রস্থানং রামকৃষ্ণয়োঃ।
ব্রজস্ত্রীণাং বিলাপশ্চ মথুরালোকনং ততঃ।।৩৪।।

গজমুষ্টিকচানুরকংসাদীনাং তথা বধঃ।

মৃতস্যানয়নং সূনোঃ পুনঃ সান্দীপনের্গুরোঃ।।৩৫।।

মথুরায়াং নিবসতো যদুচক্রস্য যৎপ্রিয়ম্।
তুতমুদ্ধবরামাভ্যাং যুতেন হরিণা দ্বিজাঃ।।৩৬।।

জরাসন্ধসমানীতসৈন্যস্য বহুশো বধঃ।
ঘাতনং যবনেন্দ্রস্য কুশস্থল্যাং নিবেশনম্।।৩৭।।

আদানং পারিজাতস্য সুধর্মায়াঃ সুরালয়াৎ।
রুক্মিণ্যা হরণং যুদ্ধে প্রমথ্য দ্বিষতো হরেঃ।।৩৮।।

অসুররিপু শ্রীকৃষ্ণের অপার কর্মসমূহ, পূতনার স্তন্যপান, শিশু হইয়া শকটোচ্চাটন; তৃণাবর্ত, বক ও বৎস প্রভৃতি অসুরদিগকে নিষ্পেষণ, অঘাসুরবধ, ব্রহ্মাকর্তৃক বৎসপাল চৌরণ, ধেনুক ও প্রলম্বের বধ, দাবাগ্নি হইতে গোপদিগের পরিত্রাণ, কালীয়সর্পদমন, মহাসর্প হইতে নন্দকে উদ্ধার, কন্যাদিগের ব্রতাচরণ, সেই ব্রতে কৃষ্ণের পরিতোষ, যজ্ঞপত্নীদিগের প্রতি প্রসন্নতা, যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণদিগের অনুতাপ, (শ্রীকৃষ্ণের) গোবর্ধনোদ্ধার, ইন্দ্রসুরভির দ্বারা কৃষ্ণের অভিষেক, রাত্রে গোপীদিগের সহিত (শ্রীকৃষ্ণের) ক্রীড়া; (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) দুর্বুদ্ধি শঙ্খচূড়, অরিষ্ট ও কেশীবধ, অক্রূরাগমন, রামকৃষ্ণের মথুরা-প্রস্থান, ব্রজস্ত্রীগণের বিলাপ, মথুরাদর্শন; (শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক) গজ, মুষ্টিক, চানুর ও কংসাদির বধ, সান্দীপনি গুরুর মৃত পুত্র আনয়ন, যদুগণের সহিত মথুরাবাস, উদ্ধব ও বলদেবের দ্বারা যত্নসহকারে যদুদিগের প্রিয়কার্য সাধন, জরাসন্ধ-আনীত সৈন্যসমূহ বধ, যবনেন্দ্রের ঘাতন, দ্বারকায় বাস-সংস্থান, সুরালয় (স্বর্গ) হইতে সুধর্মা সভা ও পারিজাত আনয়ন, দ্বেষী রাজাদিগকে যুদ্ধে দমন করিয়া রুক্মিণীহরণ -- এই সমস্ত এই গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে।। ২৮-৩৮।।

হরস্য জৃম্ভণং যুদ্ধে বাণস্য ভুজকৃন্তনম্।
প্রাগ্‌যোতিষপতিং হত্বা কন্যানাং হরণঞ্চ যৎ।।৩৯।।

চৈদ্যপৌণ্ড্রক-শাল্বানাং দন্তবক্রস্য দুর্মতেঃ।
শম্বরো দ্বিবিদঃ পীঠো মুরঃ পঞ্চজনাদয়ঃ।।৪০।।

মাহাত্ম্যঞ্চ বধস্তেষাং বারাণস্যাশ্চ দাহনম্!

ভারাবতারণং ভূমের্নিমিত্তীকৃত্য পাণ্ডবান্।।৪১।।

বিপ্রশাপাপদেশেন সংহারঃ স্বকুলস্য চ।
উদ্ধবস্য চ সম্বাদো বাসুদেবস্য চাদ্ভুতঃ।।৪২।।

যত্রাত্মবিদ্যা হ্যখিলা প্রোক্তা ধর্মবিনির্ণয়ঃ।
ততো মর্ত্যপরিত্যাগ আত্মযোগানুভাবতঃ।।৪৩।।

যুগলক্ষণ-বৃত্তিশ্চ কলৌ নৃণামুপপ্লবঃ।
চতুর্বিধশ্চ প্রলয় উৎপত্তিস্ত্রিবিধা তথা।।৪৪।।

দেহত্যাগশ্চ রাজর্ষের্বিষ্ণুদত্তস্য ধীমতঃ।
শাখাঃপ্রণয়নমৃষের্মার্কণ্ডেয়স্য সৎকথা।
মহাপুরুষবিন্যাসঃ সূর্যস্য জগদাত্মনঃ।।৪৫।।

শিবের জৃম্ভন, বাণরাজার হস্তকর্তন, প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি নরককে বিনাশ করিয়া কন্যাগণের আনয়ন; শিশুপাল, পৌণ্ড্র, শাল্ব, দুর্মতি দন্তবক্র, শম্বর, দ্বিবিদ, মুর ও পঞ্চজন প্রভৃতির দৌরাত্ম্য ও বধ, বারাণসীর দাহন, পাণ্ডবদিগকে নিমিত্ত করিয়া ভূমির ভারাপনোদন, বিপ্রশাপ-ছলে স্বীয় কুলের সংহার, বাসুদেবের সহিত উদ্ধবের অদ্ভুত সম্বাদ, ঐ সম্বাদে অখিলাত্মবিদ্যা ও ধর্ম-বিনির্ণয় উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনন্তর আত্মযোগানুভাবে মর্তলোক পরিত্যাগ, যুগলক্ষণ-বৃত্তি, কলিতে মনুষ্যের উপপ্লব, চতুর্বিধ প্রলয়, ত্রিবিধ উৎপত্তি, ধীমান্ পরীক্ষিতের দেহত্যাগ, বেদশাখা-প্রণয়ন, মার্কণ্ডেয় ঋষির সৎকথা, সূর্যের মহাপুরুষ-বিন্যাস — এই সকল কথা ভাগবতে বর্ণিত হইয়াছে।। ৩৯-৪৫।।

পতিতঃ স্খলিতোবার্তঃ ক্ষুত্ত্বা বা বিবশো গৃহন্।
হরয়ে নম ইত্যুচ্চৈমুচ্যতে সর্বপাতকাৎ।।৪৬।।

পতিত, স্খলিত, আর্ত, ক্ষুদিত বা বিবশ হইয়া 'হরয়ে নমঃ' এই কথাটি উচ্চরূপে বলিতে পারিলে সর্বপাতক হইতে মুক্ত হয়।। ৪৬।।

শ্রীসূতঃ (১২।১২।৫০-৫২)
তদেব রম্যং রুচিরং নবং নবং

তদেব শশ্বন্মনসো মহোৎসবম্।
তদেব শোকার্ণবশোষণং নৃণাং
যদুত্তমঃশ্লোকযশোঽনুগীয়তে।।৪৭।।

(উত্তমশ্লোক) কৃষ্ণের যশঃকীর্ত্তন -- সর্বদা রম্য, সুন্দর, নূতন, সর্বদা চিত্তের মহোৎসবস্বরূপ এবং শোকসমুদ্রশোষক।। ৪৭।।

ন যদ্বচশ্চিত্রপদং হরের্যশো
জগৎপবিত্রং প্রগৃণীত কর্হিচিৎ।
তদ্ধাঙ্ক্ষতীর্থং ন তু হংসসেবিতং।
যত্রাচ্যুতস্তত্র হি সাধবোঽমলাঃ।।৪৮।।

চিত্রপদবিশিষ্ট-বাক্য-বিন্যাসে যে স্থলে কৃষ্ণের জগৎপবিত্রকারী যশঃ কীর্তিত না হয়, তাহা কাকতুল্য নরের ক্রীড়াস্থান। হংসগণ তাহা সেবা করেন না। যেখানে অচ্যুত, সেই স্থলেই অমল সাধুগণ।। ৪৮।।

তদ্বাগ্বিসর্গো জনতাঘবিপ্লবো
যস্মিন্ প্রতিশ্লোকমবদ্ধবত্যপি।
নামান্যনন্তস্য যশোঽঙ্কিতানি
যচ্ছৃণ্বন্তি গায়ন্তি গৃণন্তি সাধবঃ।।৪৯।।

সেই বাক্যবিন্যাসই জনগণের পাপবিধ্বংস করে, যাহাতে প্রতি শ্লোক সুন্দর রচিত না হইলেও অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণের যশোঙ্কিত নামসকল বিন্যস্ত আছে। সেই সকল নাম সাধুগণ শ্রবণ করেন ও গান করেন।।৪৯।।

(১২।১২।৫৫)
অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ
ক্ষিণোত্যভদ্রাণি চ শং তনোতি।
সত্ত্বস্য শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং
জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগযুক্তম্।।৫০।।

কৃষ্ণপাদপদ্মের অবিস্মৃতিক্রমে অভদ্রসমস্ত ক্ষয় হয়, মঙ্গল বিস্তারিত হয়, সত্ত্বশুদ্ধি

হয়, পরমাত্ম-ভক্তি হয় এবং বিজ্ঞান ও বিরাগযুক্ত জ্ঞান হয়।।৫০।।

(১২।১২।৫৯)
য এতচ্ছ্রাবয়েন্নিত্যং যামক্ষণমনন্যধীঃ।
শ্লোকমেকং তদর্ধং বা পাদং পাদার্ধমেব বা।
শ্রদ্ধাবান্ যোঽনুশৃণুয়াৎ পুণাত্যাত্মানমেব সঃ।।৫১।।

যিনি এই গ্রন্থের এক শ্লোক, অর্ধ শ্লোক, একপাদ শ্লোক বা অর্ধপাদ শ্লোক শ্রদ্ধাবান্ হইয়া প্রহরকাল বা ক্ষণকাল অনন্যচিত্তে শ্রবণ করান বা যিনি শ্রদ্ধাপূর্বক তদ্রূপ শ্রবণ করেন, তিনি আপন আত্মাকে পবিত্র করেন।।৫১।।

(১২।১২।৬৫)
বিপ্রোঽধীত্যাপ্নুযাৎ প্রজ্ঞাং রাজন্যোদধিমেখলাম্।
বৈশ্যো নিধিপতিত্বঞ্চ শূদ্রঃ শুদ্ধ্যেত পাতকাৎ।।৫২।।

ব্রাহ্মণ এই গ্রন্থ পাঠ করিলে প্রজ্ঞা লাভ করেন, ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে সসাগরা পৃথিবী লাভ করেন, বৈশ্য পাঠ করিলে নিধিপতি হন এবং শূদ্র সমস্ত পাতক হইতে শুদ্ধ হন।। ৫২।।

(১২।১২।৬৮-৬৯)
উপচিত নবশক্তিভিঃ স্বাত্ম-
ন্যুপরচিতস্থিরজঙ্গমালয়ায়।
ভগবত উপলব্ধিমাত্রধাম্নে
সুরঋষভায় নমঃ সনাতনায়।।৫৩।।

যিনি পুরুষ প্রকৃতি নয়টী শক্তিদ্বারা পুষ্ট হইয়া স্থাবর ও জঙ্গমের আলয়স্বরূপ আপনাকে উপরচিত করিয়াছেন, সেই উপলব্ধিমাত্র স্বরূপ সনাতন ভগবান্ দেবর্ষভকে আমরা নমস্কার করি। পুরুষ দুই প্রকার; (তন্মধ্যে) ঈশ্বররূপ পুরুষটী চিৎশক্তি-অধিষ্ঠিত (এবং) জীবরূপ পুরুষটী জীবশক্তি-পরিণত। আর প্রকৃতি মহত্তত্ত্ব প্রভৃতি তত্ত্বসমূহ মায়াশক্তি।। ৫৩।।

স্বসুখনিভৃতচেতা তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽ-
প্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসারস্তদীয়ম্।

ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং
তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি।।৫৪।।

যিনি আত্মসুখদ্বারা নিভৃতচিত্ত হইয়া অন্যভাব দূর করিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সুন্দরলীলাদ্বারা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন এবং কৃপাপূর্বক এই তত্ত্বদীপস্বরূপ পুরাণ বিস্তার করিয়াছিলেন, সেই অখিলপাপনাশক ব্যাসপুত্রকে আমি নমস্কার করি।।৫৪।।

(১২।৩।১৪-১৫)
কথা ইমাস্তে কথিতা মহীয়সাং
বিতায় লোকেষু যশঃ পরেয়ুষাম্।
বিজ্ঞানবৈরাগ্যবিবক্ষয়া বিভো
বচো বিভুতীর্ন তু পারমার্থ্যম্।।৫৫।।

মহামহারাজগণ লোকে যশঃ বিস্তার করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন, পৃথু, পুরূরবা প্রভৃতি সেই রাজাদের কথা যাহা তোমার নিকট বর্ণন করিয়াছি, হে পরীক্ষিৎ! সে সব বাগ্বিভূত মাত্র, পরমার্থ নয়, তবে তাহাদের ইতিহাসে কিছু কিছু জ্ঞান ও বৈরাগ্য শিক্ষা হয় বলিয়া বলিয়াছি।।৫৫।।

যস্তূত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
সংস্তূয়তেঽভীক্ষ্ণমমঙ্গলঘ্নঃ।
তমেব নিত্যং শৃণুয়াদভীক্ষ্ণং
কৃষ্ণেঽমলাং ভক্তিমভীপ্সমানঃ।।৫৬।।

এই গ্রন্থে অমঙ্গলঘ্ন কৃষ্ণগুণানুবাদ যাহা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই কেবল অমল-কৃষ্ণভক্তিলাভেচ্ছু ব্যক্তি নিত্য শ্রবণ করিবেন। এই দুই শ্লোক দৃষ্টি করিয়া শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা গ্রথিত হইল।।৫৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রমাণনির্দেশে
শ্রীভাগবতবিবৃতির্নাম তৃতীয়ঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াং শ্রীভাগবতবিবৃতি-
প্রসঙ্গে তৃতীয় কিরণে মরীচিপ্রভানাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

চতুর্থঃ কিরণঃ

ভগবৎস্বরূপতত্ত্বম্

সূতঃ শৌনকাদীন্ (১২।১৩।১)

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতঃ স্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদগতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ।।১।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।
ভগবৎপারতম্যং যৎকৃষ্ণাখ্যং পুরুষং পরম্।
পীতমানীতমত্রৈব তমদ্বৈতপ্রভুং ভজে।।

ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদ্‌গণ দিব্যস্তবে যাঁহাকে স্তব করেন; বেদ, বেদাঙ্গ, পদক্রম ও উপনিষৎ সমূহ সামগান দ্বারা যাঁহাকে গান করেন; ধ্যানাবস্থিত তদগতমনা যোগিগণ যাঁহাকে সমাধিদ্বারা দর্শন করেন এবং সুরাসুরগণ যাঁহার অন্ত জানেন না, সেই পরমদেবতা কৃষ্ণকে নমস্কার করি।। ১।।

(১।২।১১)

বদন্তি তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে।।২।।

অদ্বয়জ্ঞানকে তত্ত্ববিৎ পুরুষেরা তত্ত্ব বলেন। চিন্মাত্র ব্রহ্মাই সেই তত্ত্বের প্রথম প্রতীতি। চিদ্বিস্তাররূপ পরমাত্মাই সেই তত্ত্বের দ্বিতীয় প্রতীতি। চিদ্বিলাসরূপ ভগবান্ সেই তত্ত্বের তৃতীয় প্রতীতি। তিন অবস্থায় তিনটী নাম হইয়াছে।। ২।।

ব্রহ্মা নারদম্ (২।৬।৪০)

বিশুদ্ধং কেবলং জ্ঞানং প্রত্যক্‌সম্যগবস্থিতম্।
সত্যং পূর্ণমনাদ্যন্তং নির্গুণং নিত্যমব্যয়ম্।।৩।।

ব্রহ্মপ্রতীতি এইরূপ -- বিশুদ্ধ, কেবল চিন্মাত্র, নিজের প্রতি চেষ্টাবান্ সম্যগ্‌স্থিত, সত্য, পূর্ণ, অনাদি, অনন্ত, সত্ত্বাদিগুণশূন্য, নিত্য, অব্যয়, ক্ষয়োদয়রহিত।। ৩।।

কপিলো দেবহূতিম্ (৩।৩২।২৬)

জ্ঞানমাত্রং পরং ব্রহ্ম পরমাত্মেশ্বরঃ পুমান্।
দৃশ্যাদিভিঃ পৃথগ্ ভাবৈর্ভগবানেক ঈয়তে।।৪।।

পরমাত্মপ্রতীতি এইরূপ -- জ্ঞানবিস্তৃতিক্রমে ব্রহ্ম অপেক্ষা অধিক বিকসিত পরব্রহ্ম; যাহা কিছু জগতে আছে তৎসমুদয় তাঁহাতে অবস্থিত; (তিনি) নিয়ন্তা, পরমপুরুষ, পরমাত্মা।

ভগবৎপ্রতীতি এইরূপ -- দৃশ্যাদি যাহা কিছু বা যে কেহ থাকে সেই সেই বস্তু বা ব্যক্তির পৃথক্ পৃথক্ ভাবদ্বারা সর্বৈশ্বর্যপূর্ণ এই অদ্বিতীয় ভগবান্ প্রকাশ পান।। ৪।।

জড়ভরতঃ রহূগণম্ (৫।১২।১১)
জ্ঞানং বিশুদ্ধং পরমার্থমেকমনন্তরং ত্ববহির্ব্রহ্ম সত্যম্।
প্রত্যক্ প্রশান্তং ভগবচ্ছব্দসংজ্ঞং যদ্বাসুদেবং কবয়ো বদন্তি।।৫।।

বিশুদ্ধপরমার্থজ্ঞানভেদরহিত, বহিরর্থশূন্য, সত্য, প্রত্যগ্দশাবস্থ, প্রশান্ত, ব্রহ্মকে ক্রোড়ীভূত করিয়া ভগবৎ-শব্দে শব্দিত এক তত্ত্বকে 'বাসুদেব' বলিয়া পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন। তাৎপর্য এই যে, ব্রহ্মপ্রতীতি ও পরমাত্মপ্রতীতিকে অন্তর্ভূত করিয়া যে পরমতত্ত্ব প্রকাশ পান, তাহাই বাসুদেব ভগবান্।। ৫।।

বাসুদেবঃ ভগবন্তম্ (১০।৩।১৩)
বিদিতোঽসি ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
কেবলানুভবানন্দস্বরূপঃ সর্ববুদ্ধিদৃক্।।৬।।

সেই বাসুদেব দেবকীগর্ভে স্বীয় অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা উদয় হইলে বসুদেব মহাশয় কহিলেন, --"আপনাকে বুঝিতে পারিলাম, আপনি শক্তির অতীত সাক্ষাৎ শক্তিমান্ পরমপুরুষ, কেবলানুভবানন্দ এবং সকলের বুদ্ধিকে দর্শন করেন"।। ৬।।

ব্রহ্মা নারদম্ (২।৭।৪৭)
শশ্বৎ প্রশান্তমভয়ং প্রতিবোধমাত্রং
শুদ্ধং সমং সদসতঃ পরমাত্মতত্ত্বম্।
শব্দো ন যত্র পুরুকারকবান্ ক্রিয়ার্থো
মায়া পরৈত্যভিমুখে চ বিলজ্জমানা।
তদ্বৈ পদা ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।।৭।।

নিত্য, প্রশান্ত, অভয়, প্রতিবোধমাত্র, বিশুদ্ধ, সৎ ও অসৎ -- এই উভয়ের সম যে ব্রহ্ম ও পরমাত্মা, (আপনি) তদ্যুক্ত। সুতরাং ক্রিয়াময়-শব্দ তাঁহাতে ক্রিয়া করিতে অসমর্থ এবং মায়া বিলজ্জমানা হইয়া তাঁহা হইতে দূরে অবস্থান করে। সেই পরমপুরুষ ভগবানের পদকেই বিশোক অজস্রসুখ ব্রহ্ম বলিয়া পণ্ডিতগণ বলেন অর্থাৎ ব্রহ্মই সূর্যস্থলীয় ভগবানের অঙ্গকান্তি মাত্র।। ৭।।

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ (৩।৯।১১)

ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিতহৃৎসরোজ
আস্‌সে শ্রুতেক্ষিতপথো ননু নাথ পুংসাম্।
যদ্‌যদ্ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি
তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায়।।৮।।

ব্রহ্মা কহিলেন, -- হে ভগবন্! হে নাথ! তুমি জীবের শ্রুতেক্ষিতপথ স্বরূপ অর্থাৎ শ্রুত হইয়া ইক্ষিততত্ত্ববিশেষ। ভক্তিযোগপরিভাবিত হৃৎপদ্মে উদয় হইয়া থাক। হৃদয়ে সুবদ্ধিদ্বারা, হে উরুগায়! ভক্তগণ যে যেরূপ তোমার ভাবনা করেন, তুমি সাধুদিগের প্রতি অনুগ্রহপূর্বক সেই সেই বপুতে প্রকাশ পাও।। ৮।।

মনুর্ভগবন্তম্ (৮।১।১৫)
ঈহতে ভগবানীশো ন হি তত্র বিষজ্জতে।
আত্মলাভেন পূর্ণার্থো নাবসীদন্তি যেহনুতম্।।৯।।

ভগবান্ পরমেশ্বর। তিনি আত্মলাভে নিত্যপূর্ণার্থ। তিনি যে যে স্থলে প্রকাশ পান, তাহাতে তাঁহার আসক্তি হয় না। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার অনুগত, তাঁহারা কখনই অবসাদপ্রাপ্ত হ'ন না।। ৯।।

দেবা ভগবন্তম্ (১০।২।৯)
নতেহভবস্যেশ ভবস্য কারণং
বিনা বিনোদং বত তর্কয়ামহে।
ভবো নিরোধঃ স্থিতিরপ্যবিদ্যয়া
কৃতা যতস্ত্বয্যভয়াশ্রয়াত্মনি।।১০।।

হে ঈশ, তুমি অভব। আমরা বিচার করিয়া দেখিয়াছি যে, তোমার প্রপঞ্চোদয়ে তোমার লীলাবিনোদব্যতীত অন্য কোন কারণ নাই। তুমি অভয়াশ্রয়স্বরূপ। জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গ অবিদ্যাদ্বারা তোমাতেই কল্পিত বলিয়া মনে করে।। ১০।।

পিপ্পলায়নো নিমিম্ (১১।৩।৩৬-৩৭)
নৈতন্মনো বিশতি বাগুত চক্ষুরাত্মা
প্রাণেন্দ্রিয়াণি চ যথানলমর্চিষঃ স্বাঃ।
শব্দোপি বোধকনিষেধতয়াত্মমূল-
মর্থোক্তমাহ যদৃতে ন নিষেধসিদ্ধিঃ।।১১।।

সেই পরমপুরুষ ভগবত্তত্ত্বে মন, চক্ষু, বুদ্ধি, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ের প্রবেশ নাই। অনলের স্বীয় স্ফুলিঙ্গ যেরূপ অনলকে প্রকাশ করে না, সেইরূপ রশ্মিস্থলীয় চিৎকণ জীব সূর্যস্থলীয় তোমাকে প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং ভগবত্তত্ত্ব ব্রহ্মা হইতেও দুরূহ। শব্দ তাঁহাকে

প্রকাশ করিতে পারে না। কেন না শব্দাদি তাঁহা হইতেই উৎপন্ন। সুতরাং ইহা নয়, ইহা নয় করিয়া অবশেষ যাহা থাকে তাহাতে ব্যক্তি সিদ্ধি করে।। ১১।।

সত্ত্বং রজস্তম ইতি ত্রিবৃদেকমাদৌ
সূত্রং মহানহমিতি প্রবদন্তি জীবম্।
জ্ঞানক্রিয়ার্থফলরূপতয়োরুশক্তি-
র্ব্রহ্মৈব ভাতি সদসচ্চ তয়োঃ পরং যৎ।।১২।।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ - এই ত্রিগুণবিশিষ্ট প্রকৃতিসূত্র অর্থাৎ মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার (যাহাকে জীবতত্ত্বানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ জীব বলে) এই সমস্ত শক্তির আধার ভগবান্ একতত্ত্ব; তাঁহাকেই জ্ঞান, ক্রিয়া, অর্থ, ফলরূপ সদসৎ এবং তদতীত পরব্রহ্ম প্রকাশ পায়।। ১২।।

(১১।৩।৩৫)
স্থিত্যুদ্ভবপ্রলয়হেতুরস্য
যৎ স্বপ্নজাগকসুষুপ্তিষু সদ্বহিশ্চ।
দেহেন্দ্রিয়াসুহৃদয়ানি চরন্তি যেন
সংজীবিতানি তদবেহি পরং নরেন্দ্র।।১৩।।

যিনি এই জগতের স্থিতি, উদ্ভব ও প্রলয়ের হেতু এবং স্বয়ং অহেতু; স্বপ্ন, জাগর ও সুষুপ্তি অবস্থায় যিনি সৎ এবং সমাধিতে বর্তমান; যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও হৃদয়ে বিচরণ করেন এবং যাঁহা দ্বারা ভূতসকল জীবিত থাকে, হে নরেন্দ্র! তিনিই পরতত্ত্ব।।১৩।।

সূতঃ শৌনকাদীন্ (১।৩।৩৭-৩৮)
ন চাস্য কশ্চিন্নিপুণেন ধাতু-
রবৈতি জন্তুঃ কুমনীষ ঊতীঃ।
নামানি রূপাণি মনোবচোভিঃ
সংতন্বতো নটচর্যামিবাজ্ঞঃ।।১৪।।

জীব কুমনীষ, কেন না তাহার বুদ্ধি অত্যন্ত পরিমিত। অতএব কোন জীবই বুদ্ধিনৈপুণ্যদ্বারা সেই বিধাতার লীলা জানিতে পারে না। যেরূপ নটব্যক্তির নানাবিধ নামরূপ-বিস্তারিত-নটচর্যা অজ্ঞব্যক্তি মন ও বাক্যের দ্বারা জানিতে পারে না তদ্বৎ।। ১৪।।

স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য
দুরন্তবীর্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়াঽনুবৃত্ত্যা
ভজেত তৎ পাদসরোজগন্ধম্।।১৫।।

যিনি নিষ্কপটে নিরন্তর অনুবৃত্তিদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মগন্ধ ভজন করেন, তিনিই কেবল দুরন্তবীর্য চক্রপাণি পরমেশ্বর বিধাতার পদবী অর্থাৎ তত্ত্ব জানিতে পারেন।। ১৫।।

কুন্তী [illegible] (১।৮।২৬)
জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্।
নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্।।১৬।।

জন্ম, ঐশ্বর্য, শ্রুত, জ্ঞান ও শ্রীদ্বারা সমৃদ্ধ মদযুক্ত পুরুষ অকিঞ্চনের প্রাপ্য ধন যে তুমি, তোমাকে অভিধান করিতে যোগ্য হয় না।। ১৬।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (২।২।১৭-১৮)
ন যত্র কালোঽনিমিষাং পরঃ প্রভুঃ
কুতো নু দেবা জগতাং য ঈশিরে।
ন যত্র সত্ত্বং ন রজস্তমশ্চ
ন বৈ বিকারো ন মহান্ প্রধানম্।।১৭।।

দেবতাগণের পরপ্রভু কাল যে পরমেশ্বরে কোন কার্যক্ষম হয় না, জগতের বিধাতারূপ অন্য দেবতাগণ তাঁহার কি করিবে? তাঁহাতে সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, বিকার, মহত্তত্ত্ব ও প্রধান কোন প্রকার কর্তৃত্ব করিতে পায় না।। ১৭।।

পরং পদং বৈষ্ণবমামনন্তি তদ্
যন্নেতি নেতীত্যতদুৎসিসৃক্ষবঃ।
বিসৃজ্য দৌরাত্মমনন্যসৌহৃদা
হৃদোপগুহ্যার্হপদং পদে পদে।।১৮।।

যোগীগণ অতৎ পরিত্যাগ-বাসনায় 'ইহা নয়', 'ইহা নয়' বলিয়া অনাত্ম দৌরাত্ম পরিত্যাগ করিয়া অনন্যসৌহৃদ্দ্বারা হৃদয়ে অর্হপদ শ্রীকৃষ্ণকে পদে পদে আলিঙ্গন করতঃ বৈষ্ণবপদকে পরমপদ বলিয়া স্বীকার করেন।। ১৮।।

(১০।৩৮।২২)
ন তস্য কশ্চিদ্দয়িতঃ সুহৃত্তমো
ন চাপ্রিয়ো দ্বেষ্য উপেক্ষ্য এব বা।
তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা
সুরদ্রুমো যদ্বদুপাশ্রিতোঽর্থদঃ।।১৯।।

সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের কেহ দয়িত বা সুহৃত্তম নাই, কিছুই প্রিয় বা উপেক্ষ্য নাই সত্য, তথাপি তিনি যথা তথা ভক্তগণকে ভজনা করেন, কল্পতরু উপাশ্রিত হইলে অর্থদ হন তদ্বৎ।।১৯।।

শ্রুয়তঃ ভগবন্তম্ (১০।৮৭।২৮)
ত্বমকরণঃ স্বরাড়খিলকারশক্তিধর-
স্তব বলিমুদ্বহন্তি সমদন্ত্যজয়াঽনিমিষাঃ।
বর্ষভুজোঽখিলক্ষিতিপতেরিব বিশ্বসৃজো
বিদধতি যত্র যে ত্বধিকৃতা ভবতশ্চকিতাঃ।।২০।।

শ্রুতিগণ বলিলেন, — "হে প্রভো! অন্য করণদ্বারা তোমার কার্য সিদ্ধির প্রয়োজন হয় না, যেহেতু তুমি চিচ্ছক্তির দ্বারা স্বরাট্ অখিলকারক শক্তি স্বভাবতঃ ধারণ করিয়াছ। দেবতাগণ তোমার মায়াশক্তিকে আশ্রয়রূপে পাইয়া তোমার বলি বহন করে। বর্ষখণ্ডের অধিকারী যেরূপ অখিল ক্ষিতিপতির আজ্ঞা বহন করে সেইরূপ ব্রহ্মাদি বিশ্বসৃজনকারী আপন আপন বর্ষের অধিকারী হইয়া তোমার ভয়ে চকিত এবং সর্বদা তোমার সম্মান বিধান করেন।। ২০।।

বসুদেবঃ কৃষ্ণবলদেবৌ (১০।৮৫।৬)
প্রাণাদীনাং বিশ্বসৃজাং শক্তয়ো যাঃ পরস্য তাঃ।
পারতন্ত্র্যাদ্বৈসাদৃশ্যাদ্দ্বয়োশ্চেষ্টৈব চেষ্টতাম্।।২১।।

বিশ্বস্রষ্টা ব্রহ্মাদির যে প্রাণাদি শক্তি, সে সমস্তই পরমপুরুষরূপ তোমার শক্তি। তাহারা পরতন্ত্র। তুমি — প্রভু, তাহারা — দাস; সুতরাং তোমাদের পরস্পরে সাদৃশ্য নাই। অতএব উভয়ের চেষ্টা তোমার শক্তির দ্বারা সিদ্ধ বলিয়া তাহারা কার্য করিয়া থাকে।। ২১।।

(১০।৮৫।১০)
ইন্দ্রিয়ং ত্বিন্দ্রিয়াণাং ত্বং দেবাশ্চ তদনুগ্রহঃ।
অববোধা ভবান্ বুদ্ধের্জীবস্যানুস্মৃতিঃ সতী।।২২।।

তুমিই সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের ইদ্রিয়, দেবগণ তোমার অনুগ্রহজীবী। তুমি বুদ্ধির অবরোধস্বরূপ জীবের শুদ্ধানুস্মৃতি।। ২২।।

(১০।৮৫।১৩)
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাস্তদ্বৃত্তয়শ্চ যাঃ।
ত্বয্যদ্ধা ব্রহ্মণি পরে কল্পিতা যোগমায়য়া।।২৩।।

সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, মায়াবৃত্তি হইলেও পরব্রহ্মরূপ তোমাতে সাক্ষাৎ যোগমায়াদ্বারা কল্পিত। যোগমায়া চিচ্ছক্তিই ক্রিয়াবতী। তাঁহার ছায়া মায়াশক্তি; তাহাও তোমাতে সাক্ষাৎ সেই শক্তিদ্বারা পরিকল্পিত।। ২৩।।

মনুর্ভগবন্তম্ (৮।১।১৩)

স বিশ্বকায়ঃ পুরুহূত ঈশঃ
সত্যঃ স্বয়ং জ্যোতিরজঃ পুরাণঃ।
ধত্তেঽস্য জন্মাদ্যজয়াত্মশক্ত্যা
তাং বিদ্যয়োদস্য নিরীহ আস্তে।।২৪।।

সমস্ত বিশ্বই যাঁহারা শরীর, যাঁহার নাম অনেক, যিনি সকলের নিয়ন্তা, স্বয়ং সত্য চিৎ সূর্য, জন্মরহিত, সনাতন পুরুষ, তিনিই আত্মশক্তিদ্বারা মায়াকে ক্রিয়াবতী করিয়া এই বিশ্বের জন্ম স্থিতি ভঙ্গ ধারণ করেন এবং মায়াশক্তিকে বিদ্যারূপ চিচ্ছক্তিদ্বারা দূরে রাখিয়া স্বয়ং নিশ্চেষ্টভাবে আছেন।। ২৪।।

দেবা ভগবন্তম্ (৬।৯।৩২)
ওঁ নমস্তেঽস্তু ভগবন্নারায়ণ বাসুদেবাদিপুরুষ মহাপুরুষ মহানুভব পরমমঙ্গল পরমকল্যাণ-পরমকারুণিক কেবলজগদাধার লোকৈকনাথ সর্বেশ্বর লক্ষ্মীনাথ পরমহংসপরিব্রাজকৈঃ পরমেণাত্মযোগ সমাধিনা পরিভাবিতপরিস্ফুটপারমহংস্যধর্মেণোদ্‌ঘাটিততমঃকবাটদ্বারে চিত্তেঽপাবৃত আত্মলোকে স্বয়মুপলব্ধনিজ-সুখানুভবো ভবান্।।২৫।।

তোমাকে নমস্কার। তুমি ভগবান্ নারায়ণ, বাসুদেব, আদিপুরুষ, মহাপুরুষ, মহানুভব, পরম- মঙ্গলস্বরূপ, পরমকল্যাণময়, পরমকারুণিক, কেবল জগদাধার সর্বলোকের একমাত্র নাথ, সর্বেশ্বর, লক্ষ্মীনাথ। পরমহংস পরিব্রাজকগণ পরম-আত্মযোগসমাধি পরিভাবিত করিয়া পরিস্ফুট পারমহংস্য ধর্মের সহকারে তমোদ্বার উদঘাটন করতঃ অপাবৃতদ্বার আত্ম লোককে দর্শন করেন। তুমি স্বয়মুপলব্ধ নিজসুখানুভবস্বরূপ অদ্বয়তত্ত্ব।। ২৫।।

ভগবৎস্বরূপগতনিত্যগুণাঃ। ধরণী ধর্ম্মম্ (১।১৬।২৭-৩০)
সত্যং শৌচং দয়া ক্ষান্তিস্ত্যাগঃ সন্তোষ আর্জবম্।
শমো দমস্তপঃ সাম্যং তিতিক্ষোপরতিঃ শ্রুতম্।।২৬।।

জ্ঞানং বিরক্তিরৈশ্বর্যং শৌর্যং তেজো বলং স্মৃতিঃ।
স্বাতন্ত্র্যং কৌশলং কান্তির্ধৈর্যং মার্দবমেব চ।।২৭।।

প্রাগল্ভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ।
গাম্ভীর্যং স্থৈর্যমাস্তিকাং কীর্তিমানোঽনহংকৃতিঃ।।২৮।।

গুণ দুই প্রকার অর্থাৎ মায়িক সদোষগুণ ও মায়াতীত অপ্রাকৃত গুণ। ভগবানের নিত্যস্বরূপে নির্গুণরূপে যে সকল গুণ আছে, তাহা বলিতেছেন। সত্য, শৌচ, দয়া, ক্ষান্তি, ত্যাগ, সন্তোষ, সরলতা, শম, তপঃ সাম্য, তিতিক্ষা, উপরতি, নিত্য জ্ঞান, বৈরাগ্য, ঐশ্বর্য,

শৌর্য, তেজ, বল, স্মৃতি, স্বাতন্ত্র্য, কৌশল, কান্তি, ধৈর্য্য, আর্দব, প্রাগল্ভ্য, প্রশ্রয়, শ্রীল, সহ, ওজ, বল, ভগ, গাম্ভীর্য, স্থৈর্য, আস্তিক্য, কীর্তি, অভিমানশূন্যতা প্রভৃতি অনন্ত গুণ (ভগবানে) পরিপূর্ণরূপে আছে।। ২৬-২৮।।

এতে চান্যে চ ভগবন্নিত্যা যত্র মহাগুণাঃ।
প্রার্থ্যা মহত্বমিচ্ছদ্ভির্ন বিয়ন্তি স্ম কর্হিচিৎ।।২৯।।

ভগবৎস্বরূপে এই সকল এবং অনেকানেক মহাগুণ নিত্য অবস্থিতি করে। যাঁহারা মহত্ত্ব লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা কিছু কিছু ঐ সকল গুণ লাভ করেন। ভগবৎস্বরূপ হইতে ঐ সমস্ত গুণ কদাপি বিযুক্ত হয় না। তাৎপর্য এই যে ভগবান্ চিৎসূর্য। তাঁহাতে সমস্ত চিদ্‌গুণ পূর্ণরূপে অবস্থিত। ব্রহ্মা হইতে কীট পর্যন্ত জীবসকলে কতকগুলি বিন্দু বিন্দুভাবে থাকে। ভক্তিশক্তিদ্বারা ঐ সকল গুণ সমৃদ্ধ হয়।। ২৯।।

ব্রহ্মা নারদম্ (২।৬।৩১)
নারায়ণে ভগবতি তদিদং বিশ্বমাহিতম্।
গৃহীতমায়োরুগুণঃ সর্গাদাবগুণঃ স্বতঃ।।৩০।।

মায়িকগুণ অসম্পূর্ণ ও সদোষ। নারায়ণ ভগবানে এই বিশ্ব আহিত আছে। তিনি এই প্রাকৃত জগৎ সম্বন্ধে মায়ার উরুগুণে প্রকাশিত হইয়া সৃষ্ট্যাদি করেন। বস্তুতঃ তিনি স্বয়ং অগুণ অর্থাৎ অপ্রাকৃত অনন্তগুণবিশিষ্ট।। ৩০।।

(২।৫।১৮)
সত্ত্বং রজস্তম ইতি নির্গুণস্য গুণাশ্রয়ঃ।
স্থিতিসর্গনিরোধেষু গৃহীতা মায়য়া বিভোঃ।।৩১।।

এই জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে নির্গুণ হইয়াও সত্ত্ব, রজঃ, তমোরূপ তিনটী গুণ মায়াদ্বারা স্বীকার করেন।। ৩১।।

(২।৬।১৯)
পাদেষু সর্বভূতানি পুংসঃ স্থিতিপদো বিদুঃ।
অমৃতং ক্ষেমমভয়ং ত্রিমূর্দ্ধ্নোঽধায়ি মূর্ধসু।।৩২।।

সেই স্থিতিপদ পুরুষের চারিটী পদ কল্পিত হইলে একপাদে সর্বভূতের সংস্থিতি হয় না। অমৃত, ক্ষেম ও অভয়, এই তিন ঊর্ধস্থানীয় ত্রিপদ। ইহাকেই ত্রিপাদ বিভূতি বলে। এই চতুর্দশ ভুবনময় অধস্থপদেই মায়িক বিভূতি। উক্ত ঊর্ধ ত্রিপাদ-বিভূতিই চিদ্বিভূতি।। ৩২।।

(২।৫।১৪)
দ্রব্যং কর্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ।।৩৩।।

দ্রব্য, কর্ম, কাল, স্বভাব ও জীব এই পাঁচটী অর্থ। তত্ত্বতঃ ইহারা বাসুদেব হইতে পৃথক্ নয়। বাসুদেবে জীবশক্তি হইতে জীব এবং জড়শক্তি বা মায়াশক্তি হইতে আর চারিটী। শক্তি বস্তু হইতে পৃথক্ নয়। এক বস্তুরই দুইটী শক্তি দেখ।। ৩৩।।

সূতঃ শৌনকাদীন্ (১।১১।৩৭-৩৮)
তময়ং মন্যতে লোকো হ্যসক্তমপি সঙ্গিনম্।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ।।৩৪।।

সাধারণ মায়িক লোক নিজ নিজ উপমা দৃষ্টে মনে করে যে, কৃষ্ণও আমদের ন্যায় মানব, জীব জগদ্ব্যাপারে বিমিশ্রিত। তাহারা কৃষ্ণতত্ত্ব জানে না, অতএব জড়গুণে অনাসক্ত তত্ত্বকে বুঝিতে না পারিয়া বিষয়সঙ্গী বলিয়া মনে করে।। ৩৪।।

এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্গুণৈঃ।
ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া।।৩৫।।

জীব ঈশিতব্য এবং কৃষ্ণ ঈশ্বর। ঈশ্বরের ঈশিতা এই যে, প্রকৃতিস্থ অর্থাৎ প্রাকৃত জগতে প্রবেশ করিয়াও প্রাকৃতগুণের দ্বারা যুক্ত হন না। তিনি স্বয়ং সর্বদা আত্মস্থ। কৃষ্ণাশ্রয়া জীববুদ্ধিও তদ্রূপ হয়।। ৩৫।।

সদাশিবঃ শতম্ (৪।৩।২৩)
সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজে মে মনসা বিধীয়তে।।৩৬।।

মহাদেব বলিয়াছেন -- বিশুদ্ধ সত্ত্বের নাম বসুদেব। যে অপ্রাকৃত পুরুষ তাহাতে প্রকাশ পান তিনিই ভগবান্ বাসুদেব। সেই অধোক্ষজ পুরুষকে মনের দ্বারা আমি প্রণতি বিধান করি।। ৩৬।।

ব্রহ্মা দেবান্ (৩।১৫।১৪-১৬)
বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্বে বৈকুণ্ঠমূর্তয়ঃ।
যেঽনিমিত্তনিমিত্তেন ধর্মেণারাধয়ন হরিম্।।৩৭।।

ঐশ্বর্যময় ভগবদ্ধাম কিরূপ, তাহা বলিতেছেন — সেখানে যে সকল পুরুষ আছেন, সকলেই বৈকুণ্ঠমূর্তি অর্থাৎ চিদাকার। অনিমিত্ত নিমিত্তরূপ ভাগবতধর্মের দ্বারা তাঁহারা নিত্য হরিকে আরাধনা করেন।।৩৭।।

যত্র চাদ্যঃ পুমানাস্তে ভগবাঞ্ছব্দগোচরঃ।
সত্ত্বং বিষ্টভ্য বিরজং স্বানাং নো মৃড়য়ন্ বৃষঃ।।৩৮।।

যেখানে আদ্য পুরুষ ভগবৎ-শব্দগোচর পরব্রহ্ম আছেন। বিরজ অর্থাৎ অপ্রাকৃত বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ প্রকাশ করতঃ স্বভক্তগণের পালক-স্বরূপ তাঁহাদের আনন্দ বৃদ্ধি করিতেছেন।। ৩৮।।

যত্র নৈঃশ্রেয়সং নাম বনং কামদুঘৈদ্রুমৈঃ।
সর্বর্তুশ্রীভিবিভ্রাজৎ কৈবল্যমিব মূর্তিমৎ।।৩৯।।

যেখানে নিঃশ্রেয়স নামক বন আছে, কামকল্পতরুসমূহ সর্ব-ঋতু-শ্রীদ্বারা শোভিত মূর্তিমান কৈবল্যের ন্যায়।। ৩৯।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (২।৯।১৬)
অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং
বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ।
যুতং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ
স্ব এব ধামান্ রমমাণমীশ্বরম্।।৪০।।

যেখানে তিনি বরিষ্ঠ সিংহাসনে অবস্থিত পঞ্চবিংশতি শক্তিদ্বারা বৃত স্বীয় ষড়ৈশ্বর্যযুক্ত এবং দূরগত, অধ্রুব মায়া-ঐশ্বর্যান্বিত স্বস্বরূপে, নিজধামে সর্বেশ্বরভাবে রমমাণ।।৪০।।

তত্র মাধুর্যমপি শ্রীকৃষ্ণপ্রকটলীলায়াম্ (১১।৩১।৬)
লোকাভিরামাং স্বতনুং ধারণাধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়াগ্নেয্যাদগ্ধ্বা ধামাবিশৎ স্বকম্।।৪১।।

মাধুর্যময় ভগবদ্ধামের সূচনা করিতেছেন, — শ্রীকৃষ্ণ যে সময় অপ্রকট হইলেন, তখন সর্বলোকের মনোহারী স্বতনু অর্থাৎ দ্বিভুজ সুন্দররূপ, যাহা ধারণা-ধ্যানের মঙ্গলময় আস্পদ, ক্ষুদ্র যোগীদের ন্যায় যোগাগ্নিতে দগ্ধ না করিয়াই যোগমায়াদ্বারা স্বীয় কৃষ্ণধামে প্রবেশ করিলেন।। ৪১।।

(১১।৩১।৯-১০)
সৌদামন্যা যথাকাশে যান্ত্যা হিত্বাভ্রমণ্ডলম্।

গতির্ন লক্ষ্যতে মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্য দৈবতৈঃ।।
ব্রহ্মরুদ্রাদয়স্তে তু দৃষ্টাযোগগতিং হরেঃ।
বিস্মিতাস্তাং প্রশংসন্তঃ স্বং স্বং লোকং যযুস্তদা।।৪২।।

সৌদামিনী আকাশে যেরূপ অভ্রমণ্ডল ভেদ করিয়া যায়, তদ্রূপ সেই কৃষ্ণমূর্তি মর্ত্যলোকের অলক্ষ্য গতিতে অপ্রকট হইতে লাগিল। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ সেই কৃষ্ণ দেবতার মহাযোগ গতি ধ্যান করিতে লাগিলেন। বিস্মিত হইয়া প্রশংসা করিতে করিতে স্বীয় স্বীয় লোকে গমন করিলেন।। ৪২।।

গোপান্ কৃষ্ণঃ গোলোকং দর্শয়তি (১০।২৮।১৩-১৫ ও ১৭)
জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
উচ্চাবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতি ভ্রমন্ ।।৪৩।।

এখন কৃষ্ণলোক-বর্ণন করিতেছেন। একদিন কৃষ্ণ বিবেচনা করিলেন যে আমার গোপসকল কেহ কেহ বৈকুণ্ঠ হইতে আসিয়াছে! লৌকিক লীলায় তাহারা জীবসকলের দুঃখ দেখিয়া কিছু ভগ্নমন হইতে পারে। এই লোকে জীবসকল অবিদ্যা কামকর্মের দ্বারা স্বীয় গতি জানিতে না পারিয়া উচ্চ এবং নীচগতিতে ভ্রমণ করিতেছে, আমরাও কি সেইরূপ এবম্বিধ তর্ক সাধনসিদ্ধ গোপদিগের মধ্যে হইতে পারি।। ৪৩।।

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্ব গোপানাং তমসঃ পরম্।।৪৪।।

ভগবান্ এই চিন্তা করিয়া সাধনসিদ্ধ গোপদিগের প্রতি মহাকারুণিক হইয়া তাহাদিগকে মায়াপারে স্বলোক অর্থাৎ নিত্য গোলোকে দেখাইয়াছিলেন।। ৪৪।।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনম্।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ।।৪৫।।

সেই গোলোক কিরূপ তাহা বলিতেছেন, — সত্যজ্ঞান অনন্তরূপ সনাতন ব্রহ্ম সেই ধামের জ্যোতিঃস্বরূপ। সত্ত্ব, রজঃ, তমোরূপ গুণ পরিহার করিয়া শুদ্ধপ্রেমী মুনিগণ সমাহিত হইয়া তাঁহার দর্শন পান; নির্গুণ চিন্তায় পরব্যোমগমনাদি জ্ঞানী যোগীদের সম্ভব কিন্তু নির্গুণ ভক্তিযোগে লিঙ্গশরীর ভঙ্গ করিয়া প্রেমযোগীগণ কেবল গোলোক প্রাপ্ত হন আর কেহ তাহা পান না। ইহাই সাধারণ পরব্যোম অপেক্ষা গোলোকের উচ্চতা ও শ্রেষ্ঠতা।। ৪৫।।

নন্দাদয়স্তু তং দৃষ্ট্বা পরমানন্দনিবৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতাঃ।।৪৬।।

নন্দাদি নিত্যসিদ্ধ প্রেমময় গোপসকল গোলোকদর্শন করিয়া এবং কৃষ্ণকে ছন্দসকল স্তব করিতেছে দেখিয়া বিস্মিত এবং পরমানন্দে নির্বৃত হইলেন। নন্দাদির স্বরূপে গোলোকাগত নিত্য সিদ্ধ প্রেমময় গোপগণ এবং দ্রোণাদির উপকারের জন্য গোলক প্রদর্শিত হইল। বস্তুতঃ গোকুল ও গোলোক একই তত্ত্ব। গোলোক গোকুলের বৈভব। সেই বৈভব গোকুলে যোগমায়াকর্তৃক একটু আবৃত। সে তত্ত্ব আবৃত হয় না। দ্রষ্টা মায়াবদ্ধ জীবের চক্ষুই আবৃত হয়।। ৪৬।।

তদবতারবিষয়াঃ। সূত শৌনকাদীন্ (১।৩।১)
জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকমলাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া।।৪৭।।

(১।৩।৫-২৮)
এতন্নানাবতারাণাং নিধানং বীজমব্যয়ম্।
যস্যাংশাংশেন সৃজ্যন্তে দেবতীর্যঙ্ নরাদয়ঃ।।৪৮।।

এখন ভগবদবতারগণের কথা বলিতেছেন। লোক সৃজন করিবার মানসে ভগবান্ মহদাদি সংযুক্ত হইয়া ষোড়শ-কলা-বিশিষ্ট পৌরুষরূপ ধারণ করিলেন। সেই পুরুষ বিষ্ণু; তাঁহার তিনটী পৃথক্ পৃথক্ অবল অর্থাৎ কারণার্ণবশায়ী, গর্ভোদকশায়ী এবং ক্ষীরোদকশায়ী -- এই তিনটী পুরুষাবতার। নানাবতারের নিধানরূপ অব্যয় বীজ বিষ্ণু, যাঁহার অংশ ও কলাতে দেব-তির্যক্-নরাবতারাদি হন।। ৪৭-৪৮।।

স এব প্রথমং দেবঃ কৌমারং সর্গমাশ্রিতঃ।
চচার দুশ্চরং ব্রহ্মা ব্রহ্মচর্যমখণ্ডিতম্।।৪৯।।

দ্বিতীয়ন্তু ভবায়াস্য রসাতলগতাং মহীম্।
উদ্ধরিষ্যন্নুপাদত্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ।।৫০।।

সেই পুরুষ প্রথমে কৌমাররূপে অবতার হইলেন। ব্রাহ্মণ হইয়া অখণ্ড ব্রহ্মচর্য আচার করিয়াছিলেন। এই পৃথিবী রসাতলগত হয়; তাহাকে উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে যজ্ঞেশ শৌকরবপু ধারণ করেন।।৪৯-৫০।।

তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবর্ষিত্বমুপেত্য সঃ।
তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্ট নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ।।৫১।।

তৃতীয়ে দেবর্ষি নারদরূপে ঋষিসর্গ অবলম্বনপূর্বক, কর্ম হইতে নৈষ্কর্ম্য শিক্ষা দেয় -- এমত একটী সাত্বত তন্ত্র রচনা করেন। তাহাকে নারদ পঞ্চরাত্র (পঞ্চরাত্রঃ- ১। বৈষয়িক জ্ঞান, ২। যৌগিক জ্ঞান, ৩। জন্ম-মরণ-জরাপহ-জ্ঞান, ৪। মুক্তিপ্রদ-জ্ঞান, ৫। কৃষ্ণভক্তিপ্রদ-

জ্ঞান, এই পঞ্চপ্রকার জ্ঞান-সম্বলিত গ্রন্থ। রাত্রঃ- জ্ঞান।) বলে।। ৫১।।

তুর্যে ধর্মকলাসর্গে নরনারায়ণাবৃষী।
ভূত্বাত্মোপশমোপেতমকরোদ্দুশ্চরং তপঃ।।৫২।।

চতুর্থ ধর্মকলা-সর্গে নরনারায়ণ ঋষি হইয়া আত্মোপশম হয়, এরূপ দুশ্চর তপস্যা করিয়াছিলেন।। ৫২।।

পঞ্চমঃ কপিলো নাম সিদ্ধেশঃ কালবিপ্লুতম্।
প্রোবাচাসুরয়ে সাংখ্যং তত্ত্বগ্রামবিনির্ণয়ম্।।৫৩।।

পঞ্চমে সিদ্ধেশ্বর কপিল হইয়া কালবিপ্লুত সাংখ্যতত্ত্ব বিনির্ণয় করেন। আসুরিকে তাহা শিক্ষা দেন।। ৫৩।।

ষষ্ঠমত্রেরপত্যত্বং বৃতঃ প্রাপ্তোঽনুসূয়য়া।
আন্বীক্ষিকীমলর্কায় প্রহ্লাদাদিভ্য ঊচিবান্।।৫৪।।

ষষ্ঠে অনুসূয়ার গর্ভে অত্রিপুত্র (অত্রিপুত্র -- দত্তাত্রেয়। অত্রি -- ন(নাই) ত্রি (সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের বন্ধন যাহার) হইয়া অলর্ক ও প্রহ্লাদাদিকে আন্বিক্ষিকী বিদ্যা বলিয়াছিলেন।। ৫৪।।

ততঃ সপ্তম আকূত্যাং রুচের্যজ্ঞোঽভ্যজায়ত।
স যামাদ্যৈঃ সুরগণৈরপাৎ স্বায়ম্ভুবান্তরম্।।৫৫।।

সপ্তমে আকুতিগর্ভে রুচিপুত্র যজ্ঞ হইয়া যামাদি দেবগণের সাহায্যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তর পালন করিয়াছিলেন।। ৫৫।।

অষ্টমে মেরুদেব্যান্তু নাভের্জাত উরুক্রমঃ।
দর্শয়ন্ বর্ত্মধীরাণাং সর্বাশ্রমনমস্কৃতম্।।৫৬।।

অষ্টমে নাভিপত্নী মেরুদেবীর গর্ভে উরুক্রম (ঋষভদেব) অবতার হইয়া সর্বাশ্রমনস্কৃত ধীরগণের ধর্মপথ দেখাইয়াছিলেন।। ৫৬।।

ঋষিভির্যাচিতো ভেজে নবমং পার্থিবং বপুঃ।
দুগ্ধেমামোষধীর্বিপ্রাস্তেনায়ং স উশত্তমঃ।।৫৭।।

নবমে ঋষিদিগের প্রার্থনায় পৃথু হইয়া সেই সুন্দর-পুরুষ(রূপে) পৃথিবী হইতে ওষধি দোহন করিয়াছিলেন।। ৫৭।।

রূপং স জগৃহে মাৎস্যং চাক্ষুষোদধিসংপ্লবে।
নাব্যারোপ্য মহীময্যামপাদ্বৈবস্বতং মনুম্।।৫৮।।

চাক্ষুষ মন্বন্তরে সমুদ্র-সংপ্লবে মৎস্যাবতার হইয়া মহীময়ী নৌকায় আরোপিত করত বৈবস্বত মনুকে রক্ষা করিয়াছিলেন।।৫৮।।

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মন্দরাচলম্।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভুঃ।।৫৯।।

যখন দেবাসুর সমুদ্র মন্থন করে, তখন কূর্মরূপী হইয়া একাদশ অবতারে পৃষ্ঠে মন্দরাচল ধারণ করেন।। ৫৯।।

ধাণ্বন্তরং দ্বাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ।
অপায়য়ৎসুরানন্যান্মোহিন্যা মোহয়ন্ স্ত্রিয়া।।৬০।।

'দ্বাদশে ধন্বন্তরীরূপে এবং ত্রয়োদশে মোহিনীরূপে স্ত্রীবেশে অসুরগণকে মোহিত করিয়া দেবগণকে অমৃত পান করাইয়াছিলেন।। ৬০।।

চতুর্দশং নারসিংহং বিভ্রদ্দৈত্যেন্দ্রমূর্জিতম্।
দদার করজৈরূরাবেরকাং কটকৃদ্‌যথা।।৬১।।

হিরণ্যকশিপু প্রবল অপরাধী হইলে চতুর্দশে নৃসিংহরূপ ধারণপূর্বক কটকৃদ্‌গণ যেরূপ এরকা বিদারণ করে, তদ্রূপ ঐ অসুরকে ঊরুদেশে রাখিয়া নখের দ্বারা বিদারিত করিয়াছিলেন।। ৬১।।

পঞ্চদশং বামনকং কৃত্বাগাদধ্বরং বলেঃ।
পদত্রয়ং যাচমানঃ প্রত্যাদিৎসুস্ত্রিপিষ্টপম্।।৬২।।

পঞ্চদশে বামন হইয়া বলির যজ্ঞে গমন করেন। সেখানে পদত্রয় ভূমি যাজ্ঞা করেন; ত্রিপিষ্টক ইন্দ্রকে দিবেন মনে করিয়াছিলেন।। ৬২।।

অবতারে ষোড়শমে পশ্যম্ ব্রহ্মদ্রুহো নৃপান্।
ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ কুপিতো নিঃক্ষত্রামকরোন্মহীম্।।৬৩।।

ষোড়শ অবতারে নৃপগণকে ব্রহ্মদ্রোহী দেখিয়া কুপিতভাবে পরশুরাম মূর্তি- গ্রহণপূর্বক একুশবার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্র করিলেন।। ৬৩।।

ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাৎ।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্ট্বা পুংসোঽল্পমেধসঃ।।৬৪।।

সপ্তদশে সত্যবতীর গর্ভে পরাশর হইতে জাত হইয়া (শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদ-ব্যাস) অল্পবুদ্ধি লোকের উপকারের জন্য বেদতরুর শাখা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।। ৬৪।।

নরদেবত্বমাপন্নঃ সুরকার্যচিকীর্ষয়া।
সমুদ্রনিগ্রহাদীনি চক্রে বীর্যাণ্যতঃ পরম্।।৬৫।।

অষ্টাদশে শ্রীরামরূপে নরদেব হইয়া দেবকার্য করিবার অভিপ্রায়ে সমুদ্র-নিগ্রহ প্রভৃতি অনেক কার্য করিয়াছিলেন।। ৬৫।।

একোনবিংশে বিংশতিমে বৃষ্ণিষু জন্মনী।
রামকৃষ্ণাবিতি ভুবো ভগবানহরদ্ভরম্।।৬৬।।

উনবিংশতি ও বিংশতি অবতারে বৃষ্ণিবংশে উৎপন্ন হইয়া ভগবান্ বল-রাম-কৃষ্ণ-স্বরূপে ভূমির ভার হরণ করিয়াছিলেন।।৬৬।।

ততঃ কলৌ সংপ্রবৃত্তে সংমোহায় সুরদ্বিষাম্।
বুদ্ধোনাম্নাজনসুতঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি।।৬৭।।

কলি সংপ্রবৃত্ত হইলে অসুরদিগকে মোহন করিবার অভিপ্রায়ে কীকটাদি দেশে বুদ্ধনামা অজনসুত হইবেন।।৬৭।।

অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়াং দস্যুপ্রায়েষু রাজসু।
জনিতা বিষ্ণুযশসো নাম্না কল্কির্জগৎপতিঃ।।৬৮।।

যুগসন্ধিতে রাজাগণ দস্যুপ্রায় হইলে বিষ্ণুযশা হইতে উৎপন্ন এবং কল্কিনামে জগৎপতি অবতার হইবেন।। ৬৮।।

অবতারা হ্যসংখ্যেয়া হরেঃ সত্ত্বনিধের্দ্বিজাঃ।
যথাবিদাসিনঃ কুল্যাঃ সরসঃ স্যুঃ সহস্রশঃ।।৬৯।।

হে শৌনকাদি দ্বিজগণ! যেরূপ বৃহৎ জলাশয় হইতে সহস্র সহস্র জলপ্রবাহ বাহির হয়, সেইরূপ সত্বনিধি ভগবান্ হরির অসংখ্য অবতার হইয়া থাকে। কয়েকটী বলিলাম। বলিতে অনেক বাকী রহিল। অতিপ্রধান কোন অবতার কলিতে ছন্নরূপে হইবেন; তাঁহার উল্লেখ করিলাম না।। ৬৯।।

এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে।।৭০।।

এই সকল অবতারের মধ্যে অনেকেই পুরুষাবতারের স্বাংশ, আবার অনেকেই শক্ত্যাবেশ-বিভিন্নাংশ এবং অংশকলা। কৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং ভগবান্। এই কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিবে। ইহারা সকলেই অসুরপীড়িত লোকসকলকে যুগে যুগে পালন করেন।।৭০।।

প্রহ্লাদঃ শ্রীনৃসিংহম্ (৭।৯।৩৮)
ইত্থং নৃতির্যগৃষিদেবঝষাবতারৈ-
র্লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্।।৭১।।

প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন, — হে কৃষ্ণ! তুমি এইপ্রকার নর-তির্যক্‌ঋষি-দেব-মৎস্য ইত্যাদি-রূপে লোকদিগকে বিভাবিত কর এবং জগৎ-শত্রু দিগকে বিনাশ কর। হে মহাপুরুষ! কলিকালে যুগানুবৃত্ত নামকীর্তনধর্ম ছন্নভাবে প্রচার করিবে। এই জন্য তোমার নাম ত্রিযুগ। কেননা ছন্নাবতার কোন শাস্ত্র সহজে প্রকাশ করেন না।। ৭১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
ভগবৎ-স্বরূপতত্ত্বনিরূপণং নাম চতুর্থঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
ভগবৎস্বরূপতত্ত্বনিরূপণে চতুর্থ-কিরণে মরীচিপ্রভানাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

পঞ্চম-কিরণঃ

ভগবৎ-শক্তিতত্ত্বম্

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্ (১০।৮৭।১৪)

জয় জয় জহ্যজামজিতদোষগৃভীত গুণাং
ত্বমসি যদাত্মনা সমবরুদ্ধসমস্তভগঃ।
অগজগদোকসামখিলশক্ত্যববোধক তে
ক্বচিদজয়াত্মনা চ চরতোঽনুচরেন্নিগমঃ।।১।।

শ্রুতিগণ (ভগবান্‌কে) কহিলেন, -- হে অজিত, তোমার জয় হউক। মহাদোষরূপ তিনগুণবিশিষ্ট-অজা যে মায়া, তাহাকে তুমি বিনাশ কর, যেহেতু তাহার ক্ষয়ে তোমার কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। তুমি আত্মশক্তি অর্থাৎ স্বরূপশক্তিদ্বারা আপনাতে আপনি অখিল ঐশ্বর্যযুক্ত আছ এবং চরাচর-বিশ্বের অখিলশক্তির অববোধক তোমাকে উপনিষদ্ আত্মশক্তি-বিশিষ্ট বলিয়া স্থানে স্থানে ব্যক্ত করেন এবং মায়াশক্তিবিশিষ্ট বলিয়া মায়িক বিশ্বসম্বন্ধে অনুবর্ণন করেন।।১।।

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ (২।৯।২৬)

যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্য পবৃংহিতম্।
বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা।।
ক্রীড়স্যমোঘসঙ্কল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে।
তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব।।২।।

(ব্রহ্মা ভগবান্‌কে কহিলেন) -- আত্মমায়া স্বরূপশক্তি। তাঁহার যোগে নানাশক্তিদ্বারা উপবৃংহিত এই বিশ্বকে সৃজন, গ্রহণ ও সংহারকর আত্মশক্তিদ্বারা আপনাকে আপনি ধারণ কর। ঊর্ণনাভি যেরূপ তন্তু বিস্তার করে, তদ্রূপ অমোঘ-সঙ্কল্প তুমি সর্বত্র ক্রীড়া কর। হে মাধব, সেইরূপ আমাকে তদ্বিষয়া অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়া মনীষা অর্থাৎ বুদ্ধি দান কর।। ২।।

তস্যা শক্তরনন্তপ্রকারত্বম্। সূতঃ শৌনকাদীন্ (১।১৮।১৯)

কুতঃ পুনর্গৃণতো নাম তস্য মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
যোঽনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ্‌গুণত্বাদ্‌যমনন্তমাহুঃ।।৩।।

(ভগবানের শক্তি অনন্তপ্রকার, তৎসম্বন্ধে) সূত শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিলেন, -- (যখন) দৌষ্কুল্যরূপ আমাদের আধি মহত্তমদিগের নাম উচ্চারণে যায়, তখন ভগবানের

নাম যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহাদের আর কথা কি? মহত্তমদিগের একান্তগতি অনন্তশক্তি বিশিষ্ট সেই ভগবান্; তাঁহাতে অনন্ত মহদ্‌গুণ আছে বলিয়া তাঁহাকে 'অনন্ত' বলে।।৩।।

তস্যৈব যোগমায়াত্বম্ ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ (১০।১৪।২১)
কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাত্মন্
যোগেশ্বরোতীর্ভবতস্ত্রিলোক্যাম্।
ক্ব বা কথং বা কতি বা কদেতি
বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়াম্।।৪।।

সেই আত্মমায়ার নাম যোগমায়া। ব্রহ্মা (কৃষ্ণকে) — কহিলেন, হে ভূমা পুরুষ! হে কৃষ্ণ! হে পরাত্মা! হে যোগেশ্বর! এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ ব্যক্তি ইহা জানে যে, তুমি কোথায় কিরূপে কোন্ সময়ে তোমার যোগমায়া অর্থাৎ স্বরূপশক্তিবিস্তারপূর্বক (কোন্) ক্রীড়া করিয়া থাক।। ৪।।

ধ্রুবো ভগবন্তম্ ত্রিশক্তিত্বং চিচ্ছক্তিজীবশক্তিমায়াশক্তিরূপত্বঞ্চ তস্যাঃ (৪।৯।১৫)
ত্বং নিত্যমুক্ত-পরিশুদ্ধ-বিবুদ্ধ আত্মা
কূটস্থ আদিপুরুষো ভগবাংস্ত্র্যধীশঃ।
যদ্বুদ্ধ্যবস্থিতিমখণ্ডিতয়া স্বদৃষ্ট্যা
দ্রষ্টা স্থিতাবধিমখো ব্যতিরিক্ত আস্‌সে।।৫।।

ধ্রুব (ভগবান্‌কে) কহিলেন, — হে ভগবান্! তুমি নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, বিবুদ্ধ আত্মা, কূটস্থ আদিপুরুষ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ এবং চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি — এই তিন শক্তির অধীশ্বর। জীব হইতে তুমি ব্যতিরিক্ত তত্ত্ব। অখণ্ডিত আত্মদৃষ্টিদ্বারা জীবের বুদ্ধ্যবস্থিত-অবস্থার দ্রষ্টা। স্থিতিকালে তুমি অধিমুখ বিষ্ণু। জীবে ও তোমাতে এইরূপ নিত্যভেদ। তুমি স্বরূপতঃ নিত্যমুক্ত, পরিশুদ্ধ, সর্বজ্ঞ, কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার অনাদি ভগবান্ গুণাধীশ। জীব স্বভাবতঃ তোমার প্রসাদে মুক্ত হয়, মলিন হইবার যোগ্য, অল্পজ্ঞ, মায়াবিকারপ্রবণ, অণুচৈতন্য, ভগহীন, শক্তিহীন ও ক্ষুদ্র স্বতন্ত্রতাবশতঃ পরতন্ত্র।। ৫।।

ধরণী ধর্ম্মম্ (১।১৬।৩২)
ব্রহ্মাদয়ো বহুতিথং যদপাঙ্গমোক্ষ-
কামাস্তপঃ সমরচন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
সা শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায়
যৎ পাদসৌভগমলং ভজতেঽনুরক্তা।।৬।।

(ধরণী ধর্মকে বলিলেন,) — দেখ হে ভগবন্! তোমার মহিমা কি বলিব? ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি বহুসময়ে যাঁহার কৃপা-কটাক্ষের জন্য (ভগবৎ) প্রপন্ন হইয়া যাঁহার প্রতি তপ আচরণ করেন, সেই শ্রীশক্তি স্বীয় পদ্মবনরূপ নিজবাস পরিত্যাগ করিয়া অনুরক্তভাবে

তোমার পাদশৌভগ ভজনা করিয়া থাকেন।। ৬।।

হ্লাদিনীসন্ধিনীসম্বিদ্রূপাস্তৎশক্তের্বৃত্তয়ঃ। শুকঃ পরীক্ষিতম্। (১০।৩৯।৫৫)
শ্রিয়া পুষ্ট্যা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্ট্যেলয়োর্জয়া।
বিদ্যয়াঽবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়য়া চ নিষেবিতম্।।৭।।

সেই স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী, সন্ধিনী, সম্বিৎরূপা তিনটী নিরন্তর-বৃত্তি। শ্রী, পুষ্টি, গীঃ, কান্তি, কীর্তি, তুষ্টি, ইলা, ঊর্জা, বিদ্যা, অবিদ্যা, মায়া এই সকল শক্তি-বিশেষণ। 'শ্রী' এস্থলে সম্পৎসমূহের সম্পদাত্রী সন্ধিনীপ্রভাব। 'পুষ্টি'-স্বরূপ পোষয়িত্রী শক্তি। 'গী' — বাক্শক্তি বেদাদি। 'কান্তি' — শোভা, যদ্দ্বারা কৃষ্ণস্বরূপের সর্বমাধুর্য। 'কীর্তি' — যশবিস্তারিণী। 'তুষ্টি' — হ্লাদিনী। 'ইলা' — ভূশক্তি। 'ঊর্জা' — লীলাশক্তি। 'বিদ্যা' — যথার্থজ্ঞানশক্তি। 'অবিদ্যা' হ্লাদিনী-পোষিকা অবতরণ-শক্তি। এই সমস্ত অন্তরঙ্গা-শক্তি-গত। এতদ্ব্যতিরিক্ত বহিরঙ্গা মায়াশক্তি এবং তৎপ্রাপ্ত তত্ত্বৎশক্তির বিকার বিশেষ। এই সমস্ত শক্তিদ্বারা ভগবান্ পরিসেবিত।। ৭।।

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণম্ (১০।১৬।৪৬)
নমো গুণপ্রদীপায় গুণাত্মাচ্ছাদনায় চ।
গুণবৃত্ত্যুপলক্ষ্যায় গুণদ্রষ্ট্রে স্বসম্বিদে।।৮।।

(নাগপত্নীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিতেছেন)-- সকল অপ্রাকৃত গুণপ্রদীপস্বরূপ গুণস্বরূপাচ্ছন্নকারী গুণবৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত স্বীয় সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা সর্বগুণদ্রষ্টা যে তুমি, তোমাকে প্রণাম করি।। ৮।।

গজেন্দ্রো ভগবন্তম্ (৮।৩।২৮)
নমো নমোস্তুভ্যমসহ্যবেগশক্তিত্রয়ায়াখিলধীগুণায়।
প্রপন্নপালায় দুরন্তশক্তয়ে কদিন্দ্রিয়াণামনবাপ্যবর্ত্মনে।।৯।।

(গজেন্দ্র ভগবান্‌কে স্তব করিতেছে --) অসহ্য-বেগশক্তিত্রয়বিশিষ্ট অখিল-ধী-গুণসম্পন্ন প্রপন্ন-পালক, দুরন্ত-শক্তিবিশিষ্ট, জড়েন্দ্রিয়ের অপ্রাপ্য পথ যে তুমি, তোমাকে বারবার নমস্কার করি।।৯।।

ভগবান্ স্বয়ং আত্মবস্তু; তদতিরিক্তসর্বমপি তৎশক্তিরূপম্। ধ্রুবঃ। (৪।৯।১৬)
যস্মিন্ বিরুদ্ধগতয়োহ্যনিশং পতন্তি
বিদ্যাদয়ো বিবিধশক্তয় আনুপূর্ব্যাৎ।
তদ্ব্রহ্ম বিশ্বভবমেকমনন্তমাদ্য-
মানন্দমাত্রমবিকারমহং প্রপদ্যে।।১০।।

(ধ্রুব স্তব করিতেছেন,-) আমি সেই এক আনন্দমাত্র অনন্ত আদ্য বিশ্বজনক অবিকার ব্রহ্মকে প্রপত্তি করি যে, ব্রহ্মকে নিত্যরূপ বিদ্যাদি বিবিধ শক্তি আনুপূর্বভাবে পরস্পর বিরুদ্ধগতি হইলেও অবনত হইয়া নিরন্তর সেবা করে।। ১০।।

মনুঃ ধ্রুবম্ (৪।১১।১৮)
স খল্বিদং ভগবান্ কালশক্ত্যা
গুণপ্রবাহেণ বিভক্তবীর্যঃ।
করোত্যকর্তৈব নিহন্ত্যহন্তা
চেষ্টা বিভূম্নঃ খলু দুর্বিভাব্যা।।১১।।

(মনু ধ্রুবকে বলিতেছেন, —) সেই বিভক্তবীর্য্য ভগবান্ কালশক্তিদ্বারা গুণপ্রবাহক্রমে অকর্তা হইয়া এই বিশ্বকে সৃজন ও পালন করেন এবং অহন্ত হইয়া বিনাশ করেন; সেই বিভুর চেষ্টা দুর্বিভাব্য।।১১।।

দ্রুমিলঃ নিমিম্ (১১।৪।২)
যো বা অনন্তস্য গুণাননন্তা-
ননুক্রমিষ্যন্ স তু বালবুদ্ধিঃ।
রজাংসি ভূমের্গণয়েৎ কথঞ্চিৎ
কালেন নৈবাখিলশক্তিধাম্নঃ।।১২।।

(দ্রুমিল ঋষি মহারাজ নিমিকে বলিতেছেন), — অনন্ত পুরুষদের অনন্ত গুণ। যিনি তাহা অনুক্রম করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি বালবুদ্ধি। ভূমির রেণুসকল কোন প্রকারে গণিত হইতে পারিলেও অখিলকালে অখিলশক্তিধাম ভগবানের গুণসমূহ কখনই সংখ্যা করিতে পারা যায় না।। ১২।।

জয়মায়াএব যোগমায়ায়াশ্ছায়া। ব্রহ্মা নারদম্ (২।৫।১৩)
বিলজ্জমানয়া যস্য স্থাতুমীক্ষাপথেঽমুয়া।
বিমোহিতা বিকত্থন্তে মমাহমিতি দুর্দ্ধিয়ঃ।।১৩।।

(ব্রহ্মা নারদকে বলিতেছেন), — জড়মায়াই যোগমায়ার ছায়া। যে জড়মায়া নিজের হেয়তাপ্রযুক্ত লজ্জিত হইয়া তাঁহার ঈক্ষাপথে অবস্থিতি করিতে সক্ষম হয় না, সেই মায়াদ্বারা মোহিত হইয়া দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ জড়দেহে আমি ও তদনুগ ব্যক্তি ও বস্তুতে আমার, এইরূপ প্রলাপ বাক্য বলে।।১৩।।

জয়মায়াএব সত্ত্বরজস্তমোগুণবিশিষ্টা (২।৬।৩২)
সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্।।১৪।।

ব্রহ্মা বলিলেন, -- তাঁহার দ্বারা নিযুক্ত হইয়া আমি সৃষ্টি করি এবং শিব তদ্বশ হইয়া সংহার করেন। তিনি স্বয়ং পুরুষরূপ অর্থাৎ বিষ্ণুরূপে আমাদের মধ্যে বসিয়া স্বয়ং ত্রিশক্তি ধারণপূর্বক বিশ্বকে প্রতিপালন করেন। ব্যবহারিক বাক্যে ব্রহ্মা-শিবাদির সহিত বিষ্ণুর সাম্য দেখা যায়। তথাপি বিষ্ণু ঈশ্বর এবং ব্রহ্মা-শিবাদির তদ্বশবর্তী আধিকারিক দাস।। ১৪।।

(২।৭।৪১)
নান্তং বিদাম্যহমমী মুনয়োঽগ্রজাস্তে
মায়াবলস্য পুরুষস্য কুতোঽপরে যে।
গায়ন্ গুণান্ দশশতানন আদিদেবঃ
শেষোঽধুনাপি সমবস্যতি নাস্য পারম্।।১৫।।

ব্রহ্মা কহিলেন, — মায়াবল পুরুষের অন্ত আমি জানি না এবং হে নারদ! তোমার অগ্রজ মুনিগণও জানেন না। অপরে কি জানিবে? সহস্রানন আদিদেব শেষ তাঁহার গুণসকল অনাদিকাল হইতে গান করিতেছেন। আজ পর্যন্ত তিনিও তাঁহার পার জানিতে পারেন নাই।। ১৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (২।৯।১)
আত্মামায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা।।১৬।।

(শুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন), — তিনি (শ্রীভগবান্) অনুভবস্বরূপ পরতত্ত্ব; হে রাজন্ তাঁহার যে অর্থ-সম্বন্ধ, স্বপ্নদ্রষ্টা যেরূপ বিষয় দর্শন করে তদ্রূপ। চিচ্ছক্তিই তাহার যোজয়িতা। চিচ্ছক্তি অচিন্ত্য।।১৬।।

মৈত্রেয়ো বিদুরম্ (৩।৬।৩৯ ও ৩।৬।২)
অতো ভাগবতী মায়া মায়িনামপি মোহিনী।
যৎ স্বয়ঞ্চাত্মবর্ত্মাত্মা ন বেদ কিমুতাপরে।।
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ।।১৭।।

(মৈত্রেয় ঋষি বিদুরকে বলিতেছেন), -- ভাগবতী মায়া মায়িদিগেরও মোহন করে। স্বেচ্ছাপুরুষ স্বয়ং সেই মায়াকে জানেন না, অন্যলোকে কি জানিবে? অনন্তর প্রত্যেক শক্তিই অনন্ত। মায়া ছায়াশক্তি হইলেও মূলশক্তির আনন্ত্য লাভ করিয়াছে। অনন্তের সীমা অনন্তও জানেন না। কালশক্তিকে ধারণ করিয়া ভগবান্ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের মধ্যে যুগপৎ প্রবেশ করিলেন। তাহাতে সৃষ্টি হইল।। ১৭।।

(৩।৬।৪০)
যতোঽপ্রাপ্য ন্যবর্তন্ত বাচশ্চ মনসা সহ।
অহঞ্চান্য ইমে দেবাস্তস্মৈ ভগবতে নমঃ।।১৮।।

(ব্রহ্মার উক্তি) — যাঁহাকে না পাইয়া বাঁক্য মনের সহিত নিবৃত্ত হয়, আমি যে ব্রহ্মা এবং এই সমস্ত দেবও তাহা হইতে নিবৃত্ত হয়, সেই ভগবান্‌কে নমস্কার বৈ আর কি করিব।। ১৮।।

বিদুরো মৈত্রেয়ম্ (৩।৭।২-৩)
ব্রহ্মন্ কথং ভগবতশ্চিন্মাত্রস্যাবিকারিণঃ।
লীলয়া বাপি যুজ্যেরন্নির্গুণস্য গুণাঃ ক্রিয়াঃ।।১৯।।

ক্রীড়ায়ামুদ্যমোঽর্ভস্য কামশ্চিক্রীড়িষান্যতঃ।
স্বতস্তৃপ্তস্য চ কথং নিবৃত্তস্য সদান্যতঃ।।২০।।

(৩।৭।৫)
দেশতঃ কালতো যোঽষাববস্থাতঃস্বতোস্যতঃ।
অবিলুপ্তাববোধাত্মা সযুজ্যেতাজয়া কথম্।।২১।।

(বিদুর মৈত্রেয় ঋষিকে বলিতেছেন),— হে ব্রহ্মন্! চিন্মাত্র-অধিকারী ভগবান্ কিরূপে লীলার দ্বারা মায়াযুক্ত হন? নির্গুণের গুণক্রিয়া কিরূপে হয়? কামই ক্রীড়ায় উদ্যত বালককে কার্য করায়; তিনি কামহীন, স্বতঃতৃপ্ত ও নিবৃত্ত, তাঁহার অন্য হইতে কি প্রকার লাভ হয়? যিনি দেশ-কাল-অবস্থার বশীভূত নন, স্বভাবতঃ যিনি অবলুপ্তি অববোধাত্ম, তিনি কিরূপে মায়া শক্তিতে যুক্ত হইতে প্রবৃত্ত হন?।।১৯-২১।।

এতদুত্তরম্। মৈত্রেয়ো বিদুরম্ (৩।৭।৯)
সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।।২২।।

(উত্তরে মৈত্রেয় বিদুরকে বলিতেছেন),— ইহার উত্তর আর আমি কিরূপে দিব? ভগবন্মায়াব্যতীত আর কোন কারণ নাই। তুমি বুদ্ধিজনিত ন্যায়ের দ্বারা তাহা বুঝিতে চাও, তাহা হইবে না। বুদ্ধিবিচার সসীম, অসীমতত্ত্বে তাহার গতি নাই। সুতরাং তোমার বিতর্ক হইতেছে। ভগবৎ-শক্তি অচিন্ত্য।। ২২।।

স্বযোগমায়াশক্ত্যা শ্রীকৃষ্ণলীলা। শুকঃ পরীক্ষিতম্। (১০।১৪।৫৭)
সর্বেষামপি বস্তূনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ।
তস্যাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তুরূপ্যতাম্।।২৩।।

সেই অচিন্ত্যশক্তিক্রমে কৃষ্ণলীলা। ইহা যুক্তিদ্বারা কে বুঝিতে পারে? প্রাকৃতাপ্রাকৃত যত বস্তু আছে তাহার সত্তা কৃষ্ণশক্তির পরিণতি, এরূপ নিশ্চিন্ত হইয়াছে।। সেই শক্তির একান্ত আশ্রয়স্থান ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। অতএব কৃষ্ণব্যতীত অন্যবস্তুর কি প্রকার সত্তা নিরূপণ করিতে পার।। ২৩।।

উদ্ধবো বিদুরম্ (৩।২।১২)
তন্মর্তলীলৌপয়িকং স্বযোগ-
মায়াবলং দর্শয়তা গৃহীতম্।
বিস্মাপনং স্বস্য চ সৌভর্গদ্ধেঃ
পরং পদং ভূষণভূষণাঙ্গম্।।২৪।।

(উদ্ধব বিদুরকে বলিতেছেন), — শ্রীকৃষ্ণমূর্তিটি গোলোকের নিত্যধন। প্রপঞ্চ জগতে স্বীয় যোগমায়া-বলে প্রকটীত করা হইয়াছে। সেই মূর্তি মর্ত্যলীলার উপযোগী। সে এত সুন্দর যে তাহাতে কৃষ্ণের নিজের বিস্মাপন হয়। তাহা সৌভগ ঋষির পরম পদ এবং সমস্ত ভূষণের ভূষণ অর্থাৎ সমস্ত লৌকিক দৃশ্যের অলৌকিক এবং অলৌকিক দৃশ্যের মধ্যে পরম লৌকিক।।২৪।।

পরীক্ষিৎ শুকম্ (১০।৮।৪৬)
নন্দঃ কিমকরোদ্ ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা চ মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ।।২৫।।

(পরীক্ষিৎ শুকদেবকে বলিতেছেন), — হে ব্রহ্মন্! নন্দ মহোদয় এমন কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন, আর মহাভাগা যশোদাই বা কি শ্রেয় আচরণ করিয়াছিলেন যে, হরি তাঁহার স্তন্য পান করেন।। ২৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।৯।১৩)
ন চান্তর্ন বহির্যস্য ন পূর্বং নাপি চাপরম্।
পূর্বাপরং বহিস্তান্তর্দগতো যো জগচ্চ যঃ।।২৬।।

(শুকদেব পরীক্ষিতকে বলিতেছেন), — সেই কৃষ্ণমূর্তির অলৌকিকতা এই যে, তাঁহার অন্তর নাই, বাহির নাই — পূর্ব নাই, অপর নাই। জগতের পূর্বাপর বহিঃ অন্তরে যিনি আছেন এবং যিনি জগৎস্বরূপ।। ২৬।।

(১০।৯।২০-২১)
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎপ্রাপ বিমুক্তিদাৎ।।২৭।।

বিমুক্তিদাতা কৃষ্ণ হইতে গোপী যশোদা যে প্রসাদ লাভ করেন -- বিরিঞ্চ, ভব বা অঙ্গ সংশ্রয়া শ্রীও সে প্রসাদ পান না।। ২৭।।

নায়ং সুখাপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকাসুতঃ।
জ্ঞানিনাং চাত্মভূতানাং যথা ভকতিমতামিহ।।২৮।।

এই গোপিকাসুত শ্রীকৃষ্ণ আত্মভূত জ্ঞানী দেহীদিগের নিকট সেরূপ সুখলভ্য নন, যেরূপ ভক্তদিগের নিকট সর্বদা সুখলভ্য থাকেন।। ২৮।।

কৃষ্ণস্বরূপস্যাপ্রাকৃতত্বং সর্বোৎকৃষ্টত্বঞ্চ। ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ (১০।১৪।২)
অস্যাপি দেববপুষো মদনুগ্রহস্য
স্বেচ্ছাময়স্য ন তু ভূতময়স্য কোঽপি।
নেশে মহি ত্ববসিতুং মনসান্তরেণ
সাক্ষাত্তবৈব কিমুতাত্মসুখানুভূতেঃ।।২৯।।

(ব্রহ্মা কৃষ্ণকে বলিতেছেন), -- কৃষ্ণ-স্বরূপের অপ্রাকৃতত্ব এবং সর্বোৎকৃষ্টত্ব এই যে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, হে দেব! যে বিস্ময় দেখিতেছ তাহা স্বেচ্ছাময়, ভূতময় নয়। এই প্রপঞ্চাতীত স্বরূপের মহিমা আমি স্থির করিতে পারিতেছি না, তবে আর তোমার গোলোকস্থিত আত্মসুখানুভূতিরূপ এই গোবিন্দমূর্তির মহিমা কি বুঝিব।। ২৯।।

(১০।১৪।১৪)
নারায়ণস্ত্বং নহি সর্বদেহিনা-
মাত্মাস্যধীশাখিললোকসাক্ষী।
নারায়ণোঽঙ্গং নরভূজলায়না-
ত্তচ্চাপি সত্যং ন তবৈব মায়া।।৩০।।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আপনি কি মৎ-পিতা নারায়ণ নন, বস্তুতঃ আপনিই মূল নারায়ণ, অখিললোকসাক্ষী, সর্বদেহীর আত্মা ও অধীশ্বর। ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ আপনার অংশ। তিনি সর্ব-নার জাত জলশায়ী। তিনি আপনার স্বাংশ বলিয়া সত্য সচ্চিদানন্দময়। তাঁহাতেও আপনার মায়া থাকে না।।৩০।।

কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞানাধিকারী কঃ। (১০।১৪।২৯)

অথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়-
প্রসাদলেশানুগৃহীত এব হি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্।।৩১।।

কৃষ্ণতত্ত্ব সর্বোপরি। কৃষ্ণের বিলাসমূর্তি পরব্যোমপতি ও বলদেব। কৃষ্ণের অংশ বিষ্ণু। কৃষ্ণের অঙ্গকান্তি ব্রহ্ম। কৃষ্ণলোক বা গোলোক পরব্যোমে সর্ব্বোচ্চ ও সর্বগূঢ় প্রকোষ্ঠ। সেই গোলোকলীলাকে (শ্রীকৃষ্ণ) অচিন্ত্যশক্তিদ্বারা এই প্রপঞ্চে ভক্তসুখ-বিধানের জন্য আনিয়াছেন, তথাপি (তাহা) পরব্যোমাদির অতীত তত্ত্ব। এবম্ভূত কৃষ্ণকে কে জানিতে পারে? ব্রহ্মা কহিলেন, – "হে ভগবন্! তোমার পাদাম্বুজদ্বয়-প্রসাদ-লেশে যাঁহারা অনুগৃহীত, তাঁহারাই কৃষ্ণ-মহিমা ও কৃষ্ণ-তত্ত্ব জানেন, অন্য কেহ শাস্ত্র ও বুদ্ধিদ্বারা চিরকাল আলোচনা করিয়াও জানিতে পারেন না।। ৩১।।

ব্রহ্মা নারদম্। (৩।৯।২৩)
এষঃ প্রপন্নবরদো রময়াত্মশক্ত্যা
যদযৎ করিষ্যতি গৃহীতগুণাবতারঃ।
তস্মিন্ স্ববিক্রমমিদং সৃজতোঽপি চেতো
যুঞ্জীত কর্ম্মশমলঞ্চ যথা বিজহ্যাম্।।৩২।।

এই কৃষ্ণ প্রপন্নের প্রতি বরদ হইয়া রমারূপ আত্মশক্তিদ্বারা অবতার ভাবে যাহা যাহা করেন, সেই, স্ববিক্রমে চিত্ত সংযোগ করিলে কর্ম-শমল দূর হয়।। ৩২।। (শমল - শব্দের অর্থ বিষ্ঠা, পাপ)

নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ (৭।১৫।৭৫)
যূয়ং নৃলোকে বত ভূরিভাগা
লোকং পুনানা মুনয়োঽভিযন্তি।
যেষাং গৃহানাবসতীতি সাক্ষাদ্
গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্যলিঙ্গম্।।৩৩।।

আপনারা নৃলোকে ভাগ্যবান্, কেন না লোকপবিত্রকারী ভক্ত মুনিগণ আপনাদের গৃহে আইসেন, যেহেতু সাক্ষাৎ মনুষ্যলিঙ্গ কৃষ্ণরূপ ব্রহ্ম এখানে সময়ে সময়ে অবস্থিত হন।। ৩৩।।

দেবাঃ কৃষ্ণম্ (১০।২।৩৪-৩৭)

সত্ত্বং বিশুদ্ধং শ্রয়তে ভবান্ স্থিতৌ
শরীরিণাং শ্রেয়উপায়নং বপুঃ।
বেদক্রিয়াযোগতপঃসমাধিভি -
স্তবার্হণং যেন জনঃ সমীহতে।।৩৪।।

এই স্থিতি সময়ে তুমি বিশুদ্ধসত্ত্বময় স্বরূপ প্রকট করিলে, তাহাই শ্রেয়োলাভের একমাত্র উপায়। রসিক ভক্তদিগের কথা দূরে থাকুক, এই রূপকে আশ্রয় করিয়া বৈধ-ব্যক্তিগণ বেদক্রিয়া-যোগ-তপ-সমাধিদ্বারা তোমাকে অর্চনা করিয়া থাকেন।। ৩৪।।

সত্ত্বং ন চেদ্ধাতরিদং নিজং ভবেদ্-
বিজ্ঞানমজ্ঞানভিদাপমার্জনম্।
গুণপ্রকাশৈরনুমীয়তে ভবান্
প্রকাশতে যস্য চ যেন বা গুণঃ।।৩৫।।

ন নামরূপে গুণকর্মজন্মভি-
র্নিরূপিতব্যে তব তস্য সাক্ষিণঃ।
মনোবচোভ্যামনুমেয়বর্ত্মনো
দেবক্রিয়ায়াং প্রতিযন্ত্যথাপি হি।।৩৬।।

তোমার রূপ-গুণ বিজ্ঞান-প্রকাশক এবং অজ্ঞানভেদ নাশক শুদ্ধ সত্ত্বাত্মক। কিন্তু মায়িকচক্ষে ইহাকে যদি কেহ মিশ্র-তত্ত্ব মনে করেন এবং (যদিও) মিশ্র-সত্ত্ব তোমার নিজের নয় বটে, তথাপি তোমার নির্গুণঅ-প্রকাশের ফল এই যে, তিনি ইহাকে চিন্তা করিলে ক্রমে স্বরূপগত নির্গুণতা লাভ করিবেন। তোমার গুণ ক্রমশঃ প্রকাশ হয়।। ৩৫-৩৬।।

শৃণ্বন্ গৃণন্ সংস্মরয়ংশ্চ চিন্তয়ন্
নামানি রূপাণি চ মঙ্গলানি তে।
ক্রিয়াসু যুষ্মচ্চরণারবিন্দয়ো-
রাবিষ্টচিত্তো ন ভবায় কল্পতে।।৩৭।।

তোমার মঙ্গলময় নাম-রূপ শ্রবণ, উচ্চারণ, সংস্মরণ ও চিন্তনরূপ তোমার উপাসনা-

ক্রিয়ার তোমার পাদপদ্মে আবিষ্টচিত্ত হইলে আর জড়সম্বন্ধের জন্ম হয় না।। ৩৭।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (৯।২৪।৬৫)
যস্যাননং মকরকুণ্ডলচারুকর্ণ-
ভ্রাজৎকপোলসুভগং সবিলাসহাসম্।
নিত্যোৎসবং ন ততৃপুর্দৃশিভিঃ পিবন্ত্যো
নার্যো নরাশ্চ মুদিতাঃ কুপিতা নিমেশ্চ।।৩৮।।

যাঁহার সুন্দর মুখশ্রী তথা মকরকুণ্ডলশোভিত কপোল-সৌন্দর্য এবং সুবিলাস হাসরূপ নিত্যোৎসবামৃত চক্ষুদ্বারা নরনারীগণ পান করিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু অতৃপ্তিবশতঃ চক্ষের নিমেষ-কর্তা নিমিকে অভিশাপ করিতেন।। ৩৮।।

উদ্ধবো বিদুরম্ (৩।২।১১)
প্রদর্শ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাম্।
আদায়ান্তরধাদযস্তু স্ববিম্বং লোকলোচনম্।।৩৯।।

অবিদ্যাতাপতপ্ত ব্যক্তিদিগের অবিতৃপ্ত চক্ষুকে স্ববিম্ব লোকলোচন শ্রীমূর্তি দেখাইয়া অন্তর্ধান হইলেন। সেই গোলোকস্থিত নিত্য গোবিন্দ-মূর্তির প্রকাশান্তর শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন-মূর্তি। লোকসকল প্রাকৃত। যদ্দৃষ্টে অপ্রাকৃত তত্ত্ব দৃষ্ট হয় তাহাই লোকলোচন।। ৩৯।।

(৩।২।১৩-১৪)
যদ্ধর্মসূনোর্বত রাজসূয়ে
নিরীক্ষ্য দৃক্স্বস্ত্যয়নং ত্রিলোকঃ।
কার্ৎস্ন্যেন চাদ্যেহ গতং বিধাতু-
রর্বাক্সৃতৌ কৌশলমিত্যমন্যত।।৪০।।

ত্রিলোকস্থিত ব্যক্তিগণ ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-যজ্ঞে জীবের দৃক্ স্বস্ত্যয়ন (মঙ্গল দর্শন) কৃষ্ণরূপ দেখিয়া বিধাতার মানব নির্মাণের কৌশলের পরাকাষ্ঠা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন।।৪০।।

যস্যানুরাগপ্লুতহাসরাস-
লীলাবলোকপ্রতিলব্ধমানাঃ।

ব্রজস্ত্রিয়ো দৃগ্‌ভিরনুপ্রবৃত্ত-
ধিয়োঽবতস্থুঃ কিল কৃত্যশেষাঃ।।৪১।।

যাঁহার অনুরাগপ্লুত হাস্য-লাস্য লীলা অবলোকন করিয়া নিজের বহুভাগ্য লাভ করতঃ ব্রজস্ত্রীগণ চক্ষুসংলগ্নরূপে অনুপ্রবৃত্তবুদ্ধি হইয়া সমস্ত কৃত্য শেষ হইয়াছে, এরূপভাবে অবস্থান করিয়াছিলেন।। ৪১।।

(৩।২।২১)
স্বয়ন্ত্বসাম্যাতিশয়স্ত্র্যধীশঃ
স্বারাজ্যলক্ষ্ম্যাপ্তসমস্তকামঃ।
বলিং হরদ্ভিশ্চিরলোকপালৈঃ
কিরীটকোটীড়িতপাদপীঠঃ।।৪২।।

কৃষ্ণ কেমন? তিনি স্বয়ং ত্রিশক্তির অধীশ্বর। তাঁহার সমান বা অধিক কেহ নাই। (তিনি) স্বীয় চিদ্রাজ্যলক্ষ্মীসেবিত, পূর্ণকাম, লোকপালগণদ্বারা প্রদত্ত উপহার এবং তদীয় কিরীট-কোটি স্পৃষ্ট ও স্তুতপাদপীঠ।। ৪২।।

(৩।২।২৩)
অহো বকীয়ং স্তনকালকূটং
জিঘাংসয়াপায়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যাং
কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেমঃ।।৪৩।।

অহো? আশ্চর্যের বিষয় এই যে বক-ভগিনী পূতনা কৃষ্ণকে মারিবার আশায় অসাধ্বীভাবে স্তন-কালকূট পান করাইয়াও ধাত্রীপ্রাপ্য গতি লাভ করিয়াছিল। অতএব কৃষ্ণ বিনা আর কে দয়ালু আছে যে, তাঁহার শরণাপন্ন হইবে?।। ৪৩।।

শ্রীমদ্গোলোকীয়নিত্যলীলা চিচ্ছক্ত্যা আনীতা (৩।২।২৭)
পরীতো বৎসপৈর্বৎসাংশ্চারয়ন্ ব্যহরদ্বিভুঃ।
যমুনোপবনে কূজদ্দ্বিজসঙ্কুলিতাঙ্ঘ্রিপে।।৪৪।।

কিছু কিছু গোলোকীয় অষ্টকালীন লীলাও বর্ণিত হইয়াছে। বৎসপালদিগের দ্বারা

বেষ্টিত হইয়া কূজনকারি পক্ষিসমূহাশ্রিত-বৃক্ষমণ্ডিত যমুনা-কূলে বৎস চারণ করিতে করিতে কৃষ্ণ বিহার করেন।।৪৪।।

(৩।২।২৯)
স এব গোধনং লক্ষ্ম্যা নিকেতং সিতগোবৃষম্।
চারয়ন্ননুগান্ গোপান্ রণদ্বেণুররীরমৎ।।৪৫।।

তিনি লক্ষ্মীর আবাসভূমি। শ্বেত-গো-বৃষ-মিলিত গোধনসহিত অনুগত গোপসমভিব্যাহারে বংশীবাদনপূর্বক গোচারণ করেন।। ৪৫।।

(৩।২।৩৪)
শরশ্চশিকরৈর্ম্রষ্টং মানয়ন্ রজনীমুখম্।
গায়ন্ কলপদং রেমে স্ত্রীণাং মণ্ডলমণ্ডনঃ।।৪৬।।

শরচ্চন্দ্রের কিরণ-মার্জিত রজনীতে আনন্দিত হইয়া (শ্রীকৃষ্ণ) কলগীত গান করতঃ স্ত্রীগণের মণ্ডলে মণ্ডনস্বরূপে রমণ করিয়াছিলেন। শারদীয় রসের নিত্যতা কথিত হইল।। ৪৬।।

নিত্যলীলাগতনান্নামপি নিত্যতা। গর্গঃ নন্দম্। (১০।৮।১৩)
আসন্ বর্ণাস্ত্রয়োহ্যস্য গৃহ্নতোহনুযুগং তনূঃ।
শুক্লো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ।।৪৭।।

গর্গ কহিলেন, — হে নন্দ! তোমার নন্দনের পূর্বে তিনটী বর্ণ প্রকাশ হইয়াছিল অর্থাৎ শুক্ল, রক্তবর্ণ ও পীতবর্ণ। প্রতি যুগে ইনি শরীর প্রকট করেন। এখন কৃষ্ণতা প্রকট করিয়াছেন।। ৪৭।।

(১০।৮।১৫)
বহূনি সন্তি নামানি রূপানি চ সুতস্য তে
গুণকর্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ।।৪৮।।

ইঁহার গুণকর্মানুরূপ অনেক নাম ও রূপ আছে। সেগুলি আমি শাস্ত্র দ্বারা জানি কিন্তু সাধারণ লোকে জানে না।। ৪৮।।

শ্রবণফলমপি। রুক্মিণী কৃষ্ণম্। (১০।৫২।৩৭)
শ্রুত্বা গুণান্ ভুবনসুন্দর শৃণ্বতাং তে
নির্বিশ্য কর্ণবিবরৈর্হরতোঽঙ্গতাপম্।
রূপং দৃশাং দৃশিমতামখিলার্থলাভং
ত্বয্যচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে।।৪৯।।

(কৃষ্ণকথা) শ্রবণ-ফল শ্রীরুক্মিণী (শ্রীকৃষ্ণকে) লিখিলেন, — " হে ভুবনসুন্দর! হে অচ্যুতঃ শ্রবণ-শক্তি যাহাদের আছে তাঁহাদের কর্ণবিবরদ্বারা প্রবিষ্ট তোমার গুণগণ তাপ হরণ করে। যাঁহাদের দর্শন-শক্তি আছে তাঁহারা চক্ষুদ্বারা তোমার রূপ দর্শন করিয়া অখিলার্থ লাভ করেন। তোমার রূপ গুণ শ্রবণ করিয়া আমার চিত্ত তোমাতে নির্লজ্জ হইয়া প্রবেশ করিয়াছে"।। ৪৯।।

শৌনকাদয়ঃ সূতম্। (১।১৮।১৪)
কো নাম তৃপ্যেদ্রসবিৎ কথায়াং
মহত্তমৈকান্তপরায়ণস্য।
নান্তং গুণানামগুণস্য জগ্মু-
র্যোগেশ্বরা যে ভবপাদ্মমুখ্যাঃ।।৫০।।

(শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীকে বলিতেছেন), — মহত্তমদিগেব একান্ত পরায়ণ শ্রীকৃষ্ণ; তাঁহার কথা শুনিয়া কে তৃপ্তিলাভ করে অর্থাৎ যত তাঁহার কথা শুনেন ততই শুনিতে আগ্রহ বৃদ্ধি হয়। ব্রহ্মা-শিব-প্রভৃতি যোগেশ্বরগণ অগুণস্বরূপ যে শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার গুণসকল গান করিতে করিতে অন্ত পান নাই।। ৫০।।

হ্লাদিনীসারসম্প্রাপ্তা রাধাশক্তিপরাৎপরা।
সৈব গৌরমহালক্ষ্মী র্ভজে গৌড়ে গদাধরম্।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে
ভগবচ্ছক্তিতত্ত্বনিরূপণং নাম পঞ্চমঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে ভগবৎশক্তি বর্ণনে
পঞ্চম-কিরণে মরীচিপ্রভানাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।।

ষষ্ঠ-কিরণঃ

ভগবদ্রসতত্ত্বম্

শুকঃ পরীক্ষিতং কৃষ্ণস্যাখিলরসত্বম্ (১০।৪৩।১৭)
মল্লানামশনির্নৃণাং নরবরঃ স্ত্রীণাং স্মরো মূর্তিমান্
গোপানাং স্বজনোঽসতাং ক্ষিতিভূজাং শাস্তা
স্বপিত্রোঃ শিশুঃ।
মৃত্যুর্ভোজপতের্বিরাড়বিদুষাং তত্ত্বং পরং যোগিনাং
বৃষ্ণীনাং পরদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ।।১।।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রায় নমঃ।।
যেন বিস্তারিতো গৌরকৃপয়া রসসাগরঃ।
বিশাখিকাস্বরূপং তং রামানন্দমহং ভজে।।

অখিলরসকদম্বস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী রসের পরিচয়। যখন বলদেবের সহিত শ্রীকৃষ্ণ কংসের রঙ্গে উপস্থিত হইলেন, তখন যাহার যে রস সেই রসে কৃষ্ণকে দেখিতে লাগিল। রীররসপ্রিয় মল্লসকল দেখিল যে, সাক্ষাৎ বজ্রস্বরূপ কৃষ্ণ উদয় হইলেন। মধুরসপ্রিয় স্ত্রীগণ (শ্রীকৃষ্ণকে) সাক্ষাৎ মূর্তিমান্ মন্মথ দেখিলেন। নরসমূহ জগতের এক নরপতি দেখিলেন; (এখানে বিস্ময় অর্থাৎ অদ্ভুত রস)। সখ্য বাৎসল্য-(হাস্য) প্রিয় গোপসকল 'স্বজন' বলিয়া তাঁহাকে দেখিলেন। ভয়ার্ত অসৎ রাজাসকল শাসনকর্তারূপে কৃষ্ণকে দেখিল; (এখানে রৌদ্ররসাভাস)। পিতামাতা অতি সুন্দর শিশু দর্শন করিলেন; (এখানে বাৎসল্য ও করুণ-রস)। ভোজপতি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে দেখিলেন; (এখানে ভয়ানক রসাভাস)। জড়বুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিরাট্ বিশ্বরূপ দেখিল; (এখানে বীভৎস-রসাভাস)। শান্তরসের পরম যোগিসকল পরমতত্ত্ব দেখিতে পাইল। (দাস্যরসের) বৃষ্ণিবংশীয় পুরুষগণ পরদেবতারূপে তাঁহাকে লক্ষ্য করিল।।১।।

শৌনকাদয়ঃ সূতম্। (১।১।১৯)
বয়ন্তু ন বিতৃপ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে।
যচ্ছৃণ্বতাং রসজ্ঞানাং স্বাদু স্বাদু পদে পদে।।২।।

ঋষিগণ কহিলেন, -- "হে সূত! আমরা কৃষ্ণলীলা শুনিয়া তৃপ্ত হইতেছি না, যে লীলা শ্রবণ করিয়া রসজ্ঞ পুরুষ পদে পদে স্বাদু লোভ করেন"।।২।।

বীরুকরুণাদিরসসপ্তকং গৌণং ভাগবতে বহুস্থলে বর্ণিতং যথা কপিলঃ দেবহূতিম্।

(৩।২৫।৪২)

মদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্যস্তপতি মদ্ভয়াৎ।
বর্ষতীন্দ্রো দহত্যগ্নি-র্মৃত্যুশ্চরতি মদ্ভয়াৎ।।৩।।

বীরকরুণাদি-রসের দৃষ্টান্ত ভাগবতে অনেক স্থলে আছে। দুই একটী বলিতেছেন। রৌদ্ররস যথা, — আমার ভয়ে পবন বহিতেছে, সূর্য তাপ-দান করিতেছে, ইন্দ্র বর্ষণ করিতেছে, অগ্নি দহন করিতেছে ও মৃত্যু বিচরণ করিতেছে।।৩।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।৯।১৮)

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবর স্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।।৪।।

কৃপারস বাৎসল্যগত। কৃষ্ণ যখন দেখিলেন যে, মাতা যশোদা পরিশ্রমে স্বিন্ন -গাত্র বিস্রস্তকবরমালা হইয়াছেন তখন কৃপা করিয়া স্বীয় বন্ধন স্বীকার করিলেন।।৪।। (স্বিন্ন - শব্দের অর্থ স্বেদযুক্ত, ঘর্মাক্ত)

শ্রীশৌনকঃ সূতম্ (২।৩।১৮)

তরবঃ কিং ন জীবন্তি ভস্ত্রাঃ কিং ন শ্বসন্ত্যুত।
ন খাদন্তি ন মেহন্তি কিং গ্রামে পশবোঽপরে।।৫।।

জুগুপ্সা যথা। তরুগণ কি বাঁচে না, ভস্ত্রা কি শ্বাস বহন করে না? গ্রামে পশুগণ কি আহার-প্রস্রাবাদি করে না? তবে কেন সংসারী লোক বৃথা জীবন ধারণ করে?।।৫।।

সর্বগৌণরসানাং বিচারো নাবশ্যকমেব। তত্র মুখ্যরসাঃ; আদৌ শান্তরসঃ। মনুঃ ধ্রুবম্। (৪।১১।৩০)

ত্বং প্রত্যগাত্মনি তদা ভগবত্যনন্ত
আনন্দমাত্র উপপন্নসমস্তশক্তৌ।
ভক্তিং বিধায় পরমাং শনকৈরবিদ্যা-
গ্রন্থিং বিভেৎস্যসি মমাহমিতি প্ররূঢ়ম্।।৬।।

গৌণরসের উদাহরণে আর প্রয়োজন নাই। মুখ্য পঞ্চরসের মধ্যে আদৌ শান্তরস। মনু (ধ্রুবকে) কহিলেন, — "প্রত্যগাত্মা অনন্ত ভগবান্ আনন্দমাত্র সমস্ত শক্তি উৎপন্ন পুরুষের ভক্তিবিধানপূর্বক ক্রমে ক্রমে 'মম' 'অহং' এইরূপ অবিদ্যাগ্রন্থি নাশ করিবে"।।৬।।

তথা দাস্যং পরীক্ষিৎ শুকম্। (১০।১২।১১)

ইত্থং সতাং ব্রহ্মসুখানুভূত্যা
দাস্যং গতানাং পরদৈবতেন।

মায়াশ্রিতানাং নরদারকেণ
সাকং বিজহ্রুঃ কৃতপুণ্যপুঞ্জাঃ।।৭।।

দাস্যের উদাহরণ। কৃষ্ণের বনবিহারে রক্তক পত্রক প্রভৃতি দাস্যরসের কৃতাতিপুণ্যপুঞ্জ ভক্তসকল যোগমায়াশ্রিততা-প্রযুক্ত পরদেবতা নররূপী কৃষ্ণের সহিত ব্রহ্মসুখানুভূতিক্রমে বিহার করিয়াছিলেন।।৭।।

তথা সখ্যং ব্রহ্মা কৃষ্ণম্। (১০।১৪।৩২)
অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনম্।।৮।।

সখ্যের উদাহরণ। অহো কত ভাগ্য যে পূর্ণব্রহ্ম সনাতন পরমানন্দস্বরূপ কৃষ্ণ নন্দ-(প্রমুখ) ব্রজবাসী গোপদিগের মিত্রস্বরূপ প্রতীত হইতেছেন।।৮।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।১৮।২৪)
উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতম্।।৯।।

মল্লযুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামকে বহন করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন ছদ্মবেশী বৃষকে এবং বলদেব ছদ্মবেশী প্রলম্বকে বহন করিতে লাগিলেন।।৯।।

তথা দাস্যমিশ্রং সখ্যম্। ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ (১০।১৪।৩৪-৩৫)
তদ্ভূরিভাগ্যমিহ জন্ম কিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেঽপি কতমাঙ্ঘ্রি রজোভিষেকম্।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্ মুকুন্দ-
স্ত্বদ্যাপি যৎপদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব।।১০।।

ব্রহ্মা কহিলেন, -- অহো! এই বৃন্দাবনে জন্মগ্রহণ করা ভূরিভাগ্যের বিষয়। বিশেষ গোকুলবনমধ্যে তদ্বাসী কাহার পদরজদ্বারা অভিষিক্ত হওয়া যায়। সেই গোকুলবাসীদিগের পক্ষে ভগবান্ মুকুন্দই জীবনস্বরূপ; সেই কৃষ্ণের পদরজ অদ্যাবধি শ্রুতিগণ অনুসন্ধান করিতেছেন।।১০।।

এষাং ঘোষনিবাসিনামুত ভবান্ কিং দেব রাতেতি ন-
শ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং কুত্রাপ্যয়ন্মুহ্যতি।
সদ্বেষাদিব পূতনাপি সকুলা ত্বামেব দেবাপিতা
যদ্ধামার্থসুহৃৎপ্রিয়াত্মতনয়প্রাণাশয়াস্ত্বৎকৃতে।।১১।।

হে দেব! এই ঘোষবাসীদিগকে যে তুমি কি ফল দিবে তাহা বুঝিতে পারি না। বিশ্বফলস্বরূপ তুমি, তোমার অতিরিক্ত অন্য কি ফল আছে, তাহা আমাদের চিত্তে মোহ হয়। হে দেব! পূতনা সদ্বেশদ্বারা নিজকুল সহিত তোমাকে পাইয়াছে। কিন্তু ঘোষবাসিগণের গৃহ, অর্থ, সুহৃৎ, প্রিয়, আত্মা, তনয়, প্রাণ, আশয় সকলই তোমার উদ্দেশে। এস্থলে ইহাদের ফল কি দিবে।।১১।।

ধ্রুবঃ কৃষ্ণম্ (৪।৯।১৭)
সত্যাশিষো হি ভগবংস্তব পাদপদ্ম-
মাশীস্তথানুভজতঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ।
অপ্যেবমর্য ভগবান্ পরিপাতি দীনান্
বাশ্রেব বৎসকমনুগ্রহকাতরোঽস্মান্।।১২।।

হে ভগবন্! অনুভজনকারীর সম্বন্ধে তুমি পুরুষার্থ-মূর্তি। তোমার পাদপদ্মই সত্য আশীষ-স্বরূপ ফল। হে আর্য! তুমি ভগবৎস্বরূপ; গাভী যেরূপ বৎসকে দুগ্ধ পান করায় এবং অন্য বিঘ্নরূপ বৃকাদি হইতে রক্ষা করে, (তদ্রূপ) দীনস্বরূপ আমাদিগকে অনুগ্রহপূর্বক পরিপালন কর।।১২।।

তথা বাৎসল্যম্। শুকঃ পরীক্ষিতম্। (১০।৬।৪০)
তাসামবিরতং কৃষ্ণে কুর্বতীনাং সুতেক্ষণম্।
ন পুনঃ কল্পতে রাজন্ সংসারোঽজ্ঞানসম্ভবঃ।।১৩।।

সেই মাতৃবৎ গোপীগণের কৃষ্ণে সর্বদা পুত্রদৃষ্টি ছিল। পুনরায় তাঁহাদের আর সংসাররূপ অজ্ঞানসম্ভব কল্পনা করা যাইতে পারে না।।১৩।।

(১০।১১।৫৮)
ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথাং মুদা।
কুর্বন্তো রমমাণাশ্চ নাবিন্দন্ ভববেদনাম্।।১৪।।

নন্দাদি গোপ এই প্রকার আনন্দের সহিত রামকৃষ্ণকথা বলাতে তাঁহারা আর ভববেদনা পান নাই। দ্রোণাদির পরে বৈকুণ্ঠগমন হইয়াছিল। গোলকীয় নন্দাদির কথা এরূপ নয়।।১৪।।

কুন্তী কৃষ্ণম্ (১।৮।৩১)
গোপ্যাদদে ত্বয়ি কৃতাগসি দাম তাবদ্
যাতে দশাশ্রুকলিলাঞ্জনসম্ভ্রমাক্ষম্।
বক্ত্রং নিনীয় ভয়ভাবনয়া স্থিতস্য
সা মাং বিমোহয়তি ভীরপি যদ্বিভেতি।।১৫।।

কুন্তী কহিলেন, -- "হে কৃষ্ণ! যশোদা গোপী তোমাকে অপরাধী দেখিয়া দামবদ্ধ করিলেন, তখন তোমার অশ্রুসমূহদ্বারা অঞ্জন বিলুপ্ত হইল। তুমি আপনার মুখ লুকাইয়া ভয়-ভাবনায় স্থিত হইলে তোমার যে দশা হইল তাহা আমাকে বিমোহিত করে। ভয় যাহাকে ভয় করে, তাহার এরূপ দশা!" ।। ১৫।।

গোপ্যঃ উদ্ধবম্। (১০।৪৬।১৮)
অপি স্মরতি নঃ কৃষ্ণো মাতরং সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজঞ্চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিম্।।১৬।।

উদ্ধবকে গোপীগণ কহিলেন, -- "আহা আমাদিগকে, স্বীয় মাতাকে, সুহৃৎ সখাদিগকে, স্বীয় ব্রজকে, গাভীসকলকে, বৃন্দাবনকে ও গোবর্ধন গিরিকে কৃষ্ণ কি স্মরণ করেন?"।।১৬।।

(১০।৪৬।২৯)
তয়োরিত্থং ভগবতি কৃষ্ণে নন্দযশোদয়োঃ।
বীক্ষ্যানুরাগং পরমং নন্দমাহোদ্ধবো মুদা।।১৭।।

নন্দ-যশোদার ভগবান্ কৃষ্ণে এই প্রকার ভাব অনুরাগ দেখিয়া আনন্দে উদ্ধব প্রশ্নাদি করিলেন।।১৭।।

অত্র মধুররসে অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশঃ। শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।৬৯।২)
চিত্রং বতৈতদেকেন বপুষা যুগপৎ পৃথক্।
গৃহেষু দ্ব্যষ্টসাহস্রং স্ত্রিয় এক উদাবহৎ।।১৮।।

ঐশ্বর্যগত মধুররসে অচিন্ত্যশক্তিপ্রকাশ। নারদ কহিলেন, -- "ইহা বড় বিচিত্র, একস্বরূপে কৃষ্ণ একই সময়ে ষোড়শসহস্র স্ত্রীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিবাহ করিলেন। ইহা কোন প্রকার যোগদ্বারা সিদ্ধ হয় না, কেবল যোগমায়েশ্বর কৃষ্ণই করিতে পারেন।।"১৮।।

ঐশ্বর্যাৎ মাধুর্যস্যোৎকর্ষম্। নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণম্ (১০।১৬।৩৬)
কস্যানুভাবোঽস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রি রেণুস্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা।।১৯।।

নাগপত্নীগণ কহিলেন, --"হে দেব! এই কালীয়ের কি সুকৃতি ছিল যে, সে তোমার পাদরেণু স্পর্শাধিকার লাভ করিল? আমরা সে সুকৃতির অনুভাব বুঝিতে পারি না। কেননা এই পদরেণু-প্রার্থনায় ললনা লক্ষ্মী নারায়ণ-সেবাদি কাম ত্যাগ করিয়া বহুদিন ধৃতব্রত

হইয়া তপ করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি পাইলেন না। বোধ হয় যে, তোমার অহৈতুকী কৃপাই মূল।।১৯।।

ঐশ্বর্যভাবস্য ন কৃষ্ণসেবা। উদ্ধবঃ। (১০।৪৭।৬০-৬১)
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিনগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠ-
লব্ধাশিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাম্।।২০।।

ঐশ্বর্যময়ী লক্ষ্মীর কৃষ্ণসেবা ভাগ্যে হয় নাই। উদ্ধব কহিলেন, -- ব্রজসুন্দরী গোপীদিগের ভাগ্যের কথা কি বলিব, (তাঁহারা) রাসোৎসবে কৃষ্ণের ভূজদণ্ডগৃহীতকণ্ঠা হইয়া যে আশিষ লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নিতান্ত রতিপ্রসাদ বলিয়া লক্ষ্মী প্রাপ্ত হন নাই, নলিনগন্ধবিশিষ্ট স্বর্যোষিদগণও প্রাপ্ত হন নাই। অন্য যোষিদ্গণের কথা কি বলিব?।।২০।।

আসামহো চরণরেণুজুষামহং স্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাম্।
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাম্।।২১।।

ব্রজসুন্দরীদিগের ভাগ্য কেহই পাইল না, বৃন্দাবনে গুল্মলতৌষধিগণের মধ্যে জন্মলাভ করিলে ইহাদের চরণ রেণু সেবা করিতে পাই, কেননা ইহারা দুস্ত্যজ স্বজন ও আর্যপথ পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিগণের বিমৃগ্য কৃষ্ণপদবী ভজন করিয়াছেন।।২১।।

(১০।৪৭।৬৩)
বন্দে নন্দব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদগীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ম্।।২২।।

যে নন্দব্রজস্ত্রীগণের হরিকথার উদগীত ত্রিভুবন পবিত্র করে তাঁহাদিগকে আমি নিরন্তর বন্দনা করি।।২২।।

নন্দঃ উদ্ধবম্ (১০।৪৭।৬৬)
মনসো বৃত্তয়ো নঃ স্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোঽভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বণাদিষু।।২৩।।

নন্দ কহিলেন, -- আমাদের মনোবৃত্তি কৃষ্ণপাদপদ্মাশ্রয় করুক্। বাক্য তাঁহার নামের অভিধান করুক্। কায় সেই কৃষ্ণবন্দনাদি করুক্।।২৩।।

উদ্ধবঃ। (১০।৪৭।৫৮)
এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো
গোবিন্দ এব নিখিলাত্মনি রূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য।।২৪।।

জগতে গোপবধূগণ যে তনু ধারণ করিয়াছেন, তাহা ধন্য। সিদ্ধ গোপীদিগের অপ্রাকৃত দেহের ত' কথাই নাই। সাধনসিদ্ধদিগের ব্রজে গোপীদেহপ্রাপ্তিরও মহাফল। এই দেহধারী নন্দব্রজবাসী গোপীগণ সর্বতোভাবে পরম ধন্য। অখিলাত্মা গোবিন্দে তাঁহাদের এরূপ অধিরূঢ় ভাব। ভবভীত মুনিগণ ও আমরা দাস্যাদি-রসের পার্ষদবর্গ এই ভাব সর্বদা বাঞ্ছা করি, কেননা ইহা আমাদের পক্ষেও দুর্লভ। অনন্তকথারসে যাঁহারা মগ্ন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রহ্মজন্মও অকিঞ্চিৎকর।।২৪।।

ব্রহ্মা। (১০।১৪।৩১)
অহোঽতিধন্যা ব্রজগোরমণ্যঃ
স্তন্যামৃতং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভো বৎসতরাত্মজাত্মনা
যত্তৃপ্তয়েঽদ্যাপি ন চালমধ্বরাঃ।।২৫।।

ব্রজের গো-রমণীসকলও অতি ধন্য, কেননা কৃষ্ণ তাঁহাদের স্তন্য আনন্দের সহিত পান করিয়াছেন। কেননা বহু যজ্ঞাদিতে যাঁহারা প্রসাদ এ পর্যন্ত কর্মিগণ পান নাই, সেই প্রভু তাঁহাদের তৃপ্তির জন্য বৎসতর ও আত্মজরূপ হইয়া স্তন পান করিতেছেন।।২৫।।

মাথুররমণীঃ। (১০।৪৪।১৪-১৬)
গোপ্যস্তপঃ কিমচরন্ যদমুষ্য রূপং
লাবণ্যসারমসমোর্ধ্বমনন্যসিদ্ধম্।
দৃগ্‌ভিঃ পিবন্ত্যনুসরাভিনবং দুরাপ-
মেকান্তধাম যশসঃ শ্রিয় ঐশ্বরস্য।।২৬।।

মাথুর নাগরীগণ বলিলেন, আহা! গোপীগণ কি তপস্যাই করিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণের অনন্যসিদ্ধ, অসমোর্ধ্ব, লাবণ্যসারময় রূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা পান করিয়াছিলেন। এই রূপটী দুষ্প্রাপ্য, প্রতিক্ষণে নূতন নূতনরূপে প্রকাশিত, যশঃ, শ্রী ও ঐশ্বর্যের একান্ত ধামস্বরূপ।।২৬।।

যা দোহনেঽবহননে মথনোপলেপ-
প্রেঙ্খেঙ্খনার্ভরুদিতোক্ষণমার্জনাদৌ।
গায়ন্তি চৈনমনুরক্তধিয়োঽশ্রুকণ্ঠ্যো

ধন্যা ব্রজস্ত্রিয় উরুক্রমচিত্তযানাঃ।।২৭।।

সে ব্রজরমণীগণ দোহন, তুষাপকরণ, দধিমন্থন ও উপলেপন, দোলন, উক্ষণ, বালক-রোদন ও মার্জনাদি সময়ে অনুরক্তচিত্তে অশ্রুকণ্ঠ হইয়া সর্বদা চিত্তের আরূঢ় বিষয়ের ন্যায় কৃষ্ণ-বিষয় গান করেন।।২৭।।

প্রাতর্ব্রজাদ্‌ব্রজত আবিশতশ্চ সায়ং
গোভিঃ সমং ক্বণয়তোঽস্য নিশম্য বেণুম্।
নির্গম্য তূর্ণমবলাঃ পথি ভূরিপুণ্যাঃ
পশ্যন্তি সস্মিতমুখং সদয়াবলোকম্।।২৮।।

প্রাতঃকালে ব্রজ হইতে যখন কৃষ্ণ গোচারণে যান এবং সন্ধ্যাকালে ব্রজে ফিরিয়া আসেন এবং গোপসকলের সহিত বেণুবাদন করিতে থাকেন, সেই বেণু শ্রবণ করিয়া অবলাগণ শীঘ্র গৃহ হইতে বাহির হইয়া বহু পুণ্যে পথিমধ্যে সদয়-দৃষ্টি এবং সস্মিতবদনযুক্ত কৃষ্ণকে দেখেন।।২৮।।

আশ্চর্যম্। সূতঃ শৌনকাদীন্। (১।১১।৩৫-৩৬)
স এষ নরলোকেঽস্মিন্নবতীর্ণঃ স্বমায়য়া।
রেমে স্ত্রীরত্নকূটস্থো ভগবান্ প্রাকৃতো যথা।।২৯।।

উদ্দামভাবপিশুনামলবল্গুহাস-
ব্রীড়াবলোকনিহতো মদনোপি যাসাম্।
সংমুহ্য চাপমজহাৎ প্রমদোত্তমাস্তা
যস্যেন্দ্রিয়ং বিমথিতুং কুহকৈর্ন শেকুঃ।।৩০।।

এই ভগবান্ কৃষ্ণ স্বীয় চিচ্ছক্তির দ্বারা নরলোকে অবতীর্ণ হইয়া স্ত্রী-রত্ন-মধ্যস্থ প্রাকৃত মনুষ্যের ন্যায় রমণ করিয়াছিলেন। (যাঁহাদের) উদ্দাম-শোভা (গম্ভীর প্রেম-সূচক) মধুর-বাক্য, অমল-মধুরহাস ও লজ্জাবলোকদ্বারা নিহত অপকৃষ্ট অর্থাৎ প্রাকৃতমদন সম্মোহিত হইয়া ধনুক ত্যাগ করিয়াছিল, সেই প্রমদোত্তমা স্ত্রীগণ সমঞ্জসরতিপ্রযুক্ত অনেক চেষ্টা করিয়াও তাঁহার ইন্দ্রিয় বিমথন করিতে সমর্থ হন নাই।।২৯-৩০।।

(১০।১৯।১৫)
গাঃ সংনিবর্ত্য সায়াহ্নে সহ রামো জনার্দনঃ।
বেণুং বিরণয়ন্ গোষ্ঠমগাদ্গোপৈরভিষ্টুতঃ।।
গোপীনাং পরমানন্দ আসীৎ গোবিন্দদর্শনে।
ক্ষণং যুগশতমিব যাসাং যেন বিনাভবৎ।।৩১।।

সায়ংকালে গরু ফিরাইয়া বলরামের সহিত কৃষ্ণ বেণু বাজাইতে বাজাইতে গোপগণকর্তৃক অভিষ্টুত হইয়া আসিতেছেন। গোবিন্দ-দর্শনে পরমানন্দ হইল। কৃষ্ণের বিচ্ছেদে তাঁহাদের একক্ষণও যুগশতের ন্যায় অতিবাহিত হয়।।৩১।।

গোপ্যঃ।(১০।২১।৭)
অক্ষণ্বতাং ফলমিদং ন পরং বিদামঃ
সখ্যঃ পশূননুবিবেশয়তোর্বয়স্যৈঃ।।
বক্ত্রং ব্রজেশসুতয়োরনুবেণুজুষ্টং
যৈর্বৈ নিপীতমনুরক্তকটাক্ষমোক্ষম্।।৩২।।

হে সখীগণ! রামকৃষ্ণের গাভীগণের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বয়স্যগণের সহিত প্রবেশ করিতে করিতে বেণুবাদিত নিক্ষিপ্ত অনুরক্ত কটাক্ষপাত যাঁহারা দর্শন করেন, তাঁহাদের কৃষ্ণমুখচন্দ্র দর্শন করা অপেক্ষা চক্ষুষ্মান্দিগের যে আর অধিক কিছু আছে তাহা জানি না।।৩২।।

(১০।২১।৯)
গোপ্যঃ কিমাচরদয়ং কুশলং স্ম বেণু-
র্দামোদরাধরসুধামপি গোপিকানাম্।
ভুঙ্ক্তে স্বয়ং যদবশিষ্টরসং হ্রদিন্যো
হৃষ্যত্ত্বচোঽশ্রু মুমুচুস্তরবো যথার্যাঃ।।৩৩।।

হে গোপীসকল! এই বেণু কি পুণ্য আচরণ করিয়াছে যে, গোপীদিগের প্রাপ্য কৃষ্ণাধরসুধা পান করে। তাহার অবশিষ্ট রসগানের সহিত হ্রদিনী প্রাপ্ত হয় এবং তরুসকল হৃষ্টত্বচ হইয়া অশ্রুমোচন করে। তরুসকল মনে করে — ভাল, আমাদের বংশে এরূপ একটী বংশধর উৎপন্ন হইয়াছে, যেরূপ আর্য পুরুষগণের কূলে একটী বৈষ্ণব হইলে সুখী হন তদ্রূপ।।৩৩।।

(১০।২১।১২)
কৃষ্ণং নিরীক্ষ্য বনিতোৎসবরূপশীলং
শ্রুত্বা চ তৎক্বনিতবেণুবিবিক্তগীতম্।
দেব্যো বিমানগতয়ঃ স্মরনুন্নসারা
ভ্রশ্যৎ প্রসূনকবরা মুমুহুর্বিনীব্যঃ।।৩৪।।

দেখ! বনিতাগণের উৎসবরূপ ধর্ম যাহাতে আছে, এরূপ কৃষ্ণরূপ দর্শন করিয়া এবং তাঁহার ক্বণিতবেণুগীতশ্রবণ করিয়া বিমানাগতা দেবীগণ কামদ্বারা বিগতসার, ধৈর্যহীন, ভ্রষ্টপ্রসূনকবর ও স্খলিতনীবি হইয়া মোহিত হইয়া পড়িতেছেন।।৩৪।।

(১০।২১।১৫)

নদ্যস্তদা তদুপধার্য মুকুন্দগীত-
মাবর্তলক্ষিতমনোভবভগ্নবেগাঃ।
আলিঙ্গনস্থগিতমূর্মিভুজৈর্মুরারে
র্গৃহ্ণন্তি পাদযুগলং কমলোপহারাঃ।।৩৫।।

নদীগুলি কৃষ্ণগীত শ্রবণ করিয়া ও কৃষ্ণ-ভ্রমণ দর্শন করতঃ কামকৃত ভগ্নবেশ হইল এবং কৃষ্ণের ভুজ আলিঙ্গনদ্বারা স্থগিত-উর্মি হইল। (তাহারা) কৃষ্ণের পদযুগলে পদ্ম উপহার দিয়া পদধারণ করিতেছে।।৩৫।।

(১০।২১।১৮-১৯)
হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাসবর্যো
যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পরশপ্রমোদঃ।
মানং তনোতি সহ গোগণয়োস্তয়োর্যৎ
পানীয়সূযবসকন্দরকন্দমূলৈঃ।।৩৬।।

হে অবলাগণ! হে সুখীগণ! আশ্চর্য দেখ! এই হরিদাসপ্রধান গোবর্ধন-গিরি রামকৃষ্ণ-চরণস্পর্শ-প্রমোদে মত্ত হইয়া গোগণ-সকলের পানীয়, ঘাস ও কন্দমূল ইত্যাদি দান করিয়া পূজা করিতেছে।।৩৬।।

গা গোপকৈরনুবনং নয়তোরুদার-
বেণুস্বনৈঃ কলপদৈস্তনুভৃৎসু সখ্যঃ।
অস্পন্দনং গতিমতাং পুলকস্তরূণাং
নির্যোগপাশকৃতলক্ষণয়োর্বিচিত্রম্।।৩৭।।

হে গোপীগণ! আর একটী বিচিত্র বিষয় দেখ। গো-গোপ সহিত বলদেবের পশ্চাৎ চলিতে চলিতে কৃষ্ণ বেণু-গানদ্বারা তনুধারীদিগের পরমানন্দ বিস্তার করিতেছেন। চরগণের স্পন্দনহীনতা এবং তরু প্রভৃতি স্থাবরদিগের পুলক বিস্তারপূর্বক নির্যোগ ও পাশ-ছাদনদড়ি বহনপূর্বক গোপলক্ষণে বিচরণ করিতেছেন।।৩৭।।

অত্র বিপ্রলম্ভে প্রীত্যাধিক্যম্। গোপ্যঃ (১০।৩৯।১৯)
অহো বিধাতস্তব ন ক্বচিদ্দয়া
সংযোজ্য মৈত্র্যা প্রণয়েন দেহিনঃ।
তাংশ্চাকৃতার্থান্ বিযুনঙ্ক্ষ্যপার্থকং
বিচেষ্টিতং তেঽর্ভকচেষ্টিতং যথা।।৩৮।।

বিপ্রলম্ভে প্রীতির আধিক্য। গোপীগণ কহিলেন, -- হে বিধাতঃ! তোমার দয়া নাই। দেহিগণকে স্নেহ ও মৈত্রীদ্বারা সংযুক্ত করিয়া অকৃতার্থ-অবস্থাতেই তাহাদিগকে পরস্পর

বিচ্ছেদ করাও। তোমার চেষ্টা বালক চেষ্টার ন্যায় বৃথা।।৩৮।।

(১০।৩৯।২৯)
যস্যানুরাগললিতস্মিতবল্গুমন্ত্র-
লীলাবলোকপরিরম্ভণরাসগোষ্ঠ্যাম্।
নীতাঃ স্ম নঃ ক্ষণমিব ক্ষণদা বিনা তং
গোপ্যঃ কথং ন্বতিতরেম তমো দুরন্তম্।।৩৯।।

যাঁহার রাসলীলায় অনুরাগ, ললিতহাস, মন্ত্রণা, লীলাবলোক ও আলিঙ্গনে আনন্দিত হইয়া আমরা রাত্রিকে ক্ষণের ন্যায় যাপিত করিয়াছি, এখন তাঁহার বিচ্ছেদে এই দুরন্ত ক্লেশরূপ তমঃ কিরূপে অতিবাহিত করিব।।৩৯।।

(১০।৩৯।৩৭)
তা নিরাশা নিববৃতুর্গোবিন্দবিনিবর্তনে।
বিশোকা অহনী নিন্যুর্গায়ন্ত্যঃ প্রিয়চেষ্টিতম্।।৪০।।

এই গোপীসকল কৃষ্ণ মথুরায় গেলে নিরাশ হইয়া নিবৃত্ত হইলেন এবং বিগতশোক হইয়া কৃষ্ণচেষ্টিত লীলা গান করিতে করিতে দিনসমূহ যাপন করিতে লাগিলেন।।৪০।।

রাধিকা ভ্রমরম্। (১০।৪৭।২১)
অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্যবন্ধূংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথাং নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্দ্ধ্যধাস্যৎ কদানু।।৪১।।

আহা! আমাদের আর্যপুত্র অধুনা মথুরায় আছেন কি? তিনি পিতৃগৃহ ও গোপবন্ধুগণকে কি স্মরণ করেন? হে সৌম্য উদ্ধব! আমরা তাঁহার কিঙ্করী, আমাদের কথা কি কখন বলেন? কখন কি তিনি আসিয়া আমাদের মস্তকে অগুরু সুগন্ধি হস্ত অর্পণ করিবেন?।।৪১।।

কৃষ্ণপত্রী (১০।৪৭।৩৪-৩৫)
যত্ত্বহং ভবতীনাং বৈ দূরে বর্তে প্রিয়ো দৃশাম্।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যানকাম্যয়া।।
যথা দূরচরে প্রেষ্ঠে মন আবিশ্য বর্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চ ন তথা চিত্তং সন্নিকৃষ্টেঽক্ষিগোচরে।।৪২।।

কৃষ্ণ লিখিতেছেন, — "হে গোপীবৃন্দ! প্রিয়দর্শী তোমরা, তোমাদের নিকট হইতে

আমি যে দূরে আছি সে কেবল তোমাদের মনের নিকট থাকিয়া আমার অনুধ্যান বৃদ্ধি-কামনায়। স্ত্রীগণের দূরগত প্রিয়পাত্রে যেরূপ মন আবিষ্ট হইয়া থাকে সেরূপ চক্ষুগোচরে হয় না"।।৪২।।

তত্র সাধনসিদ্ধানাম্। (১০।৪৭।৩৭)
যা ময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতাঃ।
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্যচিন্তয়া।।৪৩।।

ব্রজে নিত্যসিদ্ধাদের ভাব এক প্রকার এবং সাধনসিদ্ধাদিগের ভাব কিছু ভিন্ন; তাহা কৃষ্ণ বলিতেছেন, —"রাস-রাত্রিতে এই বনে ব্রজভূমিতে আমি ক্রীড়া করিয়াছিলাম, যে সকল ভাগ্যবতী আমার রাসে আসিতে পারেন নাই, তাঁহারা (সাধনসিদ্ধাগণ) আমার চিন্তায় আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন"।।৪৩।।

কৃষ্ণাশা বলবতী। গোপ্যঃ। (১০।৪৭।৪৭)
পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরিণ্যপ্যাহ পিঙ্গলা।
তজ্জানতীনাং নঃ কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া।।৪৪।।

বিচ্ছেদে কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা বলবতী। গোপীগণ কহিলেন, — "স্বৈরিণী পিঙ্গলা বলিয়াছিলেন যে, নৈরাশ্যই পরম সুখ; তাহা আমরা জানি, তথাপি কৃষ্ণলাভের আশা পরিত্যাগ করা কঠিন"।।৪৪।।

নিত্যপারকীয়ভাবো গোপীনাম্। উদ্ধবস্তদ্ভাবদর্শনে (১০।৪৭।৫৯)
ক্কেমাঃ স্ত্রিয়ো বনচরীর্ব্যভিচারদুষ্টাঃ
কৃষ্ণে ক্ক চৈষ পরমাত্মনি রূঢ়ভাবঃ।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতোঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ।।৪৫।।

পরকীয়-ভাবে রসের অত্যন্ত পুষ্টি, এইজন্য গোলোকে ও ব্রজে যোগমায়া তাহার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সেই ভাব ব্রজে দেখিয়া উদ্ধব আশ্চর্য হইয়া বলিলেন, — "আহা! এই ব্রজরমণীগণ বনচারী এবং কৃষ্ণে উপপতি-বিশ্বাসে প্রেম বৃদ্ধি করেন। স্মার্তদিগের মূঢ়-বিতর্ককে তাঁহারা আশঙ্কা করেন না। আহা! এই পরকীয়ভাবে পরমাত্মা কৃষ্ণে ইঁহাদের কি রূঢ়ভাব! দেখ, সর্বজ্ঞ পরমেশ্বর অনুভজনকারীর শ্রেয় বিস্তার করেন, যেরূপ সর্বোত্তম ঔষধি প্রযুক্ত হইলে অবশ্যই উপকার করে। যেরূপ দ্রব্যের স্বাভাবিক শক্তি, সেইরূপ প্রেম-বস্তুর অলৌকিক-শক্তি স্বয়ং কার্য করে।।৪৫।।

তথাপি ন কাসাং স্বকীয়ভাবঃ। শুকঃ (১০।২২।৪)
কাত্যায়নি মহামায়ে মহাযোগিন্যধীশ্বরি।

নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরু তে নমঃ।
ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তাঃ পূজাং চক্রুঃ কুমারিকাঃ।।৪৬।।

কাহার কাহার স্বকীয়-ভাব। "হে মহামায়ে কাত্যায়নি, হে অধিশ্বরি। হে মহাযোগিনি! নন্দনন্দনকে আমার পতি করিয়া দেও।"-- এই মন্ত্র জপ করিয়া কুমারীগণ পূজা করিয়াছিলেন।।৪৬।।

কৃষ্ণঃ। (১০।২২।২৫)
সঙ্কল্পো বিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি।।৪৭।।

কৃষ্ণ কহিলেন, -- হে সাধ্বীগণ! তোমাদের সঙ্কল্প আমি জানিয়াছি। তোমরা আমাকে অর্চন করিতে চাও। আমার অনুমোদিত হইয়া তোমাদের এই সঙ্কল্প সিদ্ধ হউক।।৪৭।।

(১০।২২।২৬)
ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে।।৪৮।।

আমাতে আবিষ্টচিত্ত ব্যক্তির কাম, কাম উদ্ভবের জন্য হয় না। যেমন ভাজা ও সিদ্ধ ধানাদির বীজ থাকে না।।৪৮।।

পরকীয়া-রাগানুগা। সাধনসিদ্ধাঃ। শুকঃ। (১০।২৩।৩৫)
তত্রৈকা বিধৃতা ভর্ত্রা ভগবন্তং যথাশ্রুতম্।
হৃদোপগুহ্য বিজহৌ দেহং কর্মানুবন্ধনম্।।৪৯।।

পরকীয়-রাগানুগা। কোন কোন রমণী পতিকর্তৃক নিরুদ্ধ হইলে হৃদয়ে কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করিয়া কর্মানুবন্ধন দেহ ত্যাগ করিলেন।।৪৯।।

তাসাং নিষ্ঠা। সমর্থা রতিঃ। যাজ্ঞিকবিপ্রাঃ। (১০।২৩।৪৩)
নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ।।৫০।।

(১০।২৩।৪৪)
তথাপি হ্যুত্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তির্দৃঢ়া ন চাস্মাকং সংস্কারাদিমতামপি।।৫১।।

পরকীয়া ব্রজরমণীগণের রতি সমর্থা। স্বকীয় পুররমণীগণের রতি সমঞ্জসা।

ব্রজরমণীসম্বন্ধে কথিত হইয়াছে। ইঁহাদের কোন স্বধর্মগত সংস্কার, গুরুকুলে বাস, তপস্যা, আত্ম-মীমাংসা, শৌচকর্ম বা শুভকর্ম ছিল না। তথাপি যোগেশ্বরদিগের ঈশ্বর উত্তমঃশ্লোক কৃষ্ণে যে দৃঢ়া ভক্তি, তাহা সংস্কারযুক্ত আমাদের ভাগ্যে হয় না।।৫০-৫১।।

সাধারণী রতিঃ। কুব্জয়াঃ। শুকঃ পরীক্ষিতম্। (১০।৪২।৯-১০)
ততো রূপগুণৌদার্যসম্পন্না প্রাহ কেশবম্।
উত্তরীয়ান্তমাকৃষ্য সস্ময়ং জাতহৃচ্ছয়া।।
এহি বীর গৃহং যামো ন ত্বাং ত্যক্তুমিহোৎসহে।
ত্বয়োন্মথিতচিত্তায়াঃ প্রসীদ পুরুষর্ষভ।।৫২।।

কুব্জার সাধারণী রতি। রূপ-গুণ-ঔদার্য-সম্পন্না কুব্জা কৃষ্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের শেষ আকর্ষণপূর্বক কামাবেগে কহিল, – "হে বীর! এস আমরা ঘরে যাই। তোমাকে আমি ছাড়িয়া দিতে পারি না। তুমি আমার চিত্তকে উন্মথিত করিয়াছ, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আমাতে প্রসন্ন হও।।৫২।।

অক্রূরঃ কৃষ্ণম্। (১০।৪৮।২৬)
কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়া-
দ্ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোঽভিকামা-
নাত্মানমপ্যুপচয়াপচয়ৌ ন যস্য।।৫৩।।

যাঁহার ক্ষতি-লাভ নাই, সেই কৃষ্ণ – ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ কৃতজ্ঞ; (তিনি) ভজনকারী সুহৃদ্বর্গকে আত্মা পর্যন্ত সমস্ত কাম্য বস্তু দিয়া থাকেন। আহা! এরূপ কৃষ্ণকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত অন্য ব্যক্তির শরণাপন্ন হয়।।৫৩।।

ধনদং ধ্রুবম্ (৪।১২।৬)
ভজস্ব ভজনীয়াঙ্ঘ্রিমভবায় ভবচ্ছিদম্।
যুক্তং বিরহিতং শক্ত্যা গুণময্যাত্মমায়য়া।।৫৪।।

সেই ভগবান্ কখন গুণময়ী-মায়াশক্তিযুক্ত হইয়া ঈশ্বররূপে অধিষ্ঠান এবং কখন আত্মমায়াতে যুক্ত হইয়া ব্রজলীলাদি করেন। সেই ভবচ্ছেদী ভজনীয়চরণ কৃষ্ণকে পরমানন্দলাভের জন্য ভজন কর।।৫৪।।

ব্রহ্মা নারদম্। (২।৭।৪২)
যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্যলীকম্।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং

নৈষাং মমাহমিতি-ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে।।৫৫।।

এই অনন্ত ভগবান্‌কে সর্বস্বরূপে নিষ্কপটে আশ্রয় করিলে তিনি যাঁহাদের প্রতি দয়া করেন, তাঁহারাই দুস্তর দেবমায়াকে পার হইতে পারেন। কিন্তু যে সকল লোক কুক্কুর-শৃগালভক্ষ্য এই দেহ 'আমি' 'আমার' বুদ্ধি করে তাহাদের প্রতি কখনই দয়া করেন না।।৫৫।।

(২।৭।৪৬)
তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং
স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।
যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-
স্তির্যগ্‌জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে।।৫৬।।

অদ্ভুতক্রম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিষ্কপট ভক্তদিগের নিয়ম শিক্ষা করিতে পারিলে স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর বা অন্যান্য পাপজীব তথা তির্যগ্‌যোনিপ্রাপ্ত সকলে কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারেন এবং দেবমায়া হইতে উদ্ধার হন। শ্রৌত পুরুষ দিগের কথায় সন্দেহ কি?।।৫৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
ভগবদ্রসতত্ত্বনিরূপণং নাম ষষ্ঠঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে ভগবদ্রসতত্ত্ববর্ণনে
ষষ্ঠ-কিরণে মরীচিপ্রভানাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

সপ্তম-কিরণঃ

জীবতত্ত্বম্

কবিঃ নিমিম্। (১১।২।৩৭)
ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যা-
দীশাদপেতস্য বিপর্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং
ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা।।১।।

গৌড়রাষ্ট্রসচীবত্বং হিত্বা গৌরপদাশ্রয়াৎ।
সনাতনং নুমস্তং যো জীবতত্ত্বমশিক্ষয়ৎ।।

পরমেশ্বর হইতে চ্যুত হইয়া জীবের স্মৃতি বিপর্যয় ঘটিয়াছে। চ্যুত হইয়া মায়াগুণরূপ দ্বিতীয় বিষয়ে অভিনিবেশবশতঃ দেহাত্মভিমানজনিত ভয় হইয়াছে। জীব কৃষ্ণমায়ায় বদ্ধ। অতএব গুরুচরণাশ্রয়পূর্বক পণ্ডিত ব্যক্তি অনন্য-ভক্তি-সহকারে সেই কৃষ্ণকে ভজন করিলে মায়া পার হন।।১।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।১১।৪)
একস্যৈব মমাংশস্য জীবস্যৈব মহামতে।
বন্ধোঽস্যাবিদ্যয়ানাদেবিদ্যয়া চ তথেতরঃ।।২।।

ভগবান কহিলেন, -- "হে উদ্ধব! হে মহামতি! জীব বলিয়া আমার একটী অংশ। তিনি অনাদি অবিদ্যাদ্বারা বদ্ধ এবং অনাদিবিদ্যাকর্তৃক মুক্ত হন। এস্থলে অংশ শব্দের তাৎপর্য জানা আবশ্যক। ঈশ্বর অবিভাজ্য চিদ্বস্তু, অতএব কাষ্ঠ পাষাণের ন্যায় খণ্ড খণ্ড করিয়া তাঁহাকে অংশ করা যায় না। সেরূপ অংশ হইলে মূল বস্তু খর্ব হয়। অতএব একদীপ হইতে বহুদীপ জ্বালিত হয় যেরূপ, সেরূপ অংশ কথঞ্চিত স্বীকার করা যায়। জড়ীয় দৃষ্টান্ত সম্যক্ হয় না। চিন্তামণি নিজে অবিকৃত থাকিয়া যেরূপ স্বর্ণ প্রসব করে, সেরূপ দৃষ্টান্ত আংশকিমাত্র। ঈশ্বরের অংশ দুই প্রকার; এক প্রকার অংশের নাম স্বাংশ এবং অন্যপ্রকার অংশের নাম বিভিন্নাংশ। স্বাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, মহাদীপ হইতে অন্য মহাদীপ উৎপন্ন হইয়া পূর্ব মহাদীপের সর্বপ্রকার শক্তি প্রাপ্ত হয়, তথাপি পূর্বদীপ পূর্ণরূপে থাকে। এই স্বাংশ-লক্ষণ পুরুষাবতার ও লীলাবতারে আছে। বিভিন্নাংশ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, চিন্তামণি হইতে ক্ষুদ্রমণি ও স্বর্ণ হয়, তাহা চিন্তামণির মহাশক্তি প্রাপ্ত হয় না। কিছু কিছু তদ্ধর্ম অণু-অংশে প্রকাশ পায়। ব্রহ্মাদি সকল জীব ইহার কার্যে উৎপন্ন হইয়া চিন্তামণির অনুগত না থাকিলে বিকৃত হয়। স্ব স্ব কার্যের দায়িকতা ও অস্বাতন্ত্র্য লাভ করে। তবে কোন কোন বিভিন্নাংশে অধিকগুণ-শক্তি হয় এবং কোন কোন বিভিন্নাংশে অত্যল্প হয়। বিভিন্নাংশ কখনই চিন্তামণির প্রভূত ধর্ম পায় না। জীব বিভিন্নাংশ।।২।।

(১১।১৬।১১)
গুণিনামপ্যহং সূত্রং মহতাঞ্চ মহানহম্।
সূক্ষ্মাণামপ্যহং জীবো দুর্জয়ানামহং মনঃ।।৩।।

কৃষ্ণ বলিয়াছেন, — "গুণীদিগের মধ্যে আমি সূত্ররূপী প্রধান। বৃহৎদিগের মধ্যে আমি মহত্তত্ত্ব। সূক্ষ্মদিগের মধ্যে আমি জীব এবং দুর্জয়দিগের মধ্যে আমি মন। এস্থলে জীব যে সূক্ষ্ম চিৎকণ, তাহা জানা গেল।।৩।।

সূতঃ শৌনকাদীন্ (১।৩।৩২)
অতঃপরং যদব্যক্তমব্যূঢ়গুণবৃংহিতম্।
অদৃষ্টাশ্রুতবস্তুত্বাৎ স জীবো যৎ পুনর্ভবঃ।।৪।।

ভগবান্ ও ভগবানের স্বাংশ অবতার বর্ণন করিয়া সূত কহিলেন যে, এতদতিরিক্ত আর একটী তত্ত্ব আছে, তাহার নাম জীব। সূক্ষ্ম বলিয়া তাহা জড়জগদ্ব্যাপারে অব্যক্ত। তিনি জড়েন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া অদৃষ্ট ও অশ্রুত। তন্নিবন্ধন অব্যূঢ়-গুণ-বৃংহিত সেই জীবেরই পুনঃ পুনঃ দেহান্তর হয়। তিনি চিৎকণ বলিয়া অপ্রশস্ত অর্থাৎ ক্ষীণ। তদনুযায়ী শক্তিদ্বারা কিঞ্চিদুপলব্ধ বা পুষ্ট।।৪।।

পিপ্পলায়নো নিমিম্। (১১।৩।৩৮)
নাত্মা জজান ন মরিষ্যতি নৈধতেঽসৌ
ন ক্ষীয়তে সবনবিদ্ব্যভিচারিণাং হি।
সর্বত্র শশ্বদনপায্যুপলব্ধিমাত্রং
প্রাণো যথেন্দ্রিয়বলেন বিকল্পিতাং সৎ।।৫।।

পিপ্পলায়ন কহিলেন যে আত্মা দুই প্রকার অর্থাৎ পরমাত্মা ও জীবাত্মা। উভয় আত্মারই এক লক্ষণ। ভেদ এই যে, পরমাত্মা বিভুত্ব প্রযুক্ত সক্ষম এবং জীবাত্মা অণুত্ব-প্রযুক্ত অক্ষম, সুতরাং জীব শক্ত্যন্তর দ্বারা চালিতব্য। আত্মার সাধারণ লক্ষণ এই যে, আত্মার ক্ষয়, জন্ম নাই। আত্মা মরেন না, আত্মা বৃদ্ধি হন না, আত্মার ক্ষয় নাই; আগমাপায়ী ব্যভিচারী বস্তুসম্বন্ধে সবনজ্ঞ অর্থাৎ কালজ্ঞ, ইন্দ্রিয়বলে চালিত হইয়া প্রাণ পৃথক্ থাকে, তদ্রূপ আত্মা সৎ, জ্ঞানমাত্র এবং সর্বত্র সর্বদা অনপায়ী। তাৎপর্য এই যে, আত্মা অজ, অমর, বৃদ্ধি-ক্ষয়-শূন্য, কালজ্ঞ, যে আধারে থাকেন তাহার সর্বত্র সর্বদা ব্যাপ্তিযুক্ত এবং উপলব্ধি অর্থাৎ জ্ঞানস্বরূপ।।৫।।

প্রহ্লাদো বয়স্যান্ (৭।৭।১৯-২১)
আত্মা নিত্যোঽব্যয়ঃ শুদ্ধ একঃ ক্ষেত্রজ্ঞ আশ্রয়ঃ।
অবিক্রিয়ঃ স্বদৃগ্‌হেতুর্ব্যাপকোঽসঙ্গ্যনাবৃতঃ।।৬।।

প্রহ্লাদ কহিলেন, —"আত্মা নিত্য, অব্যয়, শুদ্ধ, এক, ক্ষেত্রজ্ঞ, আশ্রয়, অবিক্রিয়, স্বদৃক্, হেতু, ব্যাপক, অসঙ্গী ও অনাবৃত।।৬।।

এতৈর্দ্বাদশভির্বিদ্বানাত্মনো লক্ষণৈঃ পরৈঃ।
অহং মমেত্যসদ্ভাবং দেহাদৌ মোহজং ত্যজেৎ।।৭।।

পণ্ডিত লোক এই দ্বাদশ আত্মলক্ষণদ্বারা আত্মাকে নির্দেশ করিয়া এই জড় দেহাদিতে 'অহং'-'মম'-রূপ মোহজ অসদ্ভাব পরিত্যাগ করিবেন।।৭।।

স্বর্ণং যথা গ্রাবসু হেমকারঃ
ক্ষেত্রেষু যোগৈস্তদভিজ্ঞ আপ্নুয়াৎ।
ক্ষেত্রেষু দেহেষু তথাত্মযোগৈ-
রধ্যাত্মবিদ্ব্রহ্মগতিং লভেত।।৮।।

স্বর্ণ-বিষয়ে পণ্ডিত হেমকার যেরূপ পাষাণক্ষেত্রে নিহিত স্বর্ণকণসকল দ্রব্য ও ক্রিয়াযোগে প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি আত্মপ্রাপ্তির যোগদ্বারা দেহে ক্ষেত্রে নিহিত চিৎকণকে অনুসন্ধান করিয়া প্রাপ্ত হন এবং পরমাত্মগতি লাভ করেন।।৮।।

(৭।৭।২৩)
দেহস্তু সর্বসংঘাতো জগৎ তস্থুরিতি দ্বিধা।
অত্রৈব মৃগ্যঃ পুরুষো নেতি নেতীত্যতত্ত্যজন্।।৯।।

জঙ্গম ও স্থাবররূপ দুইপ্রকার সর্বসংঘাত সর্বমিলিত দেহে কোন্ অংশ আত্মা নন্ ও কোন্ অংশ আত্মা, ইহা বিচক্ষণপূর্বক অতৎ ত্যাগ করিয়া আত্মপুরুষকে অন্বেষণ করিবে।।৯।।

(৭।৭।২৫)
বুদ্ধের্জাগরণং স্বপ্নঃ সুষুপ্তিরিতি বৃত্তয়ঃ।
তা যেনৈবানুভূয়ন্তে সোঽধ্যক্ষঃ পুরুষঃ পরঃ।।১০।।

জাগরণ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি -- এই তিনটী বুদ্ধির বৃত্তি। সেই বৃত্তিগুলিকে যিনি অনুভব করেন, তিনি প্রকৃতির পরতত্ত্বস্বরূপ অধ্যক্ষ আত্মারূপ পুরুষ।।১০।।

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্। (১০।৮৭।২০)
স্বকৃতপুরেষ্বমীষ্ববহিরন্তরসংবরণং
তব পুরুষং বদন্ত্যখিলশক্তিধৃতোঽংশকৃতম্।
ইতি নৃগতিং বিবিচ্য কবয়ো নিগমাবপনং

ভবত উপাসতেঽঙ্ঘ্রি মভবং ভুবি বিশ্বসিতাঃ।।১১।।

স্বীয় কর্মদ্বারা লব্ধ শরীরে স্থিত, (কিন্তু স্বরূপতঃ) ভিতরে ও বাহিরে আবরণশূন্য জীব-পুরুষকে — অখিলশক্তিধারী যে তুমি তোমার অংশ বলিয়া বলেন। এইরূপ নৃগতি বিচারপূর্বক কবিগণ শ্রদ্ধাপূর্বক তোমার চরণ-উপাসনারূপ ভক্তিকে নিগমোক্ত নিত্যকর্ম বলিয়া স্থির করেন। 'ভিতরে আবরণশূন্য' — এই কথার তাৎপর্য এই যে, প্রত্যেক গতিতে তোমার অসীম চিজ্জগৎ। 'বাহিরে আবরণশূন্য' — শব্দের তাৎপর্য এই যে, পরাক্‌গতিতে সম্মুখে অসীম মায়িক বিশ্ব।।১১।।

কপিলঃ দেবহূতিম্। (৩।২৮।৪০)
যথোল্মুকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাদ্ধূমাদ্বাপি স্বসম্ভবাৎ।
অপ্যাত্মত্বেনাভিমতাদ্যথাগ্নিঃ পৃথগুল্মুকাৎ।।১২।।

তাহার প্রকরণ বলিতেছেন। জীবাত্মার স্থিতি এইরূপ। জড়জগৎ সম্বন্ধে পূর্বশ্লোকে দর্শিত হইয়াছে যে, যেরূপ পুত্র-বিত্তাদি হইতে মর্ত্য জীব পৃথক্ প্রতীত হয়, আত্মা বলিয়া যে পুরুষটী আছেন তিনি দেহাদি হইতে (তদ্রূপ) পৃথক্। এখানে দর্শিত হইতেছে যে, উল্মুক অর্থাৎ জ্বলৎকাষ্ঠ — তাহা হইতে যে অগ্নিকণ বাহির হয় সে সব বিস্ফুলিঙ্গ এবং তাহা হইতে যে ধূম বাহির হয় তাহা তমঃ-বিশেষ। যাহাকে জীবাত্মা বলা যায়, তিনি বিস্ফুলিঙ্গ-স্থলীয় — উল্মুক হইতে পৃথক্ অগ্নিবিশেষ। জীব যে চিৎসূর্যরূপ কৃষ্ণের রশ্মিস্থানীয় কিরণকণ তাহা বেদ-পুরাণে নিশ্চিত হইয়াছে। চিৎকণত্বে ঈশ্বর হইতে নিত্যভেদ এবং চিদ্ধর্মত্বে ঈশ্বরের সহিত নিত্য অভেদ। জীব ঈশ্বরশক্তিবিশেষ। শক্তি শক্তিমান্ হইতে পৃথক্ হইতে পারে না। অতএব জীব ও ঈশ্বরে অচিন্ত্যভেদাভেদ।।১২।।

ভগবান্ পৃথুম্ (৪।২০।৭)
একঃ শুদ্ধঃ স্বয়ং জ্যোতির্নির্গুণোঽসৌ গুণাশ্রয়ঃ।
সর্বগোঽনাবৃতঃ সাক্ষী নিরাত্মাত্মাত্মনঃ পরঃ।।১৩।।

ভগবান্ হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদ দেখাইবার জন্য ভগবানের স্বরূপ বলিতেছেন। (১) তিনি এক, কিন্তু জীব অনেক। (২) তিনি নিত্য শুদ্ধ, কিন্তু জীব বদ্ধ হইবার যোগ্য। (৩) তিনি নিত্য নির্মল জ্যোতি, জীব স্বরূপভ্রমক্রমে মলিন হয়। (৪) তিনি নির্গুণ — কখনই প্রাকৃতগুণ-সঙ্গ করেন না; জীব বাসনাদোষে প্রাকৃতগুণে আবদ্ধপ্রায় হইয়া পড়েন। (৫) তিনি অপ্রাকৃত-গুণাশ্রয়, জীব প্রাকৃত-গুণাভিমানী হইতে পারেন। (৬) তিনি সর্বগ, জীব স্বরূপতঃ অণু। (৭) তিনি সাক্ষী, জীবের ক্রিয়া দৃষ্টি করেন, তিনি নিরাত্মা, জড়াসক্তিশূন্য, জীব জড়াসক্তিতে আবদ্ধ হন। (৮) তিনি অন্তর-রহিত আত্মা, জীব তদাত্মক। (৯) তিনি আত্মা হইতে শ্রেষ্ঠ, জীব তাঁহার বশীভূত। এই নয়টী জীবেশ্বরের বৈলক্ষণ্য।।১৩।।

গজেন্দ্রঃ ভগবন্তম্ (৮।৩।২৩)
যথাচির্যোহগ্নেঃ সবিতুর্গভস্তয়ো
নির্যান্তি সংযান্ত্যসকৃৎ স্বরোচিষঃ।
তথা যতোহয়ং গুণসংপ্রবাহো
বুদ্ধির্মনঃ খানি শরীরসর্গাঃ।।১৪।।

অগ্নি হইতে অর্চিসকল এবং সূর্য হইতে গভস্তি অর্থাৎ কিরণসমূহ বাহির হয় এবং স্বীয় তেজসকল পুনঃ প্রবেশ করে, সেইরূপ কৃষ্ণ হইতে জীবসমূহ, গুণসংপ্রবাহরূপা জড়া প্রকৃতি, বুদ্ধি,মন, ইন্দ্রিয়সকল এবং শরীরসর্গ নিরন্তর বাহির হয় ও ভিতরে প্রবেশ করে।।১৪।।

কপিলঃ দেবহূতিম্ (৩।২৮।৪১)
ভূতেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাৎ প্রধানাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
আত্মা তথা পৃথগ্‌দ্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মসংজ্ঞিতঃ।।১৫।।

সুতরাং ভূতেন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান ও সর্বোপরি জীবতত্ত্ব হইতে আত্মা অর্থাৎ ঈশ্বর পৃথক্ দ্রষ্টা-স্বরূপ ভগবান্ ও ব্রহ্মরূপ বৃহদ্বস্তু।।১৫।।

(৩।২৬।৫)
গুণৈর্বিচিত্রাঃ সৃজতীং সরূপাঃ প্রকৃতিং প্রজাঃ।
বিলোক্য মুমুহে সদ্যঃ স ইহ জ্ঞানগূহয়া।।১৬।।

এবম্ভুত চিৎকণস্বরূপ জীব কিরূপে আবদ্ধ হইয়াছেন তাহা বলিতেছেন। সত্ত্বরজতমোগুণের দ্বারা বিচিত্রস্বরূপ প্রজাসৃষ্টিকারিণী মায়া অবিদ্যা তাহার স্বরূপভ্রম উদয় করে। ভগবদনুবৃত্তিই জীবের স্বরূপধর্ম। তাহা ভুলিয়া মায়ার প্রতি দৃষ্টি ক্ষেপ করে। ইহাই জীবের বন্ধনের হেতু।।১৬।।

পিপ্পলায়নঃ নিমিম্ (১১।৩।৩৯)
অণ্ডেষু পেশিষু তরুষ্ববিনিশ্চিতেষু
প্রাণো হি জীবমুপধাবতি তত্র তত্র।
সন্নে যদিন্দ্রিয়গণেহহমি চ প্রসুপ্তে
কূটস্থ আশ্রয়মৃতে তদনুস্মৃতির্নঃ।।১৭।।

দেহাত্মাভিমানদ্বারা আত্মানুস্মৃতি বিলুপ্তপ্রায় থাকে, আবার ইন্দ্রিয়গণ স্থগিদ হইলে অভিমান বিনষ্ট হয়; তখন লিঙ্গশরীরের আশ্রয়-অভাবে অহমিকা-বুদ্ধি লোপ পায় এবং কূটস্থ আত্মানুস্মৃতি উদয় হয়। তাহার একটী ঐকাঙ্গিক দৃষ্টান্ত এই যে -- অখণ্ড, জরায়ুজ, উদ্ভিজ্জ ও স্বেদজ চারিপ্রকার দেহ-প্রাপ্তি। জীব যে যে দেহে গমন করেন, প্রাণ সঙ্গে সঙ্গে

সেই দেহে ধাবিত হয়। সেইরূপ ইন্দ্রিয়-বিরাম, অভিমানশূন্যতা ও লিঙ্গভঙ্গের সহিত আত্মানুস্মৃতি স্পষ্ট হইতে থাকে।।১৭।।

সূতঃ শৌনকাদীন্ (১।৩।৩৩-৩৪)
যত্রেমে সদসদ্রূপে প্রতিষিদ্ধে স্বসম্বিদা।
অবিদ্যয়াত্মনি কৃতে ইতি তদ্ব্রহ্মদর্শনম্।।১৮।।

সৎ — লিঙ্গ-দেহ এবং অসৎ — স্থূল-দেহ। এই দুই দেহ অবিদ্যাদ্বারা আত্মাতে কৃত হইয়াছে। চিদ্রূপগত সম্বিৎদ্বারা যখন এই উভয় দেহই আমার নয় বলিয়া বোধ হয়, তখন জীবাত্মা ব্রহ্ম দর্শন লাভ করেন।।১৮।।

যদ্যেষোপরতা দেবী মায়া বৈশারদী মতিঃ।
সম্পন্ন এবেতি বিদুর্মহিম্নি স্বে মহীয়তে।।১৯।।

মায়িক বিষয়ে বৈশারদী মতি যে অবিদ্যা তাহা যখন উপরত হন, তখনই জীব আপনাকে সম্পন্ন বলিয়া জানিতে পারেন এবং স্বীয় চিন্মহিমায় মহীয়ান্ হন।।১৯।।

বিদুরঃ মৈত্রেয়ম্। (৩।৭।৬)
ভগবানেক এবৈষঃ সর্বক্ষেত্রেষ্ববস্থিতঃ।
অমুষ্য দুর্ভগত্বং বা ক্লেশো বা কর্মভিঃ কুতঃ।।২০।।

এখন এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন সকল ক্ষেত্রে জীবের সহিত ভগবান্ অবস্থিত, তখন জীবের দুর্ভগত্ব এবং কর্মক্লেশ কি কারণে হয়।।২০।।

মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্ (৩।৭।৯-১১)
সেয়ং ভগবতো মায়া যন্নয়েন বিরুধ্যতে।
ঈশ্বরস্য বিমুক্তস্য কার্পণ্যমুত বন্ধনম্।।২১।।

তাহার উত্তর এই মাত্র। ভগবন্মায়া অঘটনঘটনপটিয়সী শক্তিবিশেষ। বিমুক্ত ঈশ্বরের কার্পণ্য এবং জীবের বন্ধন সেই মায়া হইতে হয়। একথা যুক্তির দ্বারা বুঝিতে পারিবে না। অচিন্ত্য ভাববিষয়ে তর্কের যোজনা সম্ভব নয়। ভগবদচিন্ত্যশক্তির দ্বারা জীবের মায়ার প্রতি মোহ এবং ভগবানের তাঁহাতে অনুগ্রহাভাব।।২১।।

যদর্থেন বিনামুষ্য পুংস আত্মবিপর্যয়ঃ।
প্রতীয়ত উপদ্রষ্টুঃ স্বশিরশ্ছেদনাদিকঃ।।২২।।

বস্তুতঃ জীবাত্মা শুদ্ধবস্তু, তাঁহার বন্ধন হয় না। মায়াতে মোহিত হইয়া মায়া হইতে

প্রাপ্ত লিঙ্গ শরীরে যে আত্মাভিমান, তাহাই বন্ধন। সুতরাং জীবের বন্ধন সত্য নয়। জীবের আত্মবিপর্যয় অর্থাৎ স্বরূপভ্রম কেবল অর্থ বিনা অর্থদর্শন মাত্র। স্বশির-ছেদনাদির ন্যায় ভ্রম মাত্র।।২২।।

যথা জলে চন্দ্রমসঃ কম্পাদিস্তৎকৃতো গুণঃ।
দৃশ্যতেঽসন্নপি দ্রষ্টুরাত্মনোঽনাত্মনো গুণঃ।।২৩।।

জলে প্রতিভাত চন্দ্রের কম্পাদি জলকৃত গুণমাত্র। চন্দ্রে কম্পাদি নাই। না ঘটিয়াও চন্দ্রকম্প বলিয়া বোধ হয়। তদ্রূপ দ্রষ্টা জীবের আত্মায় যে অনাত্মিক-গুণ-আরোপ তাহা মিথ্যা; এইরূপ বিবর্ত-ধর্মেই জীবের অমঙ্গল। ''অতত্ত্বতোঽন্যথা বুদ্ধি 'বিবর্ত' ইত্যুদাহৃতঃ।'' যাহা ঘটে নাই, তাহাকে ঘটিয়াছে বলিয়া যে মিথ্যা বুদ্ধি তাহাই বিবর্ত। রজ্জুতে সর্পভ্রম এবং শুক্তিতে রজতভ্রম এই সকল বিবর্তের উদাহরণ।।২৩।।

জীবঃ নারদম্ (৬।১৬।৮)
এবং যোনিগতো জীবঃ স নিত্যো নিরহংকৃতঃ।
যাবদযত্রোপলভ্যেত তাবৎ স্বত্বং হি তস্য তৎ।।২৪।।

এইরূপ লব্ধজন্মা জীববস্তুতঃ নিত্য ও নিরহঙ্কৃত হইলেও যে পর্যন্ত যে শরীরে থাকেন সেই পর্যন্ত তাঁহার সেই শরীরে আরোপিত সত্তা।।২৪।।

ভগবান্ উদ্ধবম্ (১১।১১।১০)
দৈবাধীনে শরীরেঽস্মিন্ গুণভাব্যেন কর্মণা।
বর্তমানোঽবুধস্তত্র কর্তাস্মীতি নিবধ্যতে।।২৫।।

গুণভাবিত কর্মদ্বারা দৈবাধীনে প্রাপ্তশরীরে মূঢ় অবিদ্যা দুষ্ট জীব বর্তমান থাকিয়া 'আমি কর্তা' এই বলিয়া বদ্ধ থাকে।।২৫।।

কপিলঃ দেবহূতিম্। (৩।২৬।৬-৮)
এবং পরাভিধ্যানেন কর্তৃত্বং প্রকৃতেঃ পুমান্।
কর্মসু ক্রিয়মাণেষু গুণৈরাত্মনি মন্যতে।।২৬।।

এই প্রকারে আত্মা হইতে অপর যে প্রকৃতি, তাহার অভিধ্যানদ্বারা তাহার গুণকর্মে আপনার কর্তৃত্ব অভিমান করে।।২৬।।

তদস্য সংসৃতির্বন্ধঃ পারতন্ত্র্যঞ্চ তৎকৃতম্।
ভবত্যকর্তুরীশস্য সাক্ষিণো নিবৃতাত্মনঃ।।২৭।।

জীব বস্তুতঃ অকর্তা, মায়ার অপরাধীন, সাক্ষী, স্বয়ং কৃষ্ণদাস-স্বভাব প্রযুক্ত নিবৃত (মুক্ত) স্বরূপ হইয়াও প্রকৃতি-পারতন্ত্র্য-প্রযুক্ত বদ্ধতা স্বীকার করে। ইহার নামই জীবের সংসার বন্ধ। ইহাতে পরমেশ্বরের বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য দোষ নাই।।২৭।।

কার্যকারণকর্তৃত্বে কারণং প্রকৃতিং বিদুঃ।
ভোক্তৃত্বে সুখদুঃখানাং পুরুষং প্রকৃতেঃ পরম্।।২৮।।

এইরূপ ঘটিয়াছে, প্রকৃতিই কার্য-কর্তৃত্বের কারণ। প্রকৃতি হইতে নিতান্ত পৃথক্ হইয়াও পুরুষ বিবর্তাশ্রয়ে সুখঃ-দুঃখের ভোক্তা হইয়াছেন।।২৮।।

জীবস্য শুদ্ধত্বং প্রদর্শিতং নারদচরিতে। (১।৬।২৯)
প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্মনির্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ।।
(১।৬।৩২-৩৩)
অন্তর্বহিশ্চ লোকাংস্ত্রীন্ পর্যেম্যস্কন্দিতব্রতঃ।
দেবদত্তামিমাং বীণাং স্বরব্রহ্মবিভূষিতাম্।
মূর্ছয়িত্বা হরিকথাং গায়মানশ্চরাম্যহম্।।২৯।।

নারদচরিত্রে জীবের প্রপঞ্চাতীত স্বরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে। (শ্রীনারদ বলিতেছেন), --হে ব্যাস, যখন ভগবদনুগ্রহে প্রারব্ধ কর্ম সমাপ্ত হইল তখন আমার পাঞ্চভৌতিক দেহ পৃথক্ হইয়া নিপতিত হইল। আমাতে সেই ভাগবতী তনু প্রযুক্ত হইল। আমি অস্কন্দিতব্রত (অগলিত-ব্রহ্মচর্য) হইয়া ত্রিলোকের অন্তর্বহির্ভাগে পর্যটন করি। ভগবদ্দত্ত-স্বরব্রহ্ম-বিভূষিত এই বীণাটীতে মূর্ছনা দিয়া হরিকথা গান করিতে করিতে ভ্রমণ করি।।২৯।।

পরব্যোমস্থ মুক্তজীবস্বরূপং শ্রীশুকেন প্রদর্শিতম্। (২।৯।১১)
শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ
পিশঙ্গবস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ।
সর্বে চতুর্বাহব উন্মিষন্মণি-
প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চসঃ।।৩০।।

পরব্যোমে যে সকল নিত্যমুক্ত জীব আছেন, তাঁহাদের বর্ণনা এইরূপ, -- তাঁহারা শ্যামবর্ণ, নির্মল, পদ্মচক্ষু, পিশঙ্গ (পিঙ্গলবর্ণ) বস্ত্রযুক্ত, সুন্দর, মধুরভাষী, সকলেই চতুর্বাহুবিশিষ্ট, উৎকৃষ্ট-মণিসমূহদ্বারা মণ্ডিত এবং তাঁহারা সুন্দর জ্যোতি বিস্তার করেন। ঐশ্বর্যপ্রধান নিত্যশুদ্ধ জীবগণের চিন্ময় স্বরূপদেহ এইরূপ। মাধুর্যপ্রধান নিত্য জীবগণ গোলোক-ব্রজে এতদপেক্ষা অধিক মাধুর্যের সহিত প্রকাশ পান।।৩০।।

পিপ্পলায়নঃ নিমিম্। (১১।৩।৪০)

যর্হ্যব্জনাভচরণৈষণয়োরুভক্ত্যা
চেতোমলানি বিধমেদ্‌গুণকর্ম্মজানি।
তস্মিন্ বিশুদ্ধ উপলভ্যত আত্মতত্ত্বং
সাক্ষাদযথাঽমলদৃশোঃ সবিতৃপ্রকাশঃ।।৩১।।

যখন কৃষ্ণচরণৈষাণরূপ শুদ্ধভক্তিদ্বারা চিত্ত গুণকর্ম্মজনিত মলসমূহ ধ্বংস করে, সেই সময়ে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব সাক্ষাৎ অমলদৃক্ পুরুষের নিকট নির্মল সূর্য-প্রকাশের ন্যায় সমুদিত হয়।।৩১।।

মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্। (৩।৭।১২-১৪)
স বৈ নিবৃত্তিধর্ম্মেণ বাসুদেবানুকম্পয়া।
ভগবদ্ভক্তিযোগেন তিরোধত্তে শনৈরিহ।।৩২।।

নিবৃত্তিধর্ম, কৃষ্ণানুকম্পা এবং শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারা সে অবিদ্যা অভিনিবেশ ক্রমে তিরোহিত হয়। তাৎপর্য এই যে, শরীরযাত্রায় সমস্ত ব্যবহারে সাত্ত্বিক ব্যাপার স্বীকার করতঃ ক্রমে ক্রমে রাজস ও তামস স্বভাব ও ধর্মকে দূর করিতে হয়। সঙ্গে সঙ্গে শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারা ঐ সাত্ত্বিক ব্যাপার সকলকে নির্গুণ করিয়া ফেলিতে হয়। ভক্তিসাধন যত নির্মল হয় ততই কৃষ্ণানুকম্পা উদয় হয়। তবেই অবিদ্যার বল ক্ষয় হয় এবং বিশুদ্ধ-বিদ্যাবধূর উদয় হয়।।৩২।।

যদেন্দ্রিয়োপরামোঽথ দ্রষ্টাত্মনি পরে হরৌ।
বিলীয়ন্তে তদা ক্লেশাঃ সংসুপ্তস্যেব কৃৎস্নশঃ।।৩৩।।

যে সময়ে ইন্দ্রিয়োপরতি স্বভাবতঃ হয়, তখন সংসুপ্ত ব্যক্তি জাগ্রত হইলে যেমত মিথ্যা স্বপ্নভয় সম্পূর্ণরূপে যায়, সেইরূপ সহজেই হরিতে দৃষ্টি পড়ে এবং তন্নিবন্ধন সকল ক্লেশ বিলয়প্রাপ্ত হয়।।৩৩।।

অশেষসংক্লেশশমং বিধত্তে
গুণানুবাদশ্রবণং মুরারেঃ।
কিম্বা পুনস্তচ্চরণারবিন্দ-
পরাগসেবারতিরাত্মলব্ধা।।৩৪।।

হরিগুণানুবাদ শ্রদ্ধাপূর্বক শুনিতে শুনিতে অশেষ ক্লেশের উপসম হয়। তাঁহার চরণারবিন্দ-পরাগ-সম্বন্ধে আত্মলব্ধ-রতি হইলে যে কি হয়, তাহা আর কি বলিব।।৩৪।।

এই কিরণে দেখা গেল যে, কৃষ্ণ অখিলগুণ ও শক্তিসম্পন্ন বিভু চৈতন্য। কৃষ্ণের জীবশক্তিদ্বারা জীব অনুচৈতন্যরূপে পরিণত। জীবের স্বগঠনে মায়াশক্তির কোন ক্রিয়া

নাই। অণুধর্মপ্রযুক্ত জীব কৃষ্ণবহির্মুখ হইলে মায়াবদ্ধ হইবার যোগ্য। যদৃচ্ছাক্রমে মায়াবদ্ধ জীব বিবর্তধর্ম অনুসারে দেহাত্মাভিমানপ্রযুক্ত সংসার স্বীকার করেন। সুকৃতিক্রমে পুনরায় কৃষ্ণভক্তিদ্বারা স্বস্থ হন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
জীবতত্ত্বনিরূপণ-নামা সপ্তমঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কনরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানবিষয়ে জীবতত্ত্ব নিরূপণে
সপ্তম-কিরণে মরীচিপ্রভা নাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

অষ্টমঃ কিরণঃ

বদ্ধজীবলক্ষণম্

গর্ভগতোজীবঃ ভগবন্তম্ (৩।৩১।২১)
তস্মাদহং বিগতবিক্লব উদ্ধরিষ্যে
আত্মানমাশু তমসঃ সুহৃদাত্মনৈব।
ভূয়ো যথা ব্যসনমেতদনেকরন্ধ্রং
মা মে ভবিষ্যদুপসাদিতবিষ্ণুপাদঃ।।১।।

মায়য়া জীবসম্বন্ধঃ যেন প্রদর্শিতঃ স্ফুটম্।
শ্রীগৌরকৃপয়া সাক্ষাত্তং জীবং প্রণমাম্যহম্।।

(গর্ভগত অবস্থায় জীব বলে)--"কৃষ্ণবৈমুখ্যবশতঃ আমি গর্ভগত হইয়াও অব্যাকুলচিত্তে সদ্‌বুদ্ধিদ্বারা আপনাকে উদ্ধার করিব। আর অনেক জন্মাদি কষ্ট না হয়, এই জন্য কৃষ্ণপদাশ্রয় লাভ করিতে যত্ন করিব"।।১।।

কপিলঃ দেবহূতিম্। (৩।২৭।২)

স এষ যর্হি প্রকৃতের্গুণেষ্বভিবিসজ্জতে।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে।।২।।

সেই জীব যখন প্রকৃতিগুণত্রয়ে আসক্তি লাভ করে, তখন 'আমি' ও 'আমার' এইরূপ অহঙ্কারের দ্বারা বিমূঢ় হইয়া 'আমি কর্তা' এইরূপ বিশ্বাস করে।।২।।

তেন সংসারপদবীমবশোহভ্যেত্য নির্বৃতঃ।
প্রাসঙ্গিকৈঃ কর্মদোষৈঃ সদসন্মিশ্রযোনিষু।।৩।।

সেই অহঙ্কারের সহিত অবশ হইয়া সুখবোধ করতঃ সংসার-পদবীকে প্রাপ্ত হয়। সঙ্গে সঙ্গে কর্মদোষে কখন ব্রাহ্মণাদি সৎ-যোনি, কখন কুক্কুরাদি অসৎ-যোনিতে জন্মলাভ করে।।৩।।

(৩।৩০।৩)
যদধ্রুবস্য দেহস্য সানুবন্ধস্য দুর্মতিঃ।
ধ্রুবাণি মন্যতে মোহাদ্ গৃহক্ষেত্রবসূনি চ।।৪।।

দুর্মতি জীব অধ্রুব দেহ-গেহ-কলত্রাদিতে, গৃহ-ক্ষেত্র-ধনাদিতে ধ্রুব বুদ্ধি করিয়া মোহপ্রাপ্ত হয়।।৪।।

ব্রহ্মা ভগবন্তম্। (৩।৯।৭-৮)
দৈবেন তে হতধিয়ো ভবতঃ প্রসঙ্গাৎ
সর্বাশুভোপশমনাদ্বিমুখেন্দ্রিয়া যে।
কুর্বন্তি কামসুখলেশলবায় দীনা
লোভাভিভূতমনসোহকুশলানি শশ্বৎ।।৫।।

(ব্রহ্মা বলিতেছেন)—"হে ভগবন্! বহির্মুখ-ইন্দ্রিয়যুক্ত ব্যক্তিগণ দৈবকর্তৃক হতবুদ্ধি হইয়া সমস্ত-অশুভোপশমরূপ আপনার প্রসঙ্গ হইতে বিমুখ হয় এবং সর্বদা দীনতাবশে কামসুখলেশলব-প্রাপ্তির জন্য লোভাভিভূতচিত্তে অকুশল কর্মসকল করিয়া থাকে।।৫।।

ক্ষুত্তৃট্ত্রিধাতুভিরিমা মুহুরর্দ্যমানাঃ
শীতোষ্ণবাতবরষৈরিতরেতরাচ্চ।
কামাগ্নিনাচ্যুত রুষা চ সুদুর্ভরেণ
সংপশ্যতো মন উরুক্রম সীদতে মে।।৬।।

আহা! দুর্বুদ্ধি জীবগণ ক্ষুধা, তৃষ্ণা, বাত, পিত্ত, শ্লেষ্মা, শীতোষ্ণ, বাত, বর্ষাদ্বারা পরস্পর মুহুর্মুহু ক্লিষ্ট হয়। কামাগ্নিও ভীষণক্রোধভরে দুঃখ পাইতে থাকে। তাহাদিগকে দেখিয়া, হে

উরুক্রম! আমার মন কম্পপ্রাপ্ত হইয়াছে।।৬।।

(৩।৯।১০)
অহ্ন্যাপৃতার্তকরণা নিশি নিঃশয়ানা
নানামনোরথধিয়া ক্ষণভগ্ননিদ্রাঃ।
দৈবাহতার্থরচনা ঋষয়োপি দেব
যুষ্মৎপ্রসঙ্গবিমুখা ইহ সংসরন্তি।।৭।।

হে ভগবন্! আর কি বলিব। আপনার প্রসঙ্গরহিত তর্কাদিপ্রিয় ঋষিগণও দিবাভাগে আবিদ্যাক্লিষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ কর্ম্মে ব্যস্ত রাখেন এবং রাত্রে ঘোর-নিদ্রায় থাকেন, কখন কখন নানা মনোরথ-চিন্তায় ক্ষণভঙ্গনিদ্র হইয়া পড়েন। আবার যাহা করিবার চেষ্টা করেন, তাহার অর্থ-রচনা দৈবাহত হইয়া পড়ে। অনেক শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াও সংসারকে লাভ করেন। ভগবদ্বহির্ম্মুখতার এই দুষ্ট ফল।।৭।।

কপিলঃ দেবহূতিম্। (৩।৩০।৪)
জন্তুর্বৈ ভব এতস্মিন্ যাং যাং যোনিমনুব্রজেৎ।
তস্যাং তস্যাং স লভতে নির্বৃতিং ন বিরজ্যতে।।৮।।

এই ভবে জন্তুগণ যে যে যোনি প্রাপ্ত হয়, সেই সেই যোনিতে নির্বৃতি (সুখ) লাভ করে, বিরাগপ্রাপ্ত হয় না। আহা! মায়ার কি মোহ।।৮।।

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানম্। (৪।২৯।২৯)
ক্বচিৎ পুমান্ ক্বচিচ্চ স্ত্রী ক্বচিন্নোভয়মন্ধধীঃ।
দেবো মনুষ্যস্তির্য্যগ্বা যথাকর্ম্মগুণং ভবঃ।।৯।।

যথা কর্ম্মগুণ আশ্রয় করিয়া মন্দবুদ্ধি জীব কখন পুরুষ, কখন স্ত্রী, কখন নপুংসক হইয়া জন্মগ্রহণ করে। কখন দেবতা, কখন মনুষ্য, কখন তির্যক্ হইয়া কর্ম্মফল পায়।।৯।।

কপিলঃ মাতরম্। (৩।৩০।৫৭)
নরকস্থোঽপি দেহং বৈ ন পুমাংস্ত্যক্তুমিচ্ছতি।
নারক্যাং নির্বৃতৌ সত্যাং দেবমায়াবিমোহিতঃ।।১০।।

নরকস্থ হইয়াও পুরুষ দেহ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। নরকে নির্বৃতি (তুষ্টি) লাভ করিয়া দেবমায়া-বিমোহিত হইয়া থাকে।।১০।।

মামনাবাধ্য দুঃখার্তঃ কুটুম্বাসক্তমানসঃ।
সৎসঙ্গরহিতো মর্ত্যো বৃদ্ধসেবাপরিচ্যুতঃ।।১১।।

ভগবান্ কহিলেন, — "আমাকে আরাধনা না করিয়া কুটুম্বাসক্তমন, সৎসঙ্গরহিত এবং পূর্বসাধুসেবা হইতে বিচ্যুত হইয়া জীব দুঃখার্ত হইয়া পড়ে।।১১।।

(৩।৩০।৬)
আত্মজায়াসুতাগারপশুদ্রবিণবন্ধুষু।
নিরূঢ়মূলহৃদয় আত্মানং বহুমন্যতে।।১২।।

শরীর, জায়া, সুত, আগার, পশু, দ্রবিণ, বন্ধু — এই সকলে আসক্তি বদ্ধমূল করিয়া আপনাকে আপনি বহুমানন করে।।১২।।

(৩।৩০।৯)
গৃহেষু কূটধর্মেষু দুঃখতন্ত্রেম্বতন্দ্রিতঃ।
কুর্বন্ দুঃখপ্রতীকারং সুখবন্মন্যতে গৃহী।।১৩।।

আবার সে সুখ কাহাকে বলে দেখুন। কষ্টকর গৃহকর্মে নানাবিধ দুঃখতন্ত্রে অতন্দ্রিতভাবে দুঃখের প্রতিকার অনুসন্ধান করিয়া গৃহী সুখ পাইলাম মনে করে। এই সংসারে যাহাকে সুখ বলে তাহা সুখ নয়, কিছু কিছু দুঃখের প্রতিকার মাত্র।।১৩।।

(৩।৩০।১১)
বার্তায়াং লুব্ধমানায়ামারব্ধায়াং পুনঃ পুনঃ।
লোভাভিভূতো নিঃসত্ত্বঃ পরার্থে কুরুতে স্পৃহাম্।।১৪।।

গৃহী লোক জীবননির্বাহের বার্তা বা ব্যবসায় রচনা করে। একটী বার্তা নষ্ট হইলে আর একটী আরম্ভ করে। এইরূপ লোভাভিভূত হইয়া বস্তুতঃ সত্বহীন কার্যে পরের জন্য স্পৃহা করে।।১৪।।

(৩।৩০।১৪-১৬)
তত্রাপ্যজাতনির্বেদো ভ্রিয়মাণঃ স্বয়ম্ভৃতৈঃ।
জরয়োপাত্তবৈরূপ্যো মরণাভিমুখো গৃহে।।১৫।।

এইরূপ করিতে করিতে জরাগ্রস্ত হয়, তথাপি নির্বেদ জন্মে না। যাহাদের পালন করে তাহারা স্বয়ং পালিত হইয়া তাহাকে পালন করিতে থাকে। বৈরাগ্য ত' হইল না। এইরূপ মরণাভিমুখে অগ্রসর হইতে থাকে।।১৫।।

আস্তেঽবমত্যোপন্যস্তং গৃহপাল ইবাহরন্।
আময়াব্যপ্রদীপ্তাগ্নিরল্পাহারোঽল্পচেষ্টিতঃ।।১৬।।

তখন গৃহপাল যাহা কিছু ফেলিয়া দেয় তাহা কুক্কুরের মত অপমানিত হইয়া খাইতে থাকে। পীড়ার দ্বারা অল্পাগ্নি ও অল্পাহার ও অল্পচেষ্টাযুক্ত হইয়া জীবন যাপন করে।।১৬।।

বায়ুনোৎক্রমতোত্তারঃ কফসংরুদ্ধনাড়িনা।
কাসশ্বাসকৃতায়াসঃ কণ্ঠে ঘুরঘুরায়তে।।১৭।।

বায়ুদ্বারা ক্রমশঃ উর্ধ্বশ্বাস, কফরুদ্ধ-নাড়ি, কাস-শ্বাস জন্য কৃতচেষ্ট হয় এবং কণ্ঠ ঘুর ঘুর করে।।১৭।।

(৩।৩০।১৮)
এবং কুটুম্বভরণে ব্যাপতাত্মাজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ম্রিয়তে রুদতাং স্বানামুরুবেদনয়াস্তধীঃ।।১৮।।

এইরূপে কুটুম্বভরণে ব্যস্ত, অজিতেন্দ্রিয়, উরু-বেদনাযুক্ত পুরুষ নষ্টবুদ্ধি হইয়া আপনজনের ক্রন্দনমধ্যে প্রাণত্যাগ করে।।১৮।।

(৩।৩১।৪৪)
জীবো হ্যস্যানুগো দেহো ভূতেন্দ্রিয়মনোময়ঃ।
তন্নিরোধোঽস্য মরণমাবির্ভাবস্তু সম্ভবঃ।।১৯।।

ভূতেন্দ্রিয়-মনোময় লিঙ্গ ও স্থূল-শরীরের অনুগত হন জীব। এই স্থূল দেহের নিরোধকে মৃত্যু ও আবির্ভাবকে জন্ম বলে।।১৯।।

(৩।৩২।৩৮)
জীবস্য সংসৃতীর্বহ্বীরবিদ্যাকর্মনির্মিতাঃ।
যাস্বঙ্গপ্রবিশন্নাত্মা ন বেদ গতিমাত্মনঃ।।২০।।

অবিদ্যা কর্মদ্বারা জীবের গতি বহুপ্রকার হয়, যে সকল গতিতে প্রবেশ করিয়া আত্মার গতি আত্মা জানিতে পারে না।।২০।।

শৌনকঃ সূতম্। (২।৩।১৯-২৪)
শ্ববিড়্বরাহোষ্ট্রখরৈঃ সংস্তুতঃ পুরুষঃ পশুঃ।
ন যৎ কর্ণপথোপেতো জাতু নাম গদাগ্রজঃ।।২১।।

যাঁহার কর্ণে কখনই কৃষ্ণকথা প্রবেশ করে না, তিনি পুরুষরূপী পশু। তাঁহাকে কুক্কুর, বরাহ, উষ্ট্র ও গর্দভ পর্যন্ত পরিহাস করিয়া স্তব করে।।২১।।

বিলে বতোরুক্রমবিক্রমান্ যে
ন শৃণ্বতঃ কর্ণপুটে নরস্য।
জিহ্বাসতী দার্দুরিকেব সূত
ন চোপগায়ত্যুরুগায়গাথাঃ।।২২।।

যে নরের কর্ণদ্বয় কৃষ্ণের উরুবিক্রম-কথা শ্রবণ করে না, সেই দুইটী কর্ণ বৃথা-ছিদ্রমাত্র। হে সূত! যে জিহ্বা উরুগায় কৃষ্ণের নামাদি গান করে না, সে জিহ্বা ভেকজিহ্বা মাত্র -- সর্বদা অসতী।।২২।।

ভারঃ পরং পট্টকিরীটজুষ্ট-
মপ্যুত্তমাঙ্গং ন নমেন্মু কুন্দম্।
শাবৌ করৌ নো কুরুতঃ সপর্য্যাং
হরের্লসৎকাঞ্চনকঙ্কণৌ বা।।২৩।।

যে মস্তক মুকুন্দপাদপদ্মে নমিত হয় না, তাহা অতি-উত্তম-কিরীচজুষ্ট হইলেও কেবল ভারমাত্র। অতি-সুন্দর-কঙ্কণশোভিত দুইটী হস্ত কৃষ্ণের সেবা না করিলে মৃত শরীরের করদ্বয় হইয়া পড়ে।।২৩।।

বর্হায়িতে যে নয়নে নরাণাং
লিঙ্গানি বিষ্ণোর্ন নিরীক্ষতো যে।
পাদৌ নৃণাং তৌ দ্রুমজন্মভাজৌ
ক্ষেত্রাণি নানুব্রজতো হরের্যৌ।।২৪।।

যে দুইটী নয়ন শ্রীকৃষ্ণমূর্তি দেখিল না, সেই দুইটী চক্ষু ময়ূরপাখার বৃথা অঙ্কিত চক্ষু প্রায়। শ্রীহরির ক্ষেত্র ভ্রমণ করিল না, এরূপ পদ দুইটী কেবল বৃক্ষজাত কাষ্ঠবিশেষপ্রায়।।২৪।।

জীবঞ্ছবো ভাগবতাঙ্ঘ্রি রেণুন্
ন জাতু মর্ত্যোঽভিলভেত যস্তু।
শ্রীবিষ্ণুপদ্যা মনুজস্তুলস্যাঃ
শ্বসঞ্ছবো যস্তু ন বেদ গন্ধম্।।২৫।।

সে ব্যক্তি জীবিত শব, যে বৈষ্ণবপদরেণু কখনই গ্রহণ করিল না। নিঃশ্বাসযুক্ত শব সেই ব্যক্তি, যে শ্রীবিষ্ণুপদে মত্ত তুলসী-গন্ধ আস্বাদন করিল না।।২৫।।

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্‌গৃহ্যমাণৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।

ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।২৬।।

সেই হৃদয় অপরাধযুক্ত কঠিন প্রস্তরস্বরূপ, যাহা হরিনাম-গ্রহণ-সময়ে নেত্রে জল ও পুলক কোন কারণে হইলেও দ্রবিত না হয়। কপট ব্যক্তির ও পিচ্ছিলস্বভাব ব্যক্তির সত্ত্বাভাসক্রমে পুলকাশ্রু হয়, তাহা বৃথা। যদি হরিনামগ্রহণে হৃদয় সরলতার সহিত আর্দ্র হইয়া চক্ষু-জল পুলক উৎপন্ন করে, তবেই মঙ্গল।।২৬।।

সূতঃ শৌনকাদীন্। (১।১৭।৩৮-৩৯) তে কলিস্থানানি আশ্রয়ন্তি।
অভ্যর্থিতস্তদা তস্মৈ স্থানানি কলয়ে দদৌ।
দ্যূতং পানং স্ত্রিয়ঃ সূনা যত্রাধর্মশ্চতুর্বিধঃ।।২৭।।

মায়াবদ্ধ জীব কলিস্থানেই থাকিতে চায়। কলির দ্বারা প্রার্থিত হইয়া রাজা পরীক্ষিত তাহাকে (১) দ্যূতক্রীড়া স্থান, (২) আসব-ধূম্রাদি পান, (৩) ইন্দ্রিয়তোষী স্ত্রীলোক এবং (৪) পশুবধ স্থানরূপ চতুর্বিধ অধর্ম-স্থান দিলেন।।২৭।।

পুনশ্চ যাচমানায় জাতরূপমদাৎ প্রভুঃ।
ততোঽনৃতং মদং কামং রজো বৈরঞ্চ পঞ্চমম্।।২৮।।

পুনরায় প্রার্থিত হইয়া স্বর্ণ এবং তদ্দ্বারা অনৃত (অসত্য), মদ, কাম, রজঃ ও বৈর এই পাঁচটী স্থানও দিলেন।।২৮।।

কৃষ্ণ উদ্ধবম্। (১১।২৫।৩২-৩৩)
এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্মনিবন্ধনাঃ।
যেনেমে নির্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ।।
ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।২৯।।

এই সমস্ত জীবের গুণ-কর্ম-নিবন্ধন সংসৃতির বিষয়। ইহারা চিত্ত হইতে উৎপন্ন। যে জীব এই সকল জয় করেন তিনিই ধন্য। মন্নিষ্ঠ ব্যক্তি ভক্তিযোগে মদ্ভাব পাইবার যোগ্য হন।।২৯।।

তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞানবিজ্ঞানসম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ।।৩০।।

অতএব এই ক্ষণভঙ্গুর দেহ প্রাপ্ত হইয়া গুণসঙ্গ ধৌতকরতঃ জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভব শরীরদ্বারা গুরুকৃপাপ্রাপ্ত বিচক্ষণ পুরুষগণ আমাকে ভজন করুন।।৩০।।

ভগবান্ উদ্ধবম্। (১১।১২।২১-২৪)
য এষ সংসারতরুঃ পুরাণঃ
কর্মাত্মকঃ পুষ্পফলে প্রসূতে।।৩১।।

দ্বে অস্য বীজে শতমূলস্ত্রিনালঃ
পঞ্চস্কন্ধঃ পঞ্চরসপ্রসূতিঃ।
দশৈকশাখো দ্বিসুপর্ণনীড়-
স্ত্রিবল্কলো দ্বিফলোঽর্কং প্রবিষ্টঃ।।৩২।।

ভগবান্ কহিলেন — হে উদ্ধব! এই সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্বরূপ বিশ্বই অনাদি সংসার-তরু। (এই তরু) কর্মপ্রবাহময় শুভাদৃষ্ট ও দূরদৃষ্টরূপ দুইটী ফলকে প্রসব করে। পাপ পূণ্য ইহার দুই বীজ, শত শত বাসনা ইহার মূল। ত্রিগুণই ইহার ত্রিনাল। পঞ্চভূত পঞ্চ স্কন্ধ। পঞ্চ বিষয় পঞ্চ রস। সুখ দুঃখ প্রসূতি। একাদশ ইন্দ্রিয় একাদশ শাখা। জীবাত্মা ও পরমাত্মা দু'টী পক্ষী ঐ বৃক্ষে থাকেন। বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা তিনটী বল্কল। সুখ দুঃখ দুইটী ফল। সূর্যমণ্ডল এই সংসার প্রবিষ্ট এই সংসার-তরু।।৩১-৩২।।

অদন্তি চৈকং ফলমস্য গৃধ্রা
গ্রামেচরা একমরণ্যবাসাঃ।
হংসা য একং বহুরূপমিজ্যৈ-
র্মায়াময়ং বেদ স বেদ বেদম্।।৩৩।।

কামী পুরুষগণ এই সংসার-তরুর দুঃখরূপ একটী ফল গ্রাম্য ব্যবহারে সেবন করে। সুখরূপ নিবৃত্তি-ফলটী অরণ্যবাসী সন্ন্যাসীগণ ভোগ করেন। এই সংসারে গুপ্তভাবে একটী ফল আছে; সে আমি। যাঁহারা ক্ষীর-নীর-বিচারচতুর (সেই) হংস সকল গুরুকৃপায় এক হইয়াও বহুরূপ যে আমি, আমাকে জানিতে পারেন। সংসার-তরুকে মায়াময় বলিয়া যিনি জানেন, তিনিই বেদতাৎপর্য অবগত আছেন।।৩৩।।

এবং গুরূপাসনয়ৈকভক্ত্যা
বিদ্যাকুঠারেণ শিতেন ধীরঃ।
বিবৃশ্চ্য জীবাশয়মপ্রমত্তঃ
সম্পদ্য চাত্মানমথ ত্যজাস্ত্রম্।।৩৪।।

এইরূপ সদ্গুরু-উপাসনারূপ ভক্তিক্রমে ধীর পুরুষ বিদ্যাকুঠারদ্বারা জীবাশয় অর্থাৎ লিঙ্গ শরীর ছেদন করিয়া আত্ম-সম্পত্তি লাভদ্বারা জ্ঞানরূপ কুঠারকে ত্যাগ করত পরা ভক্তি লাভ করিবে।।৩৪।।

(১১।১১।৫-৭)

অথ বদ্ধস্য মুক্তস্য বৈলক্ষণ্যং বদামি তে।
বিরুদ্ধধর্মিণোস্তাত স্থিতয়োরেকধর্মিণি।।৩৫।।

এখন এক ধর্মে স্থিত অর্থাৎ এক সংসার-তরুতে বাস করিয়া বিরুদ্ধ ধর্মযুক্ত দুই জনের অর্থাৎ বদ্ধ ও মুক্ত দুইয়ের বৈলক্ষণ্য বর্ণন করিতেছি।।৩৫।।

সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
যদৃচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃক্ষে।
একস্তয়োঃ খাদতি পিপ্পলান্ন-
মন্যো নিরন্নোঽপি বলেন ভূয়ান্।।৩৬।।

এই সংসার বৃক্ষে যদৃচ্ছাক্রমে পরস্পর সদৃশ ও সখারূপ দুইটী পক্ষী আসিয়া বাসা করিয়াছেন। তাহার মধ্যে একটী পিপ্পলফলরূপ অন্ন খাইতেছেন। অপর পক্ষীটী অন্ন ভক্ষণ না করিয়াও স্বীয় বলে বলীয়ান্।।৩৬।।

আত্মনমন্যঞ্চ স বেদ বিদ্বান্
অপিপ্পলাদো ন তু পিপ্‌পলাদঃ।
যোঽবিদ্যয়া যুক্ স তু নিত্যবদ্ধো
বিদ্যাময়ো যঃ স তু নিত্যমুক্তঃ।।৩৭।।

(বিদ্বান্) অপিপ্পলাদ পক্ষীটী আপনাকে ও অন্য পক্ষীটীকে জানেন। পিপ্পলাদ আপনাকে বা অন্য পক্ষীটীকে জানেন না। পিপ্পলাদ পক্ষী অবিদ্যাযুক্ত আছেন বলিয়া নিত্যবদ্ধ। অপিপ্পলাদ বিদ্যাময় অতএব নিত্যমুক্ত। অপিপ্পলাদ পক্ষীকে জানিতে পারিয়া এবং আপনাকে জানিতে পারিয়া পিপ্পলাদ পক্ষীও বিদ্যাযুক্ত হইলে মুক্ত হন। আর তাঁহার পিপ্পল ফল খাইতে হয় না।।৩৭।।

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানম্ (৪।২৯।৪৯)
তৎকর্ম হরিতোষং যৎ বিদ্যা তন্মতির্যয়া।।৩৮।।

বিদ্যা কাহাকে বলি, কহিতেছেন — হরিতোষ-কর্মই কর্ম এবং যে বিদ্যায় হরিতে মতি হয় তাহাই বিদ্যা।।৩৮।।

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ (৩।৯।৬)
তাবদ্ভয়ং দ্রবিণদেহসুহৃন্নিমিত্তং
শোকঃ স্পৃহা পরিভবো নিপুলশ্চ লোভঃ।
তাবন্মমেত্যসদবগ্রহ আর্তিমূলং
যাবন্ন তেঽঙ্ঘ্রিমভয়ং প্রবৃণীত লোকঃ।।৩৯।।

হে প্রভো! যে পর্যন্ত তোমার অভয় পদকমল লোক বরণ না করে, সেই কাল পর্যন্ত (তাহার) দ্রবিণ-দেহ-সুহৃৎ নিমিত্ত ভয় হয় এবং শোক, স্পৃহা, আসক্তি ও বিপুল লোভ হইয়া থাকে এবং 'আমি' ও 'আমার' বলিয়া অসদাগ্রহরূপ আর্তিমূল দূর হয় না।।৩৯।।

ধ্রুবো ভগবন্তম্ (৪।৯।৯)
নূনং বিমুষ্টমতয়স্তবমায়য়া তে
যে ত্বাং ভবাপ্যয়বিমোক্ষণমন্যহেতোঃ।
অর্চন্তি কল্পতরুং কুণপোপভোগ্য-
মিচ্ছন্তি যৎস্পর্শজং নরকেঽপি নৃণাম্।।৪০।।

যাহারা ভবাপ্যয় (জন্ম-মরণ)-বিমোক্ষণ-স্বরূপ কল্পতরু যে তুমি, তোমাকে অন্য তুচ্ছ ফলের জন্য অর্চন করে তাহারা নিশ্চয়ই তোমার মায়াকর্তৃক বঞ্চিত-বুদ্ধি। কেননা যাহা নরকেও মনুষ্যের লভ্য হয় সেই স্পর্শজ, কুণপোপভোগ্য ফল তাহারা ইচ্ছা করে।।৪০।।

(৪।৯।৭)
একস্ত্বমেব ভগবন্নিদমাত্মশক্ত্যা
মায়াখ্যয়োরুগুণয়া মহদাদ্যশেষম্।
সৃষ্ট্বানুবিশ্য পুরুষস্তদসদ্গুণেষু
নানেব দারুষু বিভাবসুদ্বিভাসি।।৪১।।

নানা কাষ্ঠে এক অগ্নি যেরূপ নানা হইয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ তুমি একই কৃষ্ণ। হে ভগবান্! আত্মশক্তি উরুগুণবিশিষ্ট মায়াদ্বারা মহদাদি অশেষ তত্ত্বে অনুপ্রবেশপূর্বক তত্তদ্বস্তুর অসদ্গুণে নানারূপে অবতারলীলায় লক্ষিত হইয়া থাক। তুমি নিত্য সৎ কিন্তু দ্রষ্টাগণের অসৎচক্ষে দেব-তির্যক-রূপে প্রকাশ পাও।।৪১।।

(৪।৯।৬)
যোঽন্তঃ প্রবিশ্য মম বাচমিমাং প্রসুপ্তাং
সঞ্জীবয়ত্যখিলশক্তিধরঃ স্বধাম্না।
অন্যাংশ্চ হস্তচরণশ্রবণত্বগাদীন্
প্রাণান্নমো ভগবতে পুরুষায় তুভ্যম্।।৪২।।

প্রসুপ্তরূপে আমাতে প্রবিষ্ট হইয়া অখিলশক্তিধর যিনি স্বীয় চিচ্ছক্তিক্রমে আমার হস্ত, চরণ, ত্বক্, প্রাণ ও বাক্যকে জীবিত করিয়াছেন সেই ভগবান্ পুরুষরূপী তোমাকে নমস্কার করি।।৪২।।

প্রজাপতিঃ (দক্ষঃ) (৬।৪।৩৩)
যোঽনুগ্রহার্থং ভজতাং পাদমূল-
মনামরূপো ভগবাননন্তঃ।
নামানি রূপাণি চ জন্মকর্ম্মভি-
র্ভেজে স মহ্যং পরমঃ প্রসীদতু।।৪৩।।

ব্রহ্মা কহিলেন, যিনি স্বীয়-পাদমূল-ভজনকারীর প্রতি অনুগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে জড়জগতে অনাম, অরূপ, অনন্তরূপী পরমাত্মা ভগবান্ (হইয়াও) স্বীয় চিচ্ছক্তি নাম, রূপ, জন্মকর্ম্মদ্বারা প্রকট করিয়াছেন সেই পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন।।৪৩।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
মায়াবদ্ধজীবলক্ষণং নাম অষ্টমঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে মায়াবদ্ধজীব-লক্ষণবিচারে
অষ্টম-কিরণে 'মরীচিপ্রভা' নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

নবমঃ কিরণঃ

ভাগ্যবজ্জীবলক্ষণম্

ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ (১০।১৪।২৮)
অন্তর্ভবেঽনন্ত ভবন্তমেব
হ্যতত্ত্যজন্তো মৃগয়ন্তি সন্তঃ।
অসন্তমপ্যন্ত্যহিমন্তরেণ
সন্তং গুণং তং কিমু যন্তি সন্তঃ।।১।।

জীবান্ কৃষ্ণোন্মুখান্ কৃত্বা কীর্তনানন্দবর্ষণাৎ।
গৌড়ভূমৌ ননর্তাস্মিন্ নিত্যানন্দপ্রভুং ভজে।।

এই সংসারে, হে অনন্ত! সাধুগণ ইতর পরিত্যাগ করিয়া তোমাকে অনুসন্ধান করেন। একটী রজ্জুকে সর্পবোধ করিয়া ভয় হয়। সর্প নয়, উহা রজ্জু -- এই কথা না জানিলে কিরূপে রজ্জুকে জানিয়া ভয় পরিত্যাগ হইবে? জড়দেহে যে আত্মাভিমান, তাহা ত্যাগ করিতে হইলে প্রথমে ঐ বিবর্তরূপ অনর্থকে জানিতে হয়।।১।।

কপিলঃ দেবহূতিম্। (৩।৩১।৪৬)
তস্মান্ন কার্যঃ সন্ত্রাসো ন কার্পণ্যং ন সংভ্রমঃ।
বুদ্ধা জীবগতিং ধীরো মুক্তসঙ্গশ্চরেদিহ।।২।।

ভয়, কার্পণ্য বা সম্ভ্রম পরিত্যাগ করতঃ বিশেষ উৎসাহের সহিত ধীর ব্যক্তি জীবগতি অবগত হইয়া এই মায়াময় সংসারে অনাসক্তভাবে বিচরণ করিবেন। যে পর্যন্ত আসক্তি, সে পর্যন্ত মায়ামুক্তির পথ নাই, প্রথমে উৎসাহের সহিত আসক্তি ত্যাগ করিবে।।২।।

রুদ্রঃ প্রচেতসম্ (৪।২৪।২৯)
স্বধর্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্
বিরিঞ্চতামেতি ততঃ পরং হি মাম্।
অব্যাকৃতং ভাগবতোঽথ বৈষ্ণবং
পদং যথাহং বিবুধাঃ কলাত্যয়ে।।৩।।

শিব কহিলেন যে, বর্ণাশ্রমরূপ স্বধর্মনিষ্ঠপুরুষ শত জন্মে বিরিঞ্চতা প্রাপ্ত হন। আর অধিক পুণ্যাচরণদ্বারা আমাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু ভক্তগণকে সেরূপ উৎক্রান্তিচক্রে প্রবেশ করিতে হয় না। তাঁহারা সাক্ষাৎ প্রপঞ্চাতীত বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হন। আমি মহাদেব ও অন্য দেবতাগণ আধিকারিককাল অতীত হইলে কলাধ্বংসে আমরাও সেই বৈষ্ণবপদ পাইব।।৩।।

কপিলঃ দেবহূতিম্ (৩।২৫।৪১)
নান্যত্র মদ্ভগবতঃ প্রধানপুরুষেশ্বরাৎ।
আত্মনঃ সর্বভূতানাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে।।৪।।

ভগবান্ কহিলেন — প্রধান ও জীবরূপ পুরুষের ঈশ্বর আমি ভগবান্ সর্বভূতের আত্মা। আমি ব্যতীত আর কাহা হইতেও তীব্র ভয় নিবৃত্ত হয় না।।৪।।

কৃষ্ণ উদ্ধবম্ (১১।১১।১২-১৭)
প্রকৃতিস্থোঽপ্যসংসক্তো যথা খং সবিতানিলঃ।
বৈশারদ্যেক্ষয়াসঙ্গশিতয়া ছিন্নসংশয়ঃ।
প্রতিবুদ্ধ ইব স্বপ্নান্নানাত্বাদ্বিনিবর্ততে।।৫।।

যেরূপ আকাশ, সূর্য ও বায়ু অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়াও মিশ্রিত হয় না, সেইরূপ প্রকৃতিতে থাকিয়াও অনাসক্ত ব্যক্তি বৈশারদী বিচারদ্বারা অসঙ্গরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রে ছিন্নসংশয় হইয়া স্বপ্ন হইতে প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তির ন্যায় নানাত্ব পরিত্যাগ করে। অর্থাৎ আমি চিৎকণ জীব এবং কৃষ্ণদাস, ইহা জানিয়া জড়ের সম্বন্ধ ত্যাগ করে।।৫।।

যস্য স্যুর্বীতসঙ্কল্পাঃ প্রাণেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্।
বৃত্তয়ঃ স তু মুক্তো বৈ দেহস্থোঽপি হি তদ্‌গুণৈঃ।।৬।।

প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির বৃত্তিসকল যাঁহার বীতসংকল্প অর্থাৎ জড় লালসাশূন্য হয়, তিনি দেহস্থ হইয়াও জড়মুক্ত।।৬।।

যস্যাত্মা হিংস্যতে হিংস্রৈর্যেন কিঞ্চিদযদৃচ্ছয়া।
অর্চ্যতে বা ক্বচিত্তত্র ন ব্যতিক্রিয়তে বুধঃ।।৭।।

হিংস্র ব্যক্তিকর্তৃক যাঁহার দেহ পীড়িত হয় বা কোন গতিকে কাহার কর্তৃক চন্দনাদিদ্বারা অর্চিত হয়, তদুভয় ক্রিয়াদ্বারা যিনি কোন বিকার লাভ না করেন, তিনি মুক্তলক্ষণে লক্ষিত পুরুষ।।৭।।

ন স্তুবীত ন নিন্দেত কুর্বতঃ সাধ্বসাধু বা।
বদতো গুণদোষাভ্যাং বর্জিতঃ সমদৃঙ্মুনিঃ।।৮।।

তিনিই মুনি ও সমদর্শী, যিনি অপরে সাধু বা অসাধু কর্ম করিলে বা সাধু বা অসাধু বাক্য কহিলে স্বয়ং গুণদোষবর্জিত হইয়া তাঁহার স্তুতি বা নিন্দা করেন না।।৮।।

ন কুর্যান্ন বদেৎ কিঞ্চিন্ন ধ্যায়েৎ সাধ্বসাধু বা।
আত্মারামোঽনয়া বৃত্ত্যা বিচরেজ্জড়বন্মুনিঃ।।৯।।

সাধু বা অসাধু-বিষয়ে তিনি কার্য করেন না, বলেন না এবং চিন্তা করেন না, স্বয়ং আত্মরতি লাভ করিয়া নির্গুণ বৃত্তিদ্বারা জড়ের ন্যায় মৌনভাবে বিচরণ করেন।।৯।।

বিদুরঃ মৈত্রেয়ম্।(৩।৭।১৭-২০)
যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ।
তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ।।১০।।

যিনি কিছু জ্ঞানানুসন্ধান না করিয়া স্বাভাবিক ভক্তি অবলম্বন করেন এবং যিনি সম্বন্ধজ্ঞান ভাল করিয়া বুঝিয়া ভক্তি করেন সেই উভয়বিধ লোকই সুখ প্রাপ্ত হন, কেবল মধ্যবর্তী থাকিয়া দৃঢ়শ্রদ্ধা বা অপার জ্ঞান যাঁহারা পান না তাঁহারাই ক্লেশ পান।।১০।।

অর্থাভাবং বিনিশ্চিত্য প্রতীপস্যাপি নাত্মনঃ।
তাঞ্চাপি যুষ্মচ্চরণসেবয়াহং পরাণুদে।।১১।।

ঈশ্বরের নিকট এই প্রকার মনোভাব প্রকাশ করিবে, -- হে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রাপঞ্চিক

জগৎ আমার প্রতীপ অর্থাৎ বিরোধি সুতরাং ইহাতে আমার কোন তাৎপর্য নাই, তথাপি জড়দেহাবস্থিতি পর্যন্ত যাহা কিছু থাকে তাহা আপনার সেবাদ্বারা দূর করিব।।১১।।

যৎ সেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ।
রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দনঃ।।১২।।

প্রপঞ্চাতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবাদ্বারা তাঁহার পাদপদ্মে তীব্র রতিরাস (শান্ত-দাস্যাদি রস-সমূহ) উদয় হয়।।১২।।

দুরাপা হ্যল্পতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবর্ত্মসু।
যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনার্দনঃ।।১৩।।

যাহাতে নিত্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আছে এরূপ বৈকুণ্ঠ-বর্ত্মের সেবা অল্পতপবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে অপ্রাপ্য।।১৩।।

কপিলঃ দেবহূতিম্। (৩।২৫।৩৮)
ন কর্হিচিন্মতপরাঃ শান্তরূপে
নঙ্ক্ষ্যান্তি নো মেহনিমিষো লেঢ়ি হেতিঃ।
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুতশ্চ
সখা গুরুঃ সুহৃদো দৈবমিষ্টম্।।১৪।।

কপিল কহিলেন, — "হে শান্তরূপে! আমার ভক্তগণ কখন নষ্ট হন না। আমার অনিমিষকালচক্র তাঁহাদিগকে গ্রাস করে না। যেহেতু তাঁহারা আমাকে প্রিয় আত্মা, সুত, সখা, গুরু, সুহৃৎ, পরদেবতা ও ইষ্টধন বলিয়া রসমার্গে ভজন করিয়া থাকেন এবং আমিও সেই সেই রসের বিষয় হইয়া প্রত্যক্ষ হই।।১৪।।

(৩।২৮।৪২)
সর্বভূতেষু চাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি।
ঈক্ষেতানন্যভাবেন ভূতেষ্বিব তদাত্মতাম্।।১৫।।

সর্বভূতে আত্মস্বরূপ আমাকে এবং সর্বভূতকে আমাতে অনন্যভাবে দর্শন করেন। সূতরাং সর্বভূতে মদাত্মতা দৃষ্টিপূর্বক সর্বভূতের প্রতি দয়ায় প্রবৃত্ত হন।।১৫।।

(৩।২৮।৪৪)
তস্মাদিমাং স্বাং প্রকৃতিং দৈবী সদসদাত্মিকাম্।
দুর্বিভাব্যাং পরাভাব্য স্বরূপেণাবতিষ্ঠতে।।১৬।।

অতএব ভক্তজন আমার এই মায়াপ্রকৃতিকে সদসদাত্মিকা দুর্বিভাব্যা দৈবী প্রকৃতি জানিয়া তাহা হইতে ক্রমশঃ পৃথক্ হইয়া স্বীয় মদনুগত অণুচৈতন্যস্বরূপে দৃঢ়রূপে অবস্থান করেন।।১৬।।

(৩।২৫।২৭)
অসেবয়ায়ং প্রকৃতের্গুণানাং
জ্ঞানেন বৈরাগ্যবিজৃম্ভিতেন।
যোগেন ময্যর্পিতয়া চ ভক্ত্যা
মাং প্রত্যগাত্মানমিহাবরুন্ধে।।১৭।।

জ্ঞান-বৈরাগ্য-বিজৃম্ভিত যোগ, মদর্পিত ভক্তি এবং প্রাকৃত গুণের অসেবাদ্বারা ভক্ত প্রত্যগাত্মস্বরূপ আমাকে আবদ্ধ করেন।।১৭।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।১১।৮-৯)
দেহস্থোহপি ন দেহস্থো বিদ্বান্ স্বপ্নাদযথোত্থিতঃ।
অদেহস্থোহপি দেহস্থঃ কুমতিঃ স্বপ্নদৃগ্ যথা।।১৮।।

(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন), — দেহস্থ হইয়াও স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির ন্যায় বিদ্বান্ অদেহস্থ থাকেন, মূঢ় ব্যক্তি অদেহস্থ হইয়াও স্বপ্নদ্রষ্টার ন্যায় দেহস্থ থাকে।।১৮।।

ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়ার্থেষু গুণৈরপি গুণেষু চ।
গৃহ্যমাণেম্বহং কুর্যান্ন বিদ্বান্ যস্ত্ববিক্রিয়ঃ।।১৯।।

ইন্দ্রিয়ার্থ ইন্দ্রিয়দ্বারা গুণসমূহে গুণদ্বারা বিষয় গ্রহণ করিয়া বিদ্বান্ অবিক্রিয়ভাবে থাকেন, জড়শরীরে 'আমি' বলিয়া অহঙ্কার করেন না।।১৯।।

(১১।১১।১১-১২)
এবং বিরক্তঃ শয়ন আসনাটনমজ্জনে।
দর্শনস্পর্শনঘ্রাণভোজনশ্রবণাদিষু।।
ন তথা বধ্যতে বিদ্বাংস্তত্র তত্রাদয়ন্ গুণান্।।২০।।

বিদ্বান্ পুরুষ শয়ন, আসন, ভ্রমণ, স্নান, দর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন ও শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে করিতে বিরক্তির সহিত সেই সকল গুণ গ্রহণ করিয়াও তাহাতে বদ্ধ হন না।।২০।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (২।২।৩৩-৩৪)
ন হ্যতোহন্যঃ শিবঃ পন্থা বিশতঃ সংসৃতাবিহ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ।।২১।।

(শ্রীশুক শ্রীপরীক্ষিৎকে কহিলেন), — ভক্তিপন্থা আশ্রয় করিলে এই প্রকার যুক্তবৈরাগ্যই মায়ামুক্তির কারণ হয়। সংসৃতিপ্রবিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে যাহাতে বাসুদেব ভগবানে ভক্তিযোগ হয় তাহা আশ্রয় করা ব্যতীত অন্য মঙ্গলপন্থা নাই।।২১।।

ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মান্ যতো ভবেৎ।।২২।।

ভগবান্ ব্রহ্মা বেদত্রয় বিশেষ যত্নের সহিত বুদ্ধির দ্বারা আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে, আত্মতত্ত্বরূপ কৃষ্ণে আপ্রকৃত রতি যাহাতে হয় তাহাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম।।২২।।

(২।২।৩৭)
পিবন্তি যে ভগবত আত্মনঃ সতাং
কথামৃতং শ্রবণপুটেষু সংভৃতম্।
পুনন্তি তে বিষয়বিদূষিতাশয়ং
ব্রজন্তি তচ্চরণসরোরুহান্তিকম্।।২৩।।

যাঁহারা আত্মস্বরূপ ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাঁহারা শ্রবণদ্বারা কৃষ্ণ কথামৃত পান করেন। বিষয়-বিদূষিত আশয়কে তাঁহারা পবিত্র করেন। তাঁহার চরণকমলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হন।।২৩।।

শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্। (১০।৮৭।৩৩)
বিজিতহৃষীক-বায়ু ভিরদান্তমনস্তুরগং
য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণম্।
বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ।।২৪।।

এ স্থলে সদ্গুরু-চরণাশ্রয় নিতান্ত আবশ্যক। শ্রুতিগণ কহিলেন, — হে অজ! যাঁহারা প্রাণায়ামবলে জিতেন্দ্রিয় হইয়াও অদান্ত অতিচঞ্চল মনতুরঙ্গকে নিয়মিত করিতে চেষ্টা করেন অথচ সদ্গুরু-চরণ-আশ্রয় করেন নাই, তাঁহারা শত শত উৎপাতে পতিত হইয়া নিরুপায় হইয়া পড়েন। সমুদ্রে বণিক্‌গণ অর্ণবযানে অকৃতকর্ণধার হইলে যেরূপ কষ্ট পান সেইরূপ।।২৪।।

ভক্তিশক্তিঃ বিবৃতা কপিলেন (৩।২৫।৩৩)
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা।।২৫।।

ভক্তির মহিমা এই যে, ভুক্ত অন্নকে জঠরানল যেরূপ অনায়াসে দগ্ধ করে, সেইরূপ ভক্তি লিঙ্গশরীরকে সত্বরেই জারিত করেন। আর কোন উপায়ে তাহা হয় না।।২৫।।

(৩।২৫।৪৪)
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্
পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন
মনো মষ্যর্পিতং স্থিরম্।।২৬।।

তীব্র ভক্তিযোগের সহিত আমাতে দৃঢ়ভাবে চিত্ত অর্পণ করাই জীবলোকে জীবের নিঃশ্রেয়সোদয় বলিয়া জান।।২৬।।

অতএব অনন্যবিষ্ণুভক্তির্নির্দিষ্টা শ্রীসূতেন (১।২।২৩-২৮)
সত্ত্বং রজস্তম ইতি প্রকৃতের্গুণা-
স্তৈর্যুক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্য ধত্তে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতি সংজ্ঞাঃ
শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্ত্বতনোর্নৃণাং স্যুঃ।।২৭।।

অতএব অনন্য-বিষ্ণুভক্তিই জীবের একমাত্র শ্রেয়ঃ। সূত কহিলেন, — হে শৌনকাদি ঋষিবর্গ, সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী প্রকৃতির গুণ। সেই সেই গুণে যুক্ত হইয়া পুরুষাবতার পরপুরুষ বিষ্ণু এই জগতের স্থিতি, জন্ম ও ভঙ্গ-কার্যানুরোধে হরি, বিরিঞ্চি ও হর এই তিনটী সংজ্ঞা ধারণ করেন। হর ও বিরিঞ্চি ভিন্নাংশে এবং হরি স্বাংশে সংজ্ঞা হইয়াছে। এই তিনের মধ্যে সত্ত্বতনু হরি হইতেই জীবের শ্রেয় উদয় হয়।।২৭।।

পার্থিবাদ্দারুণো ধূমস্তস্মাদগ্নিস্ত্রয়ীময়ঃ।
তমসস্তু রজস্তস্মাৎ সত্ত্বং যদ্ব্রহ্মদর্শনম্।।২৮।।

কাষ্ঠ পার্থিব, তাহাতে অগ্নি লাগিলে ত্রয়ীময় অগ্নিই শ্রেষ্ঠ বস্তু। কিন্তু তাহাতে যে ধূম হইয়া থাকে, তাহা কাষ্ঠ অপেক্ষা অগ্নির নিকটবস্তু ও শ্রেষ্ঠ। সেইরূপ সংসার-কার্য-নির্বাহে সত্ত্বই অগ্নিস্থলীয়। রজঃ ধূমস্থলীয় এবং তমঃ কাষ্ঠস্থলীয়। তমোগুণাধিষ্ঠিত ভূতপতি রুদ্র অপেক্ষা রজঃ অধিষ্ঠিত ব্রহ্মা বরণীয়। তদুভয়-অপেক্ষা সত্ত্বগুণাধিষ্ঠিত বিষ্ণুই বরণীয়। সত্ত্বরূপ ব্রহ্মা (শুদ্ধ) সত্ত্বরূপ বিষ্ণুতে লক্ষিত হন। বিষ্ণুই ব্রহ্মা। সত্ত্বাবস্থিত সাধকই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া থাকেন।।২৮।।

ভেজিরে মুনয়োঽথাগ্রে ভগবন্তমধোক্ষজম্।
সত্ত্বং বিশুদ্ধং ক্ষেমায় কল্পন্তে যেঽনু তানিহ।।২৯।।

প্রাচীন কাল হইতে মুনিগণ অধোক্ষজ ভগবান্ বিশুদ্ধসত্ত্বরূপ বিষ্ণুকে মঙ্গলাভের জন্য ভজনা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের অনুগত সমস্ত ভদ্র ব্যক্তিই বিষ্ণুর আরাধনা করেন।।২৯।।

মুমুক্ষবো ঘোররূপান্ হিত্বা ভূতপতীনথ।
নারায়ণকলাঃ শান্তা ভজন্তি হ্যনসূয়বঃ।।৩০।।

মুমুক্ষু জীবমাত্রেই ঘোররূপী ভূতপতিদিগকে ত্যাগ করিয়া নারায়ণের স্বাংশ কলাদিগের ভজনা করেন। অন্যান্য দেবতাকে অসূয়া না করিয়াই বিষ্ণু ভজন করিতে হয়।।৩০।।

রজস্তমঃপ্রকৃতয়ঃ সমশীলা ভজন্তি বৈ।
পিতৃভূতপ্রজেশাজীন্ শ্রিয়ৈশ্বর্যপ্রজেপ্সবঃ।।৩১।।

যদি বল, কতকগুলি লোক পিতৃপুরুষ, ভূতপতি ও প্রজাপতিদিগকে কেন আরাধনা করেন, তবে বলি। তাহারা মুমুক্ষু নয়। শ্রী, ঐশ্বর্য, সন্তানপ্রাপ্তি-কামনায় তাহারা ঐ সকল পৃথক্ দেবতাকে পূজা করে। তাহারও কারণ এই যে, যে সকল ব্যক্তি রজঃ-তমঃ-প্রকৃতি, তাহারা আপনাদের প্রকৃতির সমশীল দেবতাকেই ভজনা করে। ইহা স্বাভাবিক। জীব যখন সাত্ত্বিক হয়, তখন বিষ্ণু ব্যতীত আর কোন দেবতা ভজন করে না।।৩১।।

বাসুদেবপরা বেদা বাসুদেবপরা মখাঃ।
বাসুদেবপরা যোগা বাসুদেবপরাঃ ক্রিয়াঃ।।৩২।।

বাসুদেবপরং জ্ঞানং বাসুদেবপরং তপঃ।
বাসুদেবপরো ধর্মো বাসুদেবপরা গতিঃ।।৩৩।।

দেখ, বেদসমস্ত বাসুদেব-বিষ্ণুপর, যজ্ঞসমস্তই বাসুদেবপর, যোগসমস্তই বাসুদেবপর, কর্মসমস্তই বাসুদেবপর, জ্ঞান বাসুদেবপর, তপস্যা বাসুদেবপর, ধর্ম বাসুদেবপর এবং গতিও বাসুদেবপর।।৩২-৩৩।।

রুদ্রঃ প্রচেতসম্ (৪।২৪।২৮)
যঃ পরং রংহসঃ সাক্ষাৎ ত্রিলিঙ্গাজ্জীবসংজ্ঞিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্নঃ স প্রিয়ো হি মে।।৩৪।।

সূক্ষ্ম ত্রিলিঙ্গ জীবসংজ্ঞিত অর্থাৎ বিভিন্নাংশ-সংজ্ঞিত বদ্ধজীবরূপ দেববর্গ হইতে পরতত্ত্বরূপ ভগবান্ বাসুদেবে যিনি প্রপন্ন, তিনি আমার প্রিয়।।৩৪।।

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণম্ (১০।১৬।৪৩-৪৪)
নমোঽনন্তায় সূক্ষ্মায় কূটস্থায় বিপশ্চিতে।
নানাবাদানুরোধায় বাচ্যবাচকশক্তয়ে।।৩৫।।

অনন্ত, সূক্ষ্ম, কূটস্থ, সর্বজ্ঞ, নানাবাধানুরোধ-স্থল, বাচ্য-বাচক-শক্তিযুক্ত সেই

পরমেশ্বরকে আমি নমস্কার করি। বাচক-ব্রহ্ম নাম এবং বাচ্য-ব্রহ্মস্বরূপ কৃষ্ণ। বেদ ও কৃষ্ণনামই কৃষ্ণের বাচক। অতএব কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনামে ভেদ নাই।।৩৫।।

নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ।।৩৬।।

প্রমাণমূল, শাস্ত্রযোনি, প্রবৃত্তিস্বরূপ ও নিবৃত্তিস্বরূপ, নিগমস্বরূপ ঈশ্বরকে আমি নমস্কার করি।।৩৬।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
মুক্ত্যুন্মুখজীবলক্ষণং নাম নবমঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে মুক্ত্যুন্মুখজীব-লক্ষণবিষয়ে নবমকিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

দশমঃ কিরণঃ

শক্তিপরিণামঃ।

অচিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণম্।

ভগবান্ উদ্ধবম্ (৩।৪।১৩)
পুরা ময়া প্রোক্তমজায় নাভ্যে
পদ্মে নিষণ্ণায় মমাদিসর্গে।
জ্ঞানং পরং মন্মহিমাবভাসং
যৎ সূরয়ো ভাগবতং বদন্তি।।১।।

ভেদাভেদমচিন্ত্যং যন্মতবাদনিবর্তনম্।
গৌরাজ্ঞয়োদ্ধৃতং যেন নৌমি গোপালভট্টকম্।।

(ভগবান্ উদ্ধবকে কহিলেন) — পুরাকালে পাদপদ্মে আদিসর্গে ব্রহ্মা আমার নাভিপদ্মে নিষণ্ণ (অবস্থিত) হইলে, আমার মহিমা-প্রকাশক পরম জ্ঞান তাঁহাকে বলিয়াছিলাম। সেই জ্ঞান তোমাকে বলিলাম। পণ্ডিতগণ তাহাকেই ভাগবত বলেন। চতুঃশ্লোকীতে যে শক্তিপরিণামাত্মক অচিন্ত্যভেদাভেদ (সিদ্ধান্ত) শিক্ষিত হইয়াছে, তাহাই ভাগবত।।১।।

ভগবান্ ব্রহ্মানম্ (২।৯।৩০-৩৫)
জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্বিজ্ঞানসমন্বিতম্।
সরহস্যং তদঙ্গঞ্চ গৃহাণ গদিতং ময়া।।২।।

অদ্বয়জ্ঞানই পরমতত্ত্ব। ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আমার জ্ঞান অদ্বয় ও পরমগুহ্য। তাহা অদ্বয় হইয়াও নিত্যই চারিটী ভেদযুক্ত — জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য ও তদঙ্গ। তাহা জীববুদ্ধিতে বুঝিতে পারিবে না, আমার অনুগ্রহে তাহার উপলব্ধি কর। জ্ঞান আমার স্বরূপ, বিজ্ঞান শক্তি-সম্বন্ধ, জীব আমার রহস্য, প্রধান আমার জ্ঞানাঙ্গ। এই চারিটী তত্ত্বের নিত্য অদ্বয়তা ও নিত্য-রহস্যগত ভেদ আমার অচিন্ত্যশক্তির পরিণাম।।২।।

যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ।।৩।।

আমি স্বরূপতঃ যে রূপ, আমার ভাব যে প্রকার, আমার চিদচিৎ-ভেদে গুণ-কর্ম, আমার তত্ত্ববিজ্ঞান আমার অনুগ্রহে তুমি বুঝিয়া লও।।৩।।

অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদযৎসদসৎ পরম্।
পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্।।৪।।

এই (৪ নং) শ্লোক হইতে চারিটী শ্লোকে চারিটী তত্ত্বের ভেদ দেখাইতেছেন। ইহার নাম **চতুঃশ্লোকী ভাগবত**। পরম নিত্য আমি এক অদ্বয়তত্ত্ব। প্রথমে আমিই ছিলাম। সৎ ও অসৎ এই দুই হইতে শ্রেষ্ঠ আমি মাত্র ছিলাম। আর কিছুই ছিল না। অসৎ অর্থাৎ আগমপায়ী অবস্থা এবং সৎ অর্থাৎ সৃষ্টিতে আমার অন্বয়-সম্বন্ধ এই দুই ক্রিয়া, যাহা সৃষ্টিতে উদয় হইয়াছে, তাহাও আমি। অগ্নির যেমন বিস্ফুলিঙ্গ, সূর্যের যেমত কিরণ, সর্বভূত আমার সেইরূপ শক্তিপরিণাম। আমি পরিণত হই না। কিন্তু আমার সেই রূপ শক্তিপরিণাম। আমি পরিণত হই না। কিন্তু আমার অক্ষয়-শক্তি চিন্তামণির স্বর্ণপ্রসবের ন্যায় স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াও এই চরাচর জগৎকে প্রসব করে। সৃষ্টি হওয়াতে আমার অদ্বয়ত্ব যায় নাই। সৃষ্টিতত্ত্বের পৃথকতা হইলেও আমি সর্বস্বরূপ একই তত্ত্ব। ইহাই আমার অচিন্ত্যশক্তির ভেদাভেদ-পরিচয়। আবার প্রলয়ে অবশিষ্ট একই থাকি। কেবলাদ্বৈতবাদ, কেবল দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈত-বাদ, বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ এবং শুদ্ধাদ্বৈত-বাদ -- এই সকল নামের বিবাদমাত্র। সমস্ত বাদের বাদত্ব দূর হইলে যে পরম সত্য থাকে তাহা আমার অচিন্ত্য-শক্তি পরিণাম-রূপ নিত্য-ভেদাভেদ-জ্ঞান। ইহাই সর্ববেদ-বাক্য ও মহাবাক্য-সম্মত।।৪।।

ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।
তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ।।৫।।

মতবাদিগণ আমার অচিন্ত্য-শক্তিকে বুঝিতে না পারিয়া তৎসম্বন্ধে 'অস্তি' 'নাস্তি'

ইত্যাদি নানাপ্রকার জল্পনা করে। সেও আমার প্রভাব। এক পরা শক্তি মায়াই আমার অচিন্ত্য-শক্তি। তাহাতে দুইটী অবস্থা আছে অর্থাৎ স্বরূপ-অবস্থা ও তটস্থ-অবস্থা। জগৎ-সৃষ্টিতে তটস্থ-অবস্থাই অণু ও ছায়ারূপে দ্বিপ্রকার। অণু তটস্থা শক্তিকে কোন কোন শাস্ত্রে জীবশক্তি বলিয়াছেন, তথাপি তাহাকে আমি পরা প্রকৃতি বলি। ছায়া তটস্থা শক্তি অচিন্মায়া শক্তি বলিয়া বিখ্যাত। তাহার এক নাম বহিরঙ্গা শক্তি। চিদ্ধর্মাদি-প্রকাশক স্বরূপশক্তিকে চিৎ-শক্তি বা অন্তরঙ্গ-শক্তি বলে। মায়া বলিলে প্রধানতঃ আমার পরাশক্তিকে বুঝায়। এই মায়িক সংসারে স্বরূপ-শক্তি-পরিচয় গূঢ় এবং অচিন্মায়া শক্তির পরিচয় ব্যাপ্ত বলিয়া মায়া বলিলে অচিন্মায়া অর্থাৎ ছায়া তটস্থাকেই বুঝায়। আমি মূল মায়াশক্তি তোমাকে বুঝাইতেছি। আমি চৈতন্যস্বরূপ আত্মা পুরুষ। বিংশতি-তত্ত্বের মধ্যে পুরুষ, প্রকৃতি ও অর্থ -- তিনপ্রকার তত্ত্ব-বিভাগ। আত্মা ও প্রকৃতি ছাড়া ষড়বিংশতি সমস্ত তত্ত্বকেই অর্থ বলি। অর্থকে ছাড়িয়া দিলে যাহা আমার হইতে পৃথক্ চিন্তনীয় হয় অথচ আত্মতত্ত্বে তাহার স্বরূপ-প্রতীতি হয় না, তাহাই মায়া। আত্মা বস্তু এবং মায়া ছাড়া আর যতগুলি তত্ত্ব আছে, সকলই বস্তুপ্রায়। কিন্তু মায়া বস্তু নয় — বস্তু যে আত্মা, তাহার শক্তিমাত্র। বস্তুমধ্যে ইহার দুইপ্রকার পরিচয়। 'আভাস' ইহার প্রথম পরিচয় এবং 'তমঃ' ইহার দ্বিতীয় পরিচয়। জীবই 'আভাস'-পরিচয়। চিৎ-শক্তি অণু-তটস্থ অবস্থায় 'আভাস'-রূপ জীব, সুতরাং তাঁহার চিৎ-পরিচয়। অচিন্মায়ায় 'তমঃ'-পরিচয়; তাহাতে জড়-জগৎ। এই প্রকার শক্তিতত্ত্ব বুঝিয়া পরব্রহ্ম-স্বরূপতত্ত্ব-জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।।৫।।

যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু।
প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্।।৬।।

এখন রহস্যতত্ত্ব শুন। এ জড় জগৎ মিথ্যা নয়; আমার শক্তি-পরিণতি এবং আমি সৎরূপে তাহার অন্তরে আছি বলিয়া সত্য। সত্য হইলেও ইহার আগমাপায়ী প্রকাশ নশ্বর। এই জগতে মহাভূতসকল উচ্চাবচ-ভূতে প্রবিষ্ট হইয়াও মহাভূতরূপে অপ্রবিষ্ট। সেইরূপ আমিও শক্তিপরিণামরূপী জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও আমার চিদ্ধাম গোলোক-বৃন্দাবন ও পরব্যোমাদিতে স্বস্বরূপে পূর্ণরূপে আছি। আবার জীবশক্তি-পরিণতি জীবসকল স্বভাবতঃ আমার প্রণত দাস। তাহাদের ভিতরে পরমাত্মারূপে প্রবিষ্ট থাকিয়া আমার চিদ্ধামে প্রাপ্তপ্রেম জীবসমূহ লইয়া আমার নিরন্তর লীলা।।৬।।

এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।
অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা।।৭।।

এখন দেখ আমি স্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব, জীব ও প্রধানরূপে অবভাসিত হইয়াও নিত্য অখণ্ড অদ্বয় তত্ত্ব। মায়াবদ্ধ জীব এই তত্ত্ব উপলব্ধি না করিয়া কত প্রকারে বিতর্ক করে। তাহাদের কর্তব্য এই যে, আমার কৃপাপ্রাপ্ত শাস্ত্রাভিধেয় অন্বয়-ব্যতিরেক অর্থাৎ বিধি-নিষেধ অথবা বিধিরাগ-ভেদ-অনুসারে সদ্গুরুচরণে জিজ্ঞাসাদ্বারা সর্বদা সর্বত্র সত্য বলিয়া স্থির করিয়া তাঁহার সাধনে প্রবৃত্ত হয়।।৭।।

প্রাপঞ্চিকজগতঃ মায়াশক্তিপরিণামত্বং দর্শিতম্ ব্রহ্মা নারদম্ (২।৫।২২-২৯)
কালাদ্গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ।।৮।।

প্রাপঞ্চিক জগৎ মায়াশক্তি-পরিণাম, তাহা দেখাইতেছেন -- মায়ান্তর্গত কালশক্তির ব্যতিকরই মায়ার স্বভাবতঃ পরিণাম। পুরুষাধিষ্ঠিত মহত্তত্ত্ব হইতে কর্মের জন্ম।।৮।।

মহতস্তু বিকুর্বাণাদ্রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ।।৯।।

মহত্তত্ত্ব পরিণত হইয়া রজঃ-সত্ত্বদ্বারা উপবৃংহিত হয়। তমঃপ্রধান হইয়া দ্রব্য জ্ঞানক্রিয়াস্বরূপ লাভ করে।।৯।।

সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্বন্ সমভূত্ত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।।১০।।

তাহার নাম অহঙ্কার। তাহা পরিণত হইয়া বৈকারিক-তৈজস-তামস-ভেদে তিন প্রকার হয়।।১০।।

তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্বাণাদভূন্নভঃ।
তস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ।।১১।।

তামস অহঙ্কার হইতে আকাশ। আকাশের মাত্রাগুণ হইতে শব্দের উৎপত্তি। তাহাই দ্রষ্টা-দৃশ্যের চিহ্ন।।১১।।

নভসোঽথ বিকুর্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্।।১২।।

আকাশ বিকুর্বিত হইয়া স্পর্শগুণবিশিষ্ট বায়ু হইল। (ইহাতে আকাশের শব্দগুণও আছে।) আকাশের গুণ অনুস্যূত থাকায় প্রাণ ওজ ও বলযুক্ত হইল।।১২।।

বায়োরপি বিকুর্বাণাৎ কালকর্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ।।১৩।।

কাল-কর্ম-স্বভাবদ্বারা বায়ু বিকুর্বিত হইয়া তেজ উৎপন্ন হইল। তাহাতে রূপ, স্পর্শ ও শব্দ তিনটী গুণ হইল।।১৩।।

তেজসস্তু বিকুর্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ।।
বিশেষস্তু বিকুর্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ।।১৪।।

তেজ বিকুর্বিত হইয়া রসাত্মক জল হইল; তাহাতে রস, স্পর্শ, শব্দ ও রূপ এই চারিটি গুণ হইল। গন্ধবান্ পৃথিবীরূপ বিশেষ জল-বিকারের দ্বারা হইল। তাহাতে রস, স্পর্শ, শব্দ, রূপ ও গন্ধ এই পাঁচটী গুণ হইল।।১৪।।

প্রপঞ্চসৃষ্টৌ বিবর্তস্য ন স্থানমেব দর্শিতম্। মৈত্রেয়ো বিদুরম্ (৩।১০।১১-১২)
গুণব্যতিকরাকারো নির্বিশেষোঽপ্রতিষ্ঠিতঃ।
পুরুষস্তদুপাদানমাত্মানং লীলয়াসৃজৎ।।১৫।।

জগৎ-সৃষ্টিতে বিবর্ত নাই। কাল স্বয়ং নির্বিশেষ ও অপ্রতিষ্ঠিত। কালই প্রকৃতির ব্যতিকরের আকার মাত্র। পুরুষ তদুপাদানরূপ কালকে লীলার দ্বারা সৃষ্টি করিলেন।।১৫।।

বিশ্বং বৈ ব্রহ্মতন্মাত্রং সংস্থিতং বিষ্ণুমায়য়া।
ঈশ্বরেণ পরিচ্ছিন্নং কালেনাব্যক্তমূর্তিনা।।১৬।।

এই বিশ্বটি ব্রহ্ম-তন্মাত্র, বিষ্ণু-মায়ার দ্বারা সংস্থিত। অব্যক্ত মূর্তি কালরূপ ঈশ্বরের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন ভাবে (ইহার) উদয় হইয়াছে।।১৬।।

ভগবান্ উদ্ধবম্ (১১।১৯।১৪-১৬)
নবৈকাদশ পঞ্চ ত্রীন্ ভাবান্ ভূতেষু যেন বৈ।
ঈক্ষেতাথৈকমপ্যেষু তজ্জ্ঞানং মম নিশ্চিতম্।।১৭।।

তত্ত্ব-সংখ্যা বলিতেছেন। পুরুষ, প্রকৃতি, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার, রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ এই নয়টী। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই একাদশটি। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী গুণ। একত্রে আটাইশটি তত্ত্ব। তন্মধ্যে পুরুষ অর্থাৎ চৈতন্য দুই প্রকার। পূর্ণ পুরুষ ঈশ্বর মায়ার অধীশ্বর, ক্ষুদ্র পুরুষ জীব মায়া-প্রবণ। প্রকৃতি দুই প্রকার অর্থাৎ পরা কেবল চিৎসম্বন্ধিনী এবং অপরা জড়-সম্বন্ধিনী। যে জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এই এক জ্ঞানদ্বারা তত্ত্বসমূহে যে এক জ্ঞান অর্থাৎ অদ্বয়জ্ঞান, তাহাই ভগবজ্ জ্ঞান।।১৭।।

এতদেব হি বিজ্ঞানং ন তথৈকেন যেন যৎ।।১৮।।

ভগবৎশক্তিপরিণত সকল তত্ত্বই ভিন্ন ও পৃথক্‌রূপে সত্য, এইরূপ জ্ঞানের

নাম 'বিজ্ঞান'-জ্ঞান। বিজ্ঞানদ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব উদয় হয়।।১৮।।

স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়ান্ পশ্যেদ্ভাবানাং ত্রিগুণাত্মনাম্।
আদাবন্তে চ মধ্যে ত সৃজ্যাৎ সৃজ্যং যদন্বিয়াৎ।।
পুনস্তৎপ্রতিসংক্রামে যচ্ছিষ্যেত তদেব সৎ।।১৯।।

ত্রিগুণাত্মক ভাব সকলের স্থিতি, উৎপত্তি ও ধ্বংস-কার্যে কার্যের আদি, মধ্য এবং অন্তে সৃজ্য বস্তু হইতে সৃজ্য বস্তুতে যাহা অন্বিত আছে তাহাই 'সৎ' এবং তাহা প্রতিসংক্রমে সদ্রূপে থাকে।।১৯।।

(১১।১৯।১৮)
কর্মণাং পরিণামিত্বাদাবিরিঞ্চ্যাদমঙ্গলম্।
বিপশ্চিন্নশ্বরং পশ্যেদদৃষ্টমপি দৃষ্টবৎ।।২০।।

কর্ম পরিণামী। অতএব সৃষ্টিকর্মের অন্তর্গত বিরিঞ্চি হইতে আরম্ভ হইয়া সমস্তই অমঙ্গল। দৃষ্ট মর্ত্যাদি লোক এবং অদৃষ্ট ব্রহ্মলোক পর্যন্ত পণ্ডিতগণ সকলকেই নশ্বর বলিয়া জানেন।।২০।।

নশ্বরমপি জগৎসত্যম্ (১১।২৪।১৮)
যদুপাদায় পূর্বস্তু ভাবো বিকুরুতেঽপরম্।
আদিরন্তো যদা যস্য তৎ সত্যমভিধীয়তে।।২১।।

নশ্বর হইলেও সমস্ত সত্য অর্থাৎ কল্পিত নয়। পূর্বস্থ ভাব যদুপায় (যাহা হইতে) পরবর্তী ভাব ও তাহার পরিণাম। অতএব আদি ও অন্ত যে সত্য হইতে, সেই সত্যই সর্বত্র। ইহাই বেদ-সিদ্ধান্ত।।২১।।

শ্রীকৃষ্ণেন (১১।১০।৮-৯)
বিলক্ষণঃ স্থূলসূক্ষ্মাদ্দেহাদাত্মেক্ষিতা স্বদৃক্।
যথাগ্নির্দারুণো দাহ্যাদ্দাহকোঽন্যঃ প্রকাশকঃ।।২২।।

চিচ্ছক্তির অংশভূত জীবশক্তি। তাহার পরিণাম জীব। জীবও শক্তিপরিণাম। সপ্তম কিরণে একাদশ শ্লোক দ্রষ্টব্য। এ স্থলে সেই জীবের সংসারাভিমান বিবর্তধর্ম হইতে নিশ্চিত হইতেছে। জীব স্ব-স্বরূপের দ্রষ্টা ও পর-দ্রষ্টা। যেরূপ দাহ্য দারু হইতে দাহক ও প্রকাশক-রূপ অগ্নি পৃথক্, তদ্বৎ জীব তাঁহার সাম্প্রত সূক্ষ্ম অর্থাৎ (মন-বুদ্ধি-অহঙ্কারাত্মক) লিঙ্গ শরীর ও পাঞ্চভৌতিক স্থূল শরীর হইতে বিলক্ষণ-তত্ত্ব।।২২।।

নিরোধোৎপত্ত্যণুবৃহন্নানাত্বং তৎ কৃতান্ গুণান্।

অন্তঃপ্রবিষ্ট আধত্তে এবং দেহগুণান্ পরঃ।।২৩।।

জীব পরতত্ত্ব হইয়াও নিরোধ, উৎপত্তি, অণু, বৃহৎ-রূপ নানাত্ব স্থূললিঙ্গ দেহকৃতগুণসকল তাহাতে অন্তঃপ্রবিষ্ট হইয়া স্বীকার করেন।।২৩।।

(১১।২২।৫২-৫৬)
সত্ত্বসঙ্গাদৃষীন্ দেবান্ রজসাসুরমানুষান্।
তমসা ভূততির্যংক্ত্বং ভ্রামিতো যাতি কর্মভিঃ।।২৪।।

সত্ত্ব-গুণের সঙ্গে ঋষিত্ব, দেবত্ব, রজোগুণের সঙ্গে অসুরত্ব, মানুষত্ব, তমোগুণের সঙ্গে ভূত তির্যক্ত্বরূপ দেহ ধারণপূর্বক কর্মদ্বারা ভ্রামিত হন।।২৪।।

নৃত্যতো গায়তঃ পশ্যন্ যথৈবানুকরোতি তান্।
এবং বুদ্ধিগুণান্ পশ্যন্ননীহোঽপ্যনুকার্যতে।।২৫।।

কেহ নৃত্য করিতেছে বা গীত গাহিতেছে দেখিয়া যেরূপ নর্তক ও গায়কের অন্য কেহ অনুকরণ করে, সেইরূপ বুদ্ধির গুণসকল দেখিয়া (স্বরূপতঃ জীব নিরীহ হইলেও) ভ্রান্ত জীবের 'অহং'-অভিমান অনুকরণ করিতে থাকে।।২৫।।

যথাম্ভসা প্রচলতা তরবোপি চলা ইব।
চক্ষুষা ভ্রাম্যমাণেন দৃশ্যতে ভ্রমতীব ভূঃ।।২৬।।

জলের উপর যাহারা নৌকায় চলে তাহারা তীরস্থ বৃক্ষসকল চলিতেছে বলিয়া মনে করে। ভ্রাম্যমাণ পুরুষের চক্ষু যেমত পৃথিবীকে ভ্রাম্যমাণ দেখে, সেইরূপ জীবের বিবর্তদ্বারা দেহাত্মাভিমান-বুদ্ধি।।২৬।।

যথা মনোরথধিয়ো বিষয়ানুভবো মৃষা।
স্বপ্নদৃষ্টাশ্চ দাশার্হ তথা সংসার আত্মনঃ।।২৭।।

যাহারা সর্বদা মনোরথ-চিন্তায় থাকে, স্বপ্নে তাহাদের মিথ্যা বিষয়ানুভব উদয় হয়। হে দাশার্হ উদ্ধব, জীবাত্মার সংসার সেইরূপ।।২৭।।

অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা।।২৮।।

বিষয়ধ্যানকারী পুরুষের স্বপ্নে যেরূপ অনর্থাগম হয়, তদ্রূপ মায়াবদ্ধ জীবের বাস্তবিক বিষয়ার্থ না থাকিলেও সংসার-নিবৃত্ত হয় না।।২৮।।

জীবানাং দেহাদৌ আত্মবুদ্ধিঃ সৈব বিবর্ত ইতি দর্শিতম্।
সর্বৈব শক্তিপরিণামঃ। ততোঽচিন্ত্যভেদাভেদৌ।।
মনুঃ ভগবন্তম্ (৮।১।৯-১০)
যেন চেতয়তে বিশ্বং বিশ্বং চেতয়তে ন যম্।
যো জাগর্তি শয়ানেঽস্মিন্নায়ং তং বেদ বেদ সঃ।।২৯।।

এই সকল বাক্যে প্রদর্শিত হইল যে, জীবের যে, দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি তাহাই বিবর্ত। জীবের স্বরূপ অনুভবে বা গঠনে বিবর্তের ক্রিয়া নাই। শক্তিপরিণামই কার্য করে। তাহাতে অচিন্ত্যভেদাভেদ স্থির হইল।

যে চৈতন্য বিশ্বকে চেতন প্রদান করেন, বিশ্ব তাঁহাকে চেতন করাইতে পারে না। নিদ্রিত সময়ে সুষুপ্তিতে যিনি জাগ্রত থাকেন তিনিই চেতন। তিনি সকলকে জানেন, তাঁহাকে কে জানিবে।।২৯।।

আত্মাবাস্যমিদং বিশ্বং যৎ কিঞ্চিজ্জগত্যাং জগৎ।
তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা মা গৃধঃ কস্যস্বিদ্ধনম্।।৩০।।

এই বিপুল সমস্ত বিশ্ব আত্মাদ্বারা আচ্ছাদিত অর্থাৎ আত্মা ইহাতে বাস করেন। জগতে জগৎ বলিয়া যাহা কিছু আছে সমস্তই আত্মা-সম্বন্ধ। সেই আত্মা যাহা দেন তাহাই ভোগ কর। অন্যের ধনে লোভ করিও না। এই মন্ত্রে দুইটী তত্ত্ব স্থাপিত হইতেছে। একটী এই যে, জীব স্বস্বরূপ ও স্বস্বভাব ভুলিয়া মায়ারূপ কৃষ্ণশক্তিতে এই বিশ্ব আবদ্ধ। দ্বিতীয় তত্ত্ব এই যে, এ সময় কৃষ্ণানুগতি ব্যতীত আর উপায় নাই। ভক্তিসাধনই তদানুগত্য। কৃষ্ণপ্রসাদ ব্যতীত আর কিছু ভোগ করিবে না। পরের উপকার বই আর কিছু অপকার করিবে না। ক্রমশঃ বহির্মুখ জগতের মমতা-ত্যাগ ও এই জগতে উদিত কৃষ্ণ-লীলার নিরন্তর সেবা করতঃ অপার প্রেম ভোগ কর। মায়াবদ্ধ-ক্লেশ অনায়াসে অবান্তর ফলোদয়ের ন্যায় দূর হইবে।।৩০।।

(৮।১।১২)
ন যস্যাদ্যন্তৌ মধ্যঞ্চ স্বঃ পরো নান্তরং বহিঃ।
বিশ্বস্যামূনি যদযস্মাদ্বিশ্বঞ্চ তদৃতং মহৎ।।৩১।।

এইরূপ কৃষ্ণসম্বন্ধ দেখিতে থাক, তাহা হইলে সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত অভিধেয় সাধন চলিবে। সেই কৃষ্ণের আদি, অন্ত্য, মধ্য, স্ব-পর, অন্তর, বহিঃ এরূপ কিছু নাই। বিশ্ব যত কিছু আছে, সব যিনি এবং বিশ্ব যাঁহা হইতে হইয়াছে, যাঁহার সত্যতাতে সকল সত্য হইয়াছে, সেই কৃষ্ণই আমাদের সর্বস্ব।।৩১।।

(৮।৩।৩)
যস্মিন্নিদং যতশ্চেদং যেনেদং য ইদং স্বয়ম্।

যোঽস্মাৎ পরস্মাচ্চ পরস্তং প্রপদ্যে স্বয়ম্ভুবম্।।৩২।।

যে কৃষ্ণে এই বিশ্ব, যাঁহা হইতে এই বিশ্ব, যাঁহা দ্বারা এই বিশ্ব, যিনি এই বিশ্ব, আবার যিনি বিশ্ব হইতে পর এবং জীব হইতে পর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ, সেই স্বয়ম্ভুব কৃষ্ণকে আমি শরণাপন্ন হইয়া প্রপত্তি করি।।৩২।।

(৮।৩।৯)
তস্মৈ নমঃ পরেশায় ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অরূপায়োরুরূপায় নম আশ্চর্যকর্মণে।।৩৩।।

সেই পরমেশ্বর ব্রহ্মাও অনন্তশক্তি, অরূপ এবং বহুরূপ, আশ্চর্য-কর্মকারি-স্বরূপ কৃষ্ণকে আমি নমস্কার করি। জ্ঞানদ্বারা তাঁহাকে জানি বলিলে আমি অপরাধী হই, কর্মদ্বারা তাঁহাকে তুষ্ট করিব মনে করিলে আমি জড়বুদ্ধি হই, যোগদ্বারা তাঁহার কৈবল্য লাভ করিব এরূপ মনে করিলে আমাকে আমি ধিক্কার করি। সুতরাং অন্য ভরসা ত্যাগ করিয়া আমি তাঁহাকে প্রণতি করি।।৩৩।।

বসুদেবঃ রামকৃষ্ণৌ। (১০।৮৫।৪)
যত্র যেন যতো যস্য যস্মৈ যদ্ যদ্ যথা যদা।
স্যাদিদং ভগবান্ সাক্ষাৎ প্রধানপুরুষেশ্বর।।৩৪।।

এই প্রধান অর্থাৎ প্রাকৃত তত্ত্ব এবং পুরুষ অর্থাৎ বিভিন্নাংশ জীব এবং আধিকারিক দেববর্গের যিনি ঈশ্বর এবং যাঁহাতে সর্বকারকের স্থিতি ভূমি অর্থাৎ কর্তা, করণ, অধিকরণ, অপাদান, সম্বন্ধ ও সম্প্রদানের যিনি একমাত্র স্থল, সেই ভগবান্ কৃষ্ণই আমার সর্বস্ব।।৩৪।।

কেবলাদ্বৈতপক্ষীয়ান্নিরস্তীকৃতাঃ শ্রুতিভিঃ (১০।৮৭।৩০-৩১)
অপরিমিতা ধ্রুবাস্তনুভৃতো যদি সর্বগতা-
স্তর্হি ন শাস্যতেতি নিয়মো ধ্রুব নেতরথা।
অজনি চ যন্ময়ং তদবিমুচ্য নিয়ন্তৃ ভবেৎ
সমমনুজানতাং যদমতং মতদুষ্টতয়া।।৩৫।।

শ্রুতিগণ (শ্রীকৃষ্ণকে) কহিলেন, — হে ধ্রুব! জীব-সংখ্যার অন্ত নাই অর্থাৎ জীব অনন্ত, এইরূপ শব্দ প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ বলে যে, জীব ব্রহ্মের ন্যায় ব্যাপক অর্থাৎ সর্বগত — এইটী তাহাদের ভ্রম; কেননা শাস্ত্রে ইহা নিশ্চিত হইয়াছে যে, জীব ঈশিতব্য অর্থাৎ শাস্য এবং তুমি ঈশ্বর তাহার শাসক অর্থাৎ জীব সেবক ও তুমি সেব্য, এ নিয়ম স্থির থাকে না, সুতরাং জীব ব্যাপক নয়, ব্যাপ্য বটে অর্থাৎ অণু-পরিমাণ। সর্বগ ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য এই যে, জীব স্বস্বরূপে ব্যাপক এবং তুমি সর্বব্যাপক। তুমি অগ্নি বা সূর্য্য তুল্য, জীব স্ফুলিঙ্গ বা কিরণকণস্থলীয় বস্তু। অতএব চিন্ময়রূপ তোমা হইতে স্থিত

বলিয়া তাহাকে স্বতত্ত্ব হইতে বাহির না করিয়া দিয়া তোমার নিয়ন্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহারা জীবকে সর্ব বিষয়ে তোমার সমান জ্ঞান করেন তাঁহারা জানেন না যে, শ্রুতিগণ এই মতকে দুষ্ট বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন।।৩৫।।

ন ঘটত উদ্ভবঃ প্রকৃতিপুরুষয়োরজয়ো-
রুভয়যুজা ভবন্ত্যসুভৃতো জলবুদ্‌বুদবৎ।
ত্বয়ি ত ইমে ততো বিবিধনামগুণৈঃ পরমে
সরিত ইবার্ণবে মধুনি লিল্যুরশেষরসাঃ।।৩৬।।

এই বদ্ধজীবের মায়িক জগতে উদ্ভব কেবল ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগে ঘটে না। চিৎশক্তিযুক্ত পরম পুরুষ তুমি, তোমাতে মায়াশক্তিযুক্ত হইয়া জীবের সোপাধিক জন্ম সংঘটন করে। জীব মায়াশক্তির অতীত সুতরাং স্বরূপশক্তির সমায়তাক্রমেই বহির্মুখ জীবকে উভয় শক্তিযুক্ত ঈশ্বরের বলক্রমে প্রাণযুক্ত করিয়া জড়ে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় উদ্ভব করে। সেই বদ্ধজীবসকল তোমার বিবিধ-নাম-উপাসনার গুণে তোমাতে অর্থাৎ চিন্ময়সমুদ্রস্বরূপ তোমাতে সমুদ্রে নদীগণের ন্যায় মিশিয়া যায়। উপাসনা-অঙ্গে যে সকল রস আছে, সেই অশেষ রস চরমে মধুররসে লয় পায়। ভক্তও সঙ্গে সঙ্গে সেই মধুর রস ভোগ করেন।।৩৬।।

অক্রূরঃ ভগবন্তম্ (১০।৪০।১০)
যথাদ্রিপ্রভবা নদ্যঃ পর্জ্জন্যাপূরিতাঃ প্রভো।
বিশন্তি সর্বতঃ সিন্ধুং তদ্বত্ত্বাং গতয়োহন্ততঃ।।৩৭।।

অতএব (অক্রূর ভগবান্‌কে) কহিলেন, -- অদ্রিপ্রভবা নদীগণ পর্জন্যপূরিত হইয়া, হে প্রভো! (যেরূপ) সমুদ্রে প্রবেশ করে, সেরূপ জীবের অন্তিম গতি তুমি বই আর কেহ নয়।।৩৭।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধজ্ঞানপ্রকরণে
শক্তিপরিণামাদচিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণনামা দশমঃ কিরণঃ।
সম্বন্ধজ্ঞানং সমাপ্তম্।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সম্বন্ধতত্ত্বপ্রকরণে শক্তি
পরিণামাত্মকাচিন্ত্যভেদাভেদলক্ষণতত্ত্বনিরূপণে দশমকিরণে
'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

সমাপ্তং সম্বন্ধজ্ঞানম্

একাদশঃ কিরণঃ

অভিধেয়বিচারঃ

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।৯।২৯)
লব্ধ্বা সুদুর্লভমিদং বহুসম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবদ
ন্নিশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্বতঃ স্যাৎ।।১।।

শাস্ত্রাভিধেয়মুদঘাট্য শুদ্ধা ভক্তির্নিরূপিতা।
শ্রীচৈতন্যাজ্ঞয়া যেন বন্দে তং রূপসজ্ঞকম্।।

কৃষ্ণ কে, জীব কে, জড়জগৎ কি — এইরূপ প্রশ্নোত্তর-জাত সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয়। সেই সম্বন্ধজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া জীবের কর্তব্য, যাহা শাস্ত্র নির্ণয় করিয়াছেন, তাহার নাম অভিধেয়। এখন সেই অভিধেয়-প্রকরণ আরম্ভ হইল। মায়িক বিষয় সর্বত্রই আছে, তজ্জন্য চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক স্বস্বরূপ পুনঃ প্রাপ্তির যত্ন করা আবশ্যক। অনেক জন্মের পর এই মানবজন্ম লাভ হইয়াছে; ইহা অনিত্য হইলেও অর্থদ, সুতরাং দুর্লভ। ধীর মনুষ্য যে পর্যন্ত মৃত্যু পুনরায় নিকট না হয়, ইহার মধ্যেই বিলম্ব না করিয়া নিঃশ্রেয়-প্রাপ্তির চেষ্টা করিবেন।।১।।

(১১।২০।৬)
যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়ো বিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ।।২।।

মানবের অধিকার ভেদে, হে উদ্ধব! নিঃশ্রেয় বলিবার অভিপ্রায়ে তিনটী উপায় যোগ বলিয়াছি অর্থাৎ কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগ। এই তিনটী যোগ ব্যতীত অন্য উপায় নাই।।২।।

তত্র কর্মযোগঃ (১১।৫।২-৩)
মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ।
চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্।।৩।।

প্রথমে কর্মযোগ বিচারিত হইতেছে। পুরুষাবতার বিষ্ণুর মুখ, বাহু, ঊরু ও পাদ হইতে

চারিটী আশ্রম অর্থাৎ গৃহস্থ, ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাসের সহিত স্বীয় স্বীয় বর্ণ-গুণসহকারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র -- এই চারিটী বর্ণী জন্মগ্রহণ করেন।।৩।।

য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্।
ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ।।৪।।

ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা স্বীয় সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরকে ভজনা করেন না, কোন প্রকারে অবজ্ঞা করেন, তাঁহারা স্বীয় স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হন।।৪।।

(১১।১০।২৩)
ইষ্ট্বেহ দেবতা যজ্ঞৈঃ স্বর্লোকং যাতি যাজ্ঞিকঃ।
ভুঞ্জীত দেববত্তত্র ভোগান্ দিব্যান্ নিজার্জিতান্।।৫।।

(১১।১০।২৬-২৭)
তাবৎ স মোদতে স্বর্গে যাবৎ পুণ্যং সমাপ্যতে।
ক্ষীণপুণ্যঃ পতত্যর্বাগনিচ্ছন্ কালচালিতঃ।।৬।।

এই বর্ণাশ্রমরূপ কর্মযোগে অভয় ফল নাই। যাজ্ঞিক অর্থাৎ গৃহমেধ যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি যজ্ঞদ্বারা দেবতাগণকে যজন করিয়া স্বর্গ প্রাপ্ত হন। সেখানে দেববৎ নিজার্জিত ভোগ্যসকল ভোগ করেন। যে পর্যন্ত তাঁহার পুণ্য ক্ষয় না হয়, সে পর্যন্ত স্বর্গে আনন্দ লাভ করেন। পুণ্য শেষ হইলে নিজের ইচ্ছা না থাকিলেও কালপ্রেরিত হইয়া নীচে পতিত হন।।৫-৬।।

যদ্যধর্মরতঃ সঙ্গাদসতাং বাঽজিতেন্দ্রিয়ঃ।
কামাত্মা কৃপণো লুব্ধঃ স্ত্রৈণো ভূতবিহিংসকঃ।।৭।।

যদি অসৎসঙ্গে অধর্ম-নিরত হন, (তাহা হইলে) অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ কামাত্মা, কৃপণ, লুব্ধ, স্ত্রৈণ, ভূতহিংসক হইয়া বিচরণ করেন।।৭।।

(১১।১০।২৯-৩৩)
কর্মাণি দুঃখোদর্কাণি কুর্বন্ দেহেন তৈঃ পুনঃ।
দেহমাভজতে তত্র কিং সুখং মর্ত্যধর্মিণঃ।।৮।।

স্বর্গ বা নরক হইতে আগত পুরুষ, চরমে যাঁহার দুঃখই ফল, সেই সকল কর্ম করিতে করিতে পুনঃ পুনঃ দেহ লাভ করেন। মর্ত্য-জন্মে সুখ কি?।।৮।।

লোকানাং লোকপালানাং মদ্ভয়ং কল্পজীবিনাম্।

ব্রহ্মণোঽপি ভয়ং মত্তোদ্বিপরার্দ্ধপরায়ুষঃ।।৯।।

সামান্য পুণ্যবান্ ও পাপীলোকের কথা কি, সমস্ত লোক, লোকপাল, কল্পজীবিগণ এবং দ্বিপরার্ধ-আয়ুবিশিষ্ট ব্রহ্মারও আমা (ভগবান্) হইতে ভয় আছে।।৯।।

গুণাঃ সৃজন্তি কর্মাণি গুণোঽনুসৃজতে গুণান্।
জীবস্তু গুণসংযুক্তো ভুংক্তে কর্মফলান্যসৌ।।১০।।

গুণসকল কর্মকে সৃষ্টি করে, গুণাগুণ সকলকে অনুসর্জন করে। জীব গুণসংযুক্ত হইয়া কর্মফল ভোগ করেন।।১০।।

যাবৎ স্যাদ্গুণবৈষম্যং তাবন্নানাত্বমাত্মনঃ।
নানাত্বমাত্মনো যাবৎ পারতন্ত্র্যং তদৈব হি।।
যাবদস্যাস্বতন্ত্রত্বং তাবদীশ্বরতো ভয়ম্।।১১।।

যে পর্যন্ত গুণবৈষম্য, সে পর্যন্ত নানাত্ব। চিদেকস্বরূপ আত্মাতে যতদিন নানাত্ম, ততদিন তাহার পারতন্ত্র্য অর্থাৎ কর্মাধীনতা। যে পর্যন্ত অস্বাতন্ত্র্য, সে পর্যন্ত ঈশ্বর হইতে ভয়।।১১।।

অষ্টাঙ্গযোগাদৌ ন সম্যক্ লাভঃ (১১।২৯।১-২)
সুদুস্তরামিমাং মন্যে যোগচর্যামনাত্মনঃ।
যথাঞ্জসা পুমান্ সিধ্যেত্তন্মে ব্রূহ্যঞ্জসাচ্যুত।।১২।।

কর্মমাত্রেরই এই গতি। অষ্টাঙ্গযোগাদি জ্ঞানমিশ্র-কর্মাঙ্গের ফলও ভাল নয়। যোগাদি শুনিয়া উদ্ধব কহিলেন, — "হে অচ্যুত! অনাত্মার পক্ষে যোগচর্যাকে সুদুশ্চর বলিয়া জানিলাম। সহজে এবং নির্ভয়ে যাহাতে পুরুষ উত্তম ফলসিদ্ধ হন তাহা বলুন"।।১২।।

প্রায়শঃ পুণ্ডরীকাক্ষ যুঞ্জন্তো যোগিনো মনঃ।
বিষীদন্ত্যসমাধানান্মনোনিগ্রহকর্শিতাঃ।।১৩।।

উদ্ধব কহিলেন, — "হে পুণ্ডরীকাক্ষ! আমি দেখি যে, প্রায়ই নিগ্রহ কর্ষিত হইয়া যোগকার্যে অসমাধানবশতঃ বিষাদকে লাভ করে"।।১৩।।

(১১।১৫।৩৩)
অন্তরায়ন্ বদন্ত্যেতান্ যুঞ্জতো যোগমুত্তমম্।
ময়া সম্পদ্যমানস্য কালক্ষপণহেতবঃ।।১৪।।

(শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন), — উত্তমযোগ যে ভক্তিযোগ তাহার সম্বন্ধে অষ্টাঙ্গযোগকে, হে

উদ্ধব! সুবোধ লোকেরা অন্তরায় অর্থাৎ ব্যাঘাত বলিয়া মনে করেন। ভক্তিযোগেই তাহার ফল অনায়াসে পাওয়া যায়। আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার প্রভৃতি যোগাঙ্গসকল ভক্তিযোগের তুলনায় কালক্ষেপণের হেতু মাত্র।।১৪।।

যোগগতিরপিস্বল্পা (১১।২৪।১৪)
যোগস্য তপসশ্চৈব ন্যাসস্য গতয়োঽমলাঃ।
মহর্জনস্তপঃ সত্যং ভক্তিযোগস্য মদ্গতিঃ।।১৫।।

যোগের ফলও সামান্য। যোগ, তপ, সন্ন্যাস — ইহাদের গতি কর্মগতি অপেক্ষা অমল। ঐ যোগিগণ মহর্লোক, তপোলোক ও সত্যলোক লাভ করেন। কায়ে কায়েই তাঁহারা প্রাকৃত জগৎ ছাড়িয়া উঠিতে পারেন না। সূক্ষ্ম শরীরে ঐ সমস্ত অভ্যাসের ফল পান। চিৎ-স্বরূপপ্রাপ্ত ভক্তযোগী আমার চিদ্ধামরূপ বিরজাপারে বৈকুণ্ঠধাম লাভ করেন।।১৫।।

সনৎকুমারঃ পৃথুম্ (৪।২২।৩৯)
যৎপাদপঙ্কজপলাশবিলাসভক্ত্যা
কর্মাশয়ং গ্রথিতমুদ্গ্রথয়ন্তি সন্তঃ।
তদ্বন্ন রিক্তমতয়ো যতয়ো নিরুদ্ধ-
স্রোতোগণাস্তমরণং ভজ বাসুদেবম্।।১৬।।

(সনৎকুমার পৃথুকে বলিতেছেন), — যাঁহার (শ্রীভগবানের) পাদপদ্ম-পলাশ-বিলাসরূপ ভক্তিদ্বারা সাধুগণ অবিদ্যাবন্ধ কর্মাশয় উদ্গ্রন্থিত করেন। রিক্তমতি যোগী ও যতিগণ বহুচেষ্টাতে ইন্দ্রিয়স্রোতোগণকে নিরোধ করিয়াও সেইরূপ সহজে কর্মাশয় ছেদন করিতে পারেন না। অতএব জ্ঞান-যোগাদি-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া বাসুদেব কৃষ্ণকে ভজনা কর।।১৬।।

বহির্মুখকর্মমাত্রস্য নিন্দা। কপিলঃ দেবহূতিম্ (৩।২৩।৫৬)
নেহ যৎকর্ম ধর্মায় ন বিরাগায় কল্পতে।
ন তীর্থপাদসেবায়ৈ জীবন্নপি মৃতো হি সঃ।।১৭।।

বহির্মুখ কর্মমাত্রের নিন্দা। যাঁহার স্বধর্মাশ্রয়-রূপ কর্ম ধর্মের উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই, স্বধর্ম বিরাগ-উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই, আবার স্বধর্মজাত বিরাগ যে স্থলে তীর্থপাদ কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে কৃত হয় নাই, সে ব্যক্তি জীবিত থাকিয়াও মৃত।।১৭।।

শৌনকঃ সূতং (১।১৮।১২)
কর্মণ্যস্মিন্ননাশ্বাসে ধূমধূম্রাত্মনাং ভবান্।
আপায়য়তি গোবিন্দপাদপদ্মাসবং মধু।।১৮।।

সূত মহাশয়কে দেখিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ কহিলেন, -- আহা! আমরা অনাশ্বাস-কর্মে যজ্ঞ করিয়া ধূম্রাত্মক হইয়া তাপিত হইতেছি, এ সময়ে তুমি আমাদিগকে গোবিন্দপাদপদ্ম মধুপান করাইয়া কৃতার্থ করিতেছ।।১৮।।

সকামকর্মণি মূঢ়তা দর্শিতা শ্রীশুকেন (২।৩।২-১১)
ব্রহ্মবর্চসকামস্তু যজেত ব্রহ্মণঃ পতিম্।
ইন্দ্রমিন্দ্রিয়কামস্তু প্রজাকামঃ প্রজাপতীন্।।১৯।।

সকাম-কর্মে মূঢ়তা। ব্রহ্মতেজ-কামনায় ব্রাহ্মণদিগের পতি ব্রহ্মার ভজনা করে। ইন্দ্রিয়বল-কামনায় ইন্দ্রকে ভজনা করে। প্রজাকামী ব্যক্তি প্রজাপতিদিগকে ভজনা করে।।১৯।।

দেবীং মায়াস্তু শ্রীকামস্তেজস্কামো বিভাবসুম্।
বসুকামো বসুন্ রুদ্রান্ বীর্যকামোঽথ বীর্যবান্।।২০।।

শ্রীকামী পুরুষ মায়াদেবীকে ভজনা করে। তেজঃকামী ব্যক্তি সূর্যকে ভজনা করে। বসুকামী পুরুষ বসুদিগকে উপাসনা করে। বীর্যকামী বীর্যবান্ পুরুষ রুদ্রকে ভজনা করে।।২০।।

অন্নাদ্যকামস্ত্বদিতিং স্বর্গকামোঽদিতেঃ সুতান্।
বিশ্বান্ দেবান্‌রাজ্যকামঃ সাধ্যান্ সংসাধকো বিশাম্।।২১।।

অন্নাদিকামী পুরুষ অদিতিকে উপাসনা করে। স্বর্গকামী ব্যক্তি অদিতিপুত্র দেবগণকে ভজনা করে। রাজ্যকামী ব্যক্তি বিশ্বদেবতাকে পূজা করে। স্বাধীনতাপ্রয়াসী প্রজাগণ সাধ্যাগণকে পূজা করে।।২১।।

আয়ুষ্কামোঽশ্বিনৌ দেবৌ পুষ্টিকাম ইলাং যজেৎ।
প্রতিষ্ঠাকামঃ পুরুষো রোদসী লোকমাতরৌ।।২২।।

আয়ুষ্কামী ব্যক্তি অশ্বিনীকুমারকে পূজা করে। পুষ্টিকামী ইলা অর্থাৎ পৃথিবীকে পূজা করে। প্রতিষ্ঠাকামী পুরুষ লোকদিগের জননী দ্যাবা পৃথিবীকে পূজা করে।।২২।।

রূপাভিকামো গন্ধর্বান্ স্ত্রীকামোঽপ্সর উর্বশীম্।
আধিপত্যকামঃ সর্বেষাং যজেত পরমেষ্ঠিনম্।।২৩।।

রূপকামী গন্ধর্বগণের পূজা করে। স্ত্রীকামী উর্বশী অপ্সরার উপাসনা করে। আধিপত্যকামী ব্যক্তি সকলের প্রধান পরমেষ্ঠির পূজা করে।।২৩।।

যজ্ঞং যজেদ্‌যশস্কামঃ কোষকামঃ প্রচেতসম্।
বিদ্যাকামস্তু গিরিশং দাম্পত্যার্থ উমাং সতীম্।।২৪।।

যশঃকামী ব্যক্তি যজ্ঞপতি বিষ্ণুকে যজন করে। কোষকামী ব্যক্তি প্রচেতাগণকে ভজন করে। বিদ্যাকামী শিবকে যজন করে। দাম্পত্যকামী উমাদেবীকে ভজে।।২৪।।

ধর্মার্থ উত্তমঃশ্লোকং তন্তুং তন্বন্ পিতৃন্ যজেৎ।
রক্ষাকামঃ পুণ্যজনানোজস্কামো মরুদ্দগণান্।।২৫।।

ধর্মার্থকামী উত্তমশ্লোকনামা বিষ্ণুর পূজা করে। প্রজাবিস্তৃতিকামী পিতৃলোককে ভজনা করে। রক্ষাকামব্যক্তি পুণ্যজন-রক্ষলোককে (পুণ্যবান্ যক্ষগণকে) পূজা করে। ওজঃ-কাম ব্যক্তি মরুদ্দগণকে পূজা করে।।২৫।।

রাজ্যকামো মনূন্ দেবান্ নিঋতিং ত্বভিচরন্ যজেৎ।
কামকামো যজেৎ সোমমকামঃ পুরুষং পরম্।।২৬।।

রাজ্যকাম ব্যক্তি মনু ও দেবগণকে, অভিচারকামী নিঋতিকে পূজা করে। কামকামী সোমকে ভজনা করে। অকাম পুরুষ পরমপুরুষ ভগবান্‌কে ভজন করে।।২৬।।

অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্।।২৭।।

ভগবান্ সকল কাম দিতে পারেন; অপর দেবতাগণ তাঁহার কৃপায় সামান্য সামান্য ফল দেয়, তখন উদারবুদ্ধি ব্যক্তি অনন্য তীব্র ভক্তির সহিত পরম পুরুষকে অকাম, সর্বকাম বা মোক্ষকাম হইয়া ভজন করে।।২৭।।

এতাবানেব যজতামিহ নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
ভগবত্যচলো ভাবো যদ্ভাগবতসঙ্গতঃ।।২৮।।

সংসারে যজনকারী ব্যক্তির নিঃশ্রেয়-উদয় ইহাকেই বলে যে, ভাগবতসঙ্গ হইতে ভগবানে অচল ভাব উদয় হয়। যজন কর্মবিশেষ। ভজন নিষ্কাম-চেষ্টা-বিশেষ।।২৮।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।১৪।২০)
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জিতা।।২৯।।

(শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) — হে উদ্ধব! অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য-জ্ঞান, স্বাধ্যায় অর্থাৎ

বেদাধ্যয়ন, তপস্যা ও সন্ন্যাস আমাকে সাধিতে পারে না। যদি কোন স্থানে পারে তথাপি আমাতে প্রদীপ্তা ভক্তি যেরূপ আমাকে সাধন করে, সেরূপ পারে না।।২৯।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১২।৩।৪৮-৪৯)
বিদ্যাতপঃপ্রাণনিরোধমৈত্রী-
তীর্থাভিষেকব্রতদানজপ্যৈঃ।
নাত্যন্তশুদ্ধিং লভতেঽন্তরাত্মা
যথা হৃদিস্থে ভগবত্যনন্তে।।৩০।।

(শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎকে বলিতেছেন) -- বিদ্যা, তপ, প্রাণায়াম, মৈত্রী, তীর্থাভিষেক, ব্রত, দান ও জপদ্বারা অন্তরাত্মা সেরূপ অত্যন্ত শুদ্ধিলাভ করে না, যেরূপ অনন্ত ভগবান্ হৃদিস্থিত হইলে হয়।।৩০।।

তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হৃদিস্থং কুরু কেশবম্।
ম্রিয়মাণো হ্যবহিতস্ততো যাসি পরাং গতিম্।।৩১।।

অতএব হে রাজন্! সর্ব-স্বরূপ কেশবকে হৃদিস্থ কর। তাহা করিলে নিশ্চয় ম্রিয়মাণ ব্যক্তি পরা গতি প্রাপ্ত হয়।।৩১।।

কেবলজ্ঞানস্য ধিক্কারঃ। ব্রহ্মা ভগবন্তম্ (১০।১৪।৩-৪)
জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব
জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয়বার্তাম্।
স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙ্মনোভি-
র্যে প্রায়শোঽজিতজিতোঽপ্যসি তৈস্ত্রিলোক্যাম্।।৩২।।

(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ-স্তবে বলিতেছেন) -- জ্ঞানে প্রয়াস পরিত্যাগপূর্বক প্রণতি-ভক্তি সহকারে সাধুমুখে তোমার কথা শ্রুতিগতকরতঃ তনু, বাক ও মনের দ্বারা যিনি স্থানস্থিত হইয়া জীবন যাপন করেন, হে অজিত! এই ত্রিলোকের মধ্যে তিনিই তোমাকে আয়ত্তাধীন করেন।।৩২।।

শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো
ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে
নান্যদযথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্।।৩৩।।

ভক্তিই কেবল শ্রেয়লাভের একমাত্র পথ। হে বিভো! সেই ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া বোধলব্ধির জন্য যে সকল লোক চেষ্টা করেন, ক্লেশই মাত্র তাঁহাদের চরম ফল হয়।

স্থূলতুষাবঘাতী ব্যক্তি যেরূপ কোন প্রকারে তণ্ডুল লাভ করেন না, তদ্রূপ।।৩৩।।

ভক্তেঃ কেবলং অভিধেয়লক্ষণং দর্শিতং কপিলেন (৩।২৫।৪৪)
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং নিঃশ্রেয়সোদয়ঃ।
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন মনো ময্যর্পিতং স্থিরম্।।৩৪।।

কর্ম্মজ্ঞান-যোগাদি কিছুই সাক্ষাৎ অভিধেয় নয়। তাহাদের যে কিছু অভিধেয়ত্ব সে কেবল গৌণরূপে মাত্র। অতএব শুদ্ধভক্তি সর্বশাস্ত্রে অভিধেয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। অতএব ভগবান্ কহিতেছেন যে, তীব্র ভক্তিযোগে আমাতে মনস্থিত করাই এই লোকে জীবের নিঃশ্রেয়ের উদয়।।৩৪।।

সূতঃ শৌনকাদীন্ (১।২।৬-১০)
স বৈ পুংসাং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি।।৩৫।।

শ্রীসূত গোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণকে কহিতেছেন -- জীবের তাহাই পর-ধর্ম, যাহা অনুষ্ঠান করিলে অধোক্ষজ ভগবানে অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তি উদয় হয়। সেই ভক্তিতেই আত্মা প্রসন্ন হয়। অহৈতুকী -- নিষ্কামা, স্বাভাবিকী; অপ্রতিহতা -- যাহাকে কেহ প্রতিরোধ করিতে পারে না।।৩৫।।

বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রযোজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্।।৩৬।।

সেই পরধর্মানুষ্ঠানে ভক্তিকে উদয় করিবার যে চেষ্টা, তাহারই নাম ভক্তিযোগ। ভগবান্ বাসুদেবে সেই ভক্তিযোগ অনুষ্ঠিত হইতে হইতে অনায়াসে ইতর বিষয়ে বৈরাগ্য ও অভেদ-সন্ধান-রহিত জ্ঞান উদয় হয়।।৩৬।।

ধর্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিশ্বক্সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদযদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম।।৩৭।।

পরধর্ম-শব্দাব্যবহারের তাৎপর্য এই যে, অনেক সময়ে ভক্তি বহির্মুখ হইয়া পড়ে। যখন উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত বর্ণাশ্রমধর্ম কৃষ্ণে রতি উৎপন্ন না করিতে পারে, তখন শ্রমমাত্রই তাহার ফল হয়।।৩৭।।

ধর্মস্য হ্যপবর্গস্য নার্থোর্থায়োপকল্পতে।
নার্থস্য ধর্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ।।৩৮।।

পরধর্মের লক্ষণ বলিতেছেন, অপবর্গজনক ধর্ম এক প্রকার এবং ত্রিবর্গজনক ধর্ম আর এক প্রকার। ধর্মাকারে ভেদ স্বল্প, নিষ্ঠা-ভেদই মূল। ত্রিবর্গজনক ধর্ম (পুণ্যকর্ম) অর্থ ও কামকে উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়। আপবর্গ্যধর্ম ত্রিবর্গদ্বারা সীমাবদ্ধ নয়। আপবর্গ্যধর্মের অর্থ গৃহীত হইয়া কামলাভের জন্যই হয় না। ধর্মে যে অর্থ হয় তাহাতে কাম পাওয়া যায় বটে কিন্তু কামে একান্ত ধর্মের পর্যবসান নয়।।৩৮।।

কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা।
জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্মভিঃ।।৩৯।।

কাম যে ইন্দ্রিয়প্রীতিরূপ ত্রৈবর্গিক ধর্মের ফল, তাহা আপবর্গ্য-ধর্মে নাই। আপবর্গ্য-ধর্মে অর্থ কামকে দেয় বটে কিন্তু সে কাম কেবল জীবন-যাত্রার উপযোগী মাত্র। কামভোগ চরম নয়। ইন্দ্রিয়প্রীতির অনুসন্ধান এই ধর্মে নাই। নিষ্পাপ সহজে অবিরোধ জীবন নির্বাহিত হইয়া জীবনের প্রধান উদ্দেশ্যে যে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা, তাহা সম্পাদিত হওয়াই আপবর্গ-ধর্মের তাৎপর্য। কর্মকাণ্ড যাহাকে অর্থ বলে, তাহা এই ধর্মের অর্থ নয়।।৩৯।।

(১।২।১২-১৩)
তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া
পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া।।৪০।।

অপবর্গ দুই প্রকার। অভেদ-অপবর্গ -- সাযুজ্য। অচিন্ত্যভেদাভেদ মতে অপবর্গ শুদ্ধাত্মধর্ম -- পরা ভক্তি। এখন কহিতেছেন, পূর্ববিচারক্রমে শ্রদ্ধাবান্ মুনিগণ বেদগুরুদত্তা জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তা শুদ্ধা ভক্তির কৃপায় পরমাত্মতত্ত্বে আত্মাকে দেখিয়া থাকেন।।৪০।।

অতঃ পুংভির্দ্বিজশ্রেষ্ঠা বর্ণাশ্রমবিভাগশঃ।
স্বনুষ্ঠিতস্য ধর্মস্য সংসিদ্ধির্হরিতোষণম্।।৪১।।

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ শৌনকাদি ঋষিগণ! মানবগণের বর্ণাশ্রম বিভাগপূর্বক উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত ধর্মের চরম ফল হরিতোষণ।।৪১।।

মুখ্যভক্তিলক্ষণম্। কপিলঃ দেবহূতিম্ (৩।২৫।৩২-৩৩)
দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মণাম্
সত্ত্ব এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।।৪২।।

এখন শুদ্ধা ভক্তির লক্ষণ বলিতেছেন। বেদোদিত-ক্রিয়া-বিষয়ক সত্ত্ব রজস্তমগুণলিঙ্গ দ্বারা যে তিনটী দেবতা লক্ষিত হয় তন্মধ্যে সত্ত্বাধিষ্ঠিত বিষ্ণুর প্রতি জীবের যে স্বাভাবিকী মনোবৃত্তি তাহাই ভক্তি। ভাগবতী ভক্তি অনিমিত্তা অর্থাৎ ফলানুসন্ধানরহিতা। তাহাই

সিদ্ধি অর্থাৎ সাযুজ্য-মুক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভক্তির এই লক্ষণ সাধারণ। সাধক যতদিন নির্গুণ-বুদ্ধি লাভ না করেন ততদিন কিঞ্চিৎ স্বগুণ-ভাবে বিষ্ণুতে ভক্তি করিবেন। ইহাই প্রাথমিক সাধন-ভক্তি। নির্গুণে স্থিত ব্যক্তি বস্তুতঃ নির্গুণ বিষ্ণুতে ভক্তি করিবেন। তাহাই বৈধ এবং ভাব-ভেদে দ্বিবিধ! শুদ্ধ নির্গুণ হইলে বিষ্ণুতত্ত্বের পরাকাষ্ঠা যে কৃষ্ণতত্ত্ব, তাহাতে শুদ্ধভাব ভক্তি করিবেন ।।৪২।।

জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা।।৪৩।।

এই শুদ্ধা ভক্তি যাঁহার হৃদয়ে উদয় হন, তাঁহার লিঙ্গ শরীর অতি শীঘ্র জারিত হইয়া যায়; উদ্দীপ্ত জঠরানল ভুক্ত অন্নকে যেরূপ জীর্ণ করে তদ্বৎ।।৪৩।।

(৩।২৯।১১-১২)
মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ।।৪৪।।

যখন নির্গুণ-ভক্তি আধারস্থ হন তখন তাঁহার স্বরূপ এই — আমার (শ্রীভগবানের) গুণ-শ্রবণ-মাত্রে সর্বগুহাশয় যে আমি, আমাতে অবিচ্ছিন্নতা হইয়া পড়ে। যেরূপ গঙ্গাজল সমুদ্রে পড়িয়া অবিচ্ছিন্ন হয় তদ্রূপ।।৪৪।।

লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্।
অহৈতক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে।।৪৫।।

পুরুষোত্তম অর্থাৎ কৃষ্ণে যে অহৈতুকী অব্যবহিতা ভক্তি উদাহৃত হইল, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ। অব্যবহিতা-শব্দে অন্যাভিলাষ ও জ্ঞানকর্মযোগাদি আসিয়া যে ব্যবধান করে তদ্রহিতা।।৪৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতং (২।৩।১২)
জ্ঞানং যদা প্রতিনিবৃত্তগুণোর্মিচক্র-
মাত্মপ্রসাদ উত যত্র গুণেষ্বসঙ্গঃ।
কৈবল্যসম্মতপথস্ত্বথ ভক্তিযোগঃ
কো নির্বৃতো হরিকথাসু রতিং ন কুর্যাৎ।।৪৬।।

যখন জ্ঞান গুণোর্মিচক্র হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয় অর্থাৎ নির্গুণ সম্বন্ধজ্ঞান উদয় হয় (তখন) আত্মা প্রসন্ন হয় এবং গুণসঙ্গরহিত হইয়া আত্মা কেবল চিন্ময়-স্বরূপে প্রকাশ পায়। তখন কৈবল্যসম্মত নির্গুণ ভক্তিযোগ উদয় হয়; অতএব এইরূপ নির্বৃত কোন্ পুরুষ হরি কথায় রতি না করিবেন?।।৪৬।।

(২।৩।১৭)
আয়ুর্হরতি বৈ পুংসামুদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্তে যৎ ক্ষণো নীত উত্তমঃশ্লোকবার্তয়া।।৪৭।।

তখন অব্যর্থকালত্ব বুদ্ধি এইরূপ হয়। দেখ, এই সূর্য প্রতিদিন উদয়াস্ত হইয়া জীবের আয়ু হরণ করিতেছে। কেবল যেক্ষণে কৃষ্ণকথা হয়, সেইক্ষণকে অপহরণ করিতে পারে না।।৪৭।।

(২।৮।৪)
শৃণ্বতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যাং গৃণতশ্চ স্বচেষ্টিতম্।
নাতিদীর্ঘেন কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি।।৪৮।।

শ্রদ্ধাপূর্বক নিত্য স্বীয় নামাদির শ্রবণ কীর্তন শুনিতে শুনিতে অতি অল্পকালের মধ্যে ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রবেশ করেন।।৪৮।।

পরীক্ষিৎ শুকং।
প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রে ণ স্বানাং ভাবসরোরুহং।
ধূনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ।।৪৯।।

কর্ণরন্ধ্রের দ্বারা ভক্তগণের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভাবপদ্মের যে মল থাকে তাহা পরিষ্কৃত করেন। শরৎকাল জলকে যেরূপ পরিষ্কার করে তদ্বৎ।।৪৯।।

শুক পরীক্ষিতং (২।১।১৩)
খট্বাঙ্গো নাম রাজর্ষিজ্ঞাত্বেয়ত্তামিহায়ুষঃ।
মুহূর্তাৎ সর্বমুৎসৃজ্য গতবানভয়ং হরিং।।৫০।।

খটাঙ্গ নামা রাজর্ষি আপনার অবশেষ এক মুহূর্ত আছে ইহা জানিয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্বক অভয় স্বরূপ হরির শরণাপন্ন হইয়া ছিলেন।।৫০।।

(২।১।১২)
কিং প্রমত্তস্য বহুভিঃ পরোক্ষৈর্হায়নৈরিহ।
বরং মুহূর্তং বিদিতং ঘটতে শ্রেয়সে যতঃ।।৫১।।

প্রমত্ত পুরুষের অনেক বৎসর পরমায়ু থাকিলেই কি হইবে। বরং শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তির পরিজ্ঞাত এক মুহূর্ত জীবনও শ্রেয় উৎপাদনের হেতু হয়।।৫১।।

(২।১।২-৭)

শ্রোতব্যাদীনি রাজেন্দ্র নৃণাং সন্তি সহস্রশঃ।
অপশ্যতামাত্মতত্ত্বং গৃহেষু গৃহমেধিনাং।।৫২।।

যাঁহারা আত্মতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি করেন না এরূপ মানবগণের পক্ষে হে রাজেন্দ্র! গৃহস্থিত গৃহমেধীগণের সহস্র সহস্র বিষয় শ্রোতব্য আছে।।৫২।।

নিদ্রয়া হ্রিয়তে নক্তং ব্যবায়েন চ বা বয়ঃ।
দিবা চার্থেহয়া রাজন্ কুটুম্বভরণেন বা।।৫৩।।

গৃহী ব্যক্তি নিদ্রায় রাত্রি হরণ করেন অথবা স্ত্রী-সঙ্গরঙ্গে জীবন কাটান। দিবাভাগে অর্থচিন্তায় বা কুটুম্বভরণে ব্যস্ত থাকেন।।৫৩।।

দেহাপত্যকলত্রাদিম্বাত্মসৈন্যেম্বসৎস্বপি।
তেষাং প্রমত্তো নিধনং পশ্যন্নপি ন পশ্যতি।।৫৪।।

দেহ-অপত্য-কলত্রাদি হইয়াছেন আত্মসৈন্য। সেই অসৎপাত্রসমূহ লইয়া মত্ত। নিধন উপস্থিত হইয়াছে, তাহা দেখিয়াও দেখেন না।।৫৪।।

তস্মাদ্ভারত সর্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চেচ্ছতাহভয়ম্।।৫৫।।

অতএব হে ভারত! যিনি অভয় পাইতে ইচ্ছা করেন তিনি সর্বাত্মা ঈশ্বর ভগবান্ হরির বিষয় শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ করুন।।৫৫।।

এতাবান্ সাংখ্যযোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া।
জন্মলাভঃ পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ।।৫৬।।

সাংখ্য, অষ্টাঙ্গযোগ ও স্বধর্ম-পরিনিষ্ঠাদ্বারা মানবজন্মের কি ফল উদ্দিষ্ট হয়? কোনপ্রকারে অন্তে বা মরণকালে নারায়ণ স্মরণ হয়, ইহাই তাহাদের উদ্দেশ্য। অতএব সেই সেই চেষ্টাকে গৌণ জানিয়া মুখ্যভক্তি চেষ্টার সাধনই শ্রেয়ঃ।।৫৬।।

প্রায়েণ মুনয়ো রাজন্ নিবৃত্তা বিধিসেধতঃ।
নৈগুর্ণ্যস্থা রমন্তে স্ম গুণানুকথনে হরেঃ।।৫৭।।

হে রাজন্! মুনিগণ এই জন্যই বিধি-নিষেধের চেষ্টা পরিত্যাগপূর্বক নৈগুর্ণ্যস্থিত হইয়া কৃষ্ণগুণানুকথনে রমণ করেন।।৫৭।।

তত্রাধিকারনির্ণয়ঃ কৃষ্ণঃ উদ্ধবং (২।১।১১)
এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্।।৫৮।।

হে নৃপ! শ্রুতিস্মৃতিশাস্ত্রাদিতে এইটী অভিধেয়রূপ নির্ণয় করিয়াছেন যে, নির্বেদযুক্ত যোগী পুরুষগণ অকুতোভয় পাইবার আশা থাকিলে নিরন্তর হরিনামানুকীর্তন করিবেন।।৫৮।।

(১১।২০।৭-৯)
নির্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যসিনামিহ কর্মসু।
তেষ্বনির্বিণ্ণচিত্তানাং কর্মযোগশ্চ কামিনাম্।।৫৯।।

ভক্তির অধিকারী কে, তাহা নির্ণয় করিতেছেন। যাহাদের কর্ম ও কর্ম ফলে নির্বেদ জন্মিয়াছে তাহারা জ্ঞানযোগের অধিকারী। যাহারা অনির্বিণ্ণচিত্ত এবং কামনাযুক্ত তাহারা কর্মযোগের অধিকারী।।৫৯।।

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।।৬০।।

যে কোন পূর্ব বা আধুনিক সুকৃতিতেই হউক যাঁহার আমার কথায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; অথচ চিত্ত নির্বিণ্ণ হয় নাই কিন্তু অধিক আসক্তিও নাই এইরূপ ব্যক্তির পক্ষে ভক্তিযোগ সিদ্ধিদায়ক হন। অনির্বিণ্ণচিত্ত-শব্দে এই বুঝিতে হইবে যে, শুষ্কবৈরাগ্যে আগ্রহ হয় নাই। অনাসক্তভাবে কৃষ্ণসম্বন্ধে নিযুক্ত বিষয়সকল ভোগ করিতে প্রস্তুত। শ্রদ্ধাই মূল।।৬০।।

তাবৎ কর্মাণি কুর্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে।।৬১।।

কর্মসকল সেই পর্যন্ত কর্তব্য, যে পর্যন্ত জ্ঞানমার্গে নির্বেদ উদয় না হয় বা ভক্তিমার্গস্থিত ব্যক্তির আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে। জ্ঞানমার্গী ব্যক্তি নির্বেদ উদয় হইলেই কর্ম ত্যাগের অধিকারী। ভক্তিমার্গী ব্যক্তি হরিকথায় শ্রদ্ধা হইলেই কর্মত্যাগ করিবে। তবে যে ভক্তের স্বধর্মানুষ্ঠান সে কেবল ভক্তির অনুকূল হইলে।।৬১।।

(১১।২০।১১)
অস্মিল্লোঁকে বর্তমানঃ স্বধর্মস্থোঽনঘঃ শুচিঃ।
জ্ঞানং বিশুদ্ধমাপ্নোতি মদ্ভক্তিং বা যদৃচ্ছয়া।।৬২।।

এই লোকে অবস্থিত ব্যক্তি নিষ্পাপ ও শুচি হইয়া স্বধর্মে থাকিলে ক্রমশঃ বিশুদ্ধ জ্ঞান

লাভ করেন অথবা অতিভাগ্যবান্ হইলে যদৃচ্ছাক্রমে কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন।।৬২।।

তত্রাধিকারনিষ্ঠায়া গুণত্বং (১১।২১।২)
স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
বিপর্যয়স্তু দোষঃ স্যাদুভয়োরেষ নির্ণয়ঃ।।৬৩।।

যে ব্যক্তির যাহা অধিকার তাহাই তিনি করিবেন ইহাতে অপরের অনুরোধ পালনের আবশ্যকতা নাই। স্বীয় স্বীয় অধিকারে যে নিষ্ঠা তাহারই নাম গুণ। অধিকার নিষ্ঠা পরিত্যাগের নাম দোষ। এইটীই গুণ দোষের নির্ণয়। অনাদি কর্ম সুকৃতি ও দুষ্কৃতি হইতে যে স্বভাব হইয়াছে তদ্দ্বারাই স্বীয় অধিকার রতি উদয় হয়।।৬৩।।

সাধনলক্ষণাভাবলক্ষণাপ্রেমলক্ষণা চেতি ভক্তিস্ত্রিবিধা (১১।৩।৩০-৩১)
পরস্পরানুকথনং পাবনং ভগবদযশঃ।
মিথো রতির্মিথস্তুষ্টির্নিবৃত্তির্মিথ আত্মনঃ।।৬৪।।

বদ্ধ জীবের পক্ষে সাধনভক্তিই অভিধেয়। সেই সাধন ভক্তি হইতেই ভাবভক্তি এবং ভাবভক্তি হইতেই প্রেমভক্তি, অতএব কহিতেছেন, ভগবদযশ অতি পবিত্রকারী তাহাই ভক্তগণ পরস্পর শ্রবণকীর্তন করিবেন। তাহাতে পরস্পরের রতি তুষ্টি ও আত্মনির্বৃতি উদয় হইবে।।৬৪।।

স্মরন্তঃ স্মারয়ন্তশ্চ মিথোঽঘৌঘহরং হরিং।
ভক্ত্যা সংজাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকাং তনুং।।৬৫।।

পরস্পর অঘনাশন হরিকে স্মরণ করিতে করিতে ও করাইতে করাইতে সাধনভক্তি হইতে পরাভক্তি উদয় হয়। তদ্দ্বারা উৎপুলকিত হইয়া পড়েন।।৬৫।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
শাস্ত্রাভিধেয়বিচার নাম একাদশঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব প্রকরণে
শাস্ত্রাভিধেয়বিচারে একাদশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

দ্বাদশঃ কিরণঃ

সাধনভক্তিঃ

ভিক্ষুঃ (১১।২৩।৪৯)
দেহং মনোমাত্রমিমং গৃহীত্বা
মমাহমিত্যন্ধধিয়ো মনুষ্যাঃ।
এষোঽহমন্যোঽয়মিতি ভ্রমেণ
দুরন্তপারে তমসি ভ্রমন্তি।।১।।

কৃপয়া গৌরচন্দ্রস্য ভক্তির্যা সাধনাভিধা।
রূপিতা যৈর্নমামি তান্ জীবরূপসনাতনান্।।

মানবগণ মাত্রা অর্থাৎ বৃত্তি ইন্দ্রিয়াদি ইহাকেই দেহ স্থির করিয়া আমি ও আমার এইরূপ অল্পবুদ্ধিক্রমে এই আমি এই অপর এইরূপ ভ্রমগ্রস্ত হইয়া দুরন্তপার সংসার ভ্রমণ করিতেছি।।১।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং (১১।২২।৩৭)
মনঃ কর্মময়ং নৃণামিন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভির্যুতম্।
লোকাল্লোকং প্রযাত্যন্য আত্মা তদনুবর্ততে।।২।।

মনুষ্যগণের কর্মময় মন পাঁচটী ইন্দ্রিয়ের সহিত যুক্ত হইয়া যাহা যাহা করে তদ্দ্বারা একলোক হইতে অন্যলোকে যায়। জীবাত্মা অন্য হইয়াও মনের সহিত ঐক্য অভিমানে তাহার অনুবর্তমান হয়।।২।।

(১১।২৩।৬০)
তস্মাৎ সর্বাত্মনা তাত নিগৃহাণ মনো ধিয়া।
ময্যাবেশিতয়া যুক্ত এতাবান্ যোগসংগ্রহঃ।।৩।।

হে উদ্ধব, সমস্ত যোগের সংক্ষেপ তাৎপর্য এই যে আমাতে আবিষ্ট বুদ্ধিদ্বারা সর্বপ্রকারে মনকে স্ববশে আন।।৩।।

(১১।২২।৫৮-৫৯)
ক্ষিপ্তোঽবমানিতোঽসদ্ভিঃ প্রলব্ধোঽসূরিতোঽথবা।
তাড়িতঃ সন্নিরুদ্ধো বা বৃত্ত্যা বা পরিহাপিতঃ।।৪।।

নিষ্ঠ্যুতো মূত্রিতো বাজ্ঞৈর্বহুধৈবং প্রকম্পিতঃ।
শ্রেয়স্কামঃ কৃচ্ছ্র গত আত্মনাত্মানমুদ্ধরেৎ।।৫।।

এ বিষয়ে এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত দৃঢ় হও। তোমাকে কেহ ঠেলিয়া ফেলুক, অপমানই করুক, অসৎ-ব্যক্তির দ্বারা বঞ্চিতই হও, কেহ বা হিংসা করুক, কেহ বা তাড়না করুক, কেহ বা আবদ্ধ করুক, কেহ বা তোমার সম্পত্তি হরণ করুক, কেহ বা তোমাকে থুৎকার করুক, কেহ বা তোমার শরীরে মূত্রত্যাগ করুক, এবং অজ্ঞ ব্যক্তিগণ বহুবিধরূপে প্রকম্পিত করুক, তথাপি তুমি দৃঢ়রূপে শ্রেয়স্কাম হও এবং মনকে ভক্ত্যাশ্রিত বুদ্ধিদ্বারা কুবিষয় হইতে অবশ্যই উদ্ধার করিবে।।৪-৫।।

সাধনলক্ষণা ভক্তিরপি রাগানুগবৈধীভেদেন দ্বিধা। নারদেন (৭।১।৩১)
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্‌যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।।৬।।

সাধনলক্ষণা ভক্তি বৈধী ও রাগানুরাগ-ভেদে দ্বিবিধা। নারদ কহিলেন, হে মহারাজ যুধিষ্ঠির, কৃষ্ণাবেশ দুই প্রকার অর্থাৎ রাগাবেশ ও বৈধাবেশ। কাম, ভয়, দ্বেষসম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে হয় রাগ, নয় রাগধর্ম প্রাপ্ত তদ্বিপরীত ধর্ম দ্বেষ আছে। সাধারণতঃ সেইগুলি রাগধর্মী। কর্তব্যাকর্তব্য-বিচার-পূর্বক কৃষ্ণভজনে যে প্রবৃত্তি তাহা বিধিজনিত। সাধনপ্রাপ্ত গোপীগণ কাম হইতে কৃষ্ণাবেশ প্রাপ্ত হন। কংসভয় হইতে, শিশুপাল দ্বেষ হইতে, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধবুদ্ধি হইতে এবং তোমরা পাণ্ডবগণ স্নেহ হইতে কৃষ্ণাবেশ লাভ করিয়াছ। আমরা ঋষিগণ বিধিবুদ্ধি হইতে কৃষ্ণ ভজন করি। ইহার মধ্যে ভয়, দ্বেষ এই দুইটী অনুকরণীয় নয়। কাম, সম্বন্ধ ও স্নেহ এই সকলে রাগভক্তি আছে। সেই সেই ভাব দৃষ্টে যাঁহাদের তদনুকরণে ভাল লাগে তাঁহাদের যে সাধনলক্ষণ ভক্তি তাহাকে রাগানুগা ভক্তি বলা যায়। এই সাধনই বৈধসাধন অপেক্ষা প্রবল। প্রথমে বৈধলক্ষণ কথিত হইবে।।৬।।

ভক্ত্যা বিধিভক্ত্যা। কামাৎ সম্বন্ধাপ্তরাগভক্তিস্তদনুগা এব রাগানুগা সাধনভক্তিঃ। তত্রাদৌ বিধিভক্তির্বর্ণিতা। রাগানুদয়ে সাবশ্যমেবালম্বনীয়া। কৃষ্ণঃ উদ্ধবং (১১।২৭।৭)
বৈদিকস্তান্ত্রিকো মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ।
ত্রয়ানামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েৎ।।৭।।

বৈধসাধনে বৈদিক, তান্ত্রিক ও মিশ্র এই ত্রিবিধ লক্ষণ অর্চণাদি আছে। সেই সেই তিন প্রকার অর্চন বিধি অনুসারে স্বীয় ইপ্সানুমত লোকে আমার অর্চনা করিয়া থাকেন।।৭।।

আবির্হোত্রঃ নিমিং (১১।৩।৪৭)
য আশু হৃদয়গ্রন্থিং নির্জিহীর্যুঃ পরাত্মনঃ।
বিধিনোপচরেদ্দেবং তন্ত্রোক্তেন চ কেশবম্।।৮।।

যিনি হৃদয় গ্রন্থিকে শীঘ্র ছেদন করিতে চান। তিনি পরাত্মার তন্ত্র বিধিদ্বারা কেশবকে অর্চনা করিবেন।।৮।।

বিধিভক্তেঃ স্থূলাঙ্গানি নব। প্রহ্লাদঃ পিতরং (৭।৫।২৩)
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।।৯।।

(৭।৫।২৪)
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।
ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্।।১০।।

বিধিভক্তি অনেক প্রকার হইলেও নয়টী অঙ্গ তাহার অন্য সকল অঙ্গকে ক্রোড়ীভূত করে। শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণ ভক্তিকে যিনি বিষ্ণুতে সাক্ষাৎ অর্পণ করিতে পারেন তিনিই শাস্ত্রে উত্তম পণ্ডিত। সাক্ষাৎ শব্দের অর্থ ব্যবধান রহিত। অন্য কামনা একটী ব্যবধান। জ্ঞান কর্ম ও যোগবুদ্ধি আর একটী ব্যবধান।।৯-১০।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবং। শ্রবণমাদৌ। ততো ভগবৎকথায়া শ্রোত্রস্পর্শনং সাধুগুরুমুখেন (১১।২০।১৭)
নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং
প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং
পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা।।১১।।

প্রথমে শ্রবণ বিষয়ে। এই নৃ দেহটী সকল ফলের মূল। অতএব আদ্য। সুলভ ও সুদুর্লভ। এইটীই পটুতর নৌকা। গুরুই ইহার কর্ণধার। আমার কৃপা বায়ুর দ্বারা প্রচালিত এইরূপ নৌকাখানি প্রাপ্ত হইয়া যিনি এই সংসারসমুদ্রপার হইতে চেষ্টা না করেন, তিনি আত্মঘাতী। গুরুমুখে সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজন বিষয়ে শ্রবণের নিতান্ত আবশ্যকতা।।১১।।

প্রবুদ্ধঃ নিমিম (১১।৩।২১-২২)
তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পরে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।।১২।।

কর্তব্যাকর্তব্য জিজ্ঞাসু পুরুষ উত্তমশ্রেয় অবগত হইবার জন্য সদ্গুরুকে আশ্রয় করিবেন। যিনি শাব্দে অর্থাৎ শাস্ত্রে পারংগত এবং পরে অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বে উপশমাশ্রিত হইয়াছেন, তিনিই সদ্গুরু। শাস্ত্রজ্ঞ এবং শুদ্ধ ভক্তই সদ্গুরু। বিশেষরূপে জানিয়া

সদ্‌গুরুকে আশ্রয় করিবেন।।১২।।

তত্র ভাগবতান্ ধর্মান্ শিক্ষেদ্‌গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যে স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ।।১৩।।

শ্রীগুরুর নিকট গুরুকে আত্মদেবতা জ্ঞান করিয়া ভাগবত-ধর্ম শিক্ষা করিবেন। গুরুর প্রতি নিষ্কপট অনুবৃত্তি-দ্বারা আত্মা ও আত্মদ হরি পরিতুষ্ট হন।।১৩।।

লোকতত্ত্ববিচক্ষণাস্তু আত্মনৈবাত্মানম্ উদ্ধরন্তি। কৃষ্ণঃ উদ্ধবং (১১।৭।৩২-৩৫)
সন্তি মে গুরবো রাজন্ বহবো বুদ্ধ্যুপাশ্রিতাঃ।
যতো বুদ্ধিমুপাদায় মুক্তোঽটামীহ তান্ শৃণু।।১৪।।

পৃথিবীবায়ু রাকাশমাপোঽগ্নিশ্চন্দ্রমা রবিঃ।
কপোতোঽজগরঃ সিন্ধুঃ পতঙ্গো মধুকৃদ্গজঃ।।১৫।।

মধুহা হরিণো মীনঃ পিঙ্গলা কুররোঽর্ভকঃ।
কুমারী শরকৃৎসর্প ঊর্ণনাভঃ সুপেশকৃৎ।।১৬।।

এতে মে গুরবো রাজংশ্চতুর্বিংশতিরাশ্রিতাঃ।
শিক্ষাবৃত্তিভিরেতেষামন্বশিক্ষামিহাত্মনঃ।।১৭।।

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া যদি শিক্ষা প্রাপ্তিতে অবশেষ থাকে তবে শিক্ষা গুরু করিতে পারেন। আত্মচেষ্টাই সকলের মূল। দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন। হে রাজন্, সুবুদ্ধিক্রমে উপাশ্রিত আমার অনেকগুলি গুরু আছেন। তাঁহাদিগের নিকট হইতে বুদ্ধিলাভ করিয়া আমি পরিমুক্ত ভাবে বিচরণ করি। আমার চব্বিশ গুরু কে কে তাহা বলি -- পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল, অগ্নি, চন্দ্রমা, রবি, কপোত, অজগর, সিন্ধু, পতঙ্গ, মধুকর, গজ, মধুহরণকারী, হরিণ, মীন, পিঙ্গলা, কুরর, অর্ভক, কুমারী, শরকৃৎ, সর্প, উর্ণনাভ ও পেশস্কৃৎ। নিজের শিক্ষাশক্তি দ্বারা ইহাদের ক্রিয়া দৃষ্টি করিয়া আমি অনেক শিক্ষা করিয়াছি। শিক্ষা তিন প্রকারে হয় অর্থাৎ সাধুব্যক্তির উপদেশ, সাধুব্যক্তির চরিত্র এবং সুবুদ্ধিক্রমে লোকতত্ত্ব দৃষ্টে তত্ত্বশিক্ষা। পৃথিবী হইতে ধৈর্য ও সন্মার্গ দৃঢ়তা ও ক্ষমা শিক্ষা করিয়াছি। পৃথিবীস্থ পর্বত হইতে পরোপকার, নির্জনবাস এবং পৃথিবীস্থ বৃক্ষ হইতে পরার্থতা শিক্ষা করিয়াছি। ১) বায়ুর নিকট অনাসক্তভাবে প্রাণধারণ শিক্ষা করিয়াছি, ২) আকাশের নিকট সর্বত্র থাকিয়াও অসঙ্গভাব শিক্ষা করিয়াছি, ৩) জলের নিকট স্বচ্ছতা, স্নিগ্ধতা ও পবিত্রতাদি গুণ শিক্ষা করিয়াছি, ৪) অগ্নির নিকট সর্বভক্ষ্য হইয়াও অলিপ্ততা শিক্ষা করিয়াছি, ৫) চন্দ্রের হ্রাস-বৃদ্ধি অজ্ঞানকৃত তাহা দেখিয়া আত্মার জন্মাদি ষড়্‌বিকার নাই তাহা চন্দ্রের নিকট শিক্ষা করিয়াছি, ৬) সূর্যের যেমত জলগ্রহণ ও প্রদান সেইরূপ আমি ইন্দ্রিয়ের বিষয় গ্রহণ করিয়া অর্থিগণকে দিয়া থাকি। সূর্যের প্রতিবিম্বের দর্শনে আত্মার নানাত্ববুদ্ধি ত্যাগ করিয়াছি,

৭) কপোতের নিকট কুটুম্বাদি ও অন্যের সহিত আসক্তি পরিত্যাগ করিতে শিখিয়াছি, ৮) প্রারব্ধে বিশ্বাস এবং অনায়াসে লব্ধদ্রব্যে জীবনধারণ, ধৈর্য ও সন্তোষ ইহা অজগরের নিকট শিক্ষা করিয়াছি, ৯) বাহিরে প্রসন্ন অন্তরে গম্ভীর অলক্ষ্যাভিপ্রায়, নিশ্চলতা ও অক্ষোভ্যতা ও সর্বময় প্রশান্তভাব এই সকল সমুদ্রের নিকট শিখিয়াছি, ১০) স্ত্রী স্বর্ণ বস্ত্রাদিতে উপভোগ বুদ্ধিতে প্রলোভিত হইয়া পতঙ্গ বুদ্ধিভ্রংশ হয়, তাহা হইতে সতর্ক হইতে তাহার নিকট শিখিয়াছি, ১১) মধুকরের নিকট স্বল্পগ্রাস ও মাধুকরী বৃত্তি শিখিয়াছি, ১২) ভ্রমরের নানা পুষ্প হইতে মধুহরণ দেখিয়া শাস্ত্র হইতে সার গ্রহণ করিতে শিখিয়াছি। মক্ষিকার দুর্দশা দেখিয়া অসঞ্চয় শিক্ষা করিয়াছি, ১৩) করির দুর্গতি দেখিয়া স্ত্রীলোকে আসক্তি ত্যাগ শিক্ষা করিয়াছি, ১৪) মধুসংগ্রহীর নিকট সঞ্চয়ের দুষ্ট ফল শিক্ষা করিয়াছি, ১৫) ব্যাধের গীতে হরিণ বিনষ্ট হয় দেখিয়া চরমে দুঃখদায়ক গ্রাম্যগীত শ্রবণ পরিত্যাগ করিয়াছি, ১৬) মৎস্যের জিহ্বা রসে বিনাশ দেখিয়া খাদ্যাদি রসাসক্তি ছাড়িয়াছি। রসনা জয় করা বড় কঠিন, ১৭) পিঙ্গলা বেশ্যার নিকট নৈরাশ্য শিক্ষা করিয়াছি, ১৮) আসক্তির বিষয়টা ত্যাগ করিয়া সুখী হইতে কুররী পক্ষীর নিকট শিক্ষা করিয়াছি, ১৯) পারমহংস্যত্ব ও আত্মরতি বালকের নিকট শিখিয়াছি, ১৯) জনসঙ্গ ত্যাগ ও দ্বৈত ত্যাগ কুমারীর নিকট শিখিয়াছি, ২০) অতন্দ্রিত চিত্তে সাধন করিতে শিক্ষা শরকারের নিকট পাইয়াছি, ২১) সর্পের নিকট একক বিচরণ, গৃহারম্ভ ত্যাগ প্রমাদশূন্য, একান্তবাসীত্ব অলক্ষ্যমানত্ব ধর্মগুলি শিখিয়াছি, ২২) মাকড়শার নিকট ঈশ্বরের স্বশক্তি ক্রমে সৃষ্টি স্থিতি নাশ ক্রিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, ২৩) রাগদ্বারা ঈশ্বরসাধন সহজে হয় ইহা পেশস্কৃত অর্থাৎ কুমারিকা কীটের নিকট শিখিয়াছি, ২৪) এই চব্বিশ গুরুর নিকট শিক্ষা লাভ হইয়াছে।।১৪-১৭।।

ভগবদনুকূলতা। উদ্ধবঃ কৃষ্ণং (১১।২৯।৬)
নৈবোপযন্ত্যপচিতিং কবয়স্তবেশ
ব্রহ্মায়ুষোপি কৃতমৃদ্ধ মুদঃ স্মরন্তঃ।
যোঽন্তর্বহিস্তনুভৃতামশুভং বিধুন্ব-
ন্নাচার্যচৈত্যবপুষা স্বগতিং ব্যনক্তি।।১৮।।

ভগবদনুকূলতার লক্ষণ। হে ঈশ! কবি সকল দ্বিপরার্ধকাল পরমায়ু প্রাপ্ত হইয়া তোমার কৃপাগুণ আনন্দের সহিত স্মরণ করিয়াও তোমার প্রতি অঋণী হইতে পারেন না, কেননা প্রাণীদিগের অন্তর্বহির্ভাগে থাকিয়া তুমি অশুভ বিনাশ কর এবং চৈত্যবপুরূপ আচার্য হইয়া তাহাদিগকে স্বগতি শিক্ষা দেও।।১৮।।

শুকঃ রাজানং (১২।৪।৪০)
সংসারসিন্ধুমতিদুরস্তরমুত্তিতীর্ষো
র্নান্যঃ প্লবো ভগবতঃ পুরুষোত্তমস্য।
লীলাকথারসনিষেবণমন্তরেণ
পুংসো ভবেদ্বিবিধদুঃখদবার্দিতস্য।।১৯।।

জীব এই সংসারে বিবিধ দুঃখে দুঃখিত। এই সংসারসমুদ্র অতি দুরন্ত। যিনি ইহার পার হইতে ইচ্ছা করেন, ভগবান্ পুরুষোত্তমের লীলাকথা শ্রবণ ব্যতীত তাঁহার অন্য নৌকা নাই।।১৯।।

উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্ (১১।৬।৪৭-৪৮)
বাতবসনা ঋষয়ঃ শ্রমণা ঊর্ধ্বমন্থিনঃ।
ব্রহ্মাখ্যং ধাম তে যান্তি শান্তাঃ সংন্যাসিনোঽমলাঃ।।২০।।

বয়ন্ত্বিহ মহাযোগিন্ ভ্রমন্তঃ কর্মবর্ত্মসু।
ত্বদ্বার্তয়া তরিষ্যামস্তাবকৈর্দুস্তরং তমঃ।।২১।।

যোগী ঋষি শ্রমণ ঊর্ধ্বরেতা শান্ত ও সন্ন্যাসী পুরুষসকল তোমার ব্রহ্মনামক ধামে গমন করেন। হে মহাযোগিন্! আমরা তোমার দাস। কর্ম্মমার্গে সংসার ভ্রমণ করিতেছি। আমরা তোমার ভক্ত সঙ্গে তোমার অনুশীলন করিতে করিতে তোমার কৃপায় দুস্তর তম পার হইব।।২০-২১।।

ততঃ কীর্তনং সর্বমঙ্গলময়ম্ (৫।৩।১১) ঋত্বিজঃ।
অথ কথঞ্চিৎ স্খলনক্ষুৎপতনজৃম্ভনদুরবস্থানাদিষু
বিবশানাং নঃ স্মরণায় জরামরণদশায়ামপি সকল-
কশ্মলনিরসনানি তব গুণকৃতনামধেয়ানি বচন-
গোচরাণি ভবন্তু।।২২।।

পরে কীর্তন প্রসঙ্গ বলিতেছেন —
স্খলন, ক্ষুধায়, পতন, জৃম্ভন প্রভৃতি দুরবস্থানাদিতে আমরা যখন বিবশ হই, তখন জরামরণদশায় সকল ক্লেশ নিরসনকারী তোমার গুণকৃত নাম সকল আমাদের স্মরণপথে আসুক এবং বচন গোচর হউক।।২২।।

গজেন্দ্রঃ ভগবন্তং (৮।৩।২০)
একান্তিনা যস্য ন কঞ্চনার্থং
বাঞ্ছন্তি যে বৈ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
অত্যদ্ভুতং তচ্চরিতং সুমঙ্গলং
গায়ন্ত আনন্দসমুদ্রমগ্নাঃ।।২৩।।

একান্ত ভগবৎপ্রপন্নপুরুষগণ সমস্ত বাঞ্ছাশূন্য হইয়া সেই কৃষ্ণের অত্যদ্ভুত সুমঙ্গলচরিত আনন্দসমুদ্রে মগ্ন হইয়া গান করেন।।২৩।।

যমঃ তদ্দুতান্ (৬।৩।৩২)

শৃণ্বতাং গৃণতাং বীর্যণ্যুদ্দামানি হরের্মুহুঃ।
যথা সুজাতয়া ভক্ত্যা শুদ্ধ্যেন্নাত্মা ব্রতাদিভিঃ।।২৪।।

শ্রীহরির উদ্দামবীর্যসমূহ যাঁহারা মুহুর্মুহু শ্রবণ করেন ও কীর্তন করেন তাঁহাদের মন সুন্দর জাতভক্তিদ্বারা অতি শীঘ্র শুদ্ধ হয়। ব্রতাদির দ্বারা সেরূপ হয় না।।২৪।।

(৬।৩।২৪)
এতাবতালমঘনির্হরণায় পুংসাং
সংকীর্তনং ভগবতো গুণকর্মনাম্নাম্।
বিক্রুশ্য পুত্রমঘবান্ যদজামিলোপি
নারায়ণেতি ম্রিয়মাণইয়ায় মুক্তিম্।।২৫।।

ভগবানের গুণকর্ম ও নামসংকীর্তন জীবের পাপ যথেষ্ট ধ্বংস করেন। দেখ অজামিলও মরণ সময় অত্যন্ত পাপী হইয়াও আপন পুত্রকে নারায়ণ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকায় ভক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল।।২৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১২।৩।৫১-৫২)
কলের্দোষনিধেরাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্‌গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ।।২৬।।

কলি সমস্ত দোষের সমুদ্র বটে, তথাপি হে রাজন্! কলির একটী মহাগুণ এই যে, কৃষ্ণকীর্তনে জীব মায়াবন্ধ হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ রূপ পরতত্ত্ব লাভ করে।।২৬।।

কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।২৭।।

কৃতযুগে বিষ্ণুকে ধ্যানদ্বারা, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা এবং দ্বাপরে পরিচর্যাদ্বারা যাহা কিছু লাভ হয়, কলিতে কেবল হরি-কীর্তনদ্বারা সে সমস্ত পাওয়া যায়।।২৭।।

কৃষ্ণস্মরণং। কৃষ্ণঃ উদ্ধবং (১১।১৪।২৮)
তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনোমদ্ভাবভাবিতম্।।২৮।।

কৃষ্ণ স্মরণের বিষয় বলিতেছেন —
হে উদ্ধব! স্বপ্ন মনোরথের ন্যায় এই সংসার-রূপ অসৎ অভিধান পরিত্যাগ পূর্বক আমার ভক্তিতে ভাবিত মনকে আমাকে অর্পণ কর।।২৮।।

(১১।১৪।২৫-২৭)
যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্।।২৯।।

স্বর্ণ যেরূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া স্বীয় রূপ ধারণ করে সেইরূপ আমার ভক্তিযোগর দ্বারা মন কর্মাশয়কে ধৌত করিয়া আমাকে ভজনা করে।।২৯।।

যথা যথাত্মা পরিমৃজ্যতেঽসৌ
মৎপুণ্যগাথাশ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জনসংপ্রযুক্তম্।।৩০।।

আমার পুণ্য গাথা শ্রবণ কীর্তনের দ্বারা মন পরিমার্জিত হইয়া বস্তু সূক্ষ্ম ক্রমে ক্রমে দেখিতে পায়। চক্ষু যেরূপ অঞ্জন সংযুক্ত হইয়া বহির্বস্তু ভালরূপে দেখে তদ্রূপ।।৩০।।

বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে।।৩১।।

বিষয় ধ্যানে চিত্ত বিষয়ে আসক্ত হয়। আমাকে অনুস্মরণ করিলে চিত্ত আমাতেই লয় পায়।।৩১।।

(১১।১৪।২৯)
স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ।।৩২।।

স্ত্রীসঙ্গ ও স্ত্রীসঙ্গী পুরুষের সঙ্গ আত্মবান্ পুরুষ দূরে পরিত্যাগপূর্বক নির্ভয় বিবিক্ত স্থানে আসীন হইয়া অতন্দ্রিতভাবে আমাকে চিন্তা করিবেন।।৩২।।

যযাতিঃ স্বপত্নীম্ (৯।১৯।১৭)
মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো বসেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি।।৩৩।।

মাতা, ভগ্নী ও দুহিতা প্রভৃতির সহিত বিবিক্তে একাসনে বসিবে না। কেন না বলবান্ ইন্দ্রিয়সকল পণ্ডিতগণের মনও আকর্ষণ করে।।৩৩।।

(৯।১৯।১৪)
ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের ভূয় এবাভিবর্ধতে।।৩৪।।

কামের উপভোগে কখনই কামের শান্তি হয় না। অগ্নিতে ঘৃত ঢালিলে অগ্নির তেজ বৃদ্ধি হয়, কখনও শাম্য হয় না।।৩৪।।

(১১।১৪।৩০)
ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদযথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ।।৩৫।।

জীবের যোষিৎসঙ্গে এবং যোষিতসঙ্গীর সঙ্গে ক্লেশ ও বন্ধন যেরূপ হয়, সেরূপ আর কিছুতেই হয় না।।৩৫।।

সুতঃ শৌনকাদীন্ (১।৯।২৩)
ভক্ত্যাবেশ্য মনো যস্মিন্ বাচা যন্নাম কীর্তয়ন্।
ত্যজন্ কলেবরং যোগী মুচ্যতে কামকর্মভিঃ।।৩৬।।

সামান্য যোগিগণও যে কৃষ্ণের নাম কীর্তন করিতে করিতে মনকে তাঁহাতে আবিষ্ট করিয়া কলেবর পরিত্যাগ করিলে কামকর্ম হইতে পরিমুক্ত হয়।।৩৬।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।৮২।৪৮)
আহুশ্চ তে নলিননাভ-পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।৩৭।।

হে নলিননাভ, বিদ্বজ্জন বলেন যে, অগাধবোধ যোগেশ্বরগণের হৃদয়ে চিন্তনীয় এবং সংসার কুপ পতিতজনের উদ্ধারের একমাত্র অবলম্বন তোমার পাদপদ্ম গৃহসেবী আমাদের মনে সর্বদা উদিত থাকুক।।৩৭।।

ততঃ পাদসেবনম্। পরীক্ষিৎ শুকং প্রতি (২।৮।৬)
ধৌতাত্মা পুরুষঃ কৃষ্ণপাদমূলং ন মুঞ্চতি।
মুক্তসর্বপরিক্লেশঃ পান্থঃ স্বশরণং যথা।।৩৮।।

এখন পাদসেবনের কথা বলিতেছেন। যে ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধৌতমনা হইয়াছেন, তিনি পান্থ ব্যক্তির স্বীয় গন্তব্য স্থান প্রাপ্তির ন্যায় কৃষ্ণপাদপদ্ম পাইয়া সর্বক্লেশ

হইতে মুক্তি লাভ কতঃ আর সে পাদপদ্ম ছাড়িতে চান না।।৩৮।।

ভিক্ষুঃ (১১।২৩।৫৭)
এতাং স আস্থায় পরাত্মনিষ্ঠা-
মধ্যাসিতাং পূর্বতমৈর্মহর্ষিভিঃ।
অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং
তমো মুকুন্দাঙ্ঘ্রি নিষেবয়ৈব।।৩৯।।

ভিক্ষু কহিলেন, আমি অনিকেত বিষয়-ত্যাগী হইয়া যে অবধূত-পদ পাইয়াছি, এই পদই পূর্বতম মহর্ষিগণ আশ্রয় করিয়াছিলেন। ইহাকে পরাত্মনিষ্ঠা বলা যায়। আমি ইহাকে আশ্রয় করিয়া দুরন্তপার যে সংসার-তমঃ তাহা মুকুন্দপাদপদ্ম-সেবা-নিষ্ঠা-দ্বারাই পার হইব।।৩৯।।

করভাজনঃ নিমিম্ (১১।৫।৪২)
স্বপাদমূলং ভজতঃ প্রিয়স্য
ত্যক্তান্যভাবস্য হরিঃ পরেশঃ
বিকর্ম যচ্চোৎপতিতং কথঞ্চিৎ
ধুনোতি সর্বং হৃদি সন্নিবিষ্টঃ।।৪০।।

স্বীয় পাদমূলভজনকারী প্রিয়ব্যক্তি অনন্যভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন দেখিয়া পরমেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহার হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া যে কিছু বিকর্ম হঠাৎ হইয়া পড়ে, তাহা সমুদায় ধ্বংস করিয়া ফেলেন। ইহার গূঢ় তাৎপর্য এই যে, যে ব্যক্তি সুকৃতিক্রমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া নিষ্ঠাদ্বারা হরিভজনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার পূর্বপাপ প্রথমেই দূর হয়। আর পুণ্য-পাপ-প্রবৃত্তি না থাকায় নূতন পাপ তিনি কখনই করেন না। যদি ঘটনাক্রমে কোন পাপকার্য হইয়া পড়ে, তাহা কৃষ্ণ ধ্বংস করেন, এইজন্য ভক্তের কোন প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না।।৪০।।

কবির্নিমিম্ (১১।২।৪৩)
ইত্যচ্যুতাঙ্ঘ্রিং ভজতোঽনুবৃত্যা
ভক্তির্বিরক্তির্ভগবৎপ্রবোধঃ।
ভবন্তি বৈ ভাগবতস্য রাজন্
ততঃ পরাং শান্তিমুপৈতি সাক্ষাৎ।।৪১।।

এইরূপ অনুবৃত্তিদ্বারা অচ্যুতপাদপদ্ম যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের ভক্তি ও তজ্জাতবিরক্তি এবং ভগবজ্জ্ঞান যুগপৎ উদয় হইতে থাকে ক্রমশঃ প্রেমরূপ সাক্ষাৎ পরাশান্তি তাঁহারা লাভ করেন।।৪১।।

(১১।২।৩৩)

মন্যেঽকুতশ্চিদ্ভয়মচ্যুতস্য
পাদাম্বুজোপাসনমত্র নিত্যম্।
উদ্বিগ্নবুদ্ধেরসদাত্মভাবাৎ
বিশ্বাত্মনা যত্র নিবর্ততে ভীঃ।।৪২।।

অচ্যুতপাদপদ্ম উপাসনাই নিত্যধর্ম। তাহাতে কাহা হইতে আর ভয় থাকে না। অসদ্‌বিষয়ে চিত্তের অনুধাবন প্রযুক্ত যাহারা উদ্বিগ্নবুদ্ধি, তাহাদেরও কৃষ্ণোপাসনায় বিশ্বাত্মভাবদ্বারা ভয় ও উদ্বেগ নিবৃত্ত হয়।।৪২।।

অর্চনং ততঃ। আবির্হোত্রঃ নিমিম্ (১১।৩।৪৮)
লব্ধানুগ্রহ আচার্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চেন্মূর্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ।।৪৩।।

অর্চন-বিষয়। আচার্যের নিকট হইতে অনুগ্রহ লাভ করত তাঁহার দ্বারা আগম সন্দর্শিত হয়। আপনার অভিমত মহাপুরুষ অভ্যর্চনা করিবেন।।৪৩।।

(১১।৩।৫১)
পাদ্যাদীনুপকল্প্যাথ সন্নিধাপ্য সমাহিতঃ।
হৃদয়াদিকৃতন্যাসো মূলমন্ত্রেণ চার্চয়েৎ।।৪৪।।

পাদ্যাদি উপকল্পনা করিয়া নিকটে শ্রীমূর্তিস্থাপনপূর্বক সমাহিত হইবে। হৃদয়াদি ন্যাস করিয়া মূল মন্ত্রে অর্চন করিবে।।৪৪।।

(১১।৩।৫৩)
গন্ধমাল্যাক্ষতস্রগ্‌ভির্ধূপদীপোপহারকৈঃ।
সাঙ্গং সপূজ্য বিধিবৎ স্তবৈঃ স্তুত্বা নমেদ্ধরিম্।।৪৫।।

গন্ধমাল্য অক্ষতমালা ধূপদীপ প্রভৃতি উপহারদ্বারা শ্রীমূর্তিকে অঙ্গের সহিত বিধিবৎ পূজা করিয়া স্তবদ্বারা ভাবজ্ঞানপূর্বক হরিকে প্রণাম করিবে।।৪৫।।

সুদামা (১০।৮১।১৯-২০)
স্বর্গাপবর্গয়োঃ পুংসাং রসায়াং ভুবি সম্পদাম্।
সর্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চনম্।।৪৬।।

স্বর্গ অপবর্গ পৃথিবীতে এবং রসাতলে যে সকল সম্পদ্ আছে, সে সমুদায়ের সিদ্ধির মূল কৃষ্ণচরণার্চন।।৪৬।।

অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ।।৪৭।।

গৃহমেধী শ্রৌতপুরুষদিগের এইটীই স্বস্ত্যয়ন পন্থা যে নিষ্পাপ পুণ্যার্জিত বিত্তদ্বারা শ্রদ্ধাপূর্বক মহাপুরুষকে পূজা করিবে।।৪৭।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।১১।৩৪)
মল্লিঙ্গমদ্ভক্তজনদর্শনস্পর্শনার্চনম্।
পরিচর্যাস্তুতিপ্রহ্বগুণকর্মানুকীর্তনম্।।৪৮।।

(১১।১১।৩৬)
মজ্জন্মকর্মকথনং মম পূর্বানুমোদনম্।
গীততাণ্ডববাদিত্রগোষ্ঠীভির্মদগৃহোৎসবঃ।।৪৯।।

(১১।২৭।১৭-১৮)
শ্রদ্ধয়োপহৃতং প্রেষ্ঠং ভক্তেন মম বার্যপি।
ভূর্যপ্যশ্রদ্ধয়া দত্তং ন মে তোষায় কল্পতে।।
গন্ধো ধূপঃ সুমনসো দীপোঽন্নাদ্যঞ্চ কিং পুনঃ।।৫০।।

(১১।২৭।৩৩)
পাদ্যমাচমনীয়ঞ্চ গন্ধং সুমনসোঽক্ষতান্।
ধূপদীপোপহার্যাণি দদ্যান্মে শ্রদ্ধয়ার্চকঃ।।৫১।।

আমার শ্রীমূর্তি এবং আমার ভক্তজনের দর্শন, স্পর্শন ও অর্চন পরিচর্যা স্তুতি দণ্ডবৎ ও গুণকর্মের অনুকীর্তন। আমার জন্ম কর্ম কথা, আমার পর্বের অনুমোদন, গীত, তাণ্ডব, বাদিত্র, স্বগোষ্ঠীর সহিত আমার গৃহোৎসব। ভক্তকর্তৃক শ্রদ্ধাপূর্বক যাহা সংগৃহীত হয়, আর কিছু না হইয়া কেবল জল হইলেও যথেষ্ট। অশ্রদ্ধায় ভূরিদান আমার তুষ্টির কারণ হয় না। গন্ধ, ধূপ, দীপ, অন্নাদি যাহা সংগ্রহ হয় তাহাই আমাকে দিবে। পাদ্য, আচমনীয়, গন্ধ, পুষ্প, অক্ষত, ধূপ, দীপ — এই সকল উপহার অর্চক শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে দিবে।।৪৮-৫১।।

বন্দনমপি (১১।২৭।৪৫-৪৬)
স্তবন্ প্রসীদ ভগবন্নিতি বন্দেত দণ্ডবৎ।
শিরোমৎপাদয়োঃ কৃত্বা বাহুভ্যাঞ্চ পরস্পরম্।।
প্রপন্নং পাহি মামীশ ভীতং মৃত্যুগ্রহার্ণবাৎ।।৫২।।

অনেক স্তব করিয়া বলিবে, হে ভগবন্ প্রসন্ন হও, এই বলিয়া দণ্ডবৎ পতিত হইয়া

বন্দনা করিবে। আমার পাদদ্বয়ের নিকট মস্তক দিয়া বাহুদ্বয় পরস্পর মিলিত করিয়া বলিবে, হে ঈশ! আমি প্রপন্ন, আমি সংসারে ভগবৎপাদবৈমুখ্যরূপ মৃত্যুগ্রস্ত। যখন ভীত হইয়া শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে রক্ষা কর।।৫২।।

তত্র দাস্যম্। উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্ (১১।৬।৩১)
ত্বয়োপযুক্তস্রগ্‌গন্ধবাসোঽলঙ্কারচর্চিতাঃ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি।।৫৩।।

সংক্ষেপে অর্চন বলিয়া বন্দনার আকার দেখাইয়া এখন দাস্য বিষয়ে বলিতেছেন — উদ্ধব কহিলেন, হে কৃষ্ণ! তোমার ব্যবহৃত স্রগ্, গন্ধ, অলঙ্কারদ্বারা শোভিত হইয়া তোমার উচ্ছিষ্টভোজী আমরা দাস, তোমার মায়াকে জয় করিব।।৫৩।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।১১।৩৫)
মৎকথাশ্রবণে শ্রদ্ধা মদনুধ্যানমুদ্ধব।
সর্বলাভোপহরণং দাস্যেনাত্মনিবেদনম্।।৫৪।।

(১১।১১।৩৯-৪১)
সংমার্জনোপলেপাভ্যাং সেকমণ্ডলবর্তনৈঃ।
গৃহশুশ্রূষণং মহ্যং দাসবদযদমায়য়া।।৫৫।।

অমানিত্বমদম্ভিত্বং কৃতস্যাপরিকীর্তনম্।
অপি দীপাবলোকং মে নোপযুঞ্জ্যান্নিবেদিতম্।।৫৬।।

যদযদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে।।৫৭।।

মৎকথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, যাহা কিছু লভ্য হয়, আমাকে অর্পণ এবং দাস্যের সহিত আমাকে আত্মনিবেদন করা। আমার গৃহ মার্জন, অঙ্গন উপলেপন, জলপ্রোক্ষণ, সর্বতোভদ্রাদি নির্মাণ এবং গৃহদাসের ন্যায় নিষ্কপটে আমার গৃহ-শুশ্রূষা, অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব, কৃষ্ণলীলাকীর্তন, দীপদান, নিবেদিত আলোক অন্য কার্যে ব্যবহার না করা, লোকে সাধারণতঃ যাহা ইষ্ট মনে করনে এবং আপনার প্রিয়বস্তু আমাকে প্রদান। এই সমস্ত করিলে অনন্ত ফল হয়।।৫৪-৫৭।।

(১১।১১।৪৭)
ইষ্টাপূর্তেন মামেবং যো যজেত সমাহিতঃ।
লভতে ময়ি সদ্ভক্তিং মৎস্মৃতিঃ সাধুসেবয়া।।৫৮।।

ইষ্টাপুর্তের দ্বারা যিনি সমাহিত হইয়া আমাকে যজন করেন, আমাতে তিনি সদ্ভক্তি লাভ করেন। কিন্তু সাধুসেবা দ্বারা আমার স্মৃতি লাভ হয়।।৫৮।।

(১১।১৯।২১-২৩)
আদরঃ পরিচর্যায়াং সর্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মন্মতিঃ।।৫৯।।

পরিচর্যায় আদর, সর্বাঙ্গ অর্থাৎ অষ্টাঙ্গদ্বারা অভিবন্দন, মদ্ভক্তপূজা সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠজ্ঞানে অনুষ্ঠান, সর্বভূতে কৃষ্ণসম্বন্ধ মতি।।৫৯।।

মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্‌গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্বকামেবিবর্জনম্।।৬০।।

আমার উদ্দেশে অঙ্গচেষ্টা, বাক্যের দ্বারা আমার গুণ বর্ণন, আমাতে চিত্তার্পণ, সর্বকামবর্জন -- এই সমস্তই মদীয় দাস্যের অঙ্গ।।৬০।।

মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্‌ব্রতং তপঃ।।৬১।।

আমার জন্য অন্য অর্থ পরিত্যাগ অর্থাৎ ভোগ ও সুখের পরিত্যাগ। ইষ্ট, দত্ত, হোম, জপ এবং আমার উদ্দেশ্যে যে একাদশ্যাদি ব্রত, তাহাই তপ। এই সকল আমার সখ্যভাবে করিবে।।৬১।।

সখ্যং তথা উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্ (১১।২৯।৩-৫)
অথাত আনন্দদুঘং পদাম্বুজং
হংসাঃ শ্রয়েরন্নরবিন্দলোচন।
সুখং নু বিশ্বেশ্বর যোগকর্মভি-
স্ত্বন্মায়য়ামী বিহতা ন মানিনঃ।।৬২।।

হে অরবিন্দলোচন! তোমার আনন্দদোহনস্বরূপ পাদপদ্ম হংসগণ আশ্রয় করেন। হে বিশ্বেশ্বর! তোমার চরণাশ্রয়কে যে সুখ বলিয়া মানে না, তাহারা জ্ঞানযোগী ও কর্মজড় হইয়া তোমার বিষ্ণুমায়ায় নিহত হইয়াছে।।৬২।।

কিং চিত্রমচ্যুত তবৈতদশেষবন্ধো
দাসেষ্বনন্যশরণেষু যদাত্মসাত্ত্বম্।
যোঽরোচয়ৎ সহ মৃগৈঃ স্বয়মীশ্বরাণাং
শ্রীমৎকিরীটতটপীড়িতপাদপীঠঃ।।৬৩।।

হে অশেষবন্ধো! অনন্যশরণ দাসদিগকে সখ্যভাবে আত্মসাৎ কর তাহা বিচিত্র নয়। যে তুমি স্বয়ং ঈশ্বদিগের শ্রীমৎ কিরীট-তটপীড়িত পাদপীঠ হইয়াও অর্থাৎ সর্বেশ্বর হইয়াও মৃগগণের সহিত অর্থাৎ শাখা-মৃগ বানরগণের সহিত সখ্য করিতে রুচি প্রাপ্ত হইয়াছে।।৬৩।।

ত্বং ত্বাখিলাত্মদয়িতেশ্বরমাশ্রিতানাং
সর্বার্থদং স্বকৃতবিদ্বিসৃতেজ কো নু।
কো বা ভজেৎ কিমপি বিস্মৃতয়েঽনুভূত্যৈ
কিম্বা ভবেন্ন তব পাদরজোজুষাং নঃ।।৬৪।।

তুমি আশ্রিতদিগের অখিল আত্মা দয়িতেশ্বর। তুমি তাহাদের সর্বার্থদ। কৃতজ্ঞ কোন্ ব্যক্তি তোমাকে ছাড়িতে পারে? আমরা তোমার পদরজসেবী, আমাদের তোমা ব্যতীত অন্য প্রাপ্তিতে কি ফল? তোমা ছাড়া অন্য যে ফল তুমি দেও, কেবা বিভূতি বৃদ্ধির জন্য এবং তোমাকে ভুলিয়া যাইবার জন্য সেরূপ ফল ভজনা করে।।৬৪।।

তথাত্মনিবেদনম্। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবম্ (১১।২৯।৩৪)
মর্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্মা
নিবেদতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো
ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ।।৬৫।।

এখন আত্মনিবেদনের কথা। মর্ত্য ব্যক্তি যখন সমস্ত কর্ম-ত্যাগ করিয়া আমার নিকট হইতে বিশিষ্টক্রিয়া প্রাপ্তি-বাসনাক্রমে আত্মনিবেদন করেন, তখন তিনি অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমার অত্যন্ত প্রিয়জন হইয়া পড়েন।।৬৫।।

আত্মনিবেদনং ব্যবহারঃ (১১।১৯।২৪)
এবং ধর্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সংজায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে।।৬৬।।

আত্মনিবেদীদিগের ব্যবহার এইরূপ। হে উদ্ধব! পূর্বোক্ত আত্মনিবেদীগের ধর্মানুষ্ঠানে আমাতে প্রেমভক্তি হয়। আর কি অর্থ বাকী রহিল।।৬৬।।

(১১।২৯।৯-১০)
কুর্যাৎ সর্বাণি কর্মাণি মদর্থং শনকৈঃ স্মরন্।
ময্যর্পিতমনশ্চিত্তো মদ্ধর্মাত্মমনোরতিঃ।।৬৭।।

আমার জন্যই আত্মনিবেদী আমাকে স্মরণ করিতে করিতে সকল কর্ম করেন। আমাতে অর্পিতমনা ভক্তদিগের বিষয়ে চিত্ত অর্পণ কেবল ভগবদ্ধর্মে মনের রতি স্থির করেন।।৬৭।।

দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত মদ্ভক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান্।
দেবাসুরমনুষ্যেষু মদ্ভক্তাচরিতানি চ।।৬৮।।

মদ্ভক্ত সাধুগণের আশ্রিত পুণ্য দেশাশ্রয় করেন। দেবতা অসুর ও মনুষ্যের মধ্যে যাঁহারা আমার শুদ্ধভক্ত, তাঁহাদিগের চরিত্র আশ্রয় করেন।।৬৮।।

(১১।২৯।১২)
মামেব সর্বভূতেষু বহিরন্তপাবৃতম্।
ঈক্ষেতাত্মনি চাত্মানং যথা খমমলাশয়ঃ।।৬৯।।

আমাকে সর্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে অনাবৃত দেখিয়া আত্মায় আত্মস্বরূপ দেখেন। অমলাশয় আকাশ যেরূপ তদ্রূপ।।৬৯।।

(১১।২৯।১৫)
নরেষ্বভীক্ষ্ণং মদ্ভাবং পুংসো ভাবয়তোঽচিরাৎ।
স্পর্ধাসূয়াতিরস্কারাঃ সাহঙ্কারা বিয়ন্তি হি।।৭০।।

সর্বমানবে সর্বদা মদধিষ্ঠানবুদ্ধি চিন্তা করিতে করিতে অহঙ্কারের সহিত সর্বদা অসূয়া ও তিরষ্কার ব্যবহার সকল বিনষ্ট হয়।।৭০।।

(১১।২৯।২০)
নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ধর্মস্যোদ্ধবাণ্বপি।
ময়া ব্যবসিতঃ সম্যঙ্নির্গুণত্বাদনাশিষঃ।।৭১।।

হে অঙ্গ উদ্ধব! আমার ধর্ম আরম্ভ করিলে আর একটুও নষ্ট হয় না। আমার কৃপাচেষ্টায় অল্পদিনেই কামনাশূন্য হইয়া সম্যক্ নির্গুণতা হয়।।৭১।।

সাধনলক্ষণা ভক্তিসমাহারঃ অম্বরীষচরিত্রে (৯।৪।১৮)
স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়ো-
র্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জনাদিষু
শ্রুতিং চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে।।৭২।।

সেই অম্বরীষ মহারাজ আপনার মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মে অর্পণ করিলেন। বাক্যকে কৃষ্ণ-

গুণানুবর্ণনে নিযুক্ত করিলেন। হরির মন্দিরমার্জনাদি কার্যে হস্ত দুইটী দিলেন। অচ্যুত ও অচ্যুতভক্ত-কথা-শ্রবণে কর্ণকে নিযুক্ত করিলেন।।৭২।।

(৯।৪।১৯-২০)
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ।
তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পর্শেঽঙ্গসঙ্গমম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে
শ্রীমত্তুলস্যাং রসনাং তদর্পিতে।।৭৩।।

শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্তি ও গৃহদর্শনে চক্ষুকে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণদাসদিগের শরীরস্পর্শে ও সঙ্গমে অঙ্গকে অর্পণ করিলেন। কৃষ্ণপাদকমল-সৌরভে ঘ্রাণকে নিযুক্ত করিলেন। কৃষ্ণার্পিত তুলসীযুক্ত প্রসাদান্ন রসনাকে অর্পণ করিলেন।।৭৩।।

পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে
শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া
যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ।।৭৪।।

পাদদ্বয় কৃষ্ণক্ষেত্রভ্রমণে নিযুক্ত করিলেন। মস্তককে কৃষ্ণপাদাভিবন্দনে অর্পণ করিলেন। কামকামনা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণদাস্যে কামকে অর্পণ করিলেন এবং কামানুগ ক্রোধ ইত্যাদিকে কৃষ্ণাশ্রিত রতি যাহাতে হয়, সেই কার্যে নিযুক্ত করিলেন।।৭৪।।

বৈধীভক্তিলক্ষণানি বিবৃতানি। ইদানীং সংক্ষেপণ নারদবাক্যেন রাগানুগাভক্তিঃ প্রদর্শ্যতে। (৭।১।২৬)
তস্মাদ্বৈরানুবন্ধনে নির্বৈরেণ ভয়েন বা।
স্নেহাৎ কামেন বা যুঞ্জ্যাৎ কথঞ্চিন্নেক্ষতে পৃথক্।।৭৫।।

বৈধী সাধনভক্তির কথা বলিয়া সংক্ষেপে রাগানুগা সাধনভক্তির কথা বিচারিত হইতেছে। কৃষ্ণকে অতি প্রিয় জানিয়া আত্মা হইতে দূরে স্থিত বস্তুর ন্যায় দৃষ্টি করিবে না। বৈরানুবন্ধ, নির্বৈর, কাম, ভয়, স্নেহ -- এই সকল প্রবৃত্তিদ্বারা তাঁহাকে যুক্ত করিবে।।৭৫।।

(৭।১।২৭)
যথা বৈরানুবন্ধেন মর্ত্যস্তন্ময়তামিয়াৎ।
ন তথা ভক্তিযোগেন ইতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।।৭৬।।

বৈরানুবন্ধের দ্বারা মর্ত্য যেরূপ তন্ময়তা লাভ করে, তথা বৈধী ভক্তি যোগে করিতে পারেন না, ইহাই আমার নিশ্চয় মতি।।৭৬।।

(৭।১।২৯)
এবং কৃষ্ণে ভগবতি মায়ামনুজ ঈশ্বরে।
বৈরেণ পূতপাপ্মানস্তমাপুরনুচিন্তয়া।।৭৭।।

এইরূপ ভগবান্ কৃষ্ণে মায়া-মনুজরূপ ঈশ্বরে বৈরযোগ-দ্বারা হতপাপ হইয়া অনুচিন্তাক্রমে অনেকে তাঁহাকে পাইয়াছেন।।৭৭।।

(৭।১।৩০-৩২)
কামাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াৎ স্নেহাদ্ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ।
আবেশ্য তদঘং হিত্বা বহবস্তদগতিং গতাঃ।।
গোপ্যঃ কামাদ্ভয়াৎ কংসো দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ো নৃপাঃ।
সম্বন্ধাদ্‌বৃষ্ণয়ঃ স্নেহাদ্ যূয়ং ভক্ত্যা বয়ং বিভো।।৭৮।।

বিধিভক্তিতে ঈশ্বরে যেরূপ চিত্তাবেশ করিয়া পাপাদি নাশ করতঃ লাভ হয়, সেইরূপ কাম, দ্বেষ, ভয়, স্নেহদ্বারাও কৃষ্ণে চিত্ত আবিষ্ট করিয়া বিনষ্ট-পাপ অনেকেই তদ্গতি লাভ করিয়াছেন। গোপীগণ কামদ্বারা, কংস ভয়দ্বারা, শিশুপালাদি দ্বেষক্রমে, বৃষ্ণিগণ সম্বন্ধ-বুদ্ধিতে, পাণ্ডবগণ স্নেহে এবং আমরা ঋষিগণ বিধিভক্তি-দ্বারা কৃষ্ণে গতি লাভ করি।।৭৮।।

কতমোহপি ন বেণঃ স্যাৎ পঞ্চানাং পুরুষং প্রতি।
তস্মাৎ কেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ।।৭৯।।

কিন্তু বেণরাজার এই সকল ভাবের মধ্যে কিছুই ছিল না। এই পাঁচটী ভাবের মধ্যে প্রতি উদাসীন ছিলেন এইমাত্র। এই জন্য তাঁহার কোন সদগতি হয় নাই। অতএব যে কোন একটী উপায়ে কৃষ্ণে মনোনিবেশ করিবে। এই স্থলে বিচার্য এই যে, কৃষ্ণের প্রতি জীবের প্রবৃত্তি দুই প্রকারে চালিত হয়। বিধিবিচারে কৃষ্ণভক্তি হয় এবং রাগোত্তেজিত হইয়া কৃষ্ণভক্তি হয়। রাগ চিত্তের স্বাভাবিক-ধর্ম। অবিদ্যাপীড়িত চিত্ত অনুদিতরাগ। কেননা তাহা বিষয়রাগে ব্যস্ত। সুতরাং রাগের অনুদয় অবস্থায় বিধি অবলম্বন পূর্বক ভক্তি করাই সাধারণের কর্তব্য। রাগ কিন্তু স্বভাব ধর্ম। তাহাতে যে ভক্তি উদয় হয় তাহা অতি প্রবল এবং প্রার্থনীয়। কাম, দ্বেষ, ভয় ও স্নেহ ইহারা রাগের স্বারূপ্য ও বৈরূপ্য ভাব। কাম, সম্বন্ধবুদ্ধি ও স্নেহ ইহারা রাগের স্বারূপ্য ও বৈরূপ্য ভাব। দ্বেষ ও ভয় এই দুইটী রাগের বৈরূপ্য ভাব। তাহাদিগের অনুকরণ শিষ্ট লোকের অকর্তব্য। সুতরাং কামসম্বন্ধ ও স্নেহ ইহাদের অনুকরণ বাঞ্ছনীয়। তন্মধ্যে গোপীদিগের যে শুদ্ধমধুর রাগ তাহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া গৌড়ীয় মহাত্মগণ তাহারই অনুকরণে রাগানুগা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন।।৭৯।।

রাগলক্ষণসত্ত্বেপি ভয়দ্বেষাদীনাং হেয়ত্বম্। কেবল কামসম্বন্ধলক্ষণরাগভক্তির্যদা অনুকৃতা তদা রাগানুগা ভক্তির্ভবতি। শ্রুতয়ঃ ভগবন্তম্ (১০।৮৭।২৩)

নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুং স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোদসুধাঃ।।৮০।।

শ্রুতিগণ কহিলেন, মন, ইন্দ্রিয় ও প্রাণবায়ুকে নিভৃতেদৃঢ়রূপে যোগযুক্তহৃদয়ে মুনিগণ যাঁহারা উপাসনা করেন, তাঁহাকেই শত্রুভাবে অসুরগণ স্মরণ করিয়া প্রাপ্ত হন। ব্রজস্ত্রীগণ তাঁহারই সর্পাকৃতি ভুজদণ্ডে আসক্ত-চিত্ত হইয়া তাঁহাকে পাইয়াছেন। আমরা তাঁহাদের ন্যায় কান্তভাবে তাঁহার অঙ্ঘ্রি-পদ্ম-সুধা লাভ করিয়াছি। ইহাকে রাগানুগাসাধন ভক্তি বলা যায়।।৮০।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।৩৩।৩৬)

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ।।৮১।।

পরাৎপর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া স্বীয় মনোহর কৃষ্ণবপু মানুষদিগের ন্যায় প্রকট করিয়া সেই রাগময়ী ক্রীড়া ভজন করেন। তদ্বর্ণন এই শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ গোপীদের অনুগত সেই ক্রীড়াকে আশ্রয় করেন। ইহাই রাগানুগা ভক্তি। সাধন-কালে ইনি সাধনলক্ষণা ভক্তি এবং সিদ্ধিকালে ইনি সাক্ষাৎ রসময়ী প্রেমলক্ষণা ভক্তি। সাধনে এবং কৃষ্ণকৃপায় ইহার ফল পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে সাবধানে কৈতবশূন্য হইয়া রসাস্বাদন করা আবশ্যক।।৮১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
সাধনভক্তিনিরূপণং নাম দ্বাদশঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব প্রকরণে সাধনভক্তিনিরূপণে
দ্বাদশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

ত্রয়োদশঃ কিরণঃ
ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া সাধনভক্তিঃ

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (২।৪।১৫)

যৎকীর্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রু বণং যদর্চণম্।

লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ।।১।।

চৈতন্যকৃপয়া যেন ভক্তির্নামাশ্রিতোদিতা।
নমামি হরিদাসং তং ভক্তানাং সুখদং গুরুম্।।

যাঁহার নামদিকীর্তন, স্মরণ ও শ্রবণ, রূপ-দর্শন, চরণবন্দন ও পূজা লোকের সমস্ত কল্মষ সদ্য বিনাশ করেন, সেই সুভদ্রশ্রব কৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি।।১।।

যমদূতান্ যমঃ। (৬।৩।২২)
এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ।।২।।

শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণাদির দ্বারা যে ভক্তিযোগ, তাহাই জীবের পরমধর্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে।।২।।

দেবহূতিঃ কপিলম্ (৩।৩৩।৬)
যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ।।৩।।

তোমার নাম শ্রবণ, কীর্তন, তোমার নমস্কার ও স্মরণাদির দ্বারা চণ্ডালও সদ্য অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া সোমযজ্ঞের যোগ্য হয়। হে ভগবন্ তোমার দর্শনে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না।।৩।।

(৩।৩৩।৭)
অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্।
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে।।৪।।

জন্মতঃ শ্বপচ হইলেও তিনি শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম নৃত্য করিতে থাকে। যিনি তোমার নাম গ্রহণ করেন, তিনি অনেক তপস্যা করিয়াছেন, অনেক হোম করিয়াছেন, অনেক তীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং অনেক বেদ পাঠ করিয়াছেন। এবম্ভুত ব্যক্তির যে শ্বপচ-গৃহে জন্ম, সে কেবল ভক্তি-পোষক দৈন্যসিদ্ধির জন্য জানিতে হইবে।।৪।।

সূতঃ শৌনকাদীন্ (১।১।১৪)

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃহন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্।।৫।।

যাঁহাকে ভয় স্বয়ং ভয় করে, তাঁহার নাম ঘোর সংসৃতিতে বিপন্ন হইয়া বিবশতার সহিত যিনি উচ্চারণ করেন, তিনি সদ্য বিমুক্ত হন।।৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১২।৩।৪৪-৪৬)
যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃহন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ।।৬।।

আহা যাঁহার প্রিয়নাম ম্রিয়মাণ আতুর হইয়া পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হইতে হইতে বিবশ হইয়া যিনি গ্রহণ করেন, তিনি কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করে। কলিকালে তাঁহার যজন করিতে দুর্বুদ্ধিলোক অনিচ্ছুক হয়, ইহাই দুঃখের বিষয়।।৬।।

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্।
সর্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।।৭।।

ভগবান্ চিত্তস্থ হইলে কলিকৃত দ্রব্য, দেশ ও আত্মসম্বন্ধীয় দোষসমূহ হরণ করেন।।৭।।

শ্রুতঃ সংকীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতস্ত্বাদৃতোঽপি বা।
নৃণাং ক্ষিণোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্।।৮।।

ভগবান্ শ্রুত, সংকীর্তিত, ধ্যাত, পূজিত বা আদৃত হইলে নরসমূহের অযুত জন্মের অশুভসমূহ হৃদিস্থ হইয়া ক্ষয় করেন।।৮।।

করভাজনঃ নিমিম্ (১১।৫।৩২)
কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ।।৯।।

সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ, যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ নৃত্য করিতেছে এবং যাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় পীত, সেই সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-যুক্ত পুরুষটীকে সংকীর্তনপ্রায় যজ্ঞ-দ্বারা যজন করিয়া থাকেন।।৯।।

(১১।৫।৩৬)
কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ

যত্র সংকীর্তনেনৈব সর্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে।।১০।।

সারগ্রাহী গুণজ্ঞ পুরুষগণ কলিকে এই বলিয়া সম্মান করেন যে, এই কলিকালে সঙ্কীর্তনের দ্বারা সর্বস্বার্থ লাভ হয়।।১০।।

নাম-সংকীর্তনম্। সূতঃ শৌনকাদীন্ (১২।১১।২৫)
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যর্ষভাবনীধ্রুগ্
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত-
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্।।১১।।

নামসংকীর্তন এইরূপ। হে কৃষ্ণ! হে অর্জুনসখ! হে বৃষ্ণিঋষভ! হে পৃথিবীদ্রোহী দুষ্ট রাজন্যবংশদগ্ধকারিন্! হে অনপবর্গবীর্য! হে গোবিন্দ! হে গোপীগণপতি! হে ব্রজভৃত্যগীত! হে তীর্থশ্রবা! হে শ্রবণমঙ্গল! ভৃত্যগণকে পালন কর।।১১।।

নামকীর্তনপ্রকারঃ। নারদঃব্যাসম্ (১।৬।২৭)
নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরণ।
গাং পর্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ।।১২।।

নির্লজ্জভাবে অনন্তের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং কৃষ্ণের গূঢ় ভদ্র চরিত্রসকল স্মরণ করিতে করিতে তুষ্টমনা ও স্পৃহাশূন্য হইয়া অমদ ও অমৎসরতার সহিত পৃথিবী পর্যটনে কালকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম।।১২।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (২।১।১৭)
এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্।।১৩।।

অতএব সর্বশাস্ত্র ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, নির্বিঘ্ন ও অকুতোভয়লাভেচ্ছু যোগীদিগের পক্ষে কৃষ্ণনাম কীর্তনই একমাত্র কর্তব্য।।১৩।।

নিষ্কপটেন ভাবেন নামগ্রহণমেব কর্তব্যম (২।৩।২৪)
তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ।।১৪।।

কৃষ্ণনাম নিরপরাধে করা কর্তব্য। সর্বদৌ নিষ্কপটতার কথা বলিতেছেন। হরিনাম-গ্রহণে নেত্রে জল ও গাত্ররুহে হর্ষপ্রকাশ হইবার সময় যদি প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয় বিকার-প্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ সরলতার সহিত দ্রব না হয়, তবে সেই হৃদয় কাপট্য অপরাধে কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়াছে, মনে করিতে হইবে।।১৪।।

নিরন্তরনামগ্রহণপদ্ধতিঃ। বৃত্তঃ (৬।১১।২৪)
অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণানাং
গৃণীতবাক্ কর্ম করোতু কায়ঃ।।১৫।।

নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক। নামগ্রহণসময়ে অন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে। বৃত্র কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি তোমার পাদমূলে নিরন্তর দাসানুদাস হইয়া থাকি, এই প্রার্থনা। যে সময়ে আমার জিহ্বা প্রাণপতিস্বরূপ তোমার গুণসকল গান করিবে, সে সময়ে আমার মন তোমার লীলা স্মরণ করুক। এই সমস্ত শরীর তোমার সেবারূপ কর্ম করিতে থাকুক।।১৫।।

তত্র আশা (৬।১১।২৬)
অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোঽরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্।।১৬।।

নাম করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষশাবকসকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয় ব্যক্তির ধ্যানে যেমন প্রিয়া বিষণ্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার মন তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক।।১৬।।

নামপরাণাং প্রায়শ্চিত্তান্তরং নাস্তি। বিষ্ণুদূতাঃযমদূতান্ (৬।২।৭)
অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ।।১৭।।

যাঁহারা নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্মজ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। এই অজামিল বিবশ হইয়া শ্রীহরির স্বস্ত্যয়ন নাম উচ্চারণ করিয়াছে, তখন কোটী জন্মের পাপ ইহার ধ্বংস হইয়াছে। তাৎপর্য এই যে, পাপ তিন প্রকার -- অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক অর্থাৎ এই জন্মকৃত। কর্মপ্রায়শ্চিত্তে বিশেষ বিশেষ পাপ

মাত্র ক্ষয় হয়। প্রারব্ধ পাপসমুদায় ক্ষয় হয় না, অপ্রারব্ধের ত কথাই নাই। অনুতাপাদি জ্ঞান-প্রায়শ্চিত্তে অপ্রারব্ধ পাপ ক্ষয় হয়। আকস্মিক পাপ হইতে জ্ঞানী লোক সাবধান হন। নতুবা প্রারব্ধ পাপের সহিত তাহা ভোগ করিতে হইবে। নাম-গ্রহণে অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক সকল পাপই বিনষ্ট হয়, কেবল কৃষ্ণেচ্ছায় জীবন থাকে।।১৭।।

(৬।২।৯-১০)
স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মাহা গুরুতল্পগঃ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে।।১৮।।

সর্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ।।১৯।।

চৌর্য, মদ্যপান, মিত্রদ্রোহ, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্প-গমন, স্ত্রী, রাজা, পিতা, গো — এই সকল হনন করা এবং অন্য যতপ্রকার পাপ হইতে পারে, সেই সমস্ত পাপকারী ব্যক্তি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। কেবল পাপ নষ্ট হয়, এরূপ নয়, আবার কৃষ্ণ-বিষয়ে মতি দৃঢ়া হয়।।১৮-১৯।।

দূরে আস্তাং শুদ্ধনামগ্রহণম্। নামাভাসেঽপি সর্বপাপনাশঃ। (৬।২।১৪-১৫)
সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ।।২০।।

নিষ্কপটে, নিরপরাধে এবং সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত যে কৃষ্ণনাম করা যায়, তাহাই শুদ্ধ নাম। তাহাতে যে কি ফল তাহা বলা দুঃসাধ্য। কেন না সেইরূপ নামে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয়। কৃষ্ণ সপার্ষদে ভক্তের নিকট আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেরূপ নামের কথা থাকুক; সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই অথচ নিষ্কপটে ও নিরপরাধে যে নামোচ্চারণ হয়, তাহাই ছায়া নামাভাস। সেই ছায়া নামাভাসের যে অসীম শুভফল, তাহা বলিতেছেন। সাঙ্কেত্য, পারিহাস্য, স্তোভ ও হেলা — এই চারি প্রকারে ছায়া নামাভাস হয়। যেরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ ক্ষয় হয়।।২০।।

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ।।২১।।

পতিত, স্খলিত, ভগ্ন, সর্পাদির দ্বারা সংদষ্ট, অগ্নির দ্বারা তপ্ত ও অস্ত্র বজ্রাদির দ্বারা আহত হইয়া যিনি 'হরি' এই নামটী অবশ অবস্থায়ও বলেন, তিনি যাতনা পাইবার যোগ্য হন না।।২১।।

(৬।২।১৭-১৯)

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপো দানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া।।২২।।

বহুতর ব্যক্তি তপ, দান ও ব্রতাদি দ্বারা সেই সেই পাপ ধ্বংস করেন বটে, কিন্তু অধর্মজ হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না। তাহা কেবল কৃষ্ণচরণসেবা-দ্বারাই সাধিত হয়। এ স্থলে কর্ম্মমার্গীয় কৃচ্ছ্র প্রায়োপবেশনাদিরূপ ব্রতকে বুঝিতে হইবে। জয়ন্তী, হরিবাসরাদিব্রত কৃষ্ণচরণসেবার অঙ্গ।।২২।।

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ।।২৩।।

অজ্ঞানেই হউক, বা জ্ঞানেই হউক, কৃষ্ণনাম নিষ্কপটে সংকীর্তিত হইলে, অনল যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ জীবের পাপসকল দগ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে নামের ফল জ্ঞানকে জ্ঞান বলি এবং ফলের অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলি।।২৩।।

যথাগদং বীর্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ।।২৪।।

ঔষধ ও মন্ত্রে যে সকল স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি আছে, সেইরূপ কৃষ্ণের নামে সমস্ত অচিন্ত্যশক্তি কৃষ্ণ অর্পণ করিয়াছেন। সেই শক্তি নামের স্বাভাবিকী শক্তি। পাপমাত্র নাশ করা এবং অনন্তমঙ্গল উদয় করা নামের স্বাভাবিকী শক্তি। ঔষধ ও মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে তাহাদের নিজের স্বভাবগত বীর্যের দ্বারা রোগাদি নাশ করে। রোগী ঐ ঔষধি ও মন্ত্রের বীর্য অবগত না হইয়াও ফল প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ নামশক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নাম-ফল পান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাহাদিগকে কপটতানুরূপ ফল দিবার যে শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, আর প্রেমাদি উচ্চফল দেন না।।২৪।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (৬।২।৪৯)
ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্।।২৫।।

অতএব অজামিল ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে যে 'নারায়ণ' শব্দরূপ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নামের ফলেই তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রদ্ধাপূর্বক কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যে ফল, তাহার আর কথা কি বলিব। সর্বেশ্বর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম এক বস্তু, তাহাতে কৃষ্ণের সর্বশক্তি আছে, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা।।২৫।।

কপটাশূন্যঃ শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিতং যদ্ভবন্নামোচ্চারণং সৈব নামাভাসঃ। কাপট্যেন

যন্নামগ্রহণং তন্নামাপরাধঃ। তেনৈব হৃদয়ং প্রস্তরবৎ কঠিনং ভবতি। তদ্গতনামাপরাধঃ দুশ্চিকিৎস্যঃ। অপরাধা দশবিধাঃ। তত্রাদৌ সাধুনিন্দাপরাধঃ। দেবী দক্ষং। (৪।৪।১৩)

নাশ্চর্য্যমেতদযদসৎসু সর্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষং মহাপুরুষ-পাদপাংশুভি-
র্নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্।।২৬।।

নামের প্রতি যে দশটী অপরাধ আছে, তন্মধ্যে সাধুনিন্দাই প্রধান অপরাধ। তাহা বলিতেছেন। কুণপে জড়শরীরে যাহাদের আত্মবুদ্ধি, তাহারা মহৎ সাধুদিগকে নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য কি? বৈষ্ণবগণ প্রতিহিংসা করেন না; কিন্তু তাঁহাদের পদরেণু ঈর্ষাপূর্বক সেই সকল বৈষ্ণবনিন্দককে নিরস্ততেজ করিয়া ফেলেন, ইহাই শোভা পায়।।২৬।।

চমসঃ নিমিম্ (১১।৫।৬,৭ ও ৯)

কর্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিতমানিনঃ।
বদন্তি চাটুকাম্মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ।
রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্।।২৭।।

যে সকল লোক কর্মকুশল নয় অর্থাৎ কর্মজড়, মুর্খ, আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা কর্মপক্ষীয় চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া থাকে। সেই সকল মিষ্টবাক্যের উৎসবে তাহারা রজোগুণে ঘোরসঙ্কল্প, কামুক ও সর্পবৎ ক্রোধী, দাম্ভিক, অভিমানী পাপাচারী হইয়া কৃষ্ণভক্তদিগকে পরিহাস করে।।২৭।।

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্মণা।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ সহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ।।২৮।।

জড়ীয় শ্রী, বিভূতি, উত্তমকুলে জন্ম, সাধারণ বিদ্যা, সন্ন্যাসাদি রূপ, ত্যাগ, রূপ, বল ও কর্মদ্বারা অহঙ্কারী ও অন্ধবুদ্ধি খল হইয়া ঈশ্বর ও হরিপ্রিয়দিগকে অপমান করে।।২৮।।

তদপরাধে সতি তৎক্ষমাপণপদ্ধতিঃ। ভগবান্ দুর্বাসসম। (৯।৪।৭১)

ব্রহ্মংস্তদগচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি।।২৯।।

এইরূপ মহদবহেলন নামাপরাধ উপস্থিত হইলে যাঁহার প্রতি অপরাধ হয়, সেই সাধু ক্ষমা করিলে মঙ্গল হয়। ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্ তুমি নাভাগ-নন্দনের নিকট অপরাধী

হইয়া কষ্ট পাইতেছ। তাঁহার ক্ষমা লাভ করিলে তোমার শান্তি হইবে।।২৯।।

দ্বিতীয়োপরাধঃ। পৃথগীশবুদ্ধিঃ শিবাদৌ ন কর্তব্যা। (১০।৮৮।২)
শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ।
হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।।৩০।।

শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদনুগৃহীত জানিলে নামাপরাধ হয় না। শিব মায়াশক্তিযুক্ত ত্রিলিঙ্গ গুণঃসংবৃত। হরি নির্গুণ প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর।।৩০।।

তৃতীয়ো নামাপরাধঃ। গুরোরবজ্ঞা। নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ (৭।১৫।২৫)
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বাঞ্চোপশমেন চ।
এতৎসর্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ।।৩১।।
(৭।১৫।২৬)
যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ।
মর্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ।।৩১।।

গুরুর অবজ্ঞা একটী নামাপরাধ। সত্ত্বের দ্বারা রজস্তমঃকে এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বকে জয় করার বিধি। গুরুভক্তির দ্বারা অনায়াসে সে সকল সিদ্ধ হয়। জ্ঞানদাতা গুরুতে যাঁহার মর্ত্য সাধারণ বুদ্ধি, তাঁহার পক্ষে কুঞ্জরস্নানের ন্যায় সকলই বৃথা।।৩১।।

চতুর্থপরাধঃ। শাস্ত্রান্তরনিন্দা। কৃষ্ণ উদ্ধবম্ (১১।৩২।৬; ১০।১৬।৪৪)
শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দান্যত্র চাপি হি।
নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রযোনয়ে।।
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ।।৩২।।

বৈদিক কোন শাস্ত্র নিন্দা করিবে না। ভাগবত-শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র তত্তদধিকারীর উপকারী জানিয়া নিন্দা করিবে না। প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বোধক নিগমশাস্ত্রকে প্রণাম করি।।৩২।।

নামাপরাধঃ নাম্নি অর্থবাদো যমঃ দূতান্ (৬।৩।২৫)
প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্মণি যুজ্যমানঃ।।৩৩।।
ভগবান্ উদ্ধবম্। (১১।২১।৩৪)
এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্।

মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্তাপি ন রোচতে।।৩৩।।

যাঁহারা মহাজন নন, তাঁহারা দেবীমায়াদ্বারা বিমোহিত; ভগবন্নাম মাহাত্ম্য জানিতে পারেন না। সুতরাং নামমাহাত্ম্যে অর্থবাদ করিয়া জড়বুদ্ধি বশতঃ মধুপুষ্পিত কর্মফল-প্রদর্শক বাক্যসকলে অধিক বিশ্বাস করিয়া বৈতানিক কর্মে নিযুক্ত হন এবং নাম-অপরাধে অমঙ্গল লাভ করেন। ভগবান্ কহিলেন, তাৎপর্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, অভিমানী ও লুব্ধ ব্যক্তিদিগের আমার বার্তায় রুচি হয় না।।৩৩।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (৬।১।১৮)
প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙ্মুখম্।
ন নিষ্পুনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাম্ভসা।।৩৪।।

নারায়ণপরাঙ্মুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হয় না। মদ্য-কুম্ভ জলে ধুইলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ।।৩৪।।

(৭।৯।৪৬)
মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বকর্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্তা ভবন্ত্যুত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্।।৩৫।।

নামে অর্থবাদ অপরাধ-ক্রমে মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপ, অধ্যয়ন, স্বকর্ম, ব্যাখ্যা, বিবিক্তবাস, জপ ও সমাধি প্রভৃতি আপবর্গ্য-পন্থা, হে ভগবন্! দাম্ভিক অজিতেন্দ্রিয় পুরুষ দিগের প্রায়ই জীবন-বার্তা হয়, পারমার্থিক হয় না।।৩৫।।

ষষ্ঠাপরাধঃ অন্যশুভকর্মণা সহ নাম্নঃ সাম্যবুদ্ধিঃ। নারদঃ। (৪।৩১।৯-১২)
তজ্জন্ম তানি কর্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ।।৩৬।।

অন্য শুক্ষকর্মের সহিত নামকে সমান মনে করিলে অপরাধ হয়। সেই জন্মই জন্ম, সেই কর্মই কর্ম, তাহাই আয়ু, তাহাই মন এবং তাহাই বাক্য, যদ্দারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি পরিসেবিত্ হন। ভক্তির নিকট ঐ সকল শুভকর্মের তুচ্ছতা দেখুন।।৩৬।।

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্মভির্বা ত্রয়ী-প্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা।।৩৭।।

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।

বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা।।৩৮।।

কিংবা যোগেন সাংখ্যেন নাস্যস্বাধ্যায়য়োরপি।
কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ।।৩৯।।

শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক এই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা কি লাভ? বেদত্রয়ে যে সকল কর্ম ব্যবস্থাপিত আছে, তাহাতেই বা কি? দেবতাগণের আয়ু লাভ করিয়াই বা কি হয়? বেদাধ্যয়নেই বা কি লাভ? বাগ্মিতা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারাই বা কি হয়? বুদ্ধি বা নৈপুণ্য-দ্বারাই বা কি লাভ? ইন্দ্রিয়চেষ্টা ও বলের দ্বারাই বা কি হয়? যোগের দ্বারাই বা কি? সাংখ্যজ্ঞানেই বা কি হয়? সন্ন্যাস, বেদপাঠ বা অন্যান্য শ্রেয় দ্বারাই বা কি হয়, যদি আত্মপ্রদ হরিকে না পাওয়া যায়। এই সকল শুভকর্ম জড়ময়। হরিনাম চিন্ময়। তাঁহার সহিত জড়কর্মের তুলনা করিলে অপরাধ হয়।।৩৭-৩৯।।

অন্যদেবোপাসনাদিশুভকর্মণাং নাম্না সহ ন সাম্যম্। (৪।৩১।১৪)
যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্বার্চনমচ্যুতেজ্যা।।৪০।।

অন্য দেবোপাসনাকেও হরিনামের তুল্য মনে করিলে ষষ্ঠাপরাধ হয়। তরুমূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখা সকল তৃপ্ত হয়। প্রাণ সন্তুষ্ট হইলে সকল ইন্দ্রিয় প্রসন্ন থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণোপাসনা-দ্বারাই সকল দেবতার অর্চন হয়। পৃথক্ পূজা নিষ্ফল।।৪০।।

অন্যশুভকর্মণাং ফল্গুত্বম্। দেবাঃ (৬।৯।২১)
অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্।।৪১।।

কৃষ্ণ পরিপূর্ণকাম, স্বীয় লাভে পরিপূর্ণ, সম ও প্রশান্ত। তাঁহাকে ছাড়িয়া শুভকর্মাদি ও তত্তদুদ্দিষ্ট কোন দেবতাকে যে আশ্রয় করে সেও মূঢ়। সমুদ্র পার হইবার জন্য যাহারা কুকুরের লেজ ধরে, সেও তদ্রূপ।।৪১।।

সপ্তমাপরাধঃ অশ্রদ্দধানেষু নামোপদেশঃ। প্রহ্লাদঃ (৭।৯।৯-১১)
মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ।

নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায়।।৪২।।

অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়। ধন, অভিজন, রূপ, তপ, শ্রুত, ওজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ ও বুদ্ধিযোগ এই সকল পরম পুরুষের আরাধনার যোগ্য হয না। দীনব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য। গজ-যূথপতির শ্রদ্ধাজাত ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন।।৪২।।

বিপ্রাদ্দ্বিষড়্ গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুণাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ।।৪৩।।

দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি ভাগবৎ পাদারবিন্দবিমুখ হন অর্থাৎ কৃষ্ণে শ্রদ্ধাহীন হন, তাহা অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আমি জানি, কেন না তাঁহার মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন। তিনি আপন কুল সহিত জগৎ পবিত্র করিতে পারেন। কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ভূরিমানবিশিষ্ট ব্রাহ্মণটী কৃষ্ণভক্তি অভাবে স্বীয় কুল ও জগৎ পবিত্র করা দূরে থাকুক, আমাকেও পবিত্র করিতে পারেন না।।৪৩।।

নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে।
যদযজ্জনো ভগবতো বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ।।৪৪।।

কৃষ্ণ নিজলাভপূর্ণ। কৃষ্ণনামে অশ্রদ্দধান মায়াবাদী অপণ্ডিত লোকের উপাসনা তিনি গ্রহণ করেন না, যেহেতু তিনি কেবল শ্রদ্ধাবান্ ভক্তের প্রতি করুণ। অতএব ভক্ত নিজ প্রভু ভগবানের যে পূজা করেন তাহা পরম প্রিয় বলিয়া কৃষ্ণকে দেন। তনুসারে নিজের মুখের প্রতি মুখশ্রীরূপ উদয় হয়।।৪৪।।

নাম্নো বলাৎ পাপাচারবুদ্ধিরেব অষ্টমাপরাধঃ। পরীক্ষিৎ শুকম্ (৬।১।১০)
ক্বচিন্নিবর্ততেহভদ্রাৎ ক্বচিচ্চরতি তৎপুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমতোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ।।
(৭।১৫।৩৬)
যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ।।৪৫।।

নাম-গ্রহণাদি পরম প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিয়া সর্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। আবার

প্রায়শ্চিত্তের ভরসায় সেই পাপ আচরণ করে, তাহার পক্ষে আর কি প্রায়শ্চিত্ত? তাহার কুঞ্জর-স্নানের ন্যায় সকলই বৃথা। নারদ বলেন, যিনি ত্রিবর্গ-সমাপ্তি করিয়া মোক্ষপথে হরিনাম লইলেন, তিনি ত্যাগী হইয়া আবার স্ত্রীসঙ্গ গ্রহণ করেন, তিনি নির্লজ্জ বান্তাশী।।৪৫।।

আলস্যবিক্ষেপাত্মকপ্রমাদঃ নবমাপরাধঃ। পরীক্ষিতম্। (২।২।৩৬)
তস্মাৎ সর্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্নৃণাম্।।৪৬।।

হে পরীক্ষিৎ! প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানে আলস্য-বিক্ষেপাদি ঘটিলে নামে জ্ঞানপূর্বক হেলা হয়, অতএব সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া সর্বত্র সর্বসময়ে ভগবান্ হরির নামাদি শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ কর। তাহা হইলে নিরপরাধে নাম করিতে পারিবে।।৪৬।।

পরীক্ষিৎ শুকম্ (৬।১।৯)
দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্।।৪৭।।

দৃষ্ট (বিশ্বে) শ্রুত (অন্যত্র) যে সকল পাপ হয়, সে সমস্ত পাপের নিষ্কৃতি হরিনামে হইয়া থাকে, এই মহিমা জানিয়াও যিনি 'অহং মম' অভিমানে তাহাতে প্রীতি করেন না, তিনি নামাপরাধী; তাঁহার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি?।।৪৭।।

(৬।১।১২)
নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে।।৪৮।।

নিয়ম করিয়া অন্নাদি পথ্য গ্রহণ না করিলে ব্যাধি ক্রমশঃ বলবান্ হয়। সেইরূপে সংখ্যাদি নিয়ম করিয়া হরিনাম স্মরণ, কীর্তন না করিলে কিরূপে ক্ষেম হইবে? হরিনাম গ্রহণে নিয়ম এই যে, নিষ্কপটে নিরপরাধে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিরন্তর নাম করিবে। নামরূপগুণলীলা স্মরণাদির ক্রম-নিয়মই ক্ষেমজনক।।৪৮।।

যমঃ দূতান্। নামগ্রহণস্য নিত্যতা (৬।৩।২৯)
জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণুকৃত্যান।।৪৯।।

অতএব যমদূতদিগকে যম এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। হে দূতগণ! যাহার জিহ্বা

কৃষ্ণনাম-গুণ কীর্তন না করে, যাহার চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্ম স্মরণ না করে, যাহার মস্তক একবারও কৃষ্ণকে নমস্কার না করে, সেইরূপ অসৎ লোককে কিছুমাত্র ভক্তিকার্য করে নাই জানিয়া আমার নিকট আন।।৪৯।।

চিত্রকেতুঃ ভগবন্তম্ (৬।১৬।৪৪)
ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম সকৃৎক্ষবণাৎক্কশোঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ।।৫০।।

আপনার দর্শনে জীবের অখিল পাপ ক্ষয় হয়, ইহা অবশ্যই ঘটিবে। আপনার নাম একবার স্মরণ করিলে পুক্কশও সংসার হইতে মুক্ত হয়।।৫০।।

ভক্তানাং প্রার্থনা। পৃথুর্ভগবন্তম্ (৪।২০।২৪)
ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচি-
ন্ন যত্র যুষ্মাচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ।।৫১।।

ভক্তমাত্রেই কৃষ্ণনাম শ্রবণে রুচি হয়। হে নাথ যাহাতে তোমার চরণাম্বুজাসব নাই, আমি তাহা কখনই কামনা করি না। তোমার মহদ্ভক্তগণের হৃদয় হইতে মুখচ্যুত যে হরিনাম, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ দেও, এই একটী আমি প্রার্থনা করি।।৫১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
সাধনভক্তিনিরূপণম্ নাম ত্রয়োদশঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কর্মমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব প্রকরণে সাধনভক্তিনিরূপণে
ত্রয়োদশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা'- নাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

চতুর্দশঃ কিরণঃ

ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ

দেবহূতিঃ কপিলম্ (৩।৩৩।৮)

তং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং
প্রত্যক্স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং
বন্দে বিষ্ণু কপিলং বেদগর্ভম্।।১।।

প্রতিষ্ঠাশাভয়াদ্ যেন বিবিক্তে ভজনং কৃতম্।
তং মাধ্বান্বয়নক্ষত্রং মাধবেন্দ্রপুরীং ভজে।।

তুমি পরম ব্রহ্ম, তুমি পরম পুরুষ, প্রত্যেক্ স্রোতদ্বারা আত্মায় আনীত হও। স্বীয় তেজে সমস্ত গুণপ্রবাহ ধ্বংস করিয়া তুমি বর্তমান। তুমি বেদগর্ভ কপিল। তোমাতে বিষ্ণু সাক্ষাৎ; আমি তোমাকে বন্দনা করি। চিদনুকূলস্রোতকে প্রত্যক্স্রোত বলা যায়। চিৎপ্রতিকূল স্রোতকে পরাক্স্রোত বলা যায়। চিৎপ্রতিকূল-স্রোতই ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি সাধিত হয় না।।১।।

শরণাপত্তেরাবশ্যকত্বম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।১২।১৪-১৫)

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ।।
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্বদেহিনাম্।
যাহি সর্বাত্মভাবেন ময়াস্যা হ্যকুতোভয়ঃ।।২।।

শরণাপত্তি নিতান্ত প্রয়োজন। হে উদ্ধব! তুমি বেদের প্রেরণা বাক্য ও স্মৃতির প্রতিপ্রেরণা পরিত্যাগ করতঃ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত ত্যাগ করিয়া সর্বদেহীগণের আত্মস্বরূপ আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনন্য-শরণাপত্তি কর। সর্বভাবে তাহা করিতে পারিলে আমাতে অবস্থিত হইয়া অকুতোভয় হইবে।।২।।

শরণাপত্তেঃ লক্ষণানি ষট্। প্রাতিকূল্যবর্জনম্ আনুকুল্যস্য সংকল্পঃ, কৃষ্ণো রক্ষিষ্যতীতিবিশ্বাসঃ; কৃষ্ণৈব গোপ্তা ইতি বিশ্বাসঃ, আত্মনিবেদনং, দৈন্যঞ্চেতি। অত্র কিরণে প্রাতিকূল্য বিচারঃ। তত্রাদৌ শুকঃ পরীক্ষিতম্ (৫।১৯।২৩)

ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা
ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ

সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্।।৩।।

শরণাপত্তির ছয়টী লক্ষণ অর্থাৎ (১) প্রাতিকূল্য বর্জন, (২) আনুকূল্য মাত্র স্বীকার, (৩) এক মাত্র কৃষ্ণকে রক্ষাকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করা, (৪) কৃষ্ণকে আপনার একমাত্র প্রতিপালক বলিয়া বরণ করা, (৫) আমি কেহ নই, আমি ও আমার সকলই কৃষ্ণের এবং (৬) আমি সর্বাপেক্ষা দীন। এই কিরণে প্রাতিকূল্যবর্জনের বিচার হইবে। প্রাতিকূল্য বর্জন না করিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয় না। প্রতিকূল অনেক প্রকার, তন্মধ্যে স্থান-প্রতিকূলতার বিষয় বলিতেছেন। বিষয়ীগণের স্থান প্রতিকূল, অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। যেখানে কৃষ্ণকথাসুধা-সরিৎ নাই, যেখানে কৃষ্ণাশ্রিত সাধুলোক নাই, যেখানে কৃষ্ণকীর্তনরূপ মহোৎসব হয় না, সেস্থান সদিও সুরেশ-লোক হয়, সেখানে বাস করিবে না।।৩।।

নারদঃ গুহ্যকৌ (১০।১০।৮-১০)
নহ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ।।৪।।

হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্।।৫।।

যেখানে প্রিয় জড়বিষয়-সেবা, তথায় বুদ্ধিভ্রংশকারী অন্য রজোগুণের প্রয়োজন নাই। সহজেই শ্রীমদ্ তথায় বিদ্যমান। শ্রীমদ্ হইতে সৎকুল জন্মাদি অভিমান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূত-ক্রীড়া ও আসব অর্থাৎ মদ্যধূম্রাদি পান। যেখানে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ এই নশ্বর জড়দেহকে অজরামর বলিয়া ইহার পোষণের জন্য নির্দয়তার সহিত পশ্বাদি হনন করে, সেই সকল স্থান পরিত্যাগ করিবে।।৪-৫।।

দেবসংজ্ঞিতমংপ্যন্তে কৃমিবিড়্ ভস্মসংজ্ঞিতম্।
ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ।।৬।।

এই দেহের গতি শুন। দেবসংজ্ঞিত দেহটীও মরণান্তে হয় কৃমি, নয় বিষ্ঠা, নয় ভস্মসংজ্ঞিত হইবে। ইহার জন্য ভূতদ্রোহ করা যে স্বার্থ বিরোধী, তাহা তাহারা জানে না। ইহাতে অবশ্য নরক হয়।।৬।।

শুকঃ শিশুপালচরিতে (১০।৭৪।৪০)
নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ।।৭।।

যেখানে ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের নিন্দা শুনা যায়, সে স্থান হইতে যে চলিয়া না যায়, সে সমস্ত সুকৃতচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয়।।৭।।

প্রতিকূলশাস্ত্রানুশীলনবর্জনম্। শৌনকাদয়ঃ সূতম্ (১।১।১০)
প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ।।৮।।

(১।১।১১)
ভূরীণি ভূরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি।।৯।।

প্রতিকূল শাস্ত্র ও বহুশাস্ত্রানুশীলন ত্যাগ করিবে। হে সূত! এই কলিকালে মানবগণ প্রায়ই অল্পায়ু, মন্দ, মন্দমতি, মন্দভাগ্য এবং রোগ-শোকদ্বারা উপদ্রুত। সুতরাং বর্হির্মুখ ও বহুশাস্ত্রশ্রবণের সুবিধা নাই। হে সভ্য! বিভাগ করিয়া শুনিতে গেলে অনেকানেক কর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র শুনিতে হয়, তাহা ভাল নয়। সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে যাহা সার, তাহা মনীষা-দ্বারা উদ্ধৃত করতঃ জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে বল। তাহা হইলে আত্মা প্রসন্ন হইবে।।৮-৯।।

পরচর্চা বর্জনম্। কৃষ্ণ উদ্ধবম্ (১১।২৮।২)
পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ।।১০।।

পরচর্চা অকারণে করা দোষ, অতএব বর্জনীয়। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! পরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রসংশা বা নিন্দা করিবে না। তাহা করিলে অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশ হইবে এবং স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে।।১০।।

(১২।৬।৩৪)
অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
ন চৈনং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ।।১১।।

কেহ তোমাকে অতিবাদ করে, তাহা সহ্য করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না। দেহ আশ্রয় করিয়া কাহার প্রতি বৈর সাধন করিবে না।।১১।।

ভুক্তি বা মুক্তিস্পৃহা ন কর্তব্যা। মার্কণ্ডেয় চরিতে ভগবান্। (১২।১০।৬)
নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেঽব্যয়ে।।১২।।

এষণা বা স্পৃহা বহুবিধ। সমস্ত এষণা ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। ঐহিক ধন, জন, রাজ্য, জাতি, বল, রূপ, ইন্দ্রিয়সুখ, যশ, প্রতিষ্ঠা ও মাৎসর্য এই সমুদায় ঐহিক ভুক্তিসুখ। স্বর্গাদি লোকসুখই আমুত্রিক সুখ। সংসারে কষ্ট পাইয়া শীঘ্র মুক্তি পাইবার জন্য যে স্পৃহা তাহা মুক্তি-সুখ। তাই বলিতেছেন যে, অব্যয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে পরমাভক্তিসুখ লাভ করতঃ আর অন্য আশিস মোক্ষবাঞ্ছা বর্জন করা আবশ্যক।।১২।।

কপিলঃ দেবাহূতিম্ (৩।২৫।৩৪)
নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোঽন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি।।১৩।।

মৎপাদসেবা অভিরত ও মদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত পুরুষগণ পরস্পর প্রসক্তি পূর্বক আমার লীলা-কথা সেবা করেন। একাত্মতা অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তিকে ভক্তিসুখের নিতান্ত বিরুদ্ধ জানিয়া তাহাতে কিছুমাত্র স্পৃহা করেন না।।১৩।।

(৩।২৯।১৩)
সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।
(৩।২৯।১৪)
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।।১৪।।

যাঁহারা আমার সেবা-সুখ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্যকে সেবাদ্বার বলিয়া দিলেও তাঁহারা কোন প্রকার ব্যাঘ্যাত মনে করিয়া গ্রহণ করিতে চান না। একত্ব বা সাযুজ্যকে ত সহজে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করেন। ইহারই নাম আত্যন্তিক ভক্তিযোগ। ইহার দ্বারা ভক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া আমার প্রেমভাবকে প্রাপ্ত হন।।১৪।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।২০।৩৪-৩৫)
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্।।১৫।।

আমার একান্ত ভক্ত ধীরসাধুগণ কিছুমাত্র আমার নিকট হইতে পাইতে বাঞ্ছা করেন না। আমার প্রদত্ত অপুনর্ভবরূপ কৈবল্যও বাসনা করেন না।।১৫।।

নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।

তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ।।১৬।।

নৈরপেক্ষ্যের নাম পরম নিঃশ্রেয়ঃ। তাহা অতিশয় উৎকৃষ্ট। অতএব নিরপেক্ষ সাধুদিগের নিষ্কাম ভক্তি উদয় হয়।।১৬।।

তত্র কর্মাগ্রহবর্জনং নিয়মাগ্রহবর্জনঞ্চ। শুকঃ পরীক্ষিতম্। (৬।১।১১)
কর্মণা কর্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্।।১৭।।

কর্ম ও কর্মসম্বন্ধীয় নিয়মাগ্রহ দূর করিবে। কর্মের দ্বারা যে কর্মনির্হার, তাহা আত্যন্তিক নয়। অবিদ্বান্ ব্যক্তির অধিকারস্থিত কর্ম-প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা।।১৭।।

(৬।১।১৫-১৬)
কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ।।১৮।।

বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তিগণ কেবলভক্তি অর্থাৎ কর্মামিশ্রিত ভক্তিকার্যেই সমস্ত পাপকে, সূর্য যেরূপ নীহার নষ্ট করে, তদ্রূপ ধ্বংস করিয়া ফেলেন।।১৮।।

ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়তে তপদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎ-পুরুষনিষেবয়া।।১৯।।

কৃচ্ছ্র তপ আদি দ্বারা হে রাজন্! অঘবান্ ব্যক্তি সেরূপ পবিত্র হয় না, যেরূপ কৃষ্ণে যাঁহাদের প্রাণ অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি বৈষ্ণব সেবাদ্বারা পবিত্র হন।।১৯।।

নারদো যুধিষ্ঠিরম্ (৭।১৫।২৮)
ষড়্‌বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্বা নিয়মচোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগা নাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ।।
কৃষ্ণ উদ্ধবম্ (১১।২০।২৬)
স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা স গুণঃ পরিকীর্তিতঃ।
কর্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া।।২০।।

যোগের দ্বারাও পবিত্র হইবার উপায় সুবিধাজনক নয়। যেহেতু সমস্ত নিয়ম ও বেদপ্রেরণা ষড়্‌বর্গ-সংযম উদ্দেশেই হইয়াছে। তথাপি সেই তাৎপর্যের সহিত (যদি) তাহারা ভক্তির আনুকূল্য না করে, তবে যোগসমুদায়ই কেবল শ্রম-বহ হয়, তাৎপর্য-বহ হয় না। যে ব্যক্তির যে অধিকার, তাহাতে নিষ্ঠা করাই গুণকর্ম জন্মতঃই অশুদ্ধ, যেহেতু

কর্মের ধর্ম যে সঙ্গ, তাহা তাহাতে অনুস্যূত আছে। সেই সঙ্গ-সঙ্কোচের উদ্দেশে গুণ-দোষ-বিধিরূপ নিয়মসকল কৃত হইয়াছে।।২০।।

উদ্ধবঃ (১০।৪৭।২৪)
দানব্রততপোহোমজপস্বাধ্যায়সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে।।২১।।

তাৎপর্য এই যে, দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম এবং অন্যান্য যত শুভকর্মনির্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকলেরই সাধ্য বস্তু কৃষ্ণভক্তি।।২১।।

ক্ষুদ্রাশাবর্জনম্। শুকঃ পরীক্ষিতম্ (৬।১২।২২)
যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়িতোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃখাতকোদকৈঃ।।২২।।

ভগবান্ হরিরূপ পরমেশ্বরে যাঁহার নিঃশ্রেয়রূপ ভক্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি অমৃতসমুদ্রে ক্রীড়া করিতেছেন। ভুক্তি ও মুক্তিরূপ খাতোদকে তাঁহাদের মত ব্যক্তিগণের প্রয়োজন কি?।।২২।।

অসৎশিক্ষকবর্জনম্। ঋষভঃ (৫।৫।১৮)
গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ।
ন মোচয়েদযঃ সমুপেতমৃত্যুম্।।২৩।।

অসৎ শিক্ষক মাত্রকেই বর্জন করিবে। তাই বলিতেছেন যে, যিনি সমুপেত মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দৈব বা পতি (পদ) বাচ্য হইতে পারেন না।।২৩।।

প্রতিকূল আসক্তিবর্জনম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।২৮।২৭)
তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জনীয়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাব-
দ্রজো নিরস্যেত মনঃ কষায়ঃ।।২৪।।

প্রতিকূল সমস্ত আসক্তি বর্জন করিতে হইবে। মায়ারচিত সমস্ত গুণে যে আসক্তি, তাহা বর্জনীয়। যে পর্যন্ত আমার দৃঢ় ভক্তিযোগ-দ্বারা মনের যে কষায় অর্থাৎ রজোভাব নিরস্ত না হয়, সে পর্যন্ত আসক্তি ত্যাগের যত্ন করা প্রয়োজন।।২৪।।

সূতঃ শৌনকাদীন্। (১।১৮।২২)
যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্মঃ।।২৫।।

কৃষ্ণভক্তিতে অনুরক্ত হইয়া ধীরপুরুষ সহসা দেহাদিতে যে ঊঢ় (ধৃত) সঙ্গ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্যধর্মরূপ পারমহংস্যপদে গমন করিবেন। পারমহংস্যধর্মে অহিংসা ও উপশমই জীবের স্বধর্ম।।২৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্। (২।১।১৫)
অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যে চ তম্।।২৬।।

অন্ত্যকাল উপস্থিত হইলে পুরুষ অসঙ্গ অস্ত্রের দ্বারা দেহে ও দেহের অনুগত পুত্রকলত্রাদিতে স্পৃহা ছেদন করিবেন।।২৬।।

ভক্তিজনিতচরমবৈরাগ্যম্ (২।২।৪)
সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ-
র্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যুপবর্হণৈঃ কিম্।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ।।২৭।।

ভক্তিজনিত চরমবৈরাগ্য এইরূপ। ভূমি থাকিতে শয্যায় প্রয়াস কেন? দুই বাহু থাকিতে উপাধান বা বালিসের চেষ্টা কেন? অঞ্জলি থাকিতে ভোজনপাত্রের অন্বেষণ কেন? দিক্‌বল্কল থাকিতে বস্ত্রের প্রয়োজন কি?।।২৭।।

(২।২।৫)
চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্মদান্ধান্।।২৮।।

আহা পথে কি ছিন্নবস্ত্র পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষগুলি কি আমাদিগকে কোন ভিক্ষা দিবেন না? নদী সব শুষ্ক হইল কি? গুহা সব কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? অজিত কৃষ্ণ কি তাঁহার উপসন্ন ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবেন না? অবশ্য রক্ষা করিবেন। তবে পণ্ডিতগণ

কেন ধনদুর্মদক্রমে অন্ধ বিষয়ীদিগকে উপাসনা করিবেন?।।২৮।।

কর্তব্যাসক্তিরপি ভক্ত্যা বর্জনীয়া। করভাজনো নিমিম্ (১১।৫।৪১)
দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্তম্।।২৯।।

ধর্মসম্বন্ধে যে কর্তব্যবুদ্ধি, তাহাতেও আসক্তি করার আবশ্যক নাই। যিনি সর্বভাবের দ্বারা সর্বকর্ম ত্যাগ করতঃ সর্বদা শরণ্য যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দেব ঋষি, ভূত, আপ্ত ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী থাকেন না অর্থাৎ তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত থাকেন।।২৯।।

বহির্মুখগৃহাসক্তিবর্জনম্। প্রহ্লাদঃ হিরণ্যকশিপুম্। (৭।৫।৩০-৩১)
মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্বিতচর্বণানাম্।।৩০।।

যে গৃহ বহির্মুখ, তাহাতে আসক্তি বর্জন করিবেন। স্বতঃ বা পরতঃ যাহাদের কৃষ্ণে মতি নাই, সেই গৃহস্থগণ গৃহব্রত হইয়া পরস্পর আসক্তিতে আবদ্ধ হয়। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং তমিস্রের যাত্রীস্বরূপ। সংসাররূপ নিষ্কলবস্তুতে পুনঃ পুনঃ চর্বিত-চর্বণ-দ্বারা দুঃখ লাভ করিতেছে। এই সব সঙ্গ ত্যাগ করা কর্তব্য। তাহা দুইপ্রকারে হয় অর্থাৎ জড়ভরতের ন্যায় ও প্রিয়ব্রতের ন্যায়।।৩০।।

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ।।৩১।।

বহিরর্থমানী, দুরাশয়, ঈশতন্ত্রীতে দৃঢ়, বদ্ধ, অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ-প্রায় ঐ সকল ব্যক্তি বিষ্ণুকে জীবের একমাত্র স্বার্থগতি বলিয়া জানে না।।৩১।।

বহির্মুখবৈরাগ্যং বর্জনীয়ম্। ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতম্ (৫।১।১৭)
ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্-
যতঃ স আস্তে সহ ষট্সপত্নঃ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য

গৃহাশ্রমঃ কি নু করোত্যবদ্যম্।।৩২।।

বহির্মুখ বৈরাগ্যাশ্রমও বর্জনীয়। ব্রহ্মা কহিলেন, দেখ, যাহাদের চিত্ত বশীভূত নয়, ইন্দ্রিয়চারণে প্রমত্ত, তাহাদের বনে গিয়া কি ভয় যায়? দেখ, তাহারা যেখানেই যাউক, কাম, ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টী বিরোধীকে সঙ্গে লইয়া যায়। যিনি আত্মরত ও জিতেন্দ্রিয় বুধব্যক্তি তাঁহার গৃহাশ্রমে কি ক্ষতি করিতে পারে।।৩২।।

বহির্মুখজনসঙ্গবর্জনং সাধকানাং কার্যম্। কপিলঃ (৩।৩১।৩৩-৩৪)
সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো তপশ্চেতি যৎসঙ্গাদযাতি সংক্ষয়ম্।।৩৩।।

সাধকদিগের পক্ষে বহির্মুর্খজনসঙ্গ এককালীন বর্জনীয়। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও তপ এসমস্তই কৃষ্ণবহির্মুখ অসৎসঙ্গে ক্ষয় হইয়া পড়ে।।৩৩।।

তেম্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ।।৩৪।।

সেই আত্মানাশী অসাধু, অশান্ত ও মূঢ় যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একবারে পরিত্যাগ করিবে।।৩৪।।

(৩।৩১।৩৯)
সঙ্গং ন কুর্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
সৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য।।৩৫।।

ভক্তিযোগরূপ যোগের পরমস্থানে যাঁহারা আরোহন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন কখনই প্রমোদদায়িন স্ত্রীলোকগণের সঙ্গ না করেন। যাঁহারা সাধুসেবায় আত্মলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রমোদা-সঙ্গকে নিরয়দ্বার বলিয়া থাকেন।।৩৫।।

(৩।৩১।৪১)
যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্।
স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্।।৩৬।।

স্ত্রী ভক্তগণের পক্ষে বহির্মুখ পতিসঙ্গ পরিবজর্নীয়। বহির্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট, কেননা স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্ব লাভ হয়। তাহা বিত্ত অপত্য গৃহপ্রদ। সেই মায়া-পুরুষই

বৃষভের ন্যায় আচরণ করতঃ পতিত্ব অভিমান করিতেছে। সমস্তই মোহ। ইহাতে আসক্তি অতিশয় মন্দ।।৩৬।।

ভরতঃ রহূগণম্ (৫।১২।১৪)
অহং পুরা ভরতো নাম রাজা
বিমুক্তদৃষ্ট-শ্রুতসঙ্গবন্ধঃ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো
মৃগোঽভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ।।৩৭।।

পশুপক্ষী প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না। জড়ভরত কহিলেন, হে রহূগণ, আমি পূর্ব্বজন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম। তখন দৃষ্ট শ্রুত সকল বিষয়েই আমি মুক্তসঙ্গ হইয়াছিলাম। ভগবদারাধনার জন্য শালগ্রামক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছিলাম। তথায় একটী মৃগশাবকের প্রতি আসক্তি হওয়ায় হতার্থ হইয়া আমি মৃগ হইয়া পড়িয়াছিলাম।।৩৭।।

নারদঃ প্রচেতসঃ (৪।৩১।২১)
ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু।।৩৮।।

শ্রুত, ধন, কূল ও কর্ম্মমদে মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি অকিঞ্চন বৈষ্ণবে পাপ বিধান করে, সেই কুবুদ্ধি ব্যক্তির পূজা অধনের আত্মধন-প্রিয় ও রসজ্ঞ হরি কখনই স্বীকার করেন না। বিদ্যা, কুল, ধন ও বৃহৎ কর্ম্মের দ্বারা মদ না হয়, এরূপ প্রাতিকূল্য বর্জন করা উচিত।।৩৮।।

প্রহ্লাদঃ দৈত্যবালকান্ (৭।৬।১৮)
ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোঽপবর্গঃ।।৩৯।।

প্রহ্লাদ বলিলেন, কুসঙ্গ যখন এত মন্দ, তখন হে দৈত্যবালকগণ, বিষয়াত্মদৈত্যগণে যে সঙ্গ, তাহা দূরে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তসঙ্গ হইয়া অপবর্গ্য-বাসনায় আদিদেব নারায়ণকে আশ্রয় কর। হরিপদসেবাই মূল অপবর্গ।।৩৯।।

(৭।৭।৪৪-৪৫)
কিমু ব্যবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ।
রাজকোষগজামাত্যভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ।।৪০।।

অপত্য, স্ত্রী, গৃহ, ধনাদি, রাজ কোষ, গজ, অমাত্য, ভৃত্য, আপ্ত, প্রভৃতি মমতাস্পদ বস্তু এই সকলে কি করিতে পারে?।।৪০।।

কিমেতরাত্মননস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ।
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ।।৪১।।

আত্মার তুলনায় ইহারা সব তুচ্ছ বস্তু, দেহের অনুগত সমস্ত নশ্বর, অর্থের ন্যায় বোধ হয় কিন্তু অনর্থ। নিত্যানন্দ রসসমুদ্র যে কৃষ্ণভক্তি, তাহার নিকট ইহারা কিছুই নয়।।৪১।।

(৭।৭।৫১-৫২)
নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা।।৪২।।

হে অসুরাত্মজগণ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, বৃত্ত ও বহুজ্ঞতা কৃষ্ণপ্রীতির হেতু হয় না। সুতরাং এই সকল বস্তুতে মন্দ ও আসক্তি বর্জনীয়।।৪২।।

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্।।৪৩।।

দান, তপ, ইজ্যা, শৌচ এবং কর্মমার্গীয় ব্রতাদি দ্বারা হরি প্রীত হন না, কেবল অমলভক্তির দ্বারা প্রীত হন। ভক্তিশূন্য ঐ সব কর্ম বিড়ম্বন।।৪৩।।

প্রহ্লাদো ভগবন্তম্। (৭।১০।৪)
নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটতে করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।।৪৪।।

হে আদিগুরো! করুণাত্মা তুমি, তোমা হইতে অন্যথা ঘটে না। যিনি আশিস্ পাইবার আশায় তোমার পূজা করেন, তিনি ভৃত্য নন, বণিক্।।৪৪।।

নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ (৭।১৫।২৯)
যথা বার্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রতি।
অনর্থায় ভবেয়ুঃ স্ম পূর্তমিষ্টং তথাসতঃ।।৪৫।।

যেরূপ বার্তাদি অর্থসকল যোগের তাৎপর্য প্রাপ্ত হয় না, কেবল অনর্থের জন্যই হয়, সেইরূপ পূর্ত ও ইষ্ট অসৎ লোকদ্বারা কৃত হইলে অনর্থের মূল হয়।।৪৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্। (১০।১।৪)
নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ।।৪৬।।

কৃষ্ণগুণানুবাদ নিবৃত্ততৃষ্ণ ব্যক্তিদিগের উপগীয়মান বিষয়। সংসারী জীবের পক্ষে ভবৌষধি এবং শ্রবণ মনের অভিরমণ বিশেষ। এমত বিষয়ে আত্মঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে বা বিরাগ লাভ করে। পশুঘ্ন অশ্রদ্দধান ব্যক্তির সঙ্গ বর্জনীয়।।৪৬।।

মুক্তাভিমানিমায়াবাদিসঙ্গ পরিবর্জনীয়ঃ। (১০।২।৩২)
যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ।।৪৭।।

মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্তব্য নয়। দেবগণ বলিতেছেন, হে অরবিন্দাক্ষ! কেবলজ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভক্তির প্রতি নিত্য জ্ঞান না থাকায় তাহার অশুদ্ধ- বুদ্ধি। জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা অর্থাৎ অতৎ বস্তু ত্যাগ করিতে করিতে তদ্বস্তুর নিকটবর্তী যে পরং পদ, প্রায় সেই পর্যন্ত যায়। আবার আশ্রয়রূপ তোমার পাদপদ্ম না পাইয়া অধঃপতিত হয়। সেই সব লোকের সঙ্গে ভক্তি লোপ পায়।।৪৭।।

যাজ্ঞিকাঃ (১০।২৩।৪০)
ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদযত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্কুলং ধিক্ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে ত্বধোক্ষজে।।৪৮।।

কৃষ্ণ বিমুখজনের শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক রূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্। তাহার যজ্ঞ ব্রতাদিতে ধিক্। তাহার বহুজ্ঞতায় ধিক্। তাহার উচ্চকুলে ধিক্। তাহার ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্। এই কথা বলিয়া বহির্মুখ যজ্ঞ দীক্ষিত মাথুরব্রাহ্মণবর্গ আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। তদ্রূপসঙ্গেও ধিক্।।৪৮।।

কৃষ্ণোদেবকীং (১০।৮৪।১৩)
যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবৃদ্ধি সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ।।৪৯।।

যাঁহার ত্রিধাতুক জড়-শরীরে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে আমার বুদ্ধি, ভৌমবস্তুতে ইজ্যবুদ্ধি, জলে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু ঐ সকল প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোন প্রকার বুদ্ধি ভক্তজনে হয় না, তিনি গরুদিগের মধ্যে প্রকৃত গাধা।।৪৯।।

ন চ শঠকপটদাম্ভিকনাস্তিকশ্রদ্ধাহীনেষু সঙ্গং কুর্যাৎ। কৃষ্ণ উদ্ধবম্ (১১।২৯।৩০)
নৈতাত্ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্বিনীতায় দীয়তাম্।।৫০।।

হে উদ্ধব! তোমাকে আমি সকল তত্ত্ব উপদেশ করিলাম। তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রদ্দধান, অভক্ত ও দুর্বিনীত ব্যক্তিগণকে কখনই বলিবে না। তাহাদের সহিত সঙ্গ করা কর্তব্য নয়। দাম্ভিক, অভিমানী, সর্বেশ্বর কেহ আছেন তাহা যিনি দৃঢ় বিশ্বাস না করেন, তিনি নাস্তিক। ভক্তের নিকট ভক্তবেশ ধারণ করিয়া অন্য কার্য উদ্ধার করে, সে অশুশ্রূষু। দৈন্যজনিত বিনয় যাহার নাই, সেই দুর্বিনীত। বর্হির্মুখ কর্মী জ্ঞানী যোগী ও বিষয়ী ইহারা অভক্ত।।৫০।।

(১১।২৬।৩)
সঙ্গং ন কুর্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ।।৫১।।

শিশ্নোদরতর্পণপ্রিয় অসদ্ব্যক্তির সঙ্গ কখনই করিবে না। সেরূপ লোকের সঙ্গ করিলে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় অবশ্য অন্ধতম অবস্থায় পতিত হয়।।৫১।।

ঐলঃ (১১।২৬।২৪)
তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাঞ্চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্বর্গঃ কিমুদাদৃশাম্।।৫২।।

অতএব স্ত্রীজনে ও স্ত্রৈণজনে ইন্দ্রিয়দ্বারা কোনপ্রকার সঙ্গ করিবে না। ঐল কহিলেন যে, আমাদের মত লোকের কথা কি, পণ্ডিতদিগেরও ষড়্বর্গের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত নয়। সংসার ও জীবন নির্বাহক ধর্মকার্য অনাসক্ত ভাবে করা ব্যতীত অন্য প্রকারে ইন্দ্রিয়চালনের সম্বন্ধে এস্থলে উক্তি হইয়াছে।।৫২।।

চমসঃ নিমিম্ (১১।৫।১০)
সর্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতোঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্তয়া।।৫৩।।

সকল দেহধারী ব্যক্তিতে ভগবান্ অবস্থিত। আকাশ যেরূপ লিপ্ত না হইয়া সর্বত্র থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্বত্র। তাঁহার কথা বেদে সর্বদা গীত হইতেছে। অবুধ লোক নানা বিষয়াবার্তায় মনোরথাবিষ্ট থাকে। কৃষ্ণকথায় মন দেয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত ভক্তিবিরোধী বার্তা হইতে অবসর না লইলে ভক্তিলতার বীজ ক্রমশঃ ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধি হইতে পারে না।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াম্ অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে ভক্তিপ্রাতিকূল্য বিচারে সাধনভক্তিনিরূপণং নাম চতুর্দশঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াম্ অভিধেয়তত্ত্ব-প্রকরণে ভক্তিপ্রাতিকূল্য বিচারে চতুর্দশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

পঞ্চদশঃ কিরণঃ

ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ

প্রহ্লাদো নৃসিংহম্ (৭।৯।১৮)

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চিগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগলয়হংসসঙ্গঃ।।১।।

অঙ্গীকৃষ্ণতং সদা ভক্তেরনুকূলং যদেব হি।
গৌরপাদাশ্রয়াদেযন শ্রীবাসং তং নমাম্যহম্।।

প্রিয়গণের সুহৃদ্ পরদেবতাস্বরূপ তোমার বিরিঞ্চিগীত লীলাকথা কীর্তন করিতে করিতে নির্গুণ হইয়া দুর্গসকল সহজে উত্তীর্ণ হইব। কেননা ভক্তির পরম অনুকূল স্বরূপ তোমার পাদ-যুগলের হংসগণের সঙ্গই আমার প্রধান আশ্রয়।।১।।

কৃষ্ণ উদ্ধবম্ (১১।১১।৪৮)

প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্।।২।।

হে উদ্ধব! সৎসঙ্গে যে ভক্তিযোগ তাহা বিনা, সাধুদিগের পরম অয়ন যে আমি, আমাকে পাইবার অন্য উপায় নাই।।২।।

(১১।১২।১-৭)

ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্তং ন দক্ষিণা।।৩।।

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ।
যথাবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্বসঙ্গাপহো হি মাম্।।৪।।

অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, বর্ণাশ্রমধর্ম, স্বাধ্যায়, তপ, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তীর্থ, নিয়ম ও যম এই সকল আমাকে সেরূপ অবরোধ করিতে পারে না যেরূপ সর্বসন্তাপহারী সৎসঙ্গ আমাকে অবরোধ করে।।৩-৪।।

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগাঃ মৃগাঃ।

গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ।।৫।।

বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজা।
রজস্তমঃপ্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে।।৬।।

সৎসঙ্গেই দৈত্যেয়, যাতুধান, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব, অপ্সর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজ (যাহারা স্বভাবতঃ রজস্তমঃ প্রকৃতিক) সেই সেই যুগে আমাকে পাইয়াছিল।।৫-৬।।

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ।
বৃষপর্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ।।৭।।

সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্‌পথঃ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে।।৮।।

ত্বাষ্ট্র, কয়াধুপুত্র প্রহ্লাদাদি, বৃষপর্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজ, গৃধ্র, বণিক্, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজে সাধনসিদ্ধ গোপীগণ যজ্ঞে যজ্ঞপত্নীগণ, অনেকেই আমার পদ লাভ করিয়াছিলেন।।৭-৮।।

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ।
অব্রতাতপ্ততপসা সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ।।৯।।

তাহারা শ্রুতি পাঠ করে নাই, বেদশিক্ষক পণ্ডিতদিগকে উপাসনা করে নাই, কোন ব্রতাচরণ করে নাই, কোন তপস্যা করে নাই, কেবল আমার সঙ্গ হইতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি সকল সাধুর উপাস্য। আমার সঙ্গই প্রধান সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গেই তাহারা আমাকে পাইয়াছে।।৯।।

কপিলো দেবহূতিম্ (৩।২৩।৫৫)
সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে।।১০।।

অসদ্ব্যক্তি বা বস্তুতে যে সঙ্গ করা যায়, তাহাতে সংসাররূপ বন্ধন ফল হয়, সেই সঙ্গ সাধুব্যক্তি বা বস্তুতে করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়। বুদ্ধিপূর্বক করিলে ঐসব সঙ্গের ফল অবশ্য হইবে। অজ্ঞানে করিলেও তত্তৎ ফলবীজ উৎপন্ন করে।।১০।।

বিদেহো নিমিম্ (১১।২।২৯-৩৩)
দুর্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ।

তত্রাপি দুর্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্।।১১।।

দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠ-প্রিয়ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষা দুর্লভ।।১১।।

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘা।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম্।।১২।।

হে অনঘ সকল! আমরা তোমাদের নিকট আত্যন্তিক ক্ষেম কি তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে অর্ধক্ষণ সাধুসঙ্গও মানবদিগের মহামূল্যধন।।১২।।

তেষাং লক্ষণানি। কৃষ্ণ উদ্ধবম্ (১১।১১।২৯-৩১)
কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্বদেহিনাম্।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্বোপকারকঃ।।১৩।।

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ।।১৪।।

অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ।
অমানী মানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবি।।১৫।।

সঙ্গযোগ্য সাধুদিগের লক্ষণ বলিতেছেন। কৃপালু, কাহার প্রতি দ্রোহ করেন না, তিতিক্ষু, সত্যকে সারজ্ঞান করেন, অনিন্দনীয় স্বভাব, সম, সর্বোপকারক, কামের দ্বারা হতবুদ্ধি হন না, ইন্দ্রিয়দমনশীল, সরল, অন্তর বাহিরে শুদ্ধ, অকিঞ্চন, জড়োন্নতিতে প্রয়াসশূন্য, পরিমিতাহারী, মনকে বশ করেন, ধীর, ভগবানে শরণাপন্ন অযথাবাক্যব্যয়রহিত, অপ্রমত্ত, গভীর চিত্ত, ধৈর্যশীল, ষড়্গুণের অবশীভূত, অমানী, সম্মানকারক, বিচার-কুশল, মৈত্র, কারুণিক ও কবি। ইহার মধ্যে শরণাপত্তিই স্বরূপলক্ষণ আর সকল তটস্থ্ লক্ষণ।।১৩-১৫।।

(১১।২৬।২৭)
সন্তোঽনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
নির্মমা নিরহংকারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ।।১৬।।

সাধুগণ নিরপেক্ষ, ভগবচিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী মমতাশূন্য, জড়সত্তায় অহঙ্কার-রহিত, শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখে নির্দ্দন্দ্ব, কাহারও কিছুতে লোভ করেন না।।১৬।।

(১১।২৬।৩৪)

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাঽহমেব চ।।১৭।।

সাধুগণ অন্তহৃদয়ে চক্ষুদান করেন। সূর্য সমুত্থিত হইয়া বাহিরের আলোক দিয়া থাকেন। সাধুগণই দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমার নিজ জন।।১৭।।

যুধিষ্ঠিরো বিদুরম্ (১।১৩।১০)
ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং বিভো।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা।।১৮।।

আপনার ন্যায় বৈষ্ণবগণ স্বয়ং তীর্থভূত। তাঁহারা তীর্থ সকলকে পবিত্র করেন, কেননা তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ বর্তমান।।১৮।।

শৌনকাদয়ঃ সূতম্ (১।১৮।১৩; ৪।৩০।৩৪)
তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ।।১৯।।

স্বর্গ বা অপুনর্ভবকে আমি কিছুমাত্র বৈষ্ণব-সঙ্গের সহিত তুলনা করি না। বৈষ্ণবসঙ্গের তুল্য মর্ত্যদিগের পক্ষে আর অধিক লাভ নাই।।১৯।।

(১।১৯।৩৩)
যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ।।২০।।

যাঁহাদের স্মরণে গৃহসকল সদ্য শুদ্ধ হয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদশৌচজলপান দ্বারা এবং আদর করিয়া বসাইলে যে কি হয় তাহা বলা যায় না।।২০।।

বিদুরঃ মৈত্রেয়ম্ (৩।৫।৩)
জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-
দধর্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দনস্য।।২১।।

দৈবাৎ কৃষ্ণবিমুখ অধর্মশীল ও সুদুঃখিত ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কৃষ্ণভক্তগণ স্থানে স্থানে বিচরণ করেন।।২১।।

কপিলঃ দেবহূতিম্ (৩।২৫।২০-২১ ও ২৩-২৪)

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্।।২২।।

কবিসকল বলেন, যে যে প্রসঙ্গ আত্মার বন্ধনকারী পাশস্বরূপ তাহাই আবার নিষ্কপট সাধুজনে করিতে পারিলে মোক্ষদ্বার অপাবৃত হয়।।২২।।

তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ।।২৩।।

তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্বদেহীর সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত সাধুগণ সাধুভূষণ।।২৩।।

মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদগতচেতসঃ।।২৪।।

ভক্তগণ মদগতচিত্ত, সুতরাং কষ্টাভ্যাস বহুপ্রকার করেন না। সহজে মদাশ্রয় কথাদ্বারা মার্জিতমনে পরস্পর হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন।।২৪।।

ত এতে সাধ্বঃ সাধ্বি সর্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ।
সঙ্গস্তেম্বথ তে প্রার্থ্যাঃ সঙ্গদোষহরা হি তে।।২৫।।

হে সাধ্বি ! সর্বসঙ্গবিবর্জিত সাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর।।২৫।।

দেবী দক্ষম্ (৪।৪।১২)
দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্ণন্তি কেচিৎ ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলী করিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেম্ববিদদ্ভবানঘম্।।২৬।।

অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ দর্শন করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহারা সম্মান করেন। তদ্বিপরীতে আপনি মহত্তমে দোষ দৃষ্টি করিলেন, ইহাই দুঃখের বিষয়।।২৬।।

সনৎকুমারঃ পৃথুম্ (৪।২২।১৯)
সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ।
যৎসম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সর্বেষাং বিতনোতি শম্।।২৭।।

সাধুদিগের পরস্পর সঙ্গম উভয়ের মঙ্গল-জনক, অতএব উভয়েরই সম্মত। সেই পরস্পর সম্ভাষণে যে সংপ্রশ্ন হয়, তাহা সকলেরই মঙ্গল বিধান করে।।২৭।।

নারদঃ (৪।২৯।৪০)
তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ।।২৮।।

পরস্পর সাধুসঙ্গে মহৎ মুখ হইতে নিঃসৃত 'কৃষ্ণচরিত্র'-সুধাবশিষ্ট হইতে নদী সকল চতুর্দিকে স্রাবিত হয়। হে নৃপ! সেই নদীজল গাঢ় কর্ণে যাঁহারা অনবরত পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক ও মোহ স্পর্শ করে না।।২৮।।

(৪।২৯।৪৬)
যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্।।২৯।।

আত্মভাবিত ভগবান্ যখন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন, তিনি লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিমতি পরিত্যাগ করেন। লোকাপেক্ষা, শাস্ত্রবিধি অপেক্ষা ছাড়িয়া ভক্তিপ্রেরিত হইয়া যাহাই করেন, তাহাই অতি সুন্দর।।২৯।।

প্রচেতসো ভগবন্তম্ (৪।৩০।৩৩)
যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে।।৩০।।

আমরা যতদিন তোমার মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কর্ম করিতে করিতে সংসারে ভ্রমণ করি, ততদিন, হে ভগবন্! তোমার ভক্তসঙ্গ হইতে বঞ্চিত না হই। তাহা হইলে আমাদের অবশ্য মঙ্গল হইবে।।৩০।।

ঋষভঃ জনান্ (৫।৫।৩)
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাংশ্চ লোকে।।৩১।।

যে সকল ব্যক্তি আমি যে ঈশ্বর, আমাতে কৃত-সৌহৃদ হইয়া তাৎপর্যবান্ হন; তাঁহারা দেহ-প্রতিপোষকবার্তা, প্রিয়জন-সমূহে গৃহে, জায়া আত্মজ প্রভৃতি ধনদবিষয়ে প্রীতিযুক্ত

হন না, কেবল স্বচ্ছন্দে দেহযাত্রাদি সম্বন্ধীয় কার্যাদি অনাসক্তভাবে করিতে থাকেন।।৩১।।

ভরতঃ রহূগণম্ (৫।১২।১২-১৩)
রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্।।৩২।।

হে রহূগণ! ভগবৎ শব্দবাচ্য তত্ত্ব ছন্দসা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যদ্বারা গৃহাৎ অর্থাৎ গার্হস্থ্য-ধর্মদ্বারা, তপসা অর্থাৎ বানপ্রস্থ-ধর্মের দ্বারা নির্বপণাৎ অর্থাৎ সন্ন্যাসদ্বারা এবং জলাগ্নি সূর্যাদি পূজাদ্বারা তাহা লাভ হয় না। কেবল ভক্তপদরজোভিষেকদ্বারা তাহা পাওয়া যায়।।৩২।।

যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণাবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে।।৩৩।।

যেখানে গ্রাম্যকথাবিঘাতক কৃষ্ণকথা হয়, সেস্থলে বসিয়া নিরন্তর সেই কথা শুনিতে শুনিতে মুমূক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণে শুদ্ধমতি অর্পিত হয়।।৩৩।।

কে ভগবদ্ধর্ম-কোবিদাঃ? যমঃ দূতান্ (৬।৩।২০)
স্বয়ম্ভুর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহ্লাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্।।৩৪।।

ভগবদ্ধর্ম জ্ঞাতা মহাজনগণের পরিচয়। স্বয়ম্ভু, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমারাদি চারিজন, কপিল, মনু, প্রহ্লাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি যম আমরা ভগবদ্ধর্ম জানি।।৩৪।।

রুদ্রো দেবীম্ (৬।১৪।৪-৫)
মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে।।৩৫।।

সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুক্ত হন। সহস্র সহস্র মুক্তজনের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধি লাভ করেন। কোটী কোটী সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গসুকৃতিবলে নারায়ণপরায়ণ হন। হে মহামুনে! নারায়ণভক্ত সুদুর্লভ ও প্রশান্তাত্মা।।৩৫।।

(৬।১৭।২৮)
নারায়ণপরাঃ সর্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ।।৩৬।।

নারায়ণভক্তগণ নির্ভয়। স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক -- এ সকল তাঁহারা তুল্যার্থদৃষ্টি করেন।।৩৬।।

প্রহ্লাদো হিরণ্যকশিপুম্ (৭।৫।৩২)
নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশাত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদোরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চিনানাং ন বৃণীত যাবৎ।।৩৭।।

যে পর্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে, সে পর্যন্ত মানবদিগের মতি কখনই কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবাই জীবের সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র হেতু।।৩৭।।

নৃসিংহঃ প্রহ্লাদম্ (৭।১০।১৮-১৯)
ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ।।৩৮।।

হে সাধো! তুমি যখন কুলপাবনরূপে ইঁহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন ইনি (তোমার পিতা) একুইশ পুরুষ পিতৃলোকের সহিত পবিত্র হইলেন।।৩৮।।

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ।।৩৯।।

যে যে স্থানে আমার সমদর্শী, প্রশান্ত, ভক্ত সাধুসকল বাস করেন, সম্যক্ উত্তমাচার সে সে স্থানে প্রবর্তন হয়। কীকটাদেশ হইলেও সে দেশ ব্রহ্মাবর্ত অপেক্ষা পবিত্র হয়।।৩৯।।

ভগবান্ দুর্বাসসং (৯।৪।৬৩ ও ৬৫ - ৬৮)
অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ।।৪০।।

আমি ভক্তপরাধীন, হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরতন্ত্র। পরম ভক্ত সাধুগণ-কর্তৃক আমি গ্রস্তহৃদয়। আমি ভক্তজনপ্রিয়।।৪০।।

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে।।৪১।।

যাহারা পত্নী, গৃহ, পুত্র, আপ্ত, প্রাণ, বিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমাকে শরণ লইয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ কিরূপে হইবে?।।৪১।।

ময়ি নির্বন্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।।৪২।।

সৎস্ত্রী যেমত সৎপতিকে বশ করে, সেইরূপ আমাতে বদ্ধহৃদয় সমদর্শী সাধুগণ আমাকে ভক্তিদ্বারা বশ করেন।।৪২।।

মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্।।৪৩।।

আমার সেবা করায় সালোক্যাদি চতুষ্টয় উপস্থিত হয়, কিন্তু ভক্তগণ সেবাতেই পূর্ণ হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অন্য নশ্বর সুখের কথা কি?।।৪৩।।

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধুনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি।।৪৪।।

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। আমি ব্যতীত তাঁহারা আর কিছু জানেন না। আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আর কিছুই জানি না।।৪৪।।

গঙ্গায়াঃ পাপহরণং সাধুস্নানেন। ভগীরথঃ গঙ্গাম্ (৯।৯।৬)
সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ।।৪৫।।

সাধুজনের স্নানে গঙ্গা নিষ্পাপ হন। সাধু, সন্ন্যাসী, শান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকপাবন ব্যক্তিগণ স্নানরূপ সঙ্গদ্বারা, হে গঙ্গে! তোমার পাপ ক্ষয় করিবেন। কেননা তাঁহাদের হৃদয়ে হরি, ভক্তিদ্বারা বদ্ধ হইয়া আছেন।।৪৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।৮।৪)
মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা ক্বচিৎ।।৪৬।।

হে ভগবন্! আমরা দীনচেতা গৃহী। আমাদের মঙ্গলের জন্য মহদ্‌ভক্তদিগের গমনাগমন

হয়। অন্য কোন কারণে নয়।।৪৬।।

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ (১০।১৪।৩০)
তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেহত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্।।৪৭।।

এই নর-জন্মেই থাকি বা অন্যত্র জন্ম হউক বা তির্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমার এই এক ভাগ্য লাভ হউক, যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পাই।।৪৭।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।৩৯।২)
কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্নাভিবাঞ্ছন্তি কিঞ্চন।।৪৮।।

শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে? তথাপি ভক্তজন, হে রাজন্! কিছুই পাইতে বাসনা করেন না।।৪৮।।

কৃষ্ণঃ অক্রূরম্ (১০।৪৮।৩০)
ভবদ্বিধা মহাভাগাঃ সংনিষেব্যা অর্হত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ।।৪৯।।

আপনার ন্যায় অর্হত্তম মহাভাব সর্বদা শ্রেয়ঃকাম ব্যক্তিগণের সেবনীয়। দেবগণ স্বার্থপর হয়,সাধুগণ সর্বদা অন্যের অন্বেষণ করেন।।৪৯।।

(১০।৪৮।৩১)
ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ।।৫০।।

জলময়তীর্থ ও মৃৎশিলা-নির্মিত দেবমূর্তিসকল বহুকাল সেবিত হইলে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন।।৫০।।

মুচুকুন্দঃ কৃষ্ণম্ (১০।৫১।৫৩)
ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদগতৌ

পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ।।৫১।।

জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে যে জন্মে তাহার ভবক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই হে অচ্যুত! তাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটে। সাধুসঙ্গ হইলেই পরাবরেশ সদগতি-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে।।৫১।।

কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমভেদেন ত্রিবিধান বৈষ্ণবলক্ষণানি। 'সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে' ইতি বিচারসিদ্ধয়ে ভেদো দর্শিতঃ। তত্রাদৌ কনিষ্ঠলক্ষণম্। হবিঃ নিমিম্। (১১।২।৪৭)

অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ।।৫২।।

ভাগবত তিন প্রকার অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। তদনুসারে তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছেন। ভেদ না জানিতে পারিলে আপনা হইতে উচ্চ সাধুসঙ্গ হয় না, অতএব প্রথমেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন। লৌকিক শ্রদ্ধা অনুসারে যিনি অর্চা-মূর্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান স্বরূপ অন্য জীবকে দয়া শ্রদ্ধা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ। এই লক্ষণে কর্মী মায়াবাদীকে কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব মধ্যে লওয়া যায় না। যিনি কৃষ্ণের স্বরূপকে নিত্য জানিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক পূজা করেন, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত।।৫২।।

মধ্যমলক্ষণম্ (১১।২।৪৬)
ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু বা।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ।।৫৩।।

ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা যিনি করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত।।৫৩।।

উত্তম লক্ষণম্ (১১।২।৪৫)
সর্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষু ভাগবতোত্তমঃ।।৫৪।।

সর্বভূতে ভগবানের আত্মভাবকে এবং ভগবানে সর্বভূতকে যিনি দেখেন, তিনি উত্তম ভাগবত। ইহাই উত্তম ভাগবতের স্বরূপ লক্ষণ।।৫৪।।

উত্তমভাগবতানাং তটস্থলক্ষণানি (১১।২।৪৮-৫৫)
গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।৫৫।।

উত্তমভক্তের তটস্থ লক্ষণ ক্রমশঃ বলিতেছেন। ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয়সকল যথাযোগ্য

গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে দ্বেষ বা রাগ করেন না, এই জড়বিশ্ব সমুদায় বিষ্ণুমায়া বলিয়া জানেন, তিনি ভাগবতোত্তম।।৫৫।।

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ।।৫৬।।

সংসারে আছেন, তথাপি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি মোহিত না হন অর্থাৎ আসক্ত না হন, সর্বদা হরিস্মৃতিদ্বারা কুশলে থাকেন, তিনি ভাগবতপ্রধান।।৫৬।।

না কামকর্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।৫৭।।

যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শান্ত হন এবং কামকর্মবীজ যাঁহার চিত্তে উদ্ভব না হয়, তিনি ভাগবতোত্তম।।৫৭।।

ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ।।৫৮।।

বর্ণাশ্রমে আছেন, তথাপি জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা এবং বর্ণাশ্রম জাতিদ্বারা আসক্ত না হন এবং এই জড়দেহে যাঁহার অহংভাব নাই, তিনি হরির প্রিয়পাত্র।।৫৮।।

ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্বভূতঃ সমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।।৫৯।।

যাঁহার বিত্তে ও দেহে স্বীয় ও পর এরূপ ভেদ নাই, সর্বভূতে সম ও শান্ত, তিনি ভাগবতোত্তম।।৫৯।।

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্ল-
বনিমিষার্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্রঃ।।৬০।।

অজিতাত্ম সুরাদিগণ যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবনপ্রাপ্তির লোভেও যিনি সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব-নিমিষার্ধও বিচলিত না হন, কিন্তু অকুণ্ঠস্মৃতি থাকেন, তিনি

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য।।৬০।।

ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ।।৬১।।

কৃষ্ণের উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-শাখার নখমণি-চন্দ্রিকা-দ্বারা যাঁহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর দুঃখ কি; সূর্যতাপতপ্ত ব্যক্তি দিবাবসানে চন্দ্র-জ্যোৎস্না পাইলে তাঁহার কি আর তাপ ক্লেশ থাকে?।।৬১।।

বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ।।৬২।।

যিনি অবশেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছেন, অঘনাশক হরি যাঁহার হৃদয়কে কখনই সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়-রজ্জুর দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে সর্বদা আবদ্ধ, তিনিই প্রধান ভক্ত।।৬২।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্।(১১।১১।৩২-৩৩)
আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ।।৬৩।।

আমার আদিষ্ট ধর্মশাস্ত্রমত স্বধর্মে গুণ দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম পরিত্যাগপূর্বক আমাকে যিনি ভজন করেন, তিনি সর্বোত্তম।।৬৩।।

জ্ঞাত্বাঽজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চাস্মি যাদৃশঃ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ।।৬৪।।

সম্বন্ধ-জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু অনন্য নিষ্কপট ভক্তি হইয়াছে, এস্থলেও উত্তমা ভক্তি বলিতে হইবে। আমার স্বরূপ, আবার শক্তির স্বরূপ, এবং সর্বোরসতত্ত্ব কেবল সম্বন্ধজ্ঞানই জানিতে পারা যায়। সেইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানজনিত অচিন্ত্য শক্তিপরিণামতত্ত্ব পূর্ণরূপে না বুঝিয়াও যিনি অনন্যভাবে এবং নিষ্কপটে আমাকে ভজন করেন, তিনিও ভক্তোত্তম, কেননা অতিশীঘ্র মৎকৃপায় তাঁহার সম্পূর্ণ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইবে।।৬৪।।

(১১।২৬।২৬)

ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ।।৬৫।।

অতএব চতুর্দশ কিরণোক্ত দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এই কিরণোক্ত সাধুজনের বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সঙ্গ করেন। সাধুগণ উপদেশ দ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ-বন্ধন ছেদন করেন। সাধক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন, এইজন্যই কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম সাধুদিগের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে। নিষ্কপট বৈষ্ণব মাত্রের প্রতি আদর করা আবশ্যক।।৬৫।।

লব্ধসাধুসঙ্গঃ সাধনভক্তস্ত্বন্যানানুকূল্যনাশ্রয়তি। আদৌ তেষামনাসক্তভাবেন বিষয়াঙ্গীকারঃ (১১।২০।২৭-৩৩)

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্বিণ্ণঃ সর্বকর্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ।।৬৬।।

লব্ধসাধুসঙ্গ পুরুষের আর যে যে আনুকূল্য আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। প্রথমেই অনাসক্তভাবে বিষয়াঙ্গিকার। আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তি সকল কর্মফলনির্বিণ্ণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিবেন। কাম পরিত্যাগে অশক্ত, তথাপি কামকে চরমে দুঃখাত্মক জানিয়া তাহাকে ক্রমশঃ সঙ্কোচ করিবেন।।৬৬।।

ততো ভজেৎ মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জষুমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্।।৬৭।।

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমাকে ভজন করিতে থাকিবেন। দুঃখই ইহার উদর্ক অর্থাৎ চরম ফল, এরূপ জানিয়া সেই কামকে নিন্দা করিতে করিতে স্বীকার করিবেন। এই কার্য নিষ্কপট হইলে আমি কৃপা করি।।৬৭।।

প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্বে ময়ি হৃদি স্থিতে।।৬৮।।

পূর্বোক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজন করিতে করিতে আমি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদি জাত কামসকলকে সমূলে নাশ করি।।৬৮।।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি।।৬৯।।

তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয় এবং আমাকে অখিলাত্মা বলিয়া দৃষ্টি হইলে সমুদয় কর্মক্ষয় হয়।।৬৯।।

সাধনভক্তানাং জ্ঞানবৈরাগ্যচেষ্টা ন কর্তব্যা।
তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ।।৭০।।

সাধনভক্তদিগের জ্ঞান বৈরাগ্য-চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আমাকে আত্মভাবে আমার ভক্তিযুক্ত যোগী ব্যক্তি ভজন করেন। তাহাতে জ্ঞান বা বৈরাগ্য-চেষ্টা দ্বারা প্রায় শ্রেয়ঃ হয় না।।৭০।।

অন্যাশ্রয়ং বিনা ভক্তানাং সর্বলাভো ভবতি।
যৎ কর্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি।।৭১।।

সর্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেহঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গম মদ্ধাম কথঞ্চিদযদি বাঞ্ছতি।।৭২।।

শুদ্ধভক্তিতে সকল শুভই হয়। কর্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা বৈরাগ্যদ্বারা, অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা, দানধর্মদ্বারা এবং অন্য যতপ্রকার শ্রেয়ঃ সাধক শুভকর্ম আছে, সে সমুদায়ের দ্বারা যে ফলের সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদায়ই আমার ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সহজে প্রাপ্ত হন। স্বর্গ, অপবর্গ, বৈকুণ্ঠ যাহা বাঞ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন।।৭১-৭২।।

(১১।২০।৩৬)
ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্।।৭৩।।

আমার একান্ত ভক্তগণ বুদ্ধির পার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সাধু ও সমচিত্ত। গুণ দোষ হইতে যে গুণসমূহ উদয় হয়, তাহা তাঁহাদের পক্ষে উদয় হইতে পারে না।।৭৩।।

হরিব্রতাচরণম্। শুকঃ পরীক্ষিতম্ (৩।১।১৯)
গাং পর্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ
সদাপ্লুতোহধঃশয়নোহবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি।।৭৪।।

জয়ন্তীব্রত, একাদশী ও উর্জাপালনাদি অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। বিদুর মহাশয় পবিত্র সদ্বৃত্তিদ্বারা জীবন রক্ষা করত পৃথিবী পর্যটন করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত কালে স্নান, ভূমিতে শয়ন, অবধূত ও অলক্ষিত ভাবে স্বাধীন চেষ্টা, অবধূত বেশ ধারণপূর্বক

হরিতোষণব্রতসকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন।।৭৪।।

যথালাভ-সন্তোষঃ। নারদঃ ধ্রুবম্ (৪।৮।২৯)
পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পুরুষঃ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ।।
(৪।৮।৩৩)
যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছাতি।।৭৫।।

যথালাভে তুষ্টি ভক্তির অনুকূল। হে তাত! যাহা দৈবে মিলে, তাবৎমাত্র প্রাপ্তিতে পরিতুষ্ট হইবেন। বিশ্বেশ্বর যাহা দেন, তাহাই আমার প্রাপ্য, এই মনে করিয়া এই তমোময় সংসার পার হইবার জন্য তদ্দ্বারা আত্মাকে তুষ্ট করিবেন।।৭৫।।

ক্ষোভত্যাগার্থং দৃঢ়বুদ্ধিঃ (৪।৮।৩৪)
গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ।
মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে।।৭৬।।

গুণাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে আনন্দ আশা করিবে। গুণাধম ব্যক্তির নিকট হইতে অনুক্রোশ পাইব মনে করিবে। সমান ব্যক্তির নিকট হইতে মৈত্রী লিপ্সা করিবে। কিছুতেই তাপ মনে করিবে না।।৭৬।।

নবীনমুপায়মকুর্বন্ পূর্বোপায়মবলম্বয়েৎ। মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্। (৪।১৮।৪-৫)
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা।।
তাননাদৃত্য যো বিদ্বানার্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ।।৭৭।।

পূর্বমহাজন-প্রদর্শিত উপায় সকল অবলম্বন করিবে। সেই উপায় ধরিয়া ইদানীন্তন ব্যক্তি সহজে উপেয় লাভ করেন। তাহা অনাদর করিয়া যিনি আপনাকে বিদ্বান্ মনে করিয়া অর্থসকল স্বয়ং আরম্ভ করেন, তাঁহার অর্থসকল পুনঃ পুনঃ আরব্ধ হইয়া ব্যভিচার-দশা লাভ করে।।৭৭।।

প্রাক্ত্যাগাধিকারপ্রাপ্তঃ গৃহমেবানুকূলম্। ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতম্। (৫।১।১৮)
যঃ ষট্ সপত্নান্ বিদিগীষমাণো
গৃহেষু নির্বিশ্য যতেত পূর্বম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ।।৭৮।।

ত্যাগ-অধিকার প্রাপ্তির পূর্বে গৃহাশ্রম ভজনের অনুকূল হয়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টী শত্রুকে যিনি জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই গৃহে বসিয়া যত্ন করিবেন। গৃহরূপ দুর্গ আশ্রয় করত বলবান্ অরিসকলকে দমন করিবেন। কাম ক্ষীণ হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে যোগ্য হইবেন। তৎপূর্বে নয়।।৭৮।।

গৃহস্থবৈষ্ণবানাং বর্ণাশ্রমাশ্রিতজীবনমনুকূলম্। নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ (৭।১১।১৪-১৫, ২১-২৪, ৩০, ৩২, ৩৫)

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজা-গোপ্তুরবিপ্রাদ্বা করাদিভিঃ।।৭৯।।

বৈশ্যস্তু বার্তা-বৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ।।৮০।।

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমনির্দ্দিষ্ট ধর্মবৃত্তিতে জীবন নির্বাহ করিবেন। বিপ্র বৈষ্ণব অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, দান ও প্রতিগ্রহ (ইহার মধ্যে যাজন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবনবৃত্তি) করিবেন। ক্ষত্রিয় প্রজাপালন এবং বিপ্র ব্যতীত অন্য বর্ণের নিকট করশুল্কাদি গ্রহণ করিবেন। বৈশ্য বার্তা বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মকুলের অনুগত থাকিয়া জীবন যাপন করিবেন। শূদ্র দ্বিজশুশ্রূষাদ্বারা তাহাই করিবেন।।৭৯-৮০।।

শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্।।৮১।।

শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য এই কয়েকটী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ।।৮১।।

শৌর্যং বীর্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্।।৮২।।

শৌর্য, বীর্য, ধৈর্য, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়, ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য এই কয়েকটী ক্ষত্র-লক্ষণ।।৮২।।

দেবগুর্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষাণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্।।৮৩।।

দেবতা, গুরু, অচ্যুতভক্তি ত্রিবর্গ পরিপোষণ, আস্তিক্য অর্থাৎ বেদে বিশ্বাস, উদ্যম ও নৈপুণ্য এই কয়েকটী বৈশ্য লক্ষণ।।৮৩।।

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্।।৮৪।।

সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য, গোবিপ্ররক্ষা এই কয়েকটী শূদ্র-লক্ষণ।।৮৪।।

বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্।।৮৫।।

সঙ্করজাতির বৃত্তি তত্তৎকূলপ্রচলিত যাহা থাকে, তাহাই। কিন্তু অস্তেয় ও অপাপ-সিদ্ধবৃত্তি অন্ত্যজ জাতির।।৮৫।।

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্তমানঃ স্বকর্মকৃৎ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ।।৮৬।।

বৃত্তি স্বভাবকৃতই হইয়া থাকে। সেই সেই বৃত্তিতে স্বকর্মকৃৎ বর্তমান থাকিয়া ক্রমশঃ স্বভাবজ কর্মকে ত্যাগ করিতে করিতে নির্গুণতা লাভ করে। অর্থাৎ স্বভাব যত উন্নত হইবে, স্বধর্মও ততই উচ্চোচ্চ হইবে।।৮৬।।

যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ।।৮৭।।

মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে যে লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যেখানে দেখা যাইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দেশ করিতে হইবে। কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্দিষ্ট হইবে না।।৮৭।।

জীবনস্যানিত্যতা সততং স্মর্তব্যা। বসুদেবঃ কংসম্ (১০।১।৩৮)
মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।।৮৮।।

জীবন যে অনিত্য, তাহা সর্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বসুদেব বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দেহের সহিত মৃত্যুও জন্মিয়াছে। অদ্য বা শত বৎসরান্তে প্রাণীদিগের মৃত্যু অবশ্যই হইবে।।৮৮।।

দৈন্যমাশ্রয়ণীয়ম্। ব্রহ্মা ভগবন্তম্ (১০।১৪।৩৮)
জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।

মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ।।৮৯।।

সর্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই। ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানুন, অনেক বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমার বৈভব আমার মন, শরীর ও বাক্যের কখনই গোচর হয় না।।৮৯।।

আত্মীয়বিয়োগাদৌ শোকমোহাদিরাহিত্যমুকূলম্ (৬।১৫।৩)
যথা প্রজান্তি সংযান্তি স্রোতবেগেন বালুকাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ।।৯০।।

আত্মীয়-বিয়োগে শোক মোহাদি করিলে হৃদয়ে কৃষ্ণ স্থান প্রাপ্ত হন না। তাই বলিতেছেন যে, স্রোতবেগে বালুকাসকল যেমত চলিয়া যায় এবং সংযুক্ত হয়, তদ্রূপ কাল-বেদ-দ্বারা দেহীদিগের সংযোগ বিয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে শোক মোহের প্রয়োজনীয়তা কি?।।৯০।।

ক্ষমাবলম্বনীয়া। শুকঃ পরীক্ষিতম্ (৬।১৭।৩৭)
ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুমলন্তমঃ।
মূর্দ্ধ্না স জগৃহে শাপমেতাবৎ সাধুলক্ষণম্।।৯১।।

ক্ষমা ভক্তির অনুকূল। চিত্রকেতু দেবীকে প্রতিশাপ দিতে যথেষ্ট ক্ষমাবান্ ছিলেন, তথাপি বৈষ্ণবতা-প্রযুক্ত তিনি দেবীর শাপকে মস্তকে গ্রহণ করিয়া ক্ষমা করিলেন। ইহাই সাধু-লক্ষণ।।৯১।।

দুর্বাসা (৯।৫।১৪)
অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোঽপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমিহসে।।৯২।।

হে রাজন্! অদ্য আমি অনন্তদাসদিগের মহত্ত্ব দেখিলাম। অপরাধী ব্যক্তির মঙ্গলও বৈষ্ণবজন কামনা করেন।।৯২।।

কৃষ্ণ এব রক্ষক ইতি বিশ্বাসঃ। দেবাঃ ভগবন্তম্ (১০।২।৩৩)
তথা ন তে মাধব তাবকাঃ ক্বচি-
দ্ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্ধসু প্রভো।।৯৩।।

ভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র রক্ষক, এই বিশ্বাস করা কর্তব্য। হে মাধব! তোমার ভক্তগণ তোমাতে বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই ভ্রষ্ট হন না। তোমাকর্তৃক রক্ষিত হইয়া

তাঁহারা বিঘ্নকারকদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন।।৯৩।।

সর্বভূতদয়া। প্রহ্লাদঃ নৃসিংহম্ (৭।৯।৪৪)
প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে।।৯৪।।

সর্বভূতে দয়া করা আবশ্যক। হে দেব! মুনিগণ নিজমুক্তি-কামনায় বিজনস্থানে মৌনভাবে দিনযাপন করেন। অন্যজীবের মঙ্গলচেষ্টা করেন না। কিন্তু আমি তোমার দাসানুদাস, এই সকল অসুর বালককে স্বয়ং মুমূক্ষু হইয়া ত্যাগ করিতে পারি না। তুমি ব্যতীত সংসার-লোকের অন্য শরণ-নাই। জীবে কৃষ্ণভক্তি উৎপাদন করাই চরম উপকার। ভোজন, আচ্ছাদন ও ঔষধাদি দানকে উপকার বলা যায় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র উপকার। কখন তাহাতে অপকার হইয়া পড়ে। জীবাভয় প্রদানের ন্যায় উপকার নাই।, তাহাই বাস্তবিক উপকার।।৯৪।।

দৃঢ়পবিত্রজীবনং। ভগবান্ (৭।১০।১৩)
ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং
কলেবরং কালজবেন হিত্বা।
কীর্তি বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং
বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ।।৯৫।।

অনাসক্তরূপে বিষয়-ভোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। যে পর্যন্ত জীবিত থাক, পূর্ব পুণ্যসকল ভোগ-দ্বারা এবং পূর্ব পাপসকল কুশল-কর্ম দ্বারা ক্ষয় করত কালবেগের সাহায্যে এই অনিত্য কলেবর ত্যাগ করিয়া এবং ভক্তি সম্বন্ধীয় সুরলোক-গীত বিশুদ্ধা কীর্তি বিস্তারপূর্বক মুক্তবন্ধ হইয়া আমাকে পাইবে।।৯৫।।

ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ (১০।১৪।৩৬)
তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনস্তাবৎ কারগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহাঙ্ঘ্রি নিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ।।৯৬।।

রাগাদি সেই পর্যন্ত তস্কর, গৃহ সেই পর্যন্ত কারাগৃহ এবং মোহ সেই পর্যন্ত পদনিগড় অর্থাৎ বেড়ি যে পর্যন্ত হে কৃষ্ণ! জীবসকল তোমার দাস না হয়।।৯৬।।

(১০।১৪।৮)
তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।

হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্।।৯৭।।

অতএব তোমার অনুকম্পার আশা করিয়া আত্মকৃত-বিপাক সকল ভোগ করিতে করিতে, হৃদয়, বাক্য ও শরীর দ্বারা তোমাকে যে নিরন্তর নমস্কার বিধান করে, সেই ব্যক্তিই মুক্তিপদ-রূপ তোমাতে দায়ভাক্ হয়।।৯৭।।

পরার্থে উৎসাহঃ। শুকঃ (১০।২২।৩৫)
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা।।৯৮।।

অন্যদেহীর প্রতি প্রাণ, অর্থ বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা দেহিগণের যে শ্রেয় আচরণ, তাহাই জন্মের সাফল্য। ইহার নামই উৎসাহের সহিত কর্তব্য কর্ম করা।।৯৮।।

দরিদ্রতা ন দুঃখকারণং। ভগবান্ (১০।৮৮।৮)
যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
স্বত এনং ত্যজন্তস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্।।৯৯।।

দরিদ্রতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিলেন যে, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি, তাহার ধন আমি ক্রমে ক্রমে হরণ করি। কেননা তাহা হইলে কাযে কাযেই তাহার কপট বান্ধবগণ তাহাকে দুঃখদুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে। তাহার অসৎসঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে।।৯৯।।

আনুকূল্যসমাহারঃ। শুকঃ (১০।৪১।৫১)
সোঽভিবব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্।।১০০।।

বৈষ্ণবকর্তব্যতার সংক্ষেপ। তিনি সেই অখিলাত্মা কৃষ্ণে অচলা ভক্তি, কৃষ্ণভক্তে সৌহার্দ এবং সর্বভূতে শ্রেষ্ঠা দয়া পাইবার বর যাজ্ঞা করিলেন।।১০০।।

শুদ্ধভক্তেষু সর্বে সদ্গুণাঃ স্বভাবতঃ সন্তি। ভদ্রশ্রবা (৫।১৮।১২)
যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ।।১০১।।

পৃথক্ পৃথক্ সদ্গুণ-শিক্ষার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। শুদ্ধভক্তি হইলেই অন্য সকল

তটস্থ সদ্‌গুণ উদিত হয়। প্রহ্লাদ কহিলেন, যাঁহার কৃষ্ণে অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, সকল সদ্‌গুণ ও দেববর্গ তাঁহার শরীরকে শোভা করেন। মনোরথের সহিত যাহারা বহির্বিষয়ে ধাবমান, তাহাদের বহু চেষ্টা করিলেও সদ্‌গুণসকল কিরূপে হইবে।।১০১।।

ধৈর্য্যং। মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্ (৩।২২।৩৭)
শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্।।১০২।।

ধৈর্য বৈষ্ণবের একটী প্রধান গুণ। শারীর, মানস ও দিব্য এবং মনুয্যদিগের ভৌতিক যে সকল ক্লেশ হয়, তাঁহার হরিসংশ্রিত ব্যক্তিকে কখনই বাধা দিতে পারে না।।১০২।।

মনসঃ স্থৈর্যোপায়ঃ। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।২০।১৯)
ধার্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোঽনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ।।১০৩।।

মনকে স্থির করিলে ভক্তি দৃঢ় হয়। ধার্যমান মন আশুভ্রামিত হইয়া স্থির হয় না। সাবধানে অনুরোধ মার্গে তাহাকে আত্মবশ করিবে। অশ্বারোহী ব্যক্তি অশ্বের ইচ্ছানুরোধে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যেরূপ তাহাকে কৌশলে ফিরাইয়া লয়, সেইরূপ কাম-ধাবিত মনকে একটু ধর্মসম্মত প্রশ্রয় দিয়া ক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়, এই কৌশলটী সর্বদা মনে রাখা আবশ্যক।।১০৩।।

কর্মজ্ঞানাদিশূন্যভক্তিচেষ্টয়া সর্বার্থলাভো ভবতি (১১।১৪।১৮)
বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে।।১০৪।।

ভক্ত্যাশ্রিত ব্যক্তির পূর্বাভ্যস্ত অজিতেন্দ্রিয় মন কিছু দিন বিষয়ে থাকিতে বাধ্য হয়। ভক্তি অনুশীলন করিতে করিতে ভক্তি-প্রাগল্‌ভ্য যত বৃদ্ধি হয়, ততই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভক্তি প্রবলতাক্রমে বিষয়ে অভিভূত হন না। তবে যে কেহ কেহ পতন হয়, সে কেবল কপটতার ফল।।১০৪।।

(১১।১৪।১৯)
যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ।।১০৫।।

সুসমৃদ্ধ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠ সকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি সমস্ত পাপকে মূলের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলে।।১০৫।।

(১১।১৪-২১-২৩)
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।।১০৬।।

ভক্তি অনন্য হইলে সাধুদিগের প্রিয় আমি লব্ধ হই। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালগণকে জাতিদোষ হইতে পবিত্র করেন।।১০৬।।

ধর্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি।।১০৭।।

আমাতে ভক্তিহীন ব্যক্তির আত্মাকে ধর্ম, সত্যাদি বা তপস্যান্বিত বিদ্যা সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না।।১০৭।।

কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ।।১০৮।।

দ্রবচ্চিত্ত আনন্দাশ্রুকলাযুক্তা শুদ্ধা ভক্তি বিনা আশয় কিরূপে শুদ্ধ হইবে।।১০৮।।

ভক্ত্যনুকূলধর্মাঃ। প্রবুদ্ধঃ নিমিম্ (১১।৩।২৩-২৭)
সর্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্।।১০৯।।

শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ।।১১০।।

সর্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্ত চীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ।।১১১।।

মনে বাক্কায়-দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি।
শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্মণঃ।।১১২।।

(১১।৩।২৭-২৮)
জন্মকর্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্।
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারাণ্ গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্।।১১৩।।

যে সকল ধর্মকে ভক্তির অনুকূল বলিয়া আশ্রয় করা উচিত তাহা বলিতেছেন। সকল

বিষয় হইতে মনকে অসঙ্গ করা, শীঘ্র সাধুসঙ্গ করা, দয়া, মৈত্রী, সর্বভূতে প্রশ্রয় দেওয়া, শৌচ, তপ, তিতিক্ষা, মৌন, ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, মানঅপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিষয়ে সমতা, সর্বত্র আত্মারূপ ঈশ্বরদর্শন, কৈবল্য (জড় হইতে আত্মাকে পৃথক্ দৃষ্টি), অনিকেততা (গৃহারম্ভাদি প্রয়াসশূন্যতা) নির্জনবাস, সামান্য চিরবসন, যাহাতে তাহাতে সন্তোষ, প্রয়োজন স্থলে মন, বাক্য ও শরীরের নিগ্রহ, সত্য, শম, দম, হরিকথা শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান, ভগবৎ-জন্ম-কর্ম-গুণাদির কথা, কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, ইষ্ট, দান, তপ, জপ, এবং নিজ প্রিয় সাত্ত্বিক বস্তু ও বৃত্ত অর্পণ; স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, প্রাণ কৃষ্ণে নিবেদন করা। এই সকল ভক্তির উদ্দেশে কৃত হইলে ভক্তির অনুকূল হয়।।১০৯-১১৩।।

অকিঞ্চনভক্তানাং কৃষ্ণপূজাপদ্ধতিঃ। ভগবান্ (১০।৮১।৪)
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ।।১১৪।।

অকিঞ্চন ব্যক্তির পূজা-বিধি। পত্র, পুষ্প, ফল ও জল (যাহা বিনা ব্যয়ে সংগ্রহ হয়) যত্নবান্ পুরুষ ভক্তির সহিত আমাকে দিলে আমি ঐ ভক্তিদত্ত বস্তু স্বীকার করি।।১১৪।।

লোকশিক্ষা। ভগবান্ দেবান্ (৬।৯।৪৯)
স্বয়ং নিঃশ্রেসং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম হি।
ন রাতি রোগিণোহপথ্যং বাঞ্ছতোহপি ভিষক্তমঃ।।১১৫।।

রোগী ইচ্ছা করিলেও উত্তম চিকিৎসক তাহাকে কুপথ্য দেন না, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অজ্ঞ লোককেও কর্ম-ত্যাগরূপ নিঃশ্রেয় তত্ত্ব বলেন না কেননা অজ্ঞ লোকের পক্ষে তাহা ফলদায়ক নয়। অজ্ঞলোক কর্মপ্রিয়, তাহাদিগকে ভক্তির অনুকূল কর্মের উপদেশ দেন। অধিকার-বিচারে উপদেশ-ভেদ। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয়।।১১৫।।

সাধকানাং প্রার্থনা। বৃত্রঃ ভগবন্তং (৬।১১।২৭)
মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদারগেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ।।১১৬।।

হে নাথ! স্বকর্মদ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণকারী আমার কৃষ্ণভক্তজনে সখ্য হউক। তোমার মায়ামোহিত হইয়া আসক্তচিত্ত যে আমি, আমার যেন স্ত্রীপুত্র ও গৃহাদিতে সখ্য বা আসক্তি না হয়, আমার এই প্রার্থনা।।১১৬।।

কবিঃ নিমিম্ (১১।২।৪২)

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্।।১১৭।।

সুপথ্য অন্নভোজনকারীর প্রতিগ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি ক্রমশঃ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রসন্নব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তি, পরেশানুভবরূপ সম্বন্ধজ্ঞান এবং অনিত্য বস্তু ও ব্যক্তিতে বিরক্তি এককালে হয়। তাৎপর্য এই যে, যিনি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণসম্বন্ধ জ্ঞান এবং ইতর বস্তুতে বিরক্তি একই কালে হয়। জ্ঞান বৈরাগ্য পৃথক্ তত্ত্ব নয়, অতএব তাহাদের চেষ্টা পৃথক্ হইলে তাহারা বহির্মুখ হয়। বহির্মুখ জ্ঞান ও শুষ্কবৈরাগ্য অতিশয় মন্দ। ভক্তিজনিত সম্বন্ধজ্ঞান ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে স্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সে স্থলে ভক্তির অভাব। সুতরাং তাহাকে কপট ভক্তি বলিতে হইবে। বৈরাগ্যে আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধ-জ্ঞানে আত্মারপুষ্টি এবং ভক্তিক্রিয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি এইরূপ তিনটী উপমা প্রদর্শিত হইল।।১১৭।।

ভগবৎকৃপয়া সর্বকামক্ষয়ঃ। দেবাঃ গায়ন্তি। (৫।১৯।২৬)
সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা-
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্।।১১৮।।

ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া অর্থিতবিষয় দেন সত্য, কিন্তু তাহাতে পরমার্থ হয় না, কেননা আবার পুনরায় যাজ্ঞার কারণ উপস্থিত হয়। এই জন্য কোন সামান্য কামের সহিত ভজনা করিলেও তিনি ভক্তের ইচ্ছার অভাব সত্ত্বেও ইচ্ছা নিবারক নিজ পাদপল্লব স্বয়ং বিধান করেন, তখন আর কোন প্রকার কাম থাকে না। কামের জন্য যাঁহারা অন্য দেবতাকে উপাসনা করেন, তাঁহারা কামিত বিষয় মাত্র পাইয়া তাঁহাদের কাম বৃদ্ধি হয়। অতএব কাম থাকিলেও কৃষ্ণভজন করিলে অচিরে নিষ্কামফল পাওয়া যায়।।১১৮।।

বহ্বায়াসাপ্রয়োজনতা। প্রহ্লাদঃ দৈত্যবালকান্ (৭।৬।১৯)
ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্বতঃ।।১১৯।।

কৃষ্ণভজনে বহ্বায়াসের আবশ্যকতা নাই। কৃষ্ণ সর্বভূতের আত্মা। সর্বপ্রকারে তিনি সিদ্ধতত্ত্ব। হে অসুরবালকগণ! বহু আয়াসদ্বারা অচ্যুত প্রীত হন না। সহজভক্তিতেই তাঁহাকে পাওয়া যায়।।১১৯।।

ভজনে কালবিলম্বো ন কর্তব্যঃ (৭।৬।১)

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্।।১২০।।

মানুষজন্ম দুর্লভ ও অধ্রুব। তথাপি এই জন্মেই পরমার্থ লাভ হয়। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কৌমার-বয়স হইতেই ভাগবতধর্ম আচরণ করিবেন।।১২০।।

(৭।৬।৪-৫)
তৎ প্রয়াসো ন কর্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজম্।।১২১।।

যাহাতে আয়ু বৃথা ক্ষয় হয়, সে বিষয়ে প্রয়াস করিবেন না। তাহাতে মুকুন্দ-চরণাম্বুজরূপ ক্ষেম পাওয়া যায় না।।১২১।।

ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্নবিপদ্যেত পুষ্কলম্।।১২২।।

এই পুষ্কল শরীর যে পর্যন্ত বিপন্ন না হয়, ভবাশ্রিত ব্যক্তি ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করিবেন। বিপন্ন হইলে আর কি করিয়া ভজন হইবে।।১২২।।

বাসস্থানভোজনাদের্নির্গুণত্বং প্রয়োজনম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্। (১১।২৫।২৫ ও ২৭-২৮)
বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যুতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্।।১২৩।।

নির্গুণভক্তি লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বাস, আহার ইত্যাদি সকল ব্যবহারিক বস্তুকে নির্গুণ করা চাই। সাত্ত্বিক ভাবাপন্ন বস্তুতে কৃষ্ণভাব যোজিত হইলে নির্গুণ হয়। বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজসিক, ক্রীড়াদি স্থান তামসিক, আমার নিকেতন নির্গুণ।।১২৩।।

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়াস্তু নির্গুণা।।১২৪।।

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী। কর্মশ্রদ্ধা রাজসী। অর্ধমে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী। মৎসেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণ।।১২৪।।

পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্তিদাশুচি।।১২৫।।

সুপথ্য অর্থাৎ সুপাচ্য, হৃদ্য, স্নিগ্ধ, পূত অর্থাৎ পবিত্র এবং অল্পায়াস সাধ্য আহার্য বস্তু

স্বাত্ত্বিক। ইন্দ্রিয়প্রিয় খাদ্যদ্রব্য রাজস, আর্তিদ অর্থাৎ অপাচ্য ও অমেধ্য দ্রব্য তামস খাদ্য। কৃষ্ণনিবেদিত সাত্ত্বিক আহার্যই নির্গুণ।।১২৫।।

নিষ্কপটবিষয়ীজনং প্রতি কৃপা। চমসঃ নিমিন্ (১১।৫।৪)
দূরে হরিকথা কেচিৎ দূরে চাচ্যুতকীর্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্।।১২৬।।

নিষ্কপট বিষয়ীজনের প্রতি কৃপা করা উচিত। স্ত্রী শূদ্রাদি বিষয়ে আবিষ্ট থাকিয়া হরিকথা ও অচ্যুতকীর্তন হইতে দূরে থাকে। সেই সকল যদি নিষ্কপট হয়, তাহারা আপনাদের কৃপা পাত্র।।১২৬।।

শুকং পরীক্ষিতম্ (১০।১৪।৫৮)
সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্।।১২৭।।

যাহারা কৃষ্ণের মহৎ পুণ্যযশ পদরূপ পদপল্লবাত্মক প্লব আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভবাম্বুধিকে বৎসপদ জ্ঞান করেন। পরং পদ অনায়স লভ্য হয়। তাঁহাদের বিপদের কোন ভয় থাকে না।।১২৭।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়ামভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে ভক্ত্যানুকূল্য বিচার বিষয়ে সাধনভক্তিনিরূপণং নাম পঞ্চদশঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগতার্কমরীচিমালায়াম্ অভিধেয়তত্ত্ব-প্রকরণে ভক্ত্যানুকূল্য বিচার বিষয়ে পঞ্চদশকিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্ত।

ষোড়শঃ কিরণঃ

ভাবোদয়ক্রমঃ

কপিলঃ দেবহূতিম্ (৩।২৫।২৫)
সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি।।১।।

সাধনৈর্জীবনে যস্য দৃষ্টো ভাবোদয়ক্রমঃ।
রঘুনাথমহং বন্দে দাসগোস্বামিনং প্রভুম্।।

ভাবোদয়ক্রম বলিতেছেন। সাধুগণের সঙ্গে আমার বিক্রম বিষয়ক কথা উদয় হয়। তাহাতে হৃদয় ও কর্ণকে রসিত করে। তাহা শুনিতে শুনিতে অল্পদিনের মধ্যে অপবর্গ পথ-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণে প্রথমে শ্রদ্ধা হয়। সেই শ্রদ্ধার সহিত ভজন করিতে করিতে যত অনর্থ নিবৃত্ত হয়। ততই শ্রদ্ধার ক্রমোন্নতিতে নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তিক্রমে রতি হয়। রতির নামান্তর ভাব। রতি ক্রমে প্রেমভক্তি হয়।।১।।

ভাবস্য সর্বোত্তমতা। নারদঃ ব্যাসম্ (১।৫।৩৯)
ইমং স্বনিগমং ব্রহ্মন্নবেত্য মদনুষ্ঠিতম্।
অদান্মে জ্ঞানমৈশ্বর্যং স্বস্মিন্ ভাবঞ্চ কেশবঃ।।২।।

নারদ কহিলেন, হে ব্যাস! স্বীয় নিগম আমাকর্তৃক অনুষ্ঠিত হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ পরিতুষ্ট হইলেন এবং আমাকে চিৎসম্বন্ধীয় ঐশ্বর্য ও তাহাতে ভাব প্রদান করিলেন।।২।।

সাধনৈর্ভাবাপ্তিং। সূত শৌনকাদীম্ (১।২।১৪-১৮)
তস্মাদেকেন মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যদা।।৩।।

যেরূপ সাধনভক্তিতে ক্রমে ক্রমে ভাবের উদয় হয়, তাহা বলিতেছেন। অতএব একমনে সাত্বতপতি ভগবানের বিষয় শ্রবণ, কীর্তন, ধ্যান ও পূজা নিত্য করিবে।।৩।।

যদনুধ্যাসিনা যুক্তাঃ কর্মগ্রন্থিনিবন্ধনম্।
ছিন্দন্তি কোবিদাস্তস্য কো ন কুর্যাৎ কথারতিম্।।৪।।

যাঁহার অনুধ্যানরূপ অসিদ্বারা পণ্ডিতগণ কর্মগ্রন্থি ছেদন করেন তাঁহার কথায় রতি কোন্ ভাগ্যবান্ ব্যক্তি না করেন? ।।৪।।

শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথা-রুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ।।৫।।

হরিকথা শুনিতে যে ইচ্ছা, তাহার নাম, শুশ্রূষা। ভাগ্যক্রমে সেই শুশ্রূষা উদয় হইলে শ্রদ্ধা হয়। সুকৃতি ব্যতীত সে শ্রদ্ধা হয় না। মহদ্ভক্তসেবাই সুকৃতি। সেই সুকৃতিক্রমে হরিকথায় শ্রদ্ধা হয়। পুণ্যতীর্থ নিষেবণে মহৎসঙ্গলাভ হয়। সুতরাং পুণ্যতীর্থ গমনরূপ সুকৃতি হইতে মহৎসেবা হয়। মহৎসেবা হইতে হরিকথায় শ্রদ্ধা। প্রাক্তনী বা আধুনিকী হউক সুকৃতিক্রমে শ্রদ্ধা হয়।।৫।।

শৃণ্বতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবণকীর্তনঃ।
হৃদ্যন্তঃস্থো হ্যভদ্রাণি বিধুনোতি সুহৃৎসতাম্।।৬।।

জাতশ্রদ্ধ পুরুষের হৃদয়ে কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-কীর্তন-দ্বারা পুণ্য শ্রবণ-কীর্তন শ্রীকৃষ্ণ প্রবেশ করেন। হৃদয়ে বসিয়া সাধুদিগের সুহৃদ হরি অভদ্রসকল নাশ করেন। অভদ্র বহুবিধ। আদৌ কৃষ্ণ-বিস্মৃতি অপরাধে অবিদ্যাবন্ধন। অবিদ্যাবন্ধনে স্বরূপভ্রম-বশতঃ কর্মচক্র। তাহাতে কাম, ক্রোধ, মদ, লোভ, মোহ ও মাৎসর্য। তাহা হইতে পুণ্য পাপ। তাহা হইতে স্বর্গ-নরক অভদ্র সমূহের সমাস। জীবের সংসার, সুখ-দুঃখরূপ বহুবিধ ক্লেশ। অবিদ্যাজনিত কামকর্মই সকল ক্লেশের মূল। কামকে দমন করিবার জন্য জ্ঞানিগণ যোগ-চেষ্টা করিয়া থাকেন। সে পথ ভাল নয়। ভক্তিপথই ভাল। ইহাতে ভগবানের উপর নির্ভর করিতে পারিলে কৃষ্ণকৃপায় অভদ্র শীঘ্রই দূর হয় ও চিত্ত স্থির হয়।।৬।।

নষ্টপ্রায়েম্বভদ্রেষু নিত্যং ভাগবতসেবয়া।
ভগবত্যুত্তমঃশ্লোকে ভক্তির্ভবতি নৈষ্ঠিকী।।৭।।

অভদ্র যত নষ্ট হয়, সেই পরিমাণে কৃষ্ণকথায় যে শ্রদ্ধা ছিল, তাহা নিষ্ঠারূপেই উদয় হয়। নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়। নিত্য ভাগবত-সেবা অর্থাৎ ভক্তসেবা ও এই ভাগবতগ্রন্থ-শ্রবণাদিরূপ সেবা দ্বারা অভদ্র সকল নষ্টপ্রাপ্ত হইলে উত্তমঃ শ্লোকরূপ কৃষ্ণে নৈষ্ঠিকী ভক্তি হয়।।৭।।

আদৌ শ্রদ্ধাঃ। ততঃ সাধুসঙ্গঃ। ততো ভজনম্। ততঃ অভদ্ররূপোঽনর্থনিবৃত্তিঃ। ততঃ নিষ্ঠা। ততঃ রুচিঃ। যথা নারদচরিতে। নারদ ব্যাসম্ (১।৫।২৫-২৮)
উচ্ছিষ্টলেপাননুমোদিতো দ্বিজৈঃ
সকৃৎ স্ম ভুঞ্জে তদপাস্তকিল্বিষঃ।

এবং প্রবৃত্তস্য বিশুদ্ধচেতস-
স্তদ্ধর্ম এবাত্মরুচিঃ প্রজায়তে।।৮।।

নারদ-চরিত্রে ইহার ক্রম প্রদর্শিত হইয়াছে। নারদ কহিলেন, হে ব্যাস! আমি সাধুদিগের উচ্ছিষ্ট লেপাদি কার্য করিলে তাঁহাদের দ্বারা অনুমোদিত হইয়া একবার তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট ভোজন করিলাম। তাহাতে সমস্ত পাপ দূর হইল। এইরূপ প্রবৃত্ত হইয়া বিশুদ্ধচেতা হইলাম। তাঁহাদের পবিত্র ভাগবতধর্মে আমার রুচি উদয় হইল। এ সময় নিষ্ঠাই হইল।।৮।।

তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তা-
মনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ
প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ।।৯।।

প্রতিদিন আমি কৃষ্ণকথাগানকারী মহোদয়গণের অনুগ্রহে মনোহরা কথা শ্রবণ করিতে লাগিলাম। শ্রদ্ধা পূর্বক তাহা সর্বদা শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে আমার রতি হইল। রতি শব্দে এস্থলে রুচি।।৯।।

তস্মিংস্তথা লব্ধরুচের্মহামতে
প্রিয়শ্রবস্যস্খলিতা মতির্ময়া।
যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া
পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে।।১০।।

হে মহামতে! লব্ধরুচি আমি ক্রমে প্রিয়শ্রবা কৃষ্ণে অস্খলিতমতি হইলাম। মতি শব্দে আসক্তি, সেই আসক্তি-ক্রমে আমি আপনাকে চিৎসত্ত্বা জানিয়া পরব্রহ্মে স্থিতি লাভ করিলাম। পরব্রহ্ম পরম চৈতন্য, আমি অনুচৈতন্য এইটী নিশ্চয় বোধ হইলে চিজ্জাতীয়ত্বে আমার ব্রহ্মস্থিতি হইল। জড়দেহে যে 'আমি' অভিমান, তাহা দূর হইয়া গেলে জড় চিৎসংঘাত দুষ্ট দ্বৈতপ্রতীতি দূর হইল। জীব ও ব্রহ্মের চিত্তত্ত্বে স্বজাতীয় প্রতীতি উদয় হইল।।১০।।

মতিরত্রাসক্তিঃ।
ইত্থং শরৎ প্রাবৃষিকাবৃতূ হরে-
র্বিশৃণ্বতো মেঽনুসবং যশোঽমলম্।
সংকীর্ত্যমানং মুনিভির্মহাত্মভি-
র্ভক্তিঃ প্রবৃত্তাত্মরজস্তমোপহা।।১১।।

এইরূপে শরৎকাল ও বর্ষাকাল একত্রে মহাত্মা মুনিদিগের মুখে সময়ে সময়ে শ্রীহরির অমলযশ শ্রবণ করিতে করিতে চিত্তের রজ ও তমোনাশক ভক্তি মনে উদয় হইল। ইহাই

ভাবরূপা ভক্তি।।১১।।

ভক্তিরত্র ভাবঃ (১।২।১৯-২০)
তদা রজোস্তমো ভাবাঃ কামলোভাদয়শ্চ যে।
চেত এতৈরনাবিদ্ধং স্থিতং সত্ত্বে প্রসীদতি।।১২।।

তখন রজোভাব ও তমোভাবস্বরূপ কামলোভাদি আর আমার চিত্তকে বিদ্ধ করিতে লাগিল না। সত্ত্বগুণে স্থিত হইয়া আত্মা প্রসন্ন হইল। এস্থলে ক্রম এইরূপ। নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধাপূর্বক ভাগবত সঙ্গে হরিকথা-শ্রবণ-কীর্তনে সমস্ত পাপ নাশ হইল এবং চিত্তশুদ্ধ হইল। নৈষ্ঠিকী শ্রদ্ধার পূর্বে যে অভদ্রনাশ হইয়াছিল, তাহা কেবল নষ্টপ্রায় বুঝিতে হইবে। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম শ্লোকে এই বিচার দেখা যাইবে। নষ্টপ্রায় অভদ্র ছিল, নিষ্ঠা দ্বারা হরিভজনে তাহার পাপ-অংশগুলি গেল, তথাপি চিত্তগত পাপাশয় যায় নাই। রুচির সহিত হরিভজনক্রমে সম্বন্ধজ্ঞানোদয়ে অস্খলিতমতি অর্থাৎ পুণ্য-পাপাশয় বিনষ্ঠ হইল। তথাপি পুণ্য পাপাশয়ের মূল যে অবিদ্যা, তাহা যায় নাই। আসক্তির সহিত কৃষ্ণভজনে অবিদ্যা তিরোহিত হইয়া স্বরূপোদয় হয়। তাহারই নাম ভাবভক্তি। ভাবভক্তি শুদ্ধসত্ত্বে অবস্থিত। সে সময় আর অবিদ্যা-দ্বারা চিত্ত বিদ্ধ হয় না। এই স্বরূপ-সিদ্ধির উদয়ের পর দেহত্যাগ হইলে কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে বস্তুসিদ্ধি হয়। এই প্রকার প্রসন্নমন হইয়া ভগবদভক্তিক্রমে মুক্তসঙ্গপুরুষের ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হয়। নবম শ্লোকে যে চিত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান হইয়াছিল, তাহা ভগবত্তত্ত্ব হইতে পৃথক্। উপাস্যতত্ত্বে ব্রহ্মপ্রতীতি প্রথম। পরমাত্মপ্রতীতি দ্বিতীয়। ভগবৎপ্রতীতি তৃতীয়। ব্রহ্মপ্রতীতিতে শান্তরসের আধিক্য। ভগবৎপ্রতীতিতে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর রসের উদয়। এই স্থলে ইহার সূচনা মাত্র করা গেল। ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে চতুঃশ্লোকী ভাগবতোদিত রসতত্ত্বের লক্ষণ দেখা যায়। ভাব বা রতি রসের স্থায়ী ভাব। তাহাতে বিভাব, অনুভাব, সাত্ত্বিক ও ব্যভিচারী সংযোগে প্রেম রস হয়। তাহারই নাম ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান। দশমস্কন্ধ ভাগবতই এই তত্ত্বের ব্যাখ্যা। পরে প্রকাশ হইবে।।১২।।

এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।
ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে।।১৩।।

এই রসপ্রাপ্তির আশায় কবিসকল পরা ভক্তিদ্বারা বাসুদেব ভগবানে আত্ম-প্রসাদনী ভক্তি সাধন করিয়া থাকেন।।১৩।।

(১।২।২২)
অতো বৈ কবয়ো নিত্যং ভক্তিং পরময়া মুদা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্বন্ত্যাত্মপ্রসাদনীম্।।১৪।।

এতাবৎ বৈধসাধনভক্তির্দর্শিতা। রাগানুগসাধনভক্তির্নির্ণীয়তে। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।১২।৮-৯)

কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো নগা মৃগাঃ।
যেঽন্যে মূঢ়ধিয়ো নাগাঃ সিদ্ধা মামীয়ুরঞ্জসা।।১৫।।

যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোঽধ্বরৈঃ।
ব্যাখ্যাস্বাধ্যায়সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদযত্নবানপি।।১৬।।

বৈধীভক্তিসাধনে এই প্রক্রিয়া। রাগানুগসাধনে প্রক্রিয়ার কিছু কিছু ভেদ আছে। সুকৃতি-বশতঃ শ্রদ্ধা, সাধুসঙ্গ ভজন, অনর্থনিবৃত্তি, নিষ্ঠা, রুচি, আসক্তি ও ভাব ক্রমে সাধিত হয়। রাগানুগসাধনে ব্রজবাসীদিগের মধ্যে যে কোন প্রকার রাগাত্মিকা ভক্তির প্রকার দেখা যায় এবং ঐ প্রকার সাধনে লোভ জন্মে, সেই লোভই রাগানুগা ভক্তির মূল। লোভ হইতে সেই ভক্তের অনুকরণ। রক্তক পত্রক প্রভৃতি কৃষ্ণদাসগণ বহুবিধ। শ্রীদাম প্রভৃতি কৃষ্ণসখাগণ অনেক। যশোদা রোহিণী বলদেব নন্দ প্রভৃতি গুরুগণ অনেক। আবার ললিতা বিশাখা চন্দ্রাবলী প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেয়সীগণ অনন্ত। কোন ব্যক্তি আপনার বহুজন্মের সুকৃতিবলে ব্রজের কোন ভাবভক্তের চরিত্র শুনিয়া, তাঁহার যেরূপ কৃষ্ণ-সেবা তাহাতে যে লোভ হয়, তাহা রাগগন্ধযুক্ত। সেই লোভক্রমে সেই ব্রজভক্তের অনুকৃতি করিতে করিতে সাধনভক্তি ও ভাবপ্রাপ্তি হয়। ইহার নাম রাগানুগ সাধন। ইহাতে অল্পকালে ভাব হয়। সাধনদশা পরিপাক হইয়া সিদ্ধদশা হয়। বৈধসাধনে নারদের চারিমাসেই সিদ্ধি লাভ হয়। রাগানুগসাধনে অনেক মহাজনদিগের দর্শন ও বিচার মাত্রেই ভাবোদয় হইয়াছে। পঞ্চবিধ রসের মধ্যে মধুররস সর্বশ্রেষ্ঠ। আমাদের জীবিতেশ্বর শ্রীচৈতন্যদেব মধুররসবিষয়ে অধিক অনুমোদন করায়, আমাদের ঐ বিষয়ে ভাব ও প্রেমের কথা সংগৃহীত হইবে। অন্য সব রসাপেক্ষা এই গ্রন্থে মধুর রসের অধিক আলোচনা। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! কেবল ভাবের দ্বারা গোপীগণ, গাভীগণ, নগমৃগগণ মূঢ়বুদ্ধি নাগগণ সিদ্ধ হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এইরূপ ফল অষ্টাঙ্গ যোগ, সাংখ্য, জ্ঞান, দান, ব্রত, তপ, যজ্ঞ, ব্যাখ্যা, স্বাধ্যায় ও সন্ন্যাসদ্বারা কেহ কখনও যত্ন করিয়াও পায় নাই। গোপীদিগের মধ্যে যাহারা সাধনসিদ্ধা তাহাদেরই কথা এস্থলে বলা হইল।।১৪-১৬।।

গোপ্যাঃ সাধনসিদ্ধাঃ মধুররসেন। নিত্যসিদ্ধানামানুগত্যেন চ। (১১।১২।১২-১৩)
তা নাবিদন্ময্যনুষঙ্গবদ্ধ-
ধিয়ঃ স্বমাত্মানমদস্তথেদম্।
যথা সমাধৌ মুনয়োঽব্ধিতোয়ে
নদ্যঃ প্রবিষ্টা ইব নামরূপে।।১৭।।

মধুররসে সাধনসিদ্ধ গোপীদিগের কথা বলা হইতেছে। সেই সকল গোপী আমাতে অনুসঙ্গবদ্ধ বুদ্ধি হইয়া আপনাদের পূর্ব কথা এবং সম্প্রতি লব্ধগোপীদেহ স্মরণ করিতে পারিলেন না। যখন তাঁহারা দণ্ডকারণ্যে ঋষি ছিলেন, তখন রামচন্দ্রের কমনীয় রূপ দেখিয়া সম্ভোগ কামনা করেন। সেই সুকৃতি বলে গোপীদেহ পান। শ্রুতিগণ তদ্রূপ কৃষ্ণপদ কামনা করিয়া গোপগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। কোন কোন দেবীগণ সেইরূপ করিয়াছিলেন।

এ সময়ে নিজ নিজ পূর্বদেহ ভুলিলেন এবং পতিভ্রাতৃবর্গদ্বারা আবদ্ধ হইয়া উপস্থিত দেহও ভুলিলেন। মনে মনে সিদ্ধদেহে সখির অনুগত হইলেন। এই ব্যাপারের তুলনা নাই। সুতরাং সমাধিতে মুনিগণ যে দশা লাভ করেন, তাহার সহিত কিঞ্চিৎ তুলনা। নদীসকল নামরূপ ছাড়িয়া যেমত সমুদ্রে মিশ্রিত হয়, তদ্রূপ স্বীয় স্বীয় পূর্ব নামরূপ ত্যাগ করিয়া নিত্য সিদ্ধ গোপীদিগের ভোগ্য রসসমুদ্রে প্রবেশ করিলেন।।১৭।।

মৎকামা রমণং জারমস্বরূপবিদোঽবলাঃ।
ব্রহ্ম মাং পরমং প্রাপুঃ সঙ্গাচ্ছতসহস্রশঃ।।১৮।।

দেখ কৃষ্ণকাম হইয়া বস্তুতঃ পরমব্রহ্মরূপ আমাতে অর্থাৎ কৃষ্ণস্বরূপে নিত্যসিদ্ধ গোপীগণের সঙ্গে সাধনসিদ্ধা অবলাগণের পরকীয়ভাবে রমণস্বরূপ আমাকে পাইয়াছিলেন। অস্বরূপবিদ্ শব্দে পারকীয় জ্ঞানকেই বুঝায়। মধুর রসের পরমপুষ্টিভাবের জন্য মদীয় গোলোক-প্রেয়সীদিগের নিত্য পরকীয় বুদ্ধি। সেই অভিমানে নিত্যপতি কৃষ্ণের জারবুদ্ধি যোগমায়া কর্তৃক নিত্য সিদ্ধ। কৃষ্ণ জগৎপতি, গোলোকপতি, গোপতি, গোপীপতি সুতরাং তাঁহাতে জার-পতিত্ব ঘটে না। কিন্তু পারকীয় বুদ্ধি গোপীগণের রসোদিত সিদ্ধ ধর্ম। মহিষী ও লক্ষ্মীরূপে নিজপতিবুদ্ধিসত্ত্বেও গোপীস্বরূপে পরকীয়বুদ্ধি অব্যশম্ভাবী। কৃষ্ণের নিত্য পত্নী এই জ্ঞান স্বরূপজ্ঞান হইলেও রস মাধুর্য অস্বরূপজ্ঞান লীলাতত্ত্বে অতি রমণীয়। তাঁহাদের অনুগত সাধনসিদ্ধা গোপীদিগেরও এই পারকীয় জ্ঞান কায়ে কায়েই নিত্যসিদ্ধ।।১৮।।

পারকীয়া-ভাবনায়াঃ শ্রেষ্ঠতা দর্শিতা। তদগতিরপি বৈধী সিদ্ধ্যপেক্ষয়া শ্রেষ্ঠা। শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।২৯।৯-১১)

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চদ্ গোপ্যোঽলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ।।১৯।।

কোন কোন গোপী বাহির হইতে না পারিয়া গৃহের অন্তঃপুরে চক্ষু নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণকে তদ্ভাবনা-যুক্তে, ধ্যান করিয়াছিলেন।।১৯।।

দুঃসহপ্রেষ্ঠবিরহতীব্রতাপধুতাশুভাঃ।
ধ্যাণপ্রাপ্তাচ্যুতাশ্লেষনির্বৃত্যা ক্ষীণমঙ্গলাঃ।।২০।।

আর্তিপ্রিয় কৃষ্ণের দুঃসহবিরহীব্রতাপদ্বারা তাঁহাদের অশুভ সমস্ত ধৌত হইল। ধ্যানপ্রাপ্ত কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ যে নিবৃত্তি লাভ করিলেন, তদ্দ্বারা সমস্ত পুণ্য ক্ষীণ হইল।।২০।।

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ।।২১।।

জারবুদ্ধি অর্থাৎ পারকীয় বুদ্ধিদ্বারা ধ্যানে পরমাত্মার অংশীরূপ কৃষ্ণকে আলিঙ্গন করতঃ সদ্য প্রক্ষীণবন্ধন হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করিলেন। অপ্রাকৃত দেহ কৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন। এস্থলে ব্রজে জন্ম লাভ করিয়াও কিরূপে পাপ পুণ্য ও গুণময় দেহ ছিল, ইহার মীমাংসা এই যে, সাধনকালে স্বরূপ দেহের আভাস পাইলেও গুণময় দেহ থাকে, যে পর্যন্ত নির্গুণ বস্তু সিদ্ধি না হয়। সেই সেই ঋষিগণ, সেই সেই উপনিষদ্‌গণ, সেই সেই দেবীগণ সাধনময় ব্রজে গোপীজন্ম পাইয়াও সাধনদেহে ছিলেন। ভৌমব্রজে যোগমায়া-কৃত স্বরূপপ্রতীতি হয়। তথায় সিদ্ধ গোপীদিগের অনুগত হইয়া ভজিতে ভজিতে রাগাত্মিকা ভাব প্রাপ্ত হন। সেই রাগপ্রাপ্তিকালে গৌণদেহ ত্যাগপূর্বক নির্গুণ দেহ প্রাপ্তি। ইহাকেই সাধনসিদ্ধি বলে। অপ্রকটে যে গোলোকীয় ব্রজ বৃন্দাবন, তাহাতে সকলেই বস্তুসিদ্ধ। সেই নিত্য গোলোকের প্রাপঞ্চিক প্রতীতিই এই ভৌমব্রজ। যেখানেই হউক রাগানুগভক্তগণ গোপীর অনুগত হইয়া ভজন করেন, সেইখানেই ভৌমব্রজের জন-নিষ্ট বিশেষ প্রতীতি। সাক্ষাৎ ভৌমব্রজে এই প্রতীতি ভক্তসাধারণনিষ্ঠ।।২১।।

শ্রদ্ধানর্থনিবৃত্তিনিষ্ঠারুচ্যাসক্তিক্রমেণ বৈধসাধনভক্তের্যাগতিঃ সৈব রাগানুগ ভক্তেঃ সদ্যঃ লোভোদিতভাবোদয়ে ভবতি। শুকঃ পরীক্ষিতম্ (১০।২৯।১৪-১৫)

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতো নৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ।।২২।।

ভগবান্ এবং তাঁহার নিত্যলীলাস্থলী গোলোকবৃন্দাবন সমস্তই অব্যয়, অপ্রমেয়, নির্গুণ চিন্ময়। কৃষ্ণলীলার প্রপঞ্চ-বিজয় কেবল অধিকারী জীবের মঙ্গল-সাধনের জন্য হইয়া থাকে। ব্যক্তি শব্দের অর্থ কেবল প্রপঞ্চে উদয়।।২২।।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে।।২৩।।

কাম, ক্রোধ, ভয়, স্নেহ, ঐক্য ও সৌহৃদ নিত্যরূপে কৃষ্ণে নিযুক্ত করিলে কৃষ্ণলীলার সহিত তন্ময়তা লাভ হয়। তন্ময়তা তিন প্রকার অর্থাৎ স্বরূপ-গত, গুণ-গত ও লীলারসগত। ক্রোধ ও ভয়ের দ্বারা স্বরূপগত তন্ময়তা হয়। কংস ও শিশুপাল ইহার উদাহরণ। মায়াবাদী সন্ন্যাসীগণও সেই স্বরূপগত তন্ময়তা লাভ করেন। স্বরূপগত তন্ময়তা আত্মলোপ হয়। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্' এই ভগবৎ প্রতিজ্ঞা দ্বারা একমাত্র চিন্মাত্র সত্তানিষ্ঠপ্রপত্তিতে মায়াবাদিগণের আসুরিক তন্ময়তার সহিত ঐক্য ফল হয়। সৌহৃদদ্বারা গুণগত তন্ময়তা হয়। তখন ভক্ত একান্ত কৃষ্ণতন্ময়। কৃষ্ণগুণগত হইয়া দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য প্রেমে মগ্ন থাকেন। কামের দ্বারাই লীলাগত তন্ময়তা। ইহাই গোপী-অনুগত ভক্তদিগের প্রাপ্য।।২৩।।

দাস্যসখ্যবাৎসল্যমধুররসেষু পৃথক্ পৃথক্ রাগানুগসাধনভক্ত্যাঃ বর্তন্তে। তৎসম্বন্ধজ্ঞানং ভাবসঙ্গাৎ উদয়তি। ব্রজজনানাং তত্তদ্ রাগদৃষ্ট্যা যো লোভো জায়তে ততো ভাব উদয়তি।

প্রবলউপায়ত্বাৎ। তত্র ভাবলক্ষণানি। প্রবুদ্ধঃ নিমিম্ (১১।৩।৩২)

ক্কচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্কচিৎ
হসন্তি নিন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যজং
ভবন্তি তূষ্ণীং পরমেত্য নির্বৃতাঃ।।২৪।।

কৃষ্ণ-লীলা চিন্তা করিয়া কখন কখন মুগ্ধ হইয়া রোদন করেন। কখন কখন সেই লীলার অচিন্ত্যতা বিচার করিয়া হাঁসিতে থাকেন। কখন কখন আশ্চর্যান্বিত হইয়া আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকেন। কৃষ্ণানুশীলন করিয়া কখন নৃত্য করেন, কখন বা গান করেন। কখন বিস্মিত হইয়া কৃষ্ণসংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করত স্তম্ভিত হন। এই সকল বিকারকে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার বলা যায়। প্রেমভক্তদিগের মুদ্রা সুদুর্গম। কখন কখন অলৌকিক বাক্য বলিতে থাকেন, তাহা সংসারী পণ্ডিতাভিমানী ব্যক্তিগণ বুঝিতে পারেন না।।২৪।।

প্রেমলক্ষণানাং সাত্ত্বিকবিকারাণাং স্বল্পোদয় এব ভক্তৌ লক্ষিতঃ। কবিঃ নিমিম্। (১১।২।৩৯)

শৃণ্বন্ সুভদ্রাণি রথাঙ্গপাণে-
র্জন্মানি কর্ম্মাণি চ যানি লোকে।
গীতানি নামানি তদর্থকানি
গায়ন্ বিলজ্জো বিচরেদসঙ্গঃ।।২৫।।

শ্রদ্ধা হইতে আরম্ভ হইয়া আসক্তি পর্যন্ত ভক্তি অভিধেয় তত্ত্বের অন্তর্গত। ভাবভক্তি প্রেমভক্তির প্রথমোদয়। এস্থলে প্রেম ও ভাবের কথা কেবল অভিধেয় পরিষ্কৃতির জন্য প্রদর্শিত হইল। এখন স্পষ্টভাব লক্ষণ বলিতেছেন। কৃষ্ণের সুভদ্রলীলা-কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার জন্ম কর্ম ও লৌকিকচেষ্টা তথা সেই সেই লীলাময় সুগীত মধুসূদন মুরারী প্রভৃতি নাম বিলজ্জভাবে গান করিতে করিতে সঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করেন। এস্থলে স্বল্প হৃদয় বিকার ও পুলকাশ্রু হইয়া থাকে, কেননা ভাবই প্রেমের প্রথম ছবি।।২৫।।

(১১।২।৪০)
এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্যা
জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তউচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়-
ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ।।২৬।।

এই প্রকার স্বীয় প্রিয় কৃষ্ণনাম গান করিতে করিতে জাতানুরাগ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গলিতচিত্তে হাস্য করেন, রোদন করেন চীৎকার করেন এবং লোকাপেক্ষা করেন না।।২৬।।

প্রহ্লাদচরিতে ভাব লক্ষণানি। শুকঃ পরীক্ষিতম্ (৭।৪।৩৬-৩৭)

গুণৈরলমসংখ্যেয়ৈর্মাহাত্ম্যং তস্য সূচ্যতে।
বাসুদেবে ভগবতি যস্য নৈসর্গিকী রতিঃ।।২৭।।

প্রহ্লাদের ভাবলক্ষণ যথা। বাসুদেব কৃষ্ণে যাঁহার নৈসর্গিক রতি হইয়াছিল, সেই প্রহ্লাদের অসংখ্য গুণদ্বারা মাহাত্ম্য সূচিত হয়।।২৭।।

ন্যস্তক্রীড়নকো বালো জড়বত্তন্মনস্তয়া।।
কৃষ্ণগ্রহগৃহীতাত্মা ন বেদ জগদীদৃশম্।।২৮।।

বালক হইয়াও ক্রীড়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণমনা হইয়া সংসারে একটু জড়বৎ ভাব ধারণ করিলেন। কৃষ্ণগ্রহ গৃহীতমন সেই বালক ঈদৃশ জগৎকে অনুভব করিতেন না।।২৮।।

(৭।৪।৩৯)
ক্বচিদ্রুদতি বৈকুণ্ঠচিন্তাশবলচেতনঃ।
ক্বচিদ্ধসতি তচ্চিন্তাহ্লাদ উদগায়তি ক্বচিৎ।।২৯।।

বৈকুণ্ঠচিন্তাবিচিত্রতায় কখন কখন রোদন করেন। কখন কখন হাস্য করেন। কৃষ্ণচিন্তাহ্লাদিত হইয়া। উচ্চৈঃস্বরে কখন কখন গান করেন।।২৯।।

(৭।৪।৪০-৪২)
নদতি ক্বচিদুৎকণ্ঠো বিলজ্জো নৃত্যতি ক্বচিৎ।
ক্বচিত্তদ্ভাবনাযুক্তস্তন্ময়োঽনুচকার হ।।৩০।।

কখন কখন চীৎকার করেন, কখন কখন বিলজ্জ হইয়া নৃত্য করেন। কখন কখন কৃষ্ণভাবনাযুক্ত তন্মনা হইয়া তদনুকরণ করেন। ইহা প্রেমের অধিরূঢ় ভাবের বীজস্বরূপ।।৩০।।

ক্বচিদুৎপুলকস্তূষ্ণীমাস্তে সংস্পর্শনির্বৃতঃ।
অস্পন্দপ্রণয়ানন্দসলীলামীলিতেক্ষণঃ।।৩১।।

কখন কখন উৎপুলকিত হইয়া স্তম্ভিত হন। কখন কখন ধ্যান সংস্পর্শে নির্বৃতি লাভ করেন। স্পন্দহীন প্রণয়ানন্দসলিলে চক্ষু নিমীলিত করেন।।৩১।।

স উত্তমঃশ্লোকপদারবিন্দয়ো-
র্নিষেরয়াঽকিঞ্চনসঙ্গলব্ধয়া।
তন্বন্ পরাং নিবৃত্তিমাত্মনো মুহু-

দুঃসঙ্গদীনস্য মনঃ শমং ব্যধাৎ।।৩২।।

অকিঞ্চনসঙ্গলব্ধ কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবসেবা দ্বারা পরম আত্মনির্বৃতি বিস্তার পূর্বক পূর্বপ্রাপ্ত দুঃসঙ্গদ্বারা দীনতাগত মনকে ভগবন্নিষ্ঠ শমতাগুণে পূর্ণ করিয়াছিলেন।।৩২।।

ভাবভক্তের্দুর্লভত্বম্। পরীক্ষিৎ শুকম্ (৬।১৪।২)
দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীণাঞ্চামলাত্মনাম্।
ভক্তির্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে।।৩৩।।

ভাবভক্তি দুর্লভ। অনেক সাধনেও ইহা পাওয়া যায় না, এমত কি সত্ত্বশোধিত দেবগণেরও যোগদ্বারা অমলাত্মা ঋষিগণেরও মুকুন্দচরণে ভাবভক্তি হয় না। ব্রজ-রাগানুগা ভক্তি কেবল ব্রজজনের অনুগত হইলেই হইতে পারে। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিদিগের চরিত্রে ইহা দেখা গিয়াছে। এই জন্যই 'প্রায়' শব্দটী শ্লোকে ব্যবহৃত হইয়াছে। অধিকাংশ ঋষি ও দেবগণের যোগাদিদ্বারা চিত্ত শুষ্ক হইয়া পড়ে।।৩৩।।

ভাবুকানাং রুচিঃ। সনৎকুমারঃ পৃথুম্। (৪।২২।২৩)
অর্থেন্দ্রিয়ারাম-সগোষ্ঠ্যতৃষ্ণয়া
তৎসম্মতানামপরিগ্রহেণ চ।
বিবিক্তরুচ্যা পরিতোষ আত্মনি
বিনা হরের্গুণ-পীযূষপানাৎ।।৩৪।।

ভাবুকলক্ষণ-জীবন এই প্রকার। ভাবাক্রান্ত চিত্ত পুরুষদিগের ইন্দ্রিয়, আরাম ও গৃহসম্বন্ধীয় গোষ্ঠীর প্রতি স্বভাবতঃ অতৃষ্ণা হয়। বিষয়সঙ্গ ভাল লাগে না। বিষয়ীর অর্থ ও অল্প পরিগ্রহ করিতে ভাল বাসেন না। বিবিক্তে অর্থাৎ নির্জনে হরিগুণ-পীযূষপান ব্যতীত আর তাঁহার কিছুতেই আত্মপরিতোষ হয় না। ক্ষান্তি, অব্যর্থকালতা, বিরক্তি, মানশূন্যতা, কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশা, সমুৎকণ্ঠা, সদা নামগানে রুচি, কৃষ্ণগুণাখ্যানে আসক্তি, কৃষ্ণবসতি স্থলে বসতিবাসনা এই প্রকার অনুভবসকল ভাবুক জীবনে অবশ্য উদয় হইবে।।৩৪।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়ম্ অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে
ভাবোদয়ক্রমবিচারো নাম ষোড়শঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াম্ অভিধেয়তত্ত্বপ্রকরণে ভাবোদয়ক্রম-
বিচারে ষোড়শকিরণে মরীচিপ্রভানাম গৌড়ীয় ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

সপ্তদশঃ কিরণঃ

প্রয়োজন-বিচারঃ

ধর্মার্থকামমোক্ষাণাং ন প্রয়োজনত্বম। উদ্ধবঃ কৃষ্ণম্ (৩।৪।১৫)

কোন্বীশ তে পাদসরোজ ভাজাং
সুদুর্লভোহর্থেষু চতুর্ষ্বপীহ।
তথাপি নাহং প্রবৃণোমি ভূমন্
ভবৎপদাম্ভোজনিষেবণোৎসুকঃ।।১।।

ভোগং মোক্ষং প্রতিষ্ঠাঞ্চ হিত্বা প্রীতিসমাশ্রয়ম্।
গৌরপাদাশ্রয়াদ্‌যস্য বন্দে তং লোকনাথকম্।।

জৈব জগৎ, জড়জগৎ, চিজ্জগৎ ও সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ ইহাঁদের মধ্যে যে নিত্যসম্বন্ধ, তাহার যে জ্ঞান, তাহাই সম্বন্ধজ্ঞান। দশমকিরণে শেষ পর্যন্ত সেই সম্বন্ধজ্ঞান প্রদর্শিত হইয়াছে। সম্বন্ধজ্ঞানদ্বারা জীব যে কৃষ্ণদাস, ইহা জানিয়া জীবের যে শাস্ত্রনির্দিষ্ট কর্তব্য কর্ম পাওয়া যায়, তদনুষ্ঠানের নাম অভিধেয়তত্ত্ব। অভিধেয়তত্ত্ব একাদশ কিরণ হইতে ষোড়শ কিরণ পর্যন্ত বিচারিত ও প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই কর্তব্যানুষ্ঠানদ্বারা যে চরম ফল লাভ হয়, তাহাকে প্রয়োজন বলি। সপ্তদশকিরণে প্রয়োজন নির্দিষ্ট হইতেছে। কর্মিগণ ত্রিবর্গজনিত সুখকে প্রয়োজন বলেন। জ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ চতুর্থ বর্গ যে মোক্ষ, তাহাকে প্রয়োজন বলেন। শুদ্ধ ভক্তগণের উক্তি এইরূপ। হে ঈশ! তোমার পাদপদ্মসেবী ব্যক্তিগণের পক্ষে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারিটীর মধ্যে কিছুই দুর্লভ নয়। তথাপি হে ভূমন্! তোমার পাদপদ্মসেবা-সুখ ব্যতীত আমি আর কিছুই চাই না।।১।।

বিদুরঃ মৈত্রেয়ম্ (৩।৫।২)

সুখায় কর্মাণি করোতি লোকো
ন তৈঃ সুখং বান্যদুপারমং বা।
বিন্দেত ভূয়স্তত এব দুঃখং
যদত্র যুক্তং ভগবান্ বদেন্নঃ।।২।।

সুখের জন্য সকলেই ব্যস্ত। সুখের জন্য যাহা কিছু করে, তাহাতে সুখ পায় না। সেই সেই চেষ্টা দ্বারা ব্যাঘাত না হইলে কিয়ৎ পরিমাণ দুঃখনিবৃত্তি হয় মাত্র। তাহাতেও আবার কোন না কোন প্রকার দুঃখ উদয় হয়। অতএব ইহাতে যাহা যুক্ত হয় তাহা বলুন। তাৎপর্য এই – সুখই প্রয়োজন বটে, কিন্তু জড়ীয় দেহসুখ বা বাসনা সুখ যথার্থ নিত্যসুখ নয়। চিৎসুখই সুখ। তাহাই প্রয়োজন। অত্যন্তমোক্ষে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি বই কোন প্রকার সুখ নাই। সুতরাং নিত্যসুখরূপ প্রয়োজনজ্ঞান-দ্বারা সম্বন্ধজ্ঞানের পুষ্টি এবং অভিধেয় আচরণের

দৃঢ়তা ও শুদ্ধতা হয়।।২।।

কপিলঃ দেবহূতিম্ (৩।২৫।৩৪)
নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেঽন্যোন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি।।৩।।

যদি কোন কর্মের সুখ নাই এবং দুঃখের নিতান্ত উপরতি নাই , তবে ব্রহ্মের সহিত একাত্মতা রূপ আত্মঘাত কি ভাল? তাই বলিতেছেন। না সাধুলোক আমার সহিত সাজুয্য প্রার্থনা করেন না, কেননা তাঁহারা আমার পদসেবাসুখের স্পৃহা করেন এবং আমার সেবাচেষ্টায় পরমানন্দ এবং সমস্ত দুঃখের নিবৃত্তি লাভ করেন। তাঁহারা পরস্পর আমার পৌরুষ কথা বলিয়া ও শুনিয়া এক প্রকার অতি তীব্রসুখ পাইয়া থাকেন, তাহা প্রাকৃত লোক বুঝিতে পারে না।।৩।।

(৩।২৯।১৩)
সালোক্যসার্ষ্টিসারূপ্য সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ।।৪।।

সাযুজ্য ছাড়া যে আর চারি প্রকার মুক্তি আছে, তাঁহারা কি তাহা লইতে বাসনা করেন? না, সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য আমি তাহাদিগকে দিতে চাহিলেও তাঁহারা আমার সেবা ছাড়িয়া আর কিছুই লইতে চান না। সাযুজ্য মৎসেবার অত্যন্ত বিরোধী, তাহাতে তাঁহাদের একান্ত তুচ্ছ বুদ্ধি। অন্য প্রকার মুক্তিগুলিতে যে মৎসেবা মাত্র আছে, তাহাই তাঁহারা গ্রহণ করেন।।৪।।

পৃথুঃ ভগবন্তম্ (৪।২০।২৪)
ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং ক্বচিৎ
ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বর।।৫।।

হে নাথ! যাহাতে তোমার চরণাম্বুজাসব নাই, তাহা আমি কখনই কামনা করি না। বরং মহদ্ব্যক্তিগণের হৃদয় হইতে মুখদ্বারা নির্গত তোমার গুণগান শুনিবার যোগ্য আমাকে অযুত কর্ণ দান কর, তোমার যশ শুনিয়া আমার পরমানন্দ হয়।।৫।।

ঋষভমাহাত্ম্যম্ (৫।১৪।৪৪)
যো দুস্ত্যজক্ষিতিসুতস্বজনার্থদারান্

প্রার্থ্যাং শ্রিয়ং সুরবরৈঃ সদয়াবলোকাম্।
নৈচ্ছন্ন্প স্তদুচিতং মহতাং মধুদ্বিট্
সেবানুরক্তমনসামভবোঽপি ফল্গুঃ।।৬।।

কোন কোন দার্শনিক পণ্ডিত মায়ামোহিত হইয়া জরামরণ-রহিত অপুনর্ভবকে আত্যন্তিক ক্ষেম বলিয়া মনে করেন, কিন্তু তাহাও নিঃশ্রেয় নয়। সেই ভরত রাজা দুস্ত্যজ সাম্রাজ্য, সুত, স্বজন, অর্থ, দারা এবং ইন্দ্রাদির প্রার্থনীয় সদয়াবলোক যুক্ত শ্রীকে ইচ্ছা করেন নাই। তাঁহার পক্ষে তাহা উচিত বটে। কেননা কৃষ্ণসেবানুরক্তচিত্ত প্রাপ্ত মহদ্‌গণের পক্ষে সে সকল অতি তুচ্ছ। তাঁহাদের নিকট অপুনর্ভবকে ফল্গু বলিয়া বোধ হয়।।৬।।

বৃত্রঃ ভগবন্তম্ (৬।২১।২৫)
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ পারমেষ্ঠ্যং
ন সার্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
সমঞ্জস ত্বা বিরহয্য কাঙ্খে।।৭।।

আবার কেহ কেহ বলেন যে, যাহাদের ক্ষমতা আছে তাহারা ঐহিক ও স্বর্গীয় সুখ ভোগ করুক। আবার কেহ কেহ বলেন, যোগসিদ্ধিই জীবের প্রয়োজন। তাহাদের বাচালতা নিবৃত্তি করিতেছেন। হে সমজ্ঞান! নাকপৃষ্ঠ চাই না, কেবল তাহা নয়, স্বর্লোক,মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক, সত্যলোক এবং পারমেষ্ঠ্য পদরূপ ব্রহ্মলোক চাই না। পৃথিবীতে সর্বভৌম-পদ এবং রসাতলের আধিপত্যও চাই না। আমি কেবল তোমার সেবা চাই।।৭।।

ভগবান্ দুর্বাসসম্ (৯।৪।৬৭)
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্।।৮।।

আমার সেবায় সর্বোৎকৃষ্ট অমিশ্র চিৎসুখ। তাহা পরিত্যাগ করিয়া ভক্তগণ সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টিরূপ মুক্তিচতুষ্টয় উপস্থিত হইলেও তাহা লইতে ইচ্ছা করেন না। নাকপৃষ্ঠ, পারমেষ্ঠ্য ও যোগসিদ্ধিরূপ কাল-বিপ্লুত অস্থায়ী সুখের ত কথাই নাই।।৮।।

নাগপত্ন্যঃ কৃষ্ণম্ (১০।১৬।৩৭)
ন নাকপৃষ্ঠং ন চ সার্বভৌমং
ন পারমেষ্ঠ্যং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি যৎপাদরজঃ প্রপন্নাঃ।।৯।।

পুনঃ পুনঃ সেই কথা বলিয়া সত্যের দৃঢ়তা দেখাইতেছেন। নাকপৃষ্ঠ, সার্বভৌম-পদ,

পারমেষ্ঠ্যপদ, রসাধিপত্য, যোগসিদ্ধি এবং অপুনর্ভব কৃষ্ণপদরজঃ প্রপন্নব্যক্তিগণ লইতে ইচ্ছা করেন না।।৯।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।২০।৩৪)
ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছান্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্।।
অত্র মুক্তেঃ স্বরূপং বর্ণয়তি শ্রীশুকঃ (১।১০।১-৭)
অত্র সর্গো বিসর্গশ্চ স্থানং পোষণমূতয়ঃ।
মন্বন্তরেশানুকথা নিরোধো মুক্তিরাশ্রয়ঃ।
দশমস্য বিশুদ্ধ্যর্থং নবানামিহ লক্ষণম্।
বর্ণয়ন্তি মহাত্মানঃ শ্রুতেনার্থেন চাঞ্জসা।।
ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্মসর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাদ্বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ।।
স্থিতির্বৈকুণ্ঠ বিজয়ঃ পোষণং তদনুগ্রহঃ।
মন্বন্তরাণি সদ্ধর্ম ঊতয়ঃ কর্মবাসনাঃ।।
অবতারানুচরিতং হরেশ্চাস্যানুবর্তিনাম্।
পুংসামীশকথাঃ প্রোক্তা নানাখ্যানোপবৃংহিতাঃ।।
নিরোধোঽস্যানুশয়নমাত্মনঃ সহশক্তিভিঃ।
মুক্তির্হিত্বান্যথারূপং-স্বরূপেন ব্যবস্থিতিঃ।।
আভাসশ্চ নিরোধশ্চ যতোঽস্ত্যধ্যবসীয়তে।
স আশ্রয়ঃ পরংব্রহ্ম পরমাত্মেতি শব্দ্যতে।।১০।।

একান্তভক্ত সাধুগণ ধীরপুরুষ। তাঁহাদিগকে আমি অপুনর্ভব রূপ কৈবল্য দিতে চাহিলেও তাঁহারা লন না। ভাগবত বিচার প্রণালী প্রদর্শনে শুকদেব বলিয়াছেন যে, ভাগবতে সর্গ, বিসর্গ, স্থান, পোষণ, ঊতি, মন্বন্তর কথা, ঈশকথা, নিরোধ মুক্তি ও আশ্রয় এই দশটি বিষয়কে বর্ণন করিয়াছেন। আশ্রয়তত্ত্বকে বিশদরূপে বুঝাইবার জন্য বেদশাস্ত্রাদি-লিখিতবাক্য দ্বারা মূলতত্ত্ব দেখাইয়া মহাত্মগণ বর্ণন করিয়া থঅকেন। পঞ্চভূত, পঞ্চতন্মাত্রা, দশ ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি মন ও অহংকার এই পঁচিশ তত্ত্বের জন্মের নাম অপৌরুষেয় সর্গ। গুণবৈষম্যদ্বারা ব্রহ্মাকর্তৃক যে সৃষ্টি, তাহাই পৌরুষ সৃষ্টি অর্থাৎ বিসর্গ। প্রাপঞ্চিক জগতে সাক্ষাৎ ভগবানের বিষ্ণুরূপে বিজয়ের নাম বৈকুণ্ঠ বিজয়। জগৎপালনক্রিয়ায় বিষ্ণুর যে অনুগ্রহ, তাহাই পোষণ। মহৎ লোকের ইতিহাসে যে সধর্ম বর্ণন, তাহাই মন্বন্তর কথা। জীবের কর্মবাসনাপূর্তিরূপ ভগবল্লীলার নাম ঊতি। ভগবানের অবতার চরিত এবং ভক্তিচরিতই ঈশকথা। তাহা নানাখ্যানদ্বারা উপবৃংহিত হইয়াছে। পরমাত্মারূপ বিষ্ণুর সমস্ত শক্তির সহিত অনুশয়নের নাম নিরোধ। জীবের অবিদ্যাকৃত অন্যথারূপ পরিত্যাগপূর্বক স্বস্বরূপে পুনরায় যে ব্যবস্থিতি হয়, তাহার নাম মুক্তি। এই নয়টী বিষয় যাহা হইতে হয় এবং স্থির থাকে, সেই পুরুষ পরমব্রহ্ম ও পরমাত্মা নামে পরিচিত স্বয়ং ভগবান্। তিনিই একমাত্র আশ্রয়তত্ত্ব। এই সিদ্ধান্তে জানা গেল যে, জীবের মুক্তি একটী

অবশ্যম্ভাবী অবান্তর ফল। কিন্তু আশ্রয়লাভই চরমে নিত্য ফল।।১০।।

প্রীতেঃ প্রয়োজনত্বং ভগবান্ ব্রহ্মাণম্ (৩।৯।৪১-৪২)
পূর্তেন তপসা যজ্ঞৈর্দানৈর্যোগৈঃ সমাধিনা।
রাদ্ধং নিঃশ্রেয়সং পুংসাং মৎপ্রীতিস্তত্ত্ববিন্মতম্।।১১।।

তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ স্থির করিয়াছেন, যে প্রীতিই জীবের প্রয়োজন। প্রীতির জন্য মানবগণ জীবন পর্যন্ত বিসর্জন করেন। প্রীতিই মধু। প্রীতি কৃষ্ণ-বিষয়ক হইলে অত্যন্ত উপাদেয় এবং ইতর বিষয়ক হইলে অত্যন্ত হেয়। সুতরাং পূর্ত, তপস্যা, যজ্ঞ, দান প্রভৃতি সমস্ত শুভকর্মের অষ্টাঙ্গযোগ এবং ব্রহ্মজ্ঞান সমাধি প্রভৃতি সমস্ত শ্রেয়চেষ্টার চরমফলরূপে ভগবৎপ্রীতিকে নির্দেশ করা হইয়াছে। তাহাই জীবের শাস্ত্রাভিধেয় পালনের একান্ত মঙ্গলময় ফল।।১১।।

অহমাত্মাত্মনাং ধাতঃ প্রেষ্ঠঃ সন্ প্রেয়সামপি।
অতো ময়ি রতিং কুর্য্যাদ্দেহাদের্যৎ কৃতে প্রিয়ঃ।।১২।।

মৎপ্রীতি যে প্রয়োজন, তাহার তাৎপর্য এই। হে ব্রহ্মন্! আমি কৃষ্ণ সকল আত্মার আত্মা। জীবাত্মার যত প্রিয় বস্তু হইতে পারে, সে সকলের মধ্যে আমি অধিক প্রিয়। আমি আত্মার আত্মা। আমার জন্যই দেহাদি পর্যন্ত প্রিয় হইয়াছে। অতএব আমাতে সকলে রতি করুক্।।১২।।

নারদঃ প্রাচীনবর্হিরাজানম্ (৪।২৯।৫১)
স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মন্বপি।
ইতি বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ।।১৩।।

সেই হরিই প্রিয়তম আত্মা। তাঁহার ভজন স্বাভাবিক। সুতরাং তাহাতে কিছুমাত্র ভয়ের কারণ নাই। কৃষ্ণপ্রেম সূর্য এবং ভক্তগণ সেই সূর্যের আশ্রিত রশ্মি পরমাণু। পরস্পর সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। যিনি এই তত্ত্ব জানেন, তিনিই বিদ্বান্ অতএব গুরু।।১৩।।

মধুরপ্রীতিবিষয়ে ভগবান্ দুর্বাসসম্ (৯।৪।৬৬)
ময়ি নির্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা।।১৪।।

মধুর ব্রজরস-ভজনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রীতিভাব। আমাতে নির্বদ্ধহৃদয় সাধুসকল সমদর্শী। প্রীতিনির্বদ্ধহৃদয়ে আমাকে ভক্তগণ আশ্চর্যরূপে বশ করেন, সৎস্ত্রী যেমত সৎপতিকে বশ করে, সেইরূপ মধুরভক্ত আমাকে নিরন্তর বশ করেন। কৃষ্ণপ্রেম অতুল্য ও প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব।।১৪।।

তল্লক্ষণং প্রহ্লাদঃ নারদম্ (৭।৫।১৪)
যথা ভ্রাম্যত্যয়ো ব্রহ্মন্ স্বয়মাকর্ষসন্নিধৌ।
তথা মে ভিদ্যতে চেতশ্চক্রপাণের্যদৃচ্ছয়া।।১৫।।

একটা সামান্য উদাহরণের দ্বারা কৃষ্ণপ্রীতির স্বরূপ বলিতেছেন। হে ব্রহ্মন্ লৌহ যেমত আকর্ষের চতুর্দিকে ভ্রামিত হইলেও আকর্ষকে লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হয়, সেইরূপ ভক্ত ও কৃষ্ণের মধ্যে পরস্পর প্রীতির লক্ষণ জানিবে। যেরূপ লৌহ ও আকর্ষের ঔৎপত্তিকী ধর্ম, সেইরূপ ভক্ত ও কৃষ্ণের পরস্পর আকর্ষণ স্বাভাবিক ধর্ম। জীবাত্মার গঠনের এই ধর্ম অনুস্যূত আছে। অবিদ্যা মধ্যবর্তী হইয়া এই ধর্মের ক্রিয়ার প্রতিবন্ধক হয়। জীবের স্বাভাবিক প্রীতিধর্ম সত্যবিষয়কে না পাইয়া ইতরবিষয়ে বিকৃত হয়। অভিধেয় অনুষ্ঠানে অবিদ্যারূপ প্রতিবন্ধক দূরীকৃত হইলে জীব ও কৃষ্ণের যে নিত্যধর্ম লুপ্তপ্রায় ছিল, তাহা আবার সহজে ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠে।।১৫।।

তৎক্রিয়া চতুঃসনচরিতে (৩।১৫।৪৩)
তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দ-
কিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং
সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ।।১৬।।

সেই প্রীতিধর্ম প্রতিবন্ধ শূন্য হইলে কিরূপে হঠাৎ ক্রিয়াবান্ হইয়া উঠে, তাহার একটী উদাহরণ চতুঃসনের চরিত্রে দেখা যায়। চতুঃসন বহুকাল হইতে জ্ঞানমার্গে ভ্রমণ করিতেছিলেন। নিরাকার ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের চিন্তায় তাঁহারা মগ্ন ছিলেন। কোন সময় কোন ভক্তসঙ্গরূপ সুকৃতিবলে যদৃচ্ছাক্রমে তাঁহারা বৈকুণ্ঠে গিয়া তুলসী সেবন করত তাঁহাদের অতিবিদ্যারূপ মায়াপ্রতিবন্ধক দূর হইল। অতিবিদ্যা অবিদ্যারই ভাবান্তর, তাহা ঈশোপনিষদে উক্ত আছে। সেই প্রতিবন্ধক দূর হইলে তাঁহারা ভগবানের সবিশেষ স্বরূপ দেখিতে পাইয়া হঠাৎ প্রেম লাভ করিলেন। অরবিন্দনয়ন ভগবানের পদারবিন্দ-কিঞ্জল্কমিশ্র তুলসীস্পৃষ্ট মকরন্দবায়ু নাসিকা বিবরের মধ্যে দিয়া অন্তর্গত হইলে সেই নির্ভেদব্রহ্মবাদীদিগের চিত্ত ও তনুকে প্রেমবিকারের দ্বারা ক্ষোভিত করিয়াছিল। অক্ষরব্রহ্মে যে তাঁহাদের নিষ্ঠা ছিল, তাহা সহসা দূর হইল। অক্ষরজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধক দূর হইলে আত্মার স্বভাবসিদ্ধধর্ম যে কৃষ্ণপ্রীতি, তাহা সহসা জাগ্রত হইল। হৃদয় দ্রব হইল। সেই মহাত্মগণ তখন ভগবৎসেবা সৌন্দর্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেন। সৎসঙ্গে নির্বিশেষ বাদীদিগের এরূপ লাভ শুকদেব প্রভৃতি অনেকের চরিত্রে দেখা গিয়াছে।।১৬।।

প্রীতিবন্ধকনাশে প্রীতের্বিষয়োদয়ঃ (৩।১৫।৫০)
প্রাদুশ্চকর্থ যদিদং পুরুহূত রূপং
তেনেশ নির্বৃতিমিবাপুরলং দৃশোর্নঃ।

তস্মা ইদং ভগবতে নম ইদ্বিধেম
যেহনাত্মনাং দুরুদয়ো ভগবান্ প্রতীতঃ।।১৭।।

তখন তাঁহারা যাহা বলিলেন, তাহা বিচার করুন। পুরুহূত! হে বিপুলকীর্তে! হে ঈশ! জ্ঞানঘনস্বরূপ স্বীয়মূর্তি আমাদের নিকট কৃপা পূর্বক আবিষ্কার করিলে। তদ্দৃষ্টে আমাদের চক্ষু যথেষ্ঠ নির্বৃত্তি লাভ করিয়াছে। আমাদের পূর্ব শুষ্কভাব দূর হইল। এই অপূর্ব আত্মা হইতে দূরগত পুরুষদিগের পক্ষে দুরুদয়। কি সৌভাগ্য করিয়াছিলাম যে, ভগবান্ আমাদের নিকট কৃপা করিয়া প্রতীত হইলেন। এখন নির্ভেদ ব্রহ্মজ্ঞান তোমার কৃপায় দূর হইল। আমরা নির্ভয়ে এই ভগবত্তত্ত্বের প্রতি নমস্কার করি। নমস্কারই ভক্তিযোগ। এখন হইতে চতুঃসন শান্তভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইলেন।।১৭।।

ভগবৎপ্রীত্যুদয়ে জীবস্বরূপসিদ্ধিলক্ষণানি। শ্রুতয়ঃ (১০।৮৭।৩৮)
স যবজয়া ত্বজামনুশয়ীত গুণাংশ্চ জুষন্
ভজতি স্বরূপতাং তদনুমৃত্যুমপেতভগঃ।
ত্বমুত জহাসি তামহিরিব ত্বচমাত্তভগো
মহসি মহীয়সেহষ্টগুণিতেহপরিমেয়ভগঃ।।১৮।।

জীবের নিত্যস্বরূপ অপ্রাকৃত। অবিদ্যাবন্ধনে তাহার একটী লিঙ্গ শরীর ও তদুপরি একটী স্থূল শরীর হইয়াছে। কৃষ্ণপ্রীতি উদয় হইলেও যে পর্যন্ত কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে লিঙ্গ শরীর ভঙ্গ না হয়, সে পর্যন্ত স্বরূপসিদ্ধি মাত্র লাভ করেন। লিঙ্গভঙ্গে বস্তুসিদ্ধি হয়। জীব অবিদ্যা মোহিত হইয়া মায়ার সহিত অনুশয়ন করেন, তখন মায়াগুণসকল ভোগ করিতে করিতে মায়িক স্বরূপতা প্রাপ্ত হন এবং স্বকীয় চিদ্‌গুণ রহিত হইয়া দুর্ভাগ্যের ন্যায় মায়ার অনুগত থাকেন এবং জন্ম মৃত্যু স্বীকার করেন। কিন্তু হে ভগবন্! তুমি চিৎসূর্যস্বরূপ। অজা তোমার বহিরঙ্গা শক্তি। তাহার দ্বারা যখন যে কার্য কর, সেই কর্ম করিয়া সর্প যেরূপ কঞ্চুক ত্যাগ করে, তদ্রূপ অজাকে দূরে ফেলিয়া দাও। অতএব তুমি স্বয়ং সর্বদা অষ্টগুণিত ধর্মের সহিত সমহিমায় অপরিমেয় ভগস্বরূপ। তাৎপর্য এই যে, জীব যখন বহির্মুখ, তখন তাহার মায়িক স্বরূপতা। জীব যখন তোমার একান্ত আশ্রিত, তখন তোমার কৃপায় আটটী ধর্ম প্রাপ্ত হইয়া স্বীয় মহিমায় বিরাজমান হয়। জীব বস্তুসিদ্ধি লাভ করিলে আটটী ধর্ম প্রাপ্ত হন। যথা -- 'আত্মাপহতপাপ্মা বিজ্বরো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিঘৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ সোহন্বষ্টব্যঃ।' এই শ্রুতি বাক্যের অর্থ যথা -- ১) অপহতাপ, ২) বিজর, ৩) বিমৃত্যু, ৪) বিশোক, ৫) বিজিঘৎস, ৬) অপিপাস, ৭) সত্যকাম, ৮) সত্যসঙ্কল্প।।১৮।।

ভক্তিসিদ্ধির্দ্বিধা। স্বরূপসিদ্ধির্বস্তুসিদ্ধিশ্চ। কুমারাঃ ভগবন্তং তত্র স্বরূপসিদ্ধি বিষয়ে (৩।১৫।৪৮)
নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং
কিন্ত্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।

যেহঙ্গ ত্বজঙ্ঘ্রি শরণা ভবতঃ কথায়াঃ
কীর্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ।।১৯।।

এখন স্বরূপ-সিদ্ধির লক্ষণ বলিতেছেন। যাঁহারা তোমার পাদপদ্মে শরণ লইয়াছেন এবং কীর্তন্য (অর্থাৎ কীর্তনযোগ্য) তীর্থযশঃস্বরূপ তোমার কথায় কুশল ও রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার আত্যন্তিক প্রসাদ যে সাযুজ্য-মুক্তি, তাহাকেও বস্তু বলিয়া জ্ঞান করেন না। তোমার ভ্রূভঙ্গীক্রমে যাহা যাহা নাশ-ভয়ে ব্যতিব্যস্ত, তাহাদের কথা আর কি বলিব। ভুক্তিমুক্তি ও কামনামাত্র শূন্য ভগবদ্ভক্তগণ কৃষ্ণলীলারসে প্রবিষ্ট। সেই সব লোক স্বরূপসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।।১৯।।

হংসঃ সনকাদীন্ (১১।১৩।৩৫)
দৃষ্টিং ততঃ প্রতিনির্বত্য নিবৃত্ততৃষ্ণ-
স্তুষ্ণীং ভবেন্নিজসুখানুভবো নিরীহঃ।
সংদৃশ্যতে ক্ক চ যদীদমবস্তুবুদ্ধ্যা
ত্যক্তং ভ্রমায় ন ভবেৎ স্মৃতিরানিপাতাৎ।।২০।।

নিবৃত্ততৃষ্ণ হইয়া জড়জগৎ হইতে দৃষ্টিতে প্রতিনিবৃত্ত করিয়াছেন। নিরীহ হইয়া আত্মার নিজ সুখানুভবে তূষ্ণী প্রাপ্ত হইয়াছেন। যাহা যাহা জড়জগতে দেখেন, তাহাকে অবস্তু বুদ্ধিতে ত্যাগ করেন এবং তাঁহাদের স্মৃতি দেহপাত পর্যন্ত ভ্রান্ত হয় না। তাৎপর্য এই যে কৃষ্ণলীলা-রসে প্রবিষ্ট স্বরূপসিদ্ধ ব্যক্তিদের সংসার এইরূপ। কৃষ্ণসম্বন্ধ ব্যতীত কোন বস্তুতেই আদর করেন না।।২০।।

(১১।১৩।৩৬-৩৭)
দেহঞ্চ নশ্বরমবস্থিতমুত্থিতম্বা
সিদ্ধো ন পশ্যতি যতোহধ্যগমৎ স্বরূপম্।
দৈবাদপেতমথ দৈববশাদুপেতং
বাসো যথা পরিকৃতং মদিরামদান্ধঃ।।২১।।

অবস্থিত বা উত্থিত হউক, দেহকে দৃষ্টি করেন না, যেহেতু ভক্ত তখন নিজের সিদ্ধস্বরূপে আত্মানুভব করিয়াছেন। যেমত মদিরামদান্ধব্যক্তি কখন কখন বস্ত্র পরে ও ছাড়ে, সেই দেহকে নশ্বর জানিয়া যতক্ষণ কৃষ্ণের ইচ্ছায় আছে থাকুক, যখন কৃষ্ণের ইচ্ছায় যায় যাউক, এইরূপ ভাবে দেহে অনাসক্ত হইয়া পড়েন। জ্ঞানাভিমানী সিদ্ধগণ অর্থাৎ জীবন্মুক্তগণের এইরূপ সর্বসময়ে থাকে। ভক্তগণের সংসার সম্বন্ধে সেইরূপ ভাব হয় বটে। কিন্তু কৃষ্ণসেবা-সম্বন্ধে দেহকে সিদ্ধির অনুকূল জানিয়া আদর করেন। দেহ বিনা কৃষ্ণভজন হয় না, অতএব ভজনানুকূল দেহের সংরক্ষণে বিশেষ আদর করিয়াও ভজনপ্রতিকূল সমস্ত দেহগেহাদিকে তুচ্ছজ্ঞান করেন। এইপ্রকার ভাবই যুক্তবৈরাগ্যের পরাকাষ্ঠা।।২১।।

দেহোঽপি দৈববশগঃ খলু কর্ম যাবৎ
স্বারম্ভকং প্রতিসমীক্ষত এব সাসুঃ।
তং সপ্রপঞ্চমধিরূঢ়সমাধিযোগঃ
স্বাপ্নং পুর্নন ভজতে প্রতিবুদ্ধবস্তুঃ।।২২।।

যে পর্যন্ত প্রারব্ধ কর্ম থাকে, সেই পর্যন্ত প্রাণের সহিত দৈববশগত দেহ প্রতীক্ষা করে। প্রতিবুদ্ধ ব্যক্তি যেরূপ স্বপ্নে বস্তুকে ভজনা করেন, সেইরূপ স্বরূপসিদ্ধভক্ত এই প্রপঞ্চময় দেহকে অধিরূঢ় সমাধিযোগপ্রাপ্ত হইয়া আর লাভ করেন না। অর্থাৎ দেহত্যাগের পর কৃষ্ণেচ্ছায় বস্তুসিদ্ধি লাভ করেন। জ্ঞানমার্গীয় জীবন্মুক্তের ও ভক্তের মধ্যে অনেক ভেদ আছে। জ্ঞানীদিগের এই দেহের প্রতি ঘৃণা এবং আর দেহ প্রাপ্তি না হয়, সে জন্য চেষ্টা থাকে। ভক্তদিগের কৃষ্ণবিরহে সেইরূপ দেহে বিরাগ হয় আবার কৃষ্ণদর্শনে দেহের সার্থকতা দৃষ্টি হয়। জ্ঞানীদিগের ভোগদ্বারা প্রারব্ধ ক্ষয় এবং ভক্তদিগের কৃষ্ণেচ্ছার উপর নির্ভর।।২২।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ (১১।১৪।২৪)
বাগ্‌গদগদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদগায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুণাতি।।২৩।।

স্বরূপসিদ্ধ ভক্তের বাহ্যলক্ষণ এই। গদগদ বাক্যের সহিত যাঁহার চিত্ত দ্রব হয়, অনুক্ষণ রোদন করেন, কখন হাস্য করেন, বিগতলজ্জ হইয়া উচ্চৈঃস্বরে গান করেন এবং নৃত্য করেন। আমার ভক্তিযুক্ত এরূপ পুরুষ ভুবন পবিত্র করেন।।২৩।।

কৃষ্ণকৃপয়া বস্তুসিদ্ধির্ভবতি। তল্লক্ষণানি শুকঃ (২।৯।৯-১০)
তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরম্।
ব্যপেতসংক্লেশবিমোহসাধ্বসং
স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ পুরুষৈরভিষ্টুতম্।।২৪।।

বস্তুসিদ্ধি হইলে প্রাকৃতজগতে আর থাকা যায় না। অপ্রাকৃত জগতে ভক্ত তখন অবস্থান করেন। অপ্রাকৃত জগৎ ঐশ্বর্য ও মাধুর্য ভেদে দ্বিপ্রকার। প্রথমে ঐশ্বর্যজগৎ বর্ণন করিতেছেন। সংপূজিত হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে স্বলোক দর্শন করাইলেন। যে লোকের শ্রেষ্ঠ আর লোক নাই। সংক্লেশ বিমোহ ভয় সেস্থানে নাই। সেইস্থানে ভগবান্ আত্মদৃক্ পুরুষগণ কর্তৃক সর্বদা সংস্তুত।।২৪।।

প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ

সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে-
রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ।।২৫।।

যেখানে রজস্তম এবং তদুভয়মিশ্রিত সত্ত্ব নাই, কালের বিক্রম নাই, কাল তথায় ভূত ভবিষ্যত লক্ষণে ছিন্ন হয় না। সর্বদা বর্তমানলক্ষণে লক্ষিত। বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ মাত্র আছে। জড়মায়া যেখানে যাইতে পারে না। অন্যের কথা কি? হরির অনুব্রত সুরাসুরার্চিত ব্যক্তিগণ যেখানে নিত্য অবস্থিত; সে ধামের নাম চিদ্ধাম বা বৈকুণ্ঠ। মহাপ্রলয়েও যে ধাম বিরাজমান থাকে।।২৫।।

(২।৯।১৩)
শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ
করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ।
প্রেঙ্খ্যাশ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ-
র্বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম গায়তী।।২৬।।

শ্রী অর্থাৎ চিচ্ছক্তি যেখানে রূপবতী হইয়া উরুগায় ভগবানের পদসেবা করেন, অনেক বিভূতি তাঁহার সহায়তা করেন। সন্ধিনী সম্বিৎ ও হ্লাদিনী রূপা, শক্তি-বিভূতিত্রয় সেখানে সর্বদা ক্রিয়াবতী। চিদনঙ্গের অনুগত সমস্তই তাঁহার সহচরী। সকল সজ্জনকর্তৃক গীত প্রিয়তমের লীলাগান করিয়া থাকেন। চিদ্ধামের যে সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠ গোলোক বৃন্দাবন, তাহাই ব্রহ্মাকে দেখাইলেন।।২৬।।

(২।৯।১৪)
দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্।
সুনন্দনন্দপ্রবালর্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিষেবিতং বিভুম্।।২৭।।

তাহার ঐশ্বর্যপ্রকোষ্ঠ সাত্বতদিগের পতি লক্ষীপতি, যজ্ঞপতি জগৎপতিকে দেখিলেন। সুনন্দ নন্দ প্রবল অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদবর্গের দ্বারা সেই বিভুবৈকুণ্ঠনাথ পরিসেবিত।।২৭।।

গোলোকপ্রকাশান্তরগোকুললীয়াম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্। (১১।১২।১০-১১)
রামেণ সার্ধং মথুরাং প্রণীতে
শ্বাফল্কিনা ময্যনুরক্তচিত্তাঃ।
বিগাঢ়ভাবেন ন মে বিয়োগ-
তীব্রাধয়োঽন্যং দদৃশুঃ সুখায়।।২৮।।

বৃন্দাবনস্বরূপ তাহার মাধুর্য-প্রকোষ্ঠের কথা বলিতেছেন। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! আমাকে অক্রূর যখন রামের সহিত মথুরায় আনেন, আমাতে গাঢ় অনুরক্তচিত্ত গোপীগণ আমার তীব্র বিচ্ছেদধ্যানসুখে মগ্ন হইয়া, সুখপ্রাপ্তির জন্য অন্য কিছু দেখিলেন না।।২৮।।

তাস্তাঃ ক্ষপাঃ প্রেষ্ঠতমেন নীতা
ময়ৈব বৃন্দাবনগোচরেণ।
ক্ষণার্ধবত্তাঃ পুনরঙ্গ তাসাং
হীনা ময়া কল্পসমা বভূবুঃ।।২৯।।

গোকুলে শ্রেষ্ঠতম আমাকে পাইয়া গোপীগণ সেই রাত্রি যাপিত করিয়াছিলেন। আমার মিলন সময়ে সেই সকল রাত্রি ক্ষণার্ধবৎ ব্যয়িত হইয়াছিল। যখন আবার আমার সহিত বিচ্ছেদ হইল, তখন এক এক ক্ষণ তাঁহাদের পক্ষে কল্পসম হইয়া উঠিল।।২৯।।

মুক্ত্যপেক্ষয়া প্রেমভক্তের্নিখিলশ্রেষ্ঠত্বম্। নারদঃ (৫।৬।১৮)
রাজন্ পতির্গুরুরলং ভবতাং যদূনাং
দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক্ব চ কিঙ্করো বঃ।
অস্ত্বেবমঙ্গ ভগবান্ ভজতাং মুকুন্দো
মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎস্ম ন ভক্তিযোগম্।।৩০।।

কেবলা মুক্তি অপেক্ষা প্রেমভক্তির অনন্তগুণ শ্রেষ্ঠতা বলিতেছেন। হে রাজন্! তোমাদের এবং যদুদিগের সম্বন্ধে কৃষ্ণ পতি, গুরু, সর্বস্ব, দেব, প্রিয়, কুলপতি এবং কখন কখন কিঙ্করবৎ আচরণ করেন। ভগবান্ মুকুন্দ সহজে উপাসনাকারীকে মুক্তি দেন, কিন্তু সহজে প্রেমভক্তি দেন না।।৩০।।

উদ্ধবং গোপ্যঃ (১০।৪৭।৪৩)
তাঃ কিং নিশাঃ স্মরতি যাসু তদা প্রিয়াভি-
র্বৃন্দাবনে কুমুদকুন্দশশাঙ্করম্যে।
রেমে ক্বণচ্চরণনূপুররাসগোষ্ঠ্যা-
মস্মাভিরীড়িতমনোজ্ঞকথঃ কদাচিৎ।।৩১।।

ওহে উদ্ধব! বল দেখি, কৃষ্ণ কি আমাদের কথনীয় মনোজ্ঞ কথা কখন বলিয়া থাকেন? যে সকল রাত্রে প্রিয়াদিগের সহিত কুমুদকুন্দশশাঙ্ক দ্বারা রম্যবৃন্দাবনে চরণনূপুর বিশিষ্ট রাস গোষ্ঠীতে রমণ করিয়াছিলেন, সেই সমস্ত রাত্রিব্যাপার কি স্মরণ করেন? এই প্রকার ভাব বস্তুসিদ্ধ ভক্তগণের লক্ষণ।।৩১।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রয়োজনতত্ত্ব নিরূপণে

প্রয়োজনবিচারো নাম সপ্তদশঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রয়োজনতত্ত্বনিরূপণে প্রয়োজনবিচারে সপ্তদশকিরণে মরীচিপ্রভানাম গৌড়ীয়-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।।

অষ্টাদশঃ কিরণঃ

সিদ্ধপ্রেমরসঃ রসমহিমা

ভীষ্মঃ কৃষ্ণম্ (১।৯।৩৩)
ত্রিভুবনকমনং তমালবর্ণং
রবিকরগৌরবরাম্বরং দধানে।
বপুরলককুলাবৃতাননাব্জং
বিজয়সখে রতিরস্তু মেঽনবদ্যা।।১।।

মহিমা ব্রজলীলায়া দূরোতোঽপি নিষেবিতঃ।
যৈর্যৈস্তান্ দণ্ডবন্নৌমি ভক্তান্ ভীষ্মার্জুনাদিকান্।।

ভীষ্ম কহিলেন, আহা আমি কৃষ্ণের এই ত্রিভুবন-কমনীয় তমালবর্ণ রূপ দেখিতেছি। সৌরকিরণের ন্যায় গৌরবসন ধারণ করিয়াছেন। অলকাসমূহদ্বারা আবৃত বদনকমল-সুশোভিত বপু। অর্জুনের সখা এই কৃষ্ণে আমার নিরুপাধিক রতি হইক।।১।।

(১।৯।৪১-৪২)
মুনিগণনৃপবর্যসঙ্কুলেঽন্তঃ
সদসি যুধিষ্ঠির-রাজসূয় এষাম্।
অর্হণমুপপেদ ঈক্ষণীয়ো
মম দৃশিগোচর এষ আবিরাত্মা।।২।।

মুনিসমূহ ও বড় বড় রাজা দ্বারা শোভিত যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় সভায় যিনি পূজিত

হইয়াছিলেন, সেই সর্ব আত্মার আত্মা এই কৃষ্ণ আমার মরণ সময়ে দৃষ্টিগোচর হইলেন, ইহা অপেক্ষা আর ভাগ্য কি।।২।।

তমিমমহমজং শরীরংভাজাং
হৃদি হৃদি ধিষ্ঠিতমাত্মকল্পিতানাম্।
প্রতিদৃশমিব নৈকধার্কমেকং
সমধিগতোহস্মি বিধূতভেদমোহঃ।।৩।।

এক সূর্য ভিন্ন ভিন্ন ঘটস্থিত জলে যেরূপ পৃথক্ পৃথক্ সূর্য বলিয়া দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ শরীরধারীদিগের প্রত্যেক হৃদয়ে যে এক পরমাত্মাকে মনঃ কল্পিত পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব বলিয়া দ্বৈত ভ্রম হয়, সেই ভেদ-মোহ পরিত্যাগ পূর্বক এক পরমাত্মাকে এই কৃষ্ণের অংশ বলিয়া জ্ঞাত হইলাম। সেই জন্মরহিত এই কৃষ্ণে আমি ভক্তিপূর্বক অধিগত হইলাম, অর্থাৎ শরণাগত হইলাম।।৩।।

কৌরবঃ স্ত্রিয়ম্ (১।১০।২৬)
অহো অলং শ্লাঘ্যতমং যদোঃ কুল-
মহো অলং পুণ্যতমং মধোর্বনম্।
যদেষ পুংসামৃষভঃ শ্রিয়ঃ পতিঃ
স্বজন্মনা চংক্রমণেন চাঞ্চতি।।৪।।

অহো যদুকুল যথেষ্ট শ্লাঘনীয়। মধুবন অর্থাৎ মথুরামণ্ডল যথেষ্ট পুণ্যতম। যেহেতু এই পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীপতি স্বীয় ও ভ্রমণবিহার দ্বারা তথায় নিত্য বিচরণ করিতেছেন।।৪।।

(১।১০।২৮)
ন্যূনং ব্রতস্নানহুতাদিনেশ্বরঃ
সমর্চিতো হ্যস্য গৃহীতপাণিভিঃ।
পিবন্তি যাঃ সখ্যধরামৃতং মুহু-
র্ব্রজস্ত্রিয়ঃ সংমুমুহুর্যদশয়াঃ।।৫।।

কৃষ্ণের বিবাহিত স্ত্রীগণ নিশ্চয়ই ব্রত স্নান হোম ইত্যাদি শুভ কর্ম দ্বারা কৃষ্ণকে অর্চন করিয়াছিলেন, কেননা যাঁর অধরামৃত ব্রজস্ত্রীগণ পান করিয়া মুহুর্মুহু মোহিত হইতেন, সেই অধরামৃত ইঁহারাও পান করিবার অধিকার পাইয়াছেন।।৫।।

দ্বারকাবাসিনাং প্রজাঃ (১।১১।৭-৯)
অহো সনাথা ভবতা স্ম যদ্বয়ং
ত্রৈপিষ্টপানামপি দূরদর্শনম্।
প্রেমস্মিতস্নিগ্ধনিরীক্ষণাননং

পশ্যেম রূপং তব সর্বসৌভগম্।।৬।।

দেবতাদিগের দুর্লভদর্শন এই কৃষ্ণের প্রেমস্মিত ও স্নিগ্ধ নিরীক্ষণময় সর্বসৌভগ রূপ আমরা দর্শন করিতেছি, সুতরাং আমরা সনাথ হইয়া আনন্দ লাভ করিতেছি।।৬।।

যর্হ্যম্বুজাক্ষাপসসার ভো ভবান্
কুরূন্ মধূন্ বাথ সুহৃদ্দিদৃক্ষয়া।
তত্রাব্দকোটিপ্রতিমঃ ক্ষণো ভবে-
দ্রবিং বিনাক্ষ্ণোরিব নস্তবাচ্যুত।।৭।।

হে পদ্মনয়ন! হে অচ্যুত! যে সময়ে তুমি সুহৃদগণকে দর্শনের জন্য কুরুরাজ্য বা মথুরামণ্ডলে গমন কর, তখন তোমাকে না দেখিয়া সূর্য বিনা চক্ষের ন্যায় আমাদের ক্ষণসকল বৎসরের ন্যায় কষ্টে অতিবাহিত হয়।।৭।।

কথং বয়ং নাথ চিরোষিতে ত্বয়ি
প্রসন্নদৃষ্ট্যাখিলতাপশোষণম্।
জীবেম তে সুন্দরহাসশোভিত-
মপশ্যমানা বদনং মনোহরম্।।৮।।

হে নাথ! তুমি অধিক দিন বিদেশে গেলে তোমার প্রসন্ন দৃষ্টি দ্বারা অখিলতাপশোষক সুন্দরহাসশোভিত মনোহর সুন্দর বদন না দেখিয়া আমরা কিরূপে জীবিত থাকি।।৮।।

অর্জুনঃ যুধিষ্ঠিরম্। (১।১৫।৭)
যৎসংশ্রয়াদ্ দ্রুপদগেহমুপাগতানাং
রাজ্ঞাং স্বয়ম্বরমুখে স্মরদুর্মদানাম্।
তেজো হৃতং খলু ময়া নিহতশ্চ মৎস্যঃ
সজ্জীকৃতেন ধনুষাঽধিগতা চ কৃষ্ণা।।৯।।

যাঁহার সংশ্রয়বলে স্মরদুর্মদ সয়ম্বর-সভায় দ্রুপদগৃহাগত রাজাদিগের তেজ সজ্জীকৃত ধনুদ্বারা আমি হরণ করিয়াছিলাম এবং মৎস্য বিদ্ধ করতঃ দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছিলাম।।৯।।

(১।১৫।১১-১২)
যো নো জুগোপ বন এত্য দুরন্তকৃচ্ছ্রাদ্-
দুর্বাসসোঽরিরচিতাদযুতাগ্রভুগ্ যঃ।
শাকান্নশিষ্টমুপযুজ্য যতস্ত্রিলোকীং
তৃপ্তামমংস্ত সলিলে বিনিমগ্নসঙ্ঘঃ।।১০।।

যিনি আমাদের বনবাসের সময় বনে আসিয়া অবশিষ্ট শাকান্ন ভোজন করত শক্রপ্রেরিত দুর্বাসার ক্রোধ হইতে আমাদিগকে রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই অযুতাগ্রভুক্‌মুনি সদলবলে জলস্নান করিতে করিতে ত্রিলোকীকে তৃপ্ত মনে করিয়া আর ভোজন করিতে আসিতে সাহস করেন নাই।।১০।।

যত্তেজসাথ ভগবান্ যুধি শূলপাণি-
র্বিস্মাপিতঃ সগিরিজোঽস্ত্রমদান্নিজং মে।
অন্যেঽপি চাহমমুনৈব কলেবরেণ
প্রাপ্তো মহেন্দ্রভবনে মহদাসনার্ধম্।।১১।।

যাঁহার তেজে ভগবান্ গিরিজার সহিত শূলপাণি আমার সহিত যুদ্ধে বিস্মাপিত হইয়া নিজ পাশুপদস্ত্র আমাকে দিয়াছিলেন এবং অন্য দেবতাগণও আমাকে স্বীয় স্বীয় অস্ত্র দান করিয়াছিলেন। এই কলেবরেই আমি মহেন্দ্রভবনে অর্ধাসন লাভ করিয়াছিলাম।।১১।।

(১।১৫।১৬)
যদ্দোঃষু মা প্রণিহিতং গুরুভীষ্মকর্ণ-
নপ্তৃ ত্রিগর্তশলসৈন্ধববাহ্লিকাদ্যৈঃ।
অস্ত্রাণ্যমোঘমহিমানি নিরূপিতানি
নোপস্পৃশুর্নৃহরিদাসমিবাসুরাণি।।১২।।

দ্রোণ, ভীষ্ম, কর্ণ, নপ্তা ভূরিশ্রবা, ত্রিগর্ত, শল্য, সৈন্ধবজয়দ্রথ, বাহ্লিকাদি কর্তৃক নিরূপিত মহিমা অমোঘ অস্ত্রসকল আমার উপর প্রযুক্ত হইলেও যাঁহার হস্তদ্বয়মধ্যে স্থাপিত হওয়ায় আমাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই -- নৃহরিদাস প্রহ্লাদকে অসুরদিগের অস্ত্র যেরূপ স্পর্শ করে নাই তদ্রূপ।।১২।।

(১।১৫।১৮)
নর্মাণ্যুদাররুচিরস্মিতশোভিতানি
হে পার্থ হেঽর্জুনসখে কুরুনন্দনেতি।
সংজল্পিতানি নরদেব হৃদিস্পৃশানি
স্মর্তুর্লুঠন্তি হৃদয়ং মম মাধবস্য।।১৩।।

হে পার্থ! হে অর্জুন! হে সখে! হে কুরুনন্দন! এইরূপ উদার রুচির স্মিতশোভিত কৃষ্ণের হৃদয়স্পর্শী বাক্যসকল হে নরদেব! এখন স্মরণ করিয়া আমার হৃদয় ব্যথিত হইতেছে।।১৩।।

(১।১৫।২১)

তদ্বৈ ধনুস্ত ইষবঃ স রথো হয়াস্তে
সোঽহং রথী নৃপতয়ো যত আনমন্তি।
সর্বং ক্ষণেন তদভূদসদীশরিক্তং
ভস্মন্‌-হুতং কুহকরাদ্ধমিবোপ্তমূষ্যাম্।।১৪।।

দেখুন, আমার হস্তে সেই গাণ্ডীব ধনু রহিয়াছে, সেই অস্ত্রসকল আছে; সেই রথ সেই ঘোটকসকল এবং সেই রথী আমি এখনও বর্তমান। রাজাগণ যাহা দেখিয়া আমাকে নমস্কার করিত; দেখুন এককক্ষণের মধ্যে কৃষ্ণহীন হইয়া সকল ভস্মে ঘৃত দেওয়ার ন্যায় নিরর্থক হইয়াছে। যেরূপ ঊষর ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া কোন শস্য উৎপন্ন করা যায় না, তদ্রূপ সেই সকল কুহকপ্রাপ্ত বস্তুর ন্যায় নিরর্থক হইল।।১৪।।

কৃষ্ণলীলাং বর্ণয়তি ব্রহ্মা (২।৭।২৬-৩৫)
ভূমেঃ সুরেতরবরূথবিমর্দিতায়াঃ
ক্লেশব্যয়ায় কলয়া সিতকৃষ্ণকেশঃ।
জাতঃ করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গঃ
কর্মাণি চাত্মমহিমোপনিবন্ধনানি।।১৫।।

অসুরসেনার দ্বারা বিমর্দিত পৃথিবীর ভারহরণের জন্য ত্রিদেবেশ্বর ভগবান্‌ নিজ কলা বলদেবের সহিত জনগণের অনুপলক্ষ্যমার্গস্বরূপ স্বয়ং জন্মগ্রহণ করিয়া আত্মমহিমাসূচক বিবিধ অদ্ভুতকর্মসকল করিয়াছিলেন।।১৫।।

তোকেন জীবহরণং যদুলূকিকায়া-
স্ত্রৈমাসিকস্য চ পদা শকটোঽপবৃত্তঃ।
যদ্রিঙ্গতান্তরগতেন দিবিস্পৃশোর্বা
উন্মূলনং ত্বিতরথার্জুনয়োর্ন ভাব্যম্।।১৬।।

তিনি স্বয়ংরূপ না হইলে কিরূপে কয়েক দিবসের শিশু পুতনার জীবন হরণ করিলেন এবং তিনমাস বয়সে পদদ্বারা শকটকে উল্টাইয়া দিলেন এবং আকাশস্পর্শী অর্জুনবৃক্ষযুগলকে কিরূপে হামাগুড়ি দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করত তাহাদিগকে উন্মুলন করিলেন।।১৬।।

যদ্বৈ ব্রজে ব্রজপশূ বিষতোয়পীতান্‌
পালানজীবয়দনুগ্রহদৃষ্টিবৃষ্ট্যা।
তচ্ছুদ্ধয়েঽতিবিষবীর্যবিলোলজিহ্ব-
মুচ্চাটয়িষ্যদুরগং বিহরন্‌ হ্রদিন্যাম্।।১৭।।

আর আশ্চর্য এই যে, ব্রজে ব্রজপশুগণ ও পশুপালগণ বিষজল পান করিয়া প্রাণত্যাগ

করিলে তাহাদিগকে অনুগ্রহ-দৃষ্টি-বৃষ্টিদ্বারা পুনর্জীবিত করিলেন এবং কালীয়হ্রদে বিহার করত অতি বিষবীর্য বিলোলিত জিহ্বা যে কালীয় সর্প, তাহাকে দূর করিয়া যমুনা জলকে নির্বিষ করিলেন।।১৭।।

তৎকর্ম দিব্যমিব যন্নিশি নিঃশয়ানং
দাবাগ্নিনা শুচিবনে পরিদহ্যমানে।
উন্নেষ্যতি ব্রজমতোঽবসিতান্তকালং
নেত্রে পিধাপ্য সবলোঽনধিগম্যবীর্যঃ।।১৮।।

সেই একটী দিব্য কর্ম যাহা শুচিবনে অধিকরাত্রে গাঢ় নিদ্রাগত থাকার সময় দাবাগ্নি আসিয়া প্রলয়ের ন্যায় সমস্ত বন ও ব্রজ-দহন করিতেছিল, তখন অনধিগম্যবীর্য কৃষ্ণ বলদেবের সহিত নেত্রদ্বয় উন্মীলিত করিয়া তাহা পান করিয়া ফেলিলেন।।১৮।।

গৃহ্ণীত যদ্‌যদুপবন্ধমমুষ্য মাতা
শুল্বং সুতস্য নতু তত্তদমুষ্য মাতি।
যজ্জৃম্ভতোঽস্য বদনে ভুবনানি গোপী
সম্বীক্ষ্য শঙ্কিতমনাঃ প্রতিবোধিতাসীৎ।।১৯।।

কৃষ্ণমাতা যশোদা কৃষ্ণকে বন্ধন করিবার জন্য যে সকল রজ্জু সংগ্রহ করিলেন, তাহাতে তাঁহাকে বাঁধিতে পারিলেন না। আবার যখন কৃষ্ণ হাই তুলিলেন, তখন তাঁহার বদনে যশোদা সমস্ত ভুবন দেখিয়া বিস্মিত হইয়া শঙ্কিত মনে চিন্তা করিতে করিতে প্রতিবোধিত হইয়াছিলেন, এ সমুদায়ই মহা আশ্চর্যের বিষয়।।১৯।।

নন্দঞ্চ মোক্ষ্যতি ভয়াদ্বরুণস্য পাশা-
দেগাপান্ বিলেষু পিহিতান্ময়সূনুনা চ।
অহ্ন্যাপৃতং নিশি শয়ানমতিশ্রমেণ
লোকং বিকুণ্ঠমুপনেষ্যতি গোকুলং স্ম।।২০।।

বরুণদেবের পাশ হইতে নন্দকে মোচন করেন, ময়াসুর কর্তৃক গোপগণ বিলমধ্যে পিহিত হইলে তাহাদিগকে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার করেন, দিবসে নানাকার্যে ব্যাপৃত ও রাত্রে অতিশ্রমে শয়ন করিলে গোকুলবাসীদিগকে বৈকুণ্ঠলোকে নীত করিয়াছিলেন। একার্য কি কোন দেবতাও করিতে পারে।।২০।।

গোপৈর্মখে প্রতিহতে ব্রজবিপ্লবায়
দেবেঽভিবর্ষতি পশূন্ কৃপয়া রিরক্ষুঃ।
ধর্তোচ্ছিলীন্ধ্রমিব সপ্তদিনানি সপ্ত-
বর্ষো মহীধ্রমনঘৈক করে সলীলম্।।২১।।

ইন্দ্রের যজ্ঞ লোপ হওয়ার ব্রজবিপ্লবমানসে ইন্দ্র, অতিবর্ষণাদি করিলে কৃপা পূর্বক পশুগুলিকে রক্ষা করিলেন এবং সপ্তবর্ষ বয়সে সাতদিন গিরিগোবর্ধনকে ছত্রাকের ন্যায় এক হস্তে লীলাক্রমে ধারণ করিয়াছিলেন।।২১।।

ক্রীড়ন্ বনে নিশি নিশাকররশ্মিগৌর্যাং
রাসোন্মুখঃ কলপদায়তমূর্ছিতেন।
উদ্দিপিতস্মররুজাং ব্রজভৃদ্বধূনাং
হর্তুর্হরিষ্যতি শিরো ধনদানুগস্য।।২২।।

চন্দ্রকিরণে উজ্জ্বলরাত্রে রাসোন্মুখে কৃষ্ণ ক্রীড়া করিতেছিলেন। কলপদ বংশীধ্বনি দ্বারা উদ্দীপিতকাম ব্রজবধূদিগকে হরণ করিবার জন্য কুবেরানুগ শঙ্খচূড় আসিলে তাহার মস্তক হরণ করিয়াছিলেন।।২২।।

যে চ প্রলম্বখরদর্দুরকেশ্যরিষ্ট-
মল্লেভকংসযবনাঃ কপিপৌণ্ড্রকাদ্যাঃ।
অন্যে চ শাল্বকুজবল্বলদন্তবক্র-
সপ্তোক্ষসম্বরবিদূরথরুক্মিমুখ্যাঃ।।
যে বা মৃধে সমিতিশালিন আত্তচাপাঃ
কাম্বোজমৎস্যকুরুসৃঞ্জয়কৈকয়াদ্যাঃ।
যাস্যন্ত্যদর্শনমলং বলপার্থভীম-
ব্যাজাহ্বয়েন হরিণা নিলয়ঃ তদীয়ম্।।২৩।।

আবার দেখ! প্রলম্ব ধেনুক বক কেশী অরিষ্ট চানুর কুবলয়-পীড় যবন দ্বিবিধ পৌণ্ড্রকাদি দৈত্যগণ তথা শাল্ব নরক বল্বল দন্তবক্র সপ্তোক্ষ সম্বর বিদূরথ রুক্মীপ্রভৃতি দুষ্টগণ এবং যুদ্ধে অস্ত্রধারী কাম্বোজ মৎস কুরু সৃঞ্জয় কৈকয়াদি বীরসকলকে বলদেব অর্জুন ভীম প্রভৃতি স্বীয় গণের দ্বারা এবং স্বয়ং বধ করত স্বীয় বৈকুণ্ঠনিলয়ে নীত করিলেন। এ সমস্ত আশ্চর্য কথা।।২৩।।

(২/৭/৪০)
বিষ্ণোর্নু বীর্যগণনাং কতমোঽর্হতীহ
যঃ পার্থিবান্যপি কবির্বিমমে রজাংসি।
চস্কম্ভ যঃ স্বরংহসাঽস্খলতা ত্রিপৃষ্ঠং
যস্মাত্রিসাম্যসদনাদুরুকম্পয়ানম্।।২৪।।

বিষ্ণু অনন্ত বীর্য। তাঁহার বীর্য কিছুই গণনা হয় না। পৃথিবীর রেণু সমস্ত গণনা করিতে সক্ষম যে কবি তিনিও বিষ্ণু শক্তি গণনা করিতে পারেন না। দেখ সেই ভগবান্ বিষ্ণু স্বীয় বামনবতারে বেগ দান করিলে প্রধান তত্ত্ব হইতে সত্য লোক পর্যন্ত প্রকম্পিত হইল তখন

বিষ্ণু চৌদ্দ ভুবনকে ত্রিসাম্য সদন হইতে শেষ পর্যন্ত স্বীয় বলে ধারণ করিয়াছিলেন।।২৪।।

(২/৭/৪৩-৪৫)
বেদাহমঙ্গ পরমস্য হি যোগমায়াং
যূয়ং ভবশ্চ ভগবানথ দৈত্যবর্য্যঃ।
পত্নী মনোঃ স চ মনুশ্চ তদাত্মজাশ্চ
প্রাচীনবর্হিঋভুরঙ্গ উত ধ্রুবশ্চ।।২৫।।

ইক্ষ্বাকুরৈলমুচুকুন্দবিদেহগাধি-
রঘ্বম্বরীষসগরা গয়নাহুষাদ্যাঃ।
মান্ধাত্রলর্কশতধন্বনুরন্তিদেবা
দেবব্রতো বলিরমূর্তরয়ো দিলীপঃ।।২৬।।

সৌভর্য্যুতঙ্কশিবিদেবলপিপ্পলাদ-
সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ।
যেহন্যে বিভীষণহনূমদুপেন্দ্রদত্ত-
পার্থার্ষ্টিষেণবিদুরশ্রুতদেববর্য্যাঃ।।২৭।।

হে নারদ! সেই পরম পুরুষ বিষ্ণুর যোগমায়া আমি, তোমরা, শিব, প্রহ্লাদ, মনুপত্নী, মনু, তদীয় কন্যাগণ, প্রাচীনবর্হি, ঋভু, অঙ্গ, ধ্রুব, ইক্ষ্বাকু, ঐল, মুচুকুন্দ, বিদেহ, গাধি, রঘু, অম্বরীষ, সগর, গয়, নহুষাদি, মান্ধাতা, অলর্ক, শতধনু, অনু, রন্তিদেব, ভীষ্ম, বলি, অমূর্তরয়, দিলীপ, সৌভরি, উতঙ্ক, শিবি, দেবল, পিপ্পলাদ, সারস্বত, উদ্ধব, পরাশর, ভূরিষেণ, বিভীষণ, হনুমান, শুক, পার্থ, অরিষ্টসেন বিদুর এবং শ্রুতদেবাদি ভক্তগণ কিছু কিছু জানি ও জানেন।।২৫।২৬।২৭।।

(২/৭/৪৮)
তদ্বৈ পদং ভগবতঃ পরমস্য পুংসো
ব্রহ্মেতি যদ্বিদুরজস্রসুখং বিশোকম্।
সধ্র্যঙ্ নিয়ম্য যতয়ো যমকর্তহেতিং
জহ্যুঃ স্বরাড়িব নিপানখনিত্রমিন্দ্রঃ।। ২৮।।

অজস্র সুখ ও বিশোক ব্রহ্ম বলিয়া যাহাকে উপনিষৎ সকল বলেন তাহাই পরম পুরুষ ভগবানের স্বরূপ। যতিগণ যে অভেদ ব্রহ্মজ্ঞানের চেষ্টা করেন তাহা ভগবৎস্বরূপতত্ত্বে চিত্তকে সহচররূপে নিয়মিত করিয়া পরিত্যাগ করিবে, কেননা জলাভাবে যেরূপ খনিত্র দ্বারা কূপ খনন করা যায় আর যথেষ্ট জলের অধিপতি হইলে সে খনিত্রকে ত্যাগ করে, তদ্রূপ মায়িকতত্ত্বকে ভেদ করিয়া ভগবৎ তত্ত্ব পাইতে হইলে যে ব্রহ্মজ্ঞানের ক্ষুদ্র অভেদ [illegible] করা যায় তাহা ভগবৎস্বরূপ নিকটস্থ করিতে পারিলে পরিত্যাগ করিবে।।২৮।।

(২/৬/৩৬/৩৮)
নাহং ন যূয়ং যদৃতাং গতিং বিদু-
র্ন বামদেবঃ কিমুতাপরে সুরাঃ।
তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্ত্বিদং
বিনির্মিতং চাত্মসমং বিচক্ষ্মহে।।২৯।।

হে নারদ! আমি বা তোমরা বা বামদেব বা কেহই তাহার শুদ্ধস্বরূপ অবগত হইতে পারি না। অন্য দেবতাদিগের কথা কি? তাঁহার মায়ায় মোহিত বুদ্ধি আমরা তাঁহার নির্মিত এই বিশ্বব্যাপারকে আত্ম সমবুদ্ধিতেই বিচার করিয়া থাকি।।২৯।।

যস্যাবতারকর্মাণি গায়ন্তি হ্যস্মদাদয়ঃ।
ন যং বিদন্তি তত্ত্বেন তস্মৈ ভগবতে নমঃ।।৩০।।

যাঁহার অবতার কর্ম সকল আমরা সকল গান করিয়া থাকি পরন্তু তত্ত্বত সে সকল কি তাহা বুঝিতে পারি না। সেই ভগবদ্বিষয়ে জ্ঞানাদিচেষ্টা বিফল। সুতরাং আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।।৩০।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্। (১০।৯০।৪৭)
তীর্থং চক্রে নৃপনোং যদজনি যদুষু স্বঃসরিৎপাদশৌচং
বিদ্বিট্‌স্নিগ্ধাঃ স্বরূপং যযুরজিতপরা শ্রীর্যদর্থেহন্যযত্নঃ।
যন্নামামঙ্গলঘ্নং শ্রুতমথ গদিতং যৎকৃতো গোত্রধর্মঃ
কৃষ্ণস্যৈতন্ন চিত্রং ক্ষিতিভরহরণং কালচক্রায়ুধস্য।।৩১।।

যিনি যদুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া স্বীয় পাদশৌচরূপ গঙ্গা নদীর তীর্থত্ব নিজকীর্তির নিকট লঘু করিয়াছেন, যাঁহাকে বিদ্বেষ করিয়া অসুর সকল ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিয়া স্নিগ্ধ হইয়াছে, যে শ্রীর জন্য অন্য দেবতাগণ তপস্যা করেন, সেই শ্রী যাহার চরণানুগতা হইয়াছেন, যাঁহার নাম শ্রুত কীর্তিত হইয়া সমস্ত জীবের অমঙ্গলনাশ করে এবং যদাশ্রয়ে অচ্যুতগোত্র প্রবৃত্ত হয় সেই কালচক্রায়ুধ কৃষ্ণের পক্ষে ক্ষিতিভার হরণ করা কি চিত্র।।৩১।।

দেবাঃ কৃষ্ণম্। (১০।২।২৬)
সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যং
সত্যস্য যোনিং নিহিতঞ্চ সত্যে।
সত্যস্য সত্যমৃতসত্যনেত্রং
সত্যাত্মকং ত্বাং শরণং প্রপন্নাঃ।।৩২।।

দেবগণ কহিলেন হে কৃষ্ণ! তুমি সত্যব্রত তুমি সত্যপর, তুমি ত্রিকালসত্য, তুমি সত্যের জন্মস্থান, সত্যেই তমোরা স্থিতি, তুমি সত্যের সত্য অর্থাৎ নিত্য সত্য, ঋত ও

সত্য তোমার দুই নেত্র। তুমি সত্যাত্মক তোমাতে আমরা শরণাপন্ন হইলাম।।৩২।।

উদ্ধবঃ বিদুরম্। (৩।২।১৬)
মাং খেদয়ত্যেতদজস্য জন্ম-
বিড়ম্বনং যদ্বসুদেবগেহে।
ব্রজে চ বাসোঽরিভয়াদিব স্বয়ং
পুরাদ্ব্যবাৎসীদ্‌যদনন্তবীর্যঃ।।৩৩।।

উদ্ধব কহিলেন, যে বসুদেব-গৃহে অজ পুরুষের জন্ম বিড়ম্বন, ব্রজে অরিভয়ে বাস এবং অনন্তবীর্যের স্বয়ং মথুরা পরিত্যাগরূপ কর্ম সকল আমার মনে খেদ উৎপন্ন করিতেছে।।৩৩।।

(৩।২।১৮-২০)
কো বা অমুষ্যাঙ্ঘ্রি সরোজরেণুং
বিস্মর্তুমীশীত পুমান বিজিঘ্রন্।
যো বিস্ফুরদ্‌ভ্রূবিটপেন ভূমে-
র্ভারং কৃতান্তেন তিরশ্চকার।।৩৪।।

যিনি ভ্রূভঙ্গিরূপ কৃতান্ত দ্বারা পৃথিবীর ভার দূরীভূত করিয়াছিলেন, সেই পুরুষকে তাঁহার চরণকমলের রেণু আস্বাদন করিয়া কে বা বিস্মৃতি প্রাপ্ত হয়।।৩৪।।

দৃষ্টা ভবদ্ভির্ননু রাজসূয়ে
চৈদ্যস্য কৃষ্ণং দ্বিষতোঽপি সিদ্ধিঃ।
যাং যোগিনঃ সংস্পৃহয়ন্তি সম্যগ্
যোগেন কস্তদ্বিরহং সহেত।।৩৫।।

যোগীগণ অষ্টাঙ্গ যোগদ্বারা যে সিদ্ধিপ্রাপ্তির জন্য স্পৃহা করেন সেই সিদ্ধি, কৃষ্ণকে বিদ্বেষ করিয়া শিশুপাল যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে লাভ করিয়াছিল তাহা আপনারা সচক্ষে দেখিয়াছিলেন, তাহার বিরহ কে সহিতে পারে।।৩৫।।

তথৈব চান্যে নরলোকবীরা
য আহবে কৃষ্ণমুখারবিন্দম্।
নেত্রৈঃ পিবন্তো নয়নাভিরামং
পার্থাস্ত্রপূতাঃ পদমাপুরস্য।।৩৬।।

আবার কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে নরবীরসমূহ নয়নাভিরাম কৃষ্ণমুখরাবিন্দ নেত্র দ্বারা মরণ সময়ে পান করিয়া অর্জুনের অস্ত্রে দেহত্যাগপূর্বক তাঁহার ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়াছিল।।৩৬।।

(৩।২।২৪)
মন্যেঽসুরান্ ভাগবতাংস্ত্র্যধীশে
সংরম্ভমার্গাভিনিবিষ্টচিত্তান্।
যে সংযুগেঽচক্ষত তার্ক্ষ পুত্র-
মংসে সুনাভায়ুধমাপতন্তম্।।৩৭।।

ত্রিশক্তির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণে যে অসুরগণ সংরম্ভ-মার্গাভিনিবিষ্টচিত্ত হইয়া যুদ্ধে গরুড়স্কন্ধস্থিত চক্রায়ুধকে তাঁহাদের উপর পড়িতে দেখিয়াছিলেন, সে অসুরদিগকে আমি ভাগ্যবান্ ভাগবত বলিয়া মনে করি।।৩৭।।

(৩।২।২৬)
ততো নন্দব্রজমিতঃ পিত্রা কংসাদ্ধি বিভ্যতা।
একাদশসমাস্তত্র গূঢ়ার্চিঃ সবলোঽবসৎ।।৩৮।।

মথুরায় জন্মগ্রহণ করিয়া কংসভয়ভীত বসুদেব কর্তৃক নন্দ ব্রজে নীত হন। তথায় বলদেবের সহিত গূঢ়ার্চি কৃষ্ণ একাদশ বৎসর বাস করিয়াছিলেন।।৩৮।।

(৩।২।৩০-৩৩)
প্রযুক্তান্ ভোজরাজেন মায়িনঃ কামরূপিণঃ।
লীলয়া ব্যনুদত্তাংস্তান্ বালঃ ক্রীড়নকানিব।।৩৯।।

ভোজরাজ কংসকর্তৃক প্রযুক্ত কামরূপী মায়াময় অসুর সকলকে বালক্রীড়া বস্তুর ন্যায় নিপাত করিয়াছিলেন।।৩৯।।

বিপন্নান্ বিষপানেন নিগৃহ্য ভুজগাধিপম্।
উত্থাপ্যাপায়য়দগাবস্তত্তোত্তায়ং প্রকৃতিস্থিতম্।।৪০।।

কালীয়কে নিগ্রহ করিয়া বিষপানে বিপন্ন গাভিদিগকে উঠাইয়া প্রকৃতিস্থিত যমুনাজল পান করাইয়াছিলেন।।৪০।।

অযাজয়দ্গোসবেন গোপরাজং দ্বিজোত্তমৈঃ।
বিত্তস্য চোরুভারস্য চিকীর্ষুঃ সদ্ব্যয়ং বিভুঃ।।৪১।।

সংগৃহীত উরুভারবিত্তসকলের সদ্ব্যয় করিবার মানসে দ্বিজোত্তমদিগের দ্বারা গোপরাজ নন্দকে গোসবন যজ্ঞ যাজিত করাইয়াছিলেন।।৪১।।

বর্ষতীন্দ্রে ব্রজঃ কোপাদ্ভগ্নমানেঽতিবিহ্বলঃ।

গোত্রলীলাতপত্রেণ ত্রাতো ভদ্রানুগৃহ্ণতা।।৪২।।

তাহাতে ভগ্নমান হইয়া ইন্দ্র কোপ করিয়া ব্রজে মহাবর্ষণ করিলে নির্দোষ গোপদিগকে রক্ষা করিবার মানসে গোবর্ধন পর্বত লীলা ছত্রের ন্যায় ধারণ করত রক্ষা করিয়াছিলেন।।৪২।।

(৩।৩।১-১৩)
ততঃ স আগত্য পুরং স্বপিত্রো-
শ্চিকীর্ষয়া শং বলদেবসংযুতঃ।
নিপাত্য তুঙ্গাদ্রিপুযূথনাথং
হতং ব্যকর্ষদ্ব্যসুমোজসোর্ব্যাম্।।৪৩।।

ব্রজ হইতে স্বীয় পিতা বসুদেব ও মাতা দেবকীর পুরে তাঁহাদের মঙ্গলচেষ্টায় বলদেবের সহিত আসিয়া তুঙ্গ হইতে শত্রু যুথনাথ কংসকে নিপাতিত করিয়া বলপূর্বক নিধন করিলেন।।৪৩।।

সান্দীপনেঃ সকৃৎপ্রোক্তং ব্রহ্মাধীত্য সবিস্তরম্।
তস্মৈ প্রাদাদ্বরং পুত্রং মৃতং পঞ্চজনোদরাৎ।।৪৪।।

একবার সান্দীপনি মুনির মুখ হইতে সমস্ত বেদ শ্রবণ করিয়া অধ্যয়ন সমাপ্ত করিলেন এবং পঞ্চজন অসুরের উদর হইতে সেই মুনির মৃত পুত্রকে তাঁহার প্রার্থনামত আনিয়া প্রদান করিলেন।।৪৪।।

সমাহুতা ভীষ্মককন্যয়া যে
শ্রিয়ঃ সবর্ণেন বুভূষয়ৈষাম্।
গান্ধর্ববৃত্ত্যা মিষতাং স্বভাগং
জহ্রে পদং মূর্ধ্নি দধৎ সুপর্ণঃ।।৪৫।।

লক্ষ্মীস্বরূপা রুক্মিণী কর্তৃক বিবাহার্থ সমাহুত রাজাগণের মস্তকে পদ দিয়া গন্ধর্ববৃত্তিদ্বারা তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য সুপর্ণ যেরূপ অমৃত হরণ করিয়াছিল সেইরূপ রুক্মিণীকে হরণ করিলেন।।৪৫।।

ককুদ্মিনোঽবিদ্ধনসো দমিত্বা
স্বয়ম্বরে নাগজিতীমুবাহ।
তদ্ভগ্নমানানপি গৃধ্যতোঽজ্ঞান্
জঘ্নেঽক্ষতঃ শস্ত্রভৃতঃ স্বশস্ত্রৈঃ।।৪৬।।

বিদ্ধনস ককুদ্মিদিগকে স্বয়ম্বরে দমন করিয়া নাগ্নজিতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন, তাহাতে যে সকল অজ্ঞ রাজাগণ ভগ্নমান হইয়া শস্ত্রধারণ করে তাহাদিগকে স্বীয় শস্ত্রের দ্বারা আঘাত করিয়াছিলেন।।৪৬।।

প্রিয়ং প্রভুর্গ্রাম্য ইব প্রিয়ায়া
বিধিৎসুরার্চ্ছদ্দ্যুতরুং যদর্থে।
বজ্র্যাদ্রবত্তং সগণোরুষান্ধঃ
ক্রীড়ামৃগো নূনময়ং বধূনাম্।।৪৭।।

সত্যভামাকে সন্তোষ করিবার জন্য প্রিয়ার প্রিয়সাধন যেরূপ গ্রাম্যব্যবহারে লোকে করিয়া থাকে তদ্রূপ স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ করেন। তাহাতে ইন্দ্র স্বগণ লইয়া বজ্রহস্তে বধূদিগের ক্রীড়ামৃগের ন্যায় কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।।৪৭।।

সুতং মৃধে খং বপুষা গ্রসন্তং
দৃষ্ট্বা সুনাভোন্মথিতং ধরিত্র্যা।
আমন্ত্রিতস্তত্তনয়ায় শেষং
দত্ত্বা তদন্তঃপুরাবিবেশ।।৪৮।।

শরীরের দ্বারা আকাশ গ্রাস করিবার ন্যায় যুদ্ধে চক্রগ্রস্ত মৃত পুত্র নরককে দেখিয়া তন্মাত ধরিত্রী প্রার্থনা করায় তস্যপুত্র ভগদত্তকে রাজ্য শেষ দিয়া তদন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন।।৪৮।।

তত্রাহৃতাস্তা নরদেবকন্যাঃ
কুজেন দৃষ্ট্বা হরিমার্তবন্ধুম্।
উত্থায় সদ্যো জগৃহুঃ প্রহর্ষ-
ব্রীড়ানুরাগপ্রহিতাবলোকৈঃ।।৪৯।।

তথা নরকরাজদ্বারা আনীত নরদেবকন্যাগণ আর্তবন্ধু হরিকে দর্শন করত সদ্য দাঁড়াইয়া প্রহর্ষ লজ্জানুরাগ ও প্রেম দৃষ্টির দ্বারা তাঁহাকে বিবাহোচিত প্রকারে গ্রহণ করিলেন।।৪৯।।

আসাং মুহূর্তং একস্মিন্ নানাগারেষু যোষিতাম্।
সবিধং জগৃহে পাণীননুরূপঃ স্বমায়য়া।।৫০।।

সেই সকল স্ত্রীগণকে নানা গৃহে এক মুহূর্তে যুগপৎ শাস্ত্রবিধি মত স্বীয় চিচ্ছক্তিবলে আশ্চর্যভাবে বিবাহ করিলেন।।৫০।।

তাস্বপত্যান্যজনয়জাত্মতুল্যানি সর্বতঃ।

একৈকস্যাং দশদশ প্রকৃতের্বিবুভূষয়া।।৫১।।

সেই স্ত্রী সকলের গর্ভে আত্মতুল্য দশ দশটী পুত্র আত্ম-বিস্তৃতি স্বরূপে জন্ম দিয়াছিলেন।।৫১।।

কালমাগধশাল্বাদীননীকৈরুন্ধতঃ পুরম্।
অজীঘনং স্বয়ং দিব্যং স্বপুংসাং তেজ আদিশৎ।।৫২।।

কালযবন জরাসন্ধ শাল্ব প্রভৃতি সসৈন্যে পুরী বেষ্টন করায় স্বয়ং এবং স্বীয় পুরুষতেজদ্বারা তাহাদিগকে নষ্ট করিয়াছিলেন।।৫২।।

শম্বরং দ্বিবিদং বাণং মুরং বল্বলমেব চ।
অন্যাংশ্চ দন্তবক্রাদীনবধীৎ কাংশ্চ ঘাতয়ৎ।।৫৩।।

শম্বর, দ্বিবিদ, বাণ, মুর, বল্বল এবং অন্যান্য দন্তবক্রাদিকে স্বয়ং এবং অন্যের দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলেন।।৫৩।।

অথ তে ভ্রাতৃপুত্রাণাং পক্ষয়োঃ পতিতান্ নৃপান্।
চচাল ভূঃ কুরুক্ষেত্রং যেষমাপততাং বলৈঃ।।৫৪।।

হে বিদুর! পরে তোমার ভ্রাতৃপুত্রদিগের উভয় পক্ষপাতী রাজাদিগকে কুরুক্ষেত্র ভূমিকে সসৈন্যে কম্পিত করায় বিনাশ করিয়াছিলেন।।৫৪।।

সকর্ণদুঃশাসনসৌবলানাং
কুমন্ত্রপাকেন হতশ্রিয়ায়ুষম্।
সুযোধনং সানুচরং শয়ানং
ভগ্নোরুমূর্ব্যাং ন ননন্দ পশ্যন্।।৫৫।।

কর্ণ, দুঃশাসন, সৌবল ইহাদের কুমন্ত্রনায় হতশ্রী ও হতায়ু অনুচর সহিত দুর্যোধনকে ভূমিতে ভগ্নউরু শয়িত দেখিয়া আনন্দ প্রকাশ করেন নাই।।৫৫।।

(৩।৩।১৭-১৮)
উত্তরায়াং ধৃতঃ পুরোর্বংশঃ সাধ্বভিমন্যুনা।
স বৈ দ্রৌণ্যস্ত্রসংপ্লুষ্টঃ পুনর্ভগবতা ধৃতঃ।।৫৬।।

অভিমন্যুর ঔরষে উত্তরার গর্ভে যে পুরুবংশ ধৃত হইয়াছিল তাহা অশ্বত্থামার অস্ত্রে সংপ্লুষ্ট হওয়ায় পুনরায় কৃষ্ণ তাহা ধারণ করাইলেন।।৫৬।।

অযাজয়দ্ধর্মসুতমশ্বমেধৈস্ত্রিভির্বিভুঃ।
সোহপি ক্ষ্মামনুজৈ রক্ষন্ রেমে কৃষ্ণমনুব্রতঃ।।৫৭।।

ধর্মসুত যুধিষ্ঠিরকে তিনটী অশ্বমেধ যাজন করাইলেন। তিনিও ভ্রাতৃবলে কৃষ্ণ অনুব্রত হইয়া পৃথিবী পালন করিয়াছিলেন।।৫৭।।

(৩।৩।২০)
স্নিগ্ধস্মিতাবলোকেন বাচা পীযুষকল্পয়া।
চরিত্রেণানবদ্যেন শ্রীনিকেতেন চাত্মনা।।৫৮।।

কৃষ্ণ স্নিগ্ধ স্মিত অবলোকন, অমৃত সমান শিষ্টবাক্য ও অনবদ্য চরিত্র এবং ঐশ্বর্যময় স্বরূপে আত্মগুণে সকলের প্রীতির বিষয় হইয়াছিলেন।।৫৮।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্।(১০।৯০।৪৯-৫০)
ইত্থং পরস্য নিজধর্মরিরক্ষয়াত্ত-
লীলাতনোস্তদনুরূপবিড়ম্বনানি।
কর্মাণি কর্মকষণানি যদূত্তমস্য
শ্রূয়াদমুষ্যপদয়োরনুবৃত্তিমিচ্ছন্।।৫৯।।

যে ব্যক্তিগণ সেই কৃষ্ণের পদদ্বয়ে অনুবৃত্তি ইচ্ছা করেন তাঁহারা নিজধর্ম রক্ষার জন্য গৃহীত লীলাতনু পরতত্ত্ব উত্তমশ্লোক শ্রীকৃষ্ণের কর্মনাশক কর্ম সকল সর্বদা শ্রবণ করুন্।।৫৯।।

মর্তস্তয়া ননু সমেধিতয়া মুকুন্দ-
শ্রীমৎকথাশ্রবণকীর্তনচিন্তয়ৈতি।
তদ্ধামদুস্তরকৃত্যন্তজবাপবর্গং
গ্রামাদ্বনং ক্ষিতিভুজোহপি যযূর্থদর্থাঃ।।৬০।।

মর্ত্য, শ্রীকৃষ্ণের কথা শ্রবণ কীর্তন চিন্তাসহকারে সমৃদ্ধ ভক্তি সমাধি দ্বারা তাঁহার দুরন্ত কৃতান্ত বেগনাশক ধামকে প্রাপ্ত হন। যাহা পাইবার জন্য ক্ষিতিপতিগণও গৃহত্যাগ করিয়া গমন করেন।।৬০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং
সিদ্ধপ্রেমরসবর্ণনে অষ্টাদশঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরসবর্ণনে
অষ্টাদশকিরণে মরীচিপ্রভানাম গৌড়ীয়-ব্যাখ্যা সমাপ্তা।।

একোনবিংশঃ কিরণঃ।

সিদ্ধপ্রেমরসঃ। রসগরিমা।

শুকঃ পরীক্ষিতম্। (১৮।৯০।৪৮)
জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো
যদুবরপরিষৎ স্বৈর্দোর্ভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন
ব্রজপুরবনিতানাং বর্ধয়ন্ কামদেবম্।।১।।

গরিমা ব্রজলীলায়াঃ কৃপয়া যেন বর্ণিতঃ।
সাধূনামুপকারায় তং নৌমি ব্যাসনন্দনম্।।

দেবকীগর্ভে জন্ম এই কথাটি যাঁহার সম্বন্ধে বাদমাত্র সেই জননিবাস যশোদানন্দ জয়যুক্ত হউন। যুদবরদিগকে লইয়া যাঁহার সভা এবং স্বীয় বল ও স্বীয় জনের বাহুবল দ্বারা যিনি অধর্মকে নিরস্ত করেন এইরূপ প্রবাদ আছে অথচ স্থিরচরগণের সমস্ত অমঙ্গল যাঁহার নামকীর্তনে দূর হয়। যাঁহার সুস্মিত শ্রীমুখের দ্বারা ব্রজপুরনিতাদিগের কাম নিরন্তর বৃদ্ধি হয় তিনি জয়যুক্ত হউন।।১।।

ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ (১০।১৪।১)
নৌমীড্য তেঽভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংস-পরিপিচ্ছ-লসন্মুখায়।
বন্যস্রজে কবলবেত্রবিষাণবেণু-
লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়।।২।।

নিত্যরূপ বর্ণনদ্বারা ব্রহ্মা কহিলেন; অভ্র অর্থাৎ মেঘের ন্যায় যাঁহার কান্তি; তড়িতের ন্যায় যাঁহার অম্বর; যাঁহার কর্ণভূষণ গুঞ্জা; যাঁহার মুখচন্দ্র ময়ুরপুচ্ছ দ্বারা সুশোভিত; যাঁহার গলদেশে বনমালা; যিনি শ্রীকবল (দধ্যোদনগ্রাস) বেত্র বিষাণ বেণুদ্বারা চিহ্নিত, যিনি মৃদুপদে গমন করেন; পশুপ নন্দের পুত্রাভিমানে যিনি নিত্য বর্তমান; তুমি সেই কৃষ্ণ, তোমাকে আমি নমস্কার করি।।২।।

(১০।১৪।১৮)
অদ্যৈব ত্বদৃতেঽস্য কিং মম ন তে মায়াত্বমাদর্শিত-
মেকোঽসি প্রথমং ততো ব্রজসুহৃদ্বৎসাঃ সমস্তা অপি।
তাবন্তোঽসি চতুর্ভুজাস্তদখিলৈঃ সাকং ময়োপাসিতা-
স্তাবন্ত্যেব জগন্ত্যভূস্তদমিতং ব্রহ্মাদ্বয়ং শিষ্যতে।।৩।।

হে কৃষ্ণ, তোমার ব্রজলীলার গরিমা অপার। আমাকে তুমি কৃপা করিয়া অদ্য ইহাই দেখাইলে যে, তুমি ব্যতীত এই সমস্তই মায়া। তুমি প্রথমে এক অদ্বয় কৃষ্ণ লক্ষিত হইলে; পরে ব্রজসুহৃৎ বৎস সমস্ত রূপে তুমি প্রকাশ পাইলে। পরে সে সকল চতুর্ভুজ এবং অখিল বিশ্বের সহিত আমাকে লইয়া এক উপাসিত তত্ত্ব দেখাইলে। সে সকল জগৎ আবার তোমাতে অমিত অদ্বয় ব্রহ্মরূপে অবশেষ রহিল।।৩।।

ব্রজে বিহরতঃ কৃষ্ণস্য সর্বালৌকিকত্বমমিতব্রহ্মাদ্বয়ত্বং ব্রহ্মণা দৃষ্টম্।
তদলৌকিকনরলীলাক্রমঃ। শুকঃ। (১০।৫।১-২)
নন্দস্ত্বাত্মজ উৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞান্ স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতান্।।৪।।

বাচয়িত্বা স্বস্ত্যয়নং জাতকর্মাত্মজস্য বৈ।
কারয়ামাস বিধিবৎ পিতৃদেবার্চনং তথা।।৫।।

সর্বালৌকিক ব্রজবিহার আনুপূর্বিক বলিতেছেন। মহামনা নন্দ স্বীয় আত্মজ উৎপন্ন হওয়ায় জাতাহ্লাদ হইয়া বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদিগকে আহ্বানপূর্বক স্নাত ও অলঙ্কৃত করাইয়া স্বস্ত্যয়ন পঠন, বিধিপূর্বক পিতৃদেবার্চন সমাপনান্তে পুত্রের জাতকর্ম নির্বাহ করাইলেন।।৪।৫।।

(১০।৫।১৮)
তত আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্বসমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্মগুণৈ রমাক্রীড়মভূন্নৃপ।।৬।।

হে নৃপ! সেই সময় হইতে নন্দব্রজ সর্ব সমৃদ্ধিমান হইল। হরি নিবাসনিবন্ধন রমাদেবীর ক্রীড়ার স্থল হইল।।৬।।

(১০।৬।২)
কংসেন প্রহিতা ঘোরা পূতনা বালঘাতিনী।।৭।।

(১০।৬।১০)
তস্মিন্ স্তনং দুর্জরবীর্যমুল্বণং
ঘোরাঙ্কমাদায় শিশোর্দদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য তৎ
প্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ।।৮।।

ঘোরা বালঘাতিনী পূতনা কংসকর্তৃক প্রেরিত হইলে সে দুর্জর-বীর্য বিষযুক্ত স্তন শিশুরূপী কৃষ্ণকে অঙ্কে লইয়া তাঁহাকে পান করাইতে লাগিল। কৃষ্ণ রোষসমন্বিত হইয়া দুই করে তাহার স্তন ধরিয়া গাঢ়রূপে তাহার প্রাণের সহিত পান করিলেন।।৭।৮।।

(১০।৬।৩১)
তাবন্নন্দাদয়ো গোপা মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতাঃ।।৯।।

সেই সময় নন্দাদি গোপসকল মথুরা হইতে ব্রজে উপস্থিত হইয়া পূতনার মৃতদেহ দেখিয়া অতি বিস্মিত হইলেন।।৯।।

(১০।৭।৭) শকটভঞ্জনম্।
অধঃ শয়ানস্য শিশোরনেহল্পক-
প্রবালমৃদ্বঙ্ঘ্রিহতং ব্যবর্তত।
বিধ্বস্তনানারসকুপ্যভাজনং
ব্যত্যস্তচক্রাক্ষবিভিন্নকূবরম্।।১০।।

শকটতলে শায়িত শিশুর প্রবালবৎ কোমল ক্ষুদ্রপদ দ্বারা শকট পাতিত হইল। শকটের চক্র অক্ষ ও যুগন্ধর বিপর্যস্ত হইয়া পড়িলে তদুপরিস্থিত রসকূপি পাত্র সমস্ত বিধ্বস্ত হইল।।১০।।

(১০।৭।১৮) তৃণাবর্তবধঃ।
একদারোহমারূঢ়ং লালয়ন্তী সুত সতীং।
গরিমাণং শিশোর্বোঢুং ন সেহে গিরিকূটবৎ।।১১।।

একদিন যশোদা উৎসঙ্গে কৃষ্ণকে আরূঢ় করাইয়া লালন করিতেছিলেন, এমত সময়ে কৃষ্ণ পর্বতের ন্যায় ভারি হইলে যশোদা আর অধিকক্ষণ রাখিতে পারিলেন না।।১১।।

(১০।৭।২০)
দৈত্যো নাম্না তৃণাবর্তঃ কংসভৃত্যঃ প্রণোদিতঃ।
চক্রবাতস্বরূপেণ জহারাসীনমর্ভকম্।।১২।।

কংস-প্রেরিত তদীয় ভৃত্য তৃণাবর্ত-নামা দৈত্য চক্রবাতরূপে আসিয়া আসীন শিশুকে হরণ করিয়া লইয়া গেল।।১২।।

(১০।৭।২৬ ও ২৮)
তৃণাবর্তঃ শান্তরয়ো বাত্যা-রূপধরো হরন্।
কৃষ্ণং নভোগতো গন্তুং নাশক্নোদ্ভূরিভারভৃৎ।।
গলগ্রহণনিশ্চেষ্টো দৈত্যো নির্গতলোচনঃ।
অব্যক্তরাবো ন্যপতৎ সহ বালো ব্যসুর্ব্রজে।।১৩।।

ব্যাতারূপ ধরিয়া কৃষ্ণকে ব্যোমমার্গে কিছুদূর লইয়া যাইতে যাইতে ভূরিভার বহনে শান্তগতি হইতে লাগিল। কৃষ্ণ তাহার গলাধারণপূর্বক আকর্ষণ করিলে, অত্যন্ত ভারযুক্ত হইয়া দৈত্য নিশ্চেষ্ট নির্গতলোচন অব্যক্তরাব অবস্থায় প্রাণত্যাগ-পূর্বক বালকের সহিত পতিত হইল।।১৩।।

(১০।৭।৩৪-৩৬) (কৃষ্ণমুখে বিশ্বরূপ-দর্শনম্)।
একদার্ভকমাদায় স্বাঙ্কমারোপ্য ভাবিনী।
প্রস্নুতঃ পায়য়ামাস স্তনং স্নেহপরিপ্লুতা।।
পীতপ্রায়স্য জননী সুতস্য রুচিরস্মিতম্।
মুখং লালয়তী রাজন্‌জৃম্ভতো দদৃশে ইদম্।।১৪।।

খং রোদসী জ্যোতিরনীকমাশাঃ
সূর্যেন্দুবহ্নিশ্বসনাম্বুধীংশ্চ।
দ্বীপান্নগাংস্তদুহিতৄর্বনানি
ভূতানি যানি স্থিরজঙ্গমানি।।১৫।।

একদিবস ভাবিনী যশোদা কৃষ্ণকে স্নেহপরিপ্লুত হইয়া স্তন্য পান করাইতে লাগিলেন। আহ্লাদে পুত্রের মুখলালন করিতে করিতে তাহার হাই উঠিলে মুখমধ্যে বিশ্ব দর্শন করিলেন। আকাশ, জ্যোতি, দিক্, সূর্য, চন্দ্র, বহ্নি, বায়ু, সমুদ্র, দ্বীপসমস্ত, ভূধরসকল, নদীসকল, বনসমস্ত, ভূতগণ ও স্থিরজঙ্গম দেখিতে পাইলেন।।১৪।১৫।।

(১০।৮।২১) (জানুচংক্রমণম্)
কালেন ব্রজতাল্পেন গোকুল রামকেশবৌ।
জানুভ্যাং সহপাণিভ্যাং রিঙ্গমাণৌ বিজহতু।।১৬।।

সময়ক্রমে গোকুলে রামকৃষ্ণ হস্তজানুদ্বারা হামাগুড়ি দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।।১৬।।

(১০।৮।২৬ ও ২৮)
কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোব্রজে।
অঘৃষ্টজানুভিঃ পদ্ভির্বিচক্রমতুরোজসা।।১৭।।

অল্পকালে হে রাজর্ষে! গোব্রজে রামকৃষ্ণ জানুচংক্রমণ ছাড়িয়া পদদ্বারা বলপূর্বক চলিতে লাগিলেন।।১৭।।

কৃষ্ণস্য গোপ্যা রুচিরং বীক্ষ্য কৌমারচাপলম্।
শৃণ্বন্ত্যাঃ কিল তন্মাতুরিতি হোচুঃ সমাগতাঃ।।১৮।।

কৃষ্ণের কৌমারগত সুন্দর চপলতা দেখিয়া গোপীসকল যশোদাকে শুনাইয়া বলিতে লাগিলেন।।১৮।।

(১০।৮।২৯) (কৌমারচাপল্যম্)
বৎসান্ মুঞ্চন ক্বচিদসময়ে ক্রোশসংজাতহাসঃ।
স্তেয়ং স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কান ভোক্ষ্যন্ বিভজতি স চেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি।
দ্রব্যালাভে সগৃহকুপিতো যাত্যুপক্রোশ্য তোকান্।।১৯।।

হে যশোদে! তোমার কৃষ্ণ কখন কখন আমাদের বাড়ীতে গিয়া অসময়ে বৎস ছাড়িয়া দেন ও চিৎকার হাস করেন। চুরির কৌশল করিয়া চৌরিত দধি দুগ্ধ আস্বাদন করেন। আবার ভাগ করিয়া মর্কটদিগকে খাওয়ান। না খাইলে ভাঁড় ভাঙ্গিয়া ফেলেন। দ্রব্য প্রাপ্ত না হইলে কোপপূর্বক বালক-সকলকে তাড়নপূর্বক কাঁদাইয়া চলিয়া যান।।১৯।।

একদা (১০।৯।৮) (চৌর্যং)
উদূখলাঙ্ঘ্রেরুপরি ব্যবস্থিতং
মর্কায় কামং দদতং শিচি স্থিতম্।
হৈয়ঙ্গবং চৌর্যবিশঙ্কিতেক্ষণং
নিরীক্ষ্য পশ্চাৎ সুতমাগমচ্ছনৈঃ।।২০।।

একদিন উদূখলে উঠিয়া শিকাস্থিত মাখন মর্কটগণকে যথেষ্ট খাওয়াইতেছিলেন। চৌর্যশঙ্কিতচক্ষুযুক্ত পুত্রকে দেখিয়া অল্পে অল্পে যশোদা আগমন করিলেন।।২০।।

(১০।৯।১২।১৫।১৬ ও ১৮) উদুখলবন্ধনম্।
ত্যক্ত্বা যষ্টিং সুতং ভীতং বিজ্ঞায়ার্ভকবৎসলা।
ইয়েষ কিল তং বদ্ধুং দাম্নাতদ্বীর্যকোবিদা।।
তদ্দামবধ্যমানস্য স্বার্ভকস্য কৃতাগসঃ।
দ্ব্যঙ্গুলোনমভূত্তেন সন্দধেঽন্যচ্চ গোপিকা।।
যদাসীত্তদপি ন্যূনং তেনান্যদপি সন্দধে।
তদপি দ্ব্যঙ্গুলং ন্যূনং যদযদাদত্তবন্ধনম্।।
স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণঃ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে।।২১।।

পুত্রকে ভীত দেখিয়া যষ্টি ত্যাগ করতঃ কৃষ্ণবীর্যানভিজ্ঞ যশোদা তাঁহাকে রজ্জু দিয়া বাঁধিতে চেষ্টা করিলেন। ভয়ভীত কৃষ্ণকে বাঁধিতে গিয়া রজ্জু দুই অঙ্গুলি কম হইতে লাগিল। তখন জননীকে সিন্নগাত্র ও বিস্রস্তকবরী দেখিয়া তাঁহাকে শ্রান্ত জানিয়া কৃপাপূর্বক কৃষ্ণ বন্ধন স্বীকার করিলেন।।২১।।

(১০।৯।২০)
নেমং বিরিঞ্চো ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া।
প্রসাদং লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ বিমুক্তিদাৎ।।২২।।

বিমুক্তিদাতা শ্রীকৃষ্ণ হইতে যে প্রসাদ যশোদা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা ব্রহ্মা শিব বা অঙ্গসংশ্রয়া শ্রীদেবীও প্রাপ্ত হন নাই।।২২।।

(১০।১০।২৬) যমলার্জুনভঙ্গঃ।
ইত্যন্তরেণার্জুনয়োঃ কৃষ্ণস্তু যময়োর্যযৌ।
আত্মনির্বেশমাত্রেণ তির্যগ্ গতমুদূখলম্।।২৩।।

দুইটী অর্জুন বৃক্ষের মধ্যে কৃষ্ণ এমত সময় প্রবেশ করিলেন যে, উদূখলটী টেরচা হইলে তাহাতে আটকিয়া গেল।।২৩।।

(১০।১০।২৭)
বালেন নিষ্কর্ষতান্বগুদূখলং তদ্-
দামোদরেণ তরসোৎকলিতাঙ্ঘ্রিবন্ধৌ।
নিষ্পেততুঃ পরমবিক্রমিতাতিবেপ-
স্কন্ধপ্রবালবিটপৌ কৃতচণ্ডশব্দৌ।।২৪।।

বালকরূপী কৃষ্ণ নিষ্কর্ষণ করিলে সেই উদূখলের বেগে ঐ বৃক্ষদ্বয়ের অঙ্ঘ্রিবন্ধ শিথিল হইল এবং বৃক্ষদ্বয়ের স্কন্ধপ্রবাল ছিন্ন হইয়া প্রচণ্ড শব্দের সহিত পড়িয়া গেল।।২৪।।

(১০।১০।২৮) নলকূবরমোচনম্।
তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতবেদাঃ।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজসাবিদমূচতুঃ স্ম।।২৫।।

তখন সেই বৃক্ষদ্বয় হইতে উৎপন্ন অগ্নির ন্যায় দুইটী সিদ্ধপুরুষ বাহির হইয়া বদ্ধাঞ্জলী পূর্বক অখিললোকনাথ কৃষ্ণকে প্রণাম করতঃ মুক্তস্বরূপে বলিতে লাগিলেন।।২৫।।

(১০।১০।৩৮)
বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্মসু মনস্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাসজগৎপ্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভবত্তনূনাম্।।২৬।।

হে নাথ! তোমার গুণানুকথনে আমাদের বাণী নিযুক্ত হউক, তোমার কথাশ্রবণে কর্ণ নিযুক্ত হউক, তোমার দাস্যকর্মে আমাদের মন নিযুক্ত হউক, জগৎনিবাসস্বরূপ তোমার বন্দনে মস্তক নিযুক্ত হউক, তোমার অর্চা দর্শনে ও বৈষ্ণব-দর্শনে আমাদের দৃষ্টি ন্যস্ত হউক।।২৬।।

(১০।১০।৪২) কৃষ্ণঃ নলকূবরৌ।
তদ্ গচ্ছতং মৎপরমৌ নলকুবর সাদনম্।
সংজাতো ময়ি ভাবো বামীপ্সিতঃ পরমোঽভব।।২৭।।

হে নলকূবর! তোমরা মৎপর হইয়া নিজ গৃহে যাও। আমাতে তোমাদের ঈপ্সিতভাব উদয় হইয়াছে। ইহা দ্বারাই ভববন্দন সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়।।২৭।।

(১০।১১।২৭-২৮) বৃন্দাবনগমনম্। নন্দঃ গোপান্।
যাবদৌৎপাতিকোঽরিষ্টো ব্রজং নাভিভবেদিতঃ।
তাবদ্বালানুপাদায় যাস্যামোঽন্যত্র সানুগাঃ।।২৮।।

অনন্তর নন্দ গোপদিগকে কহিলেন, হে গোপগণ! যে পর্যন্ত অরিষ্ট উৎপাত এই ব্রজকে অভিভব না করে, তৎপূর্বেই রামকৃষ্ণ লইয়া অনুগগণের সহিত অন্যত্র গমন করিব।।২৮।।

বনং বৃন্দাবনং নাম শশব্যং নবকাননম্।
গোপগোপীগবাং সেব্যং পুণ্যাদ্রিতৃণবীরুধম্।।২৯।।

বৃন্দাবন নামক বন, পশুদিগের নির্বাহোপযোগী স্থান, নূতন কানন এবং গো-গোপ-গোপীগণের সেবনীয় পুণ্যপর্বত তৃণবীরুধযুক্ত।।২৯।।

(১০।১১।৩৫-৩৬)
বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্বকালসুখাবহম্।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্ধচন্দ্রবৎ।।
বৃন্দাবনং গোবর্ধনং যমুনাপুলিনানি চ।
বীক্ষ্যাসীদুত্তমা প্রীতি রামমাধবয়োর্নৃপ।।৩০।।

বৃন্দাবনে প্রবিষ্ট হইয়া শকটদ্বারা অর্ধচন্দ্রাকার সর্বকালসুখাবহ ব্রজাবাস স্থাপন করিলেন। হে নৃপ! যমুনাপুলিনশোভিত গোবর্ধন সংযুক্ত বৃন্দাবন দর্শন করত রামকৃষ্ণের উত্তমা প্রীতির উদয় হইল।।৩০।।

(১০।১১।৩৭-৪০)

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতি যচ্ছন্তৌ বালচেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভূবতুঃ।।
অবিদূরে ব্রজভুবঃ সহ গোপালবালকৈঃ।
চারয়ামাসতুর্বৎসান্নানাক্রীড়াপরিচ্ছদৌ।।
ক্বচিদ্বাদয়তো বেণুং ক্ষেপণৈঃ ক্ষিপতঃ ক্বচিৎ।
ক্বচিৎপাদৈঃ কিঙ্কিণীভিঃ ক্বচিৎ কৃত্রিমগোবৃষৈঃ।।
বৃষয়ামাণৌ নর্দন্তৌ যুযুধাতে পরস্পরম্।।৩১।।

বালচেষ্টিত ও কলবাক্যদ্বারা ব্রজবাসীদিগের প্রীতি সংগ্রহ করতঃ উপযুক্তকালে রামকৃষ্ণ বৎসপাল হইয়া উঠিলেন। নানা-ক্রীড়া পরিচ্ছদযুক্ত হইয়া ব্রজভূমির অদূরে গোপবালকদিগের সহিত গোবৎসসকল চারণ করিতে লাগিলেন। কখন বংশী বাদ্য, কখন ক্ষেপন দ্বারা দ্রব্যাদি ছুড়িয়া, কখন কিঙ্কিণীযুক্ত পদদ্বারা, কখন গোবৃষদ্বারা, কখন পরস্পর বৃষ হইয়া নাদ সহিত পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন।।৩১।।

(১০।১১।৪১-৪৪)
বয়স্যৈঃ কৃষ্ণবলয়োর্জিঘাংসুর্দৈত্য আগমৎ।
তং বৎসরূপিণং বীক্ষ্য বৎসযূথগতং হরিঃ।।
গৃহীত্বাপরপাদাভ্যাং সহলাঙ্গুলতচ্যুতঃ।
ভ্রাময়িত্বা কপিত্থাগ্রে প্রাহিণোদগজীবিতম্।
তং বীক্ষ্য বিস্মিতা বালাঃ শশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি।।৩২।।

কৃষ্ণ ও বলদেবকে বয়স্যগণের সহিত নাশ করিবার অভিপ্রায়ে দৈত্য একটী আসিয়া উপস্থিত হইল। বৎসযুথগত সেই বৎসরূপী অসুরকে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পাদদ্বয় লাঙ্গুলের সহিত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাহাকে গতজীবিত করিয়া কপিত্থবৃক্ষের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। গোপবালকগণ তাহা দেখিয়া বিস্মিত হইয় সাধু সাধু বলিয়া প্রশংসা করিতে লাগিলেন।।৩২।।

(১০।১১।৪৭-৪৮) বকাসুরবধঃ।
তে তত্র দদৃশুর্বালা মহাসত্ত্বমবস্থিতম্।
তত্রসুর্বজ্রনির্ভিন্নং গিরেঃ শৃঙ্গমিব চ্যুতম্।।
স বৈ বকো নাম মহানসুরো বকরূপধৃক্।
আগত্য তরসা কৃষ্ণং তীক্ষ্ণতুণ্ডোঽগ্রসদ্বলী।।৩৩।।

গোপবালকগণ ভ্রমণ করিতে করিতে ব্রজভগ্নগিরিশৃঙ্গের ন্যায় একটী মহাসত্ত্বকে অবস্থিত দেখিলেন। সেই বকাসুর-নামা বকরূপী বলবান্ মহাসুর বেগের সহিত আসিয়া তীক্ষ্ণতুণ্ড হইয়া কৃষ্ণকে গ্রাস করিল।।৩৩।।

(১০।১১।৫০-৫১)
তং তালুমূলং প্রদহন্তমগ্নিবৎ
গোপালসূনুং পিতরং জগদ্‌গুরোঃ।
চচ্ছর্দ সদ্যোঽতিরুষাক্ষতং বক-
স্তুণ্ডেন হন্তুং পুনরভ্যপদ্যত।।৩৪।।

বকাসুর স্বীয় তালুমূল অগ্নির ন্যায় দগ্ধ হইতে বুঝিয়া জগদ্‌গুরুর পিতা গোপাত্মজ কৃষ্ণকে অতিক্রোধে বমন করিয়া বাহির করিল এবং তুণ্ড দ্বারা পুনরায় আঘাত করিতে আসিল।।৩৪।।

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য তুণ্ডয়ো-
র্দোর্ভ্যাং বকং কংসসখং সতাং গতিঃ।
পশ্যৎসু বালেষু দদার লীলয়া
মুদাবহো বীরণবদ্দিবৌকসাম্‌।।৩৫।।

বক আসিয়া পড়িতে পড়িতে সাধুদিগের গতি কৃষ্ণ দুই হস্তে তাহার তুণ্ডদ্বয় নিগ্রহ করত সেই কংসসখ বককে গোপবালকদিগের দৃষ্টিপথে লীলাপূর্বক তৃণের ন্যায় বিদারিত করিলেন। তাহাতে দেবগণ পরমাহ্লাদিত হইলেন।।৩৫।।

(১০।১২।১,২,৬,৮,১০ ও ১২)
ক্বচিদ্বনাশায় মনোদধদ্‌ব্রজাৎ
প্রাতঃ সমুত্থায় বয়স্যবৎসপান্‌।
প্রবোধয়ন্‌ শৃঙ্গরবেণ চারুণা
বিনির্গতো বৎসপুরঃসরো হরিঃ।।৩৬।।

কোন সময়ে প্রাতে বয়স্য বৎসপালদিগকে চারু শৃঙ্গরবদ্বারা প্রবোধিত করিয়া বৎসগণ সহকারে কৃষ্ণ বনভোজনে গমন করিলেন।।৩৬।।

কৃষ্ণবৎসৈরসংখ্যাতৈর্যূথীকৃত্য স্বকান্‌ স্বকান্‌।
চারয়ন্তোঽর্ভলীলাভির্বিজহ্রুস্তত্র তত্র হি।।৩৭।।

কৃষ্ণের অসংখ্য বৎস এবং গোপবালকদিগের পৃথক্‌ পৃথক্‌ অনেক বৎস। সেই সকল বৎসগণকে যূথে যূথে পৃথক লইয়া গোপবালক সকল বনে বিহার করেন।।৩৭।।

যদি দূরং গতঃ কৃষ্ণো বনশোভেক্ষণায় তম্‌।
অহং পূর্বমহং পূর্বমিতি সংস্পৃশ্য রেমিরে।।৩৮।।

কৃষ্ণ বনশোভা দেখিতে দূরগত হইলে আমি আগে যাইব, আমি আগে যাইব বলিয়া কৃষ্ণকে স্পর্শ করতঃ গোপবালকগণ আনন্দ লাভ করেন।।৩৮।।

বিচ্ছায়াভিঃ প্রধাবন্তো গচ্ছন্তঃ সাধু হংসকৈঃ।
বকৈরুপবিশন্তশ্চ নৃত্যন্তশ্চ কলাপিভিঃ।।৩৯।।

কখন কখন তাঁহারা পক্ষীর ছায়ার সঙ্গে ধাবমান হন, কখন ধীরে ধীরে হংসগণের সহিত গমন করেন, কখন বকের সহিত উপবেশন করেন এবং কখন ময়ূরগণের সহিত নৃত্য করেন।।৩৯।।

সাকং ভেকৈর্বিলঙ্ঘন্তঃ সরিতঃ স্রবসংপ্লুতাঃ।
বিহসন্তঃ প্রতিচ্ছায়াঃ শপন্তশ্চ প্রতিস্বনান্।।৪০।।

কখন কখন মণ্ডূকদিগের সহিত লম্ফ দেন, স্রোতে ভাসমান হন, প্রতিচ্ছায়াকে পরিহাস করেন এবং শাপ প্রদানপূর্বক প্রতিবিম্বের সহিত বিবাদ করেন।।৪০।।

যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যলভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ
কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমহো ব্রজৌকসাম্।।৪১।।

বহুজন্মের তপাদির ক্লেশদ্বারা ধৃতাত্মা যোগিগণ যাঁহার পদরেণু প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হন না, তিনি স্বয়ং যাঁহাদের দৃগ্বিষয় হইয়া অবস্থিত, সেই ব্রজবাসীদিগের সৌভাগ্য কি আর বর্ণন করিব।।৪১।।

অথ অঘাসুরবধঃ (১০।১২।১৩, ১৪, ১৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১ ও ৩৬)
অথাঘনামাভ্যপতন্মহাসুর-
স্তেষাং সুখক্রীড়নবীক্ষণাক্ষমঃ।
নিত্যং যদন্তর্নিজজীবিতেপ্সুভিঃ
পীতামৃতৈরপ্যমরৈঃ প্রতিক্ষতে।।৪২।।

অনন্তর তাঁহাদের বিহারক্রীড়া দেখিতে অক্ষম হইয়া মহাসুর অঘ আসিয়া উপস্থিত হইল। সে অসুরটী এরূপ যে অমৃত পান করিয়া অমরগণ যাঁহার হাত হইতে জীবন রক্ষার জন্য সর্বদা সতর্ক থাকেন।।৪২।।

দৃষ্ট্বার্ভকান্ কৃষ্ণমুখানঘাসুরঃ
কংসানুশিষ্টঃ স বকীবকানুজঃ।

অয়ন্তু মে সোদরনাশকৃত্তয়োঃ
দ্বয়োরথৈনং সবলং হনিষ্যে।।৪৩।।

কৃষ্ণানুগত গোপবালকগণকে দেখিয়া কংসানুগত বক ও পুতনার কনিষ্ঠ সেই অঘাসুর মনে করিল, এই কৃষ্ণই আমার সহোদরা ও সহোদরকে নাশ করিয়াছে; সেই মৃতদ্বয়ের উদ্দেশ্যে বলদেবের সহিত এই কৃষ্ণকে আমি বধ করিব।।৪৩।।

ইতি ব্যবস্যাজগরং বৃহদ্বপুঃ
স যোজনায়ামমহাদ্রিপীবরম্।
ধৃত্বাদ্ভুতং ব্যাত্তগুহাননং তদা
পথি ব্যশেত গ্রসনাশয়া খলঃ।।৪৪।।

এইরূপ স্থির করিয়া সেই খল অসুর মহাদ্রির ন্যায় স্থূল একযোজন বিস্তৃত বৃহৎ অজগর বপু ধারণপূর্বক মুখব্যাদান করিয়া কৃষ্ণকে গিলিবার আশায় পথমধ্যে শুইয়া রহিল।।৪৪।।

কৃত্যং কিমত্রাস্য খলস্য জীবনং
ন বা অমীষাঞ্চ সতাং বিহিংসনম্।
দ্বয়ং কথং স্যাদিতি সংবিচিন্ত্য
জ্ঞাত্বাবিশত্তুমশেষদৃগ্ঘরিঃ।।৪৫।।

অশেষদর্শনজ্ঞ কৃষ্ণ ঐ খলের জীবন নাশ হয় অথচ সাধুদিগের হিংসা না হয়, এরূপ কি করা যাইতে পরে, ইহা চিন্তা করত তাহার তুণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিলেন।।৪৫।।

তদা ঘনচ্ছদা দেবা ভয়াদ্ধাহেতি চুক্রুশুঃ।
জহৃষুর্যে চ কংসাদ্যাঃ কৌণপাস্ত্বঘবান্ধবাঃ।।৪৬।।

তখন মেঘের আড়ে থাকিয়া দেবতাগণ হাহাকার করিয়া চিৎকার করিতে লাগিলেন এবং কংসাদি অঘবান্ধব কৌণপ পুরুষগণ আনন্দিত হইতে লাগিল।।৪৬।।

তচ্ছুত্বা ভগবান্ কৃষ্ণস্ত্বব্যয়ঃ সার্ভবৎসকম্
চূর্ণীচিকীর্ষোরাত্মানং তরসা ববৃধে গলে।।৪৭।।

তাহা শ্রবণ করিয়া অব্যয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, অর্ভ বৎসরক সহিত আপনাকে, দ্রুত চূর্ণ করিবার অভিপ্রায়যুক্ত অসুরের গলদেশের মধ্যে, বৃদ্ধি করিতে লাগিলেন।।৪৭।।

ততোঽতিকায়স্য নিরুদ্ধামার্গিণো

হ্যদ্গীর্ণদৃষ্টের্ভ্রমতস্ত্বিতস্ততঃ।
পূর্ণোঽন্তরঙ্গে পবনো নিরুদ্ধো
মূর্ধন্ বিনির্ভিদ্য বিনির্গতো হরিঃ।।৪৮।।

তখন অতিকায় সেই অসুরের শ্বাস-প্রশ্বাস-মার্গ নিরুদ্ধ হইলে চক্ষুর্দ্বয় বাহির হইল এবং অসুরটা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিল। কৃষ্ণ অত্যন্ত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তাহার মধ্যগত পবন নিরোধ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করত বাহির হইয়া পড়িলেন।।৪৮।।

রাজন্নাজগরং চর্ম শুষ্কং বৃন্দাবনেঽদ্ভুতম্।
ব্রজৌকসাং বহুতিথং বভূবাক্রীড়গহ্বরম্।।৪৯।।

হে রাজন্ সেই অজগরের শুষ্কচর্ম বহুকাল বৃন্দাবনে অদ্ভুত রূপে ব্রজবাসীদিগের ক্রীড়াগহ্বর হইয়াছিল।।৪৯।।

ততঃ কৃষ্ণঃ (১০।১৩।৫, ৬, ৮, ১১, ১২ ও ১৩)
অহোঽতিরম্যং পুলিনং বয়স্যাঃ
স্বকেলিসম্পন্মৃদুলাচ্ছবালুকম্।
স্ফুটৎসরোগন্ধহৃতালিপত্রিক-
ধ্বনিপ্রতিধ্বানলসদ্দ্রুমাকুলম্।।৫০।।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে বয়স্যগণ! আহা। এই পুলিন অতি রম্য। ইহাতে আমাদের কেলিসম্পৎস্বরূপ মৃদুলবালুকা সকল বর্তমান। প্রস্ফুটিত সরোবর (জাত-সরোজ) গন্ধ দ্বারা আকৃষ্ট ভ্রমর ও পক্ষিগণের ধ্বনিপ্রতিধ্বনিতে দ্রুমসকল শোভা পাইতেছে।।৫০।।

অত্র ভোক্তব্যমস্মাভির্দিবারূঢ়ং ক্ষুধার্দিতাঃ।
বৎসাসমীপেঽপঃ পীত্বা চরন্তু শনকৈস্তৃণম্।।৫১।।

এই স্থানে আমরা ক্ষুধার্দিত হইয়াছি, আমরা আহার করি, দিবস অতিবেল হইতেছে। বৎস সকল নিকটস্থ তৃণে অল্পে অল্পে চরুক ও যমুনার জল পান করুক।।৫১।।

কৃষ্ণস্য বিশ্বক্ পুরুরাজিমণ্ডলৈ-
রভ্যাননাঃ ফুল্লদৃশো ব্রজার্ভকাঃ।
সহোপবিষ্টা বিপিনে বিরেজু-
শ্ছদা যথাম্ভোরুহকর্ণিকায়াঃ।।৫২।।

স্তরে স্তরে মণ্ডল নির্মাণপূর্বক ব্রজবালকসকল বিকসিতনয়ন কৃষ্ণাভিমুখী হইয়া তাঁহার চতুর্দিকে সেই বিপিনে বসিয়া কমলকর্ণিকার চতুর্দিকস্থ পত্রের ন্যায় বিরাজ করিতে

লাগিলেন।।৫২।।

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রে চ কক্ষে
বামে পাণৌ মসৃণকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরিসুহৃদো হাসয়ন্নর্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গে লোকে মিষতি বুভূজে যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ।।৫৩।।

যজ্ঞভূক হইয়া বালকেলি কৃষ্ণ জঠরবস্ত্রে বেণুধারণ এবং বাম কক্ষে ও বাম হস্তে শৃঙ্গ ও বেত্রধারণ এবং অঙ্গুলিসকলে শ্রীফলাদি ধারণ পূর্বক দধিভাত দক্ষিণ হস্তে লইয়া চতুর্দিকে স্থিত সুহৃদ্বর্গকে নর্মবাক্য দ্বারা হাঁসাইয়া স্বর্গে দেবগণের দৃষ্টিপথে থাকিয়া ভোজন করিতে লাগিলেন।।৫৩।।

ভারতৈবং বৎসপেষু ভুঞ্জানেষ্বচ্যুতাত্মসু।
বৎসাস্ত্বন্তর্বনে দূরং বিবিশুস্তৃণলোভিতাঃ।।৫৪।।

এইরূপে হে ভারত! কৃষ্ণাত্মীয় বৎসগণ ভোজন বিহার করিতেছিলেন, সেই সময় তৃণলোভিত হইয়া বৎসসকল দূর বনে প্রবেশ করিল।।৫৪।।

তান্ দৃষ্ট্বা ভয়সংত্রস্তানূচে কৃষ্ণোঽস্য ভীভয়ম্।
মিত্রাণ্যাশান্মা বিরমতে হা নেষ্যে বৎসকানহং।।৫৫।।

তাহাতে বালকগণ ভীত হইলে তাহাদের ভয়হারীকৃষ্ণ তাহাদিগকে বলিলেন, "হে ভাই সকল, তোমরা ভোজন কর, আমি সমস্ত বৎস লইয়া আসিতেছি"।।৫৫।।

কৃষ্ণে দুরং গতে। (১০।১৩।১৫, ১৮ ও ১৯)
অম্ভোজন্মজনিস্তদন্তরগতো মায়ার্ভকস্যেশিতু-
র্দ্রষ্টুং মঞ্জুমহিত্বমন্যদপি তদ্বৎসানিতো বৎসপান্।
নীত্বান্যত্র কুরূদ্বহান্তরদধাৎ খেঽবস্থিতো যঃ পুরা
দৃষ্ট্বাঘাসুরমোক্ষণং প্রভবতঃ প্রাপ্তঃ পরং বিস্ময়ম্।।৫৬।।

হে কুরূদ্বহ! কৃষ্ণ দূরে গেলে পদ্মযোনি ব্রহ্মা সেই অবসরে আসিয়া মায়া-বালক শ্রীকৃষ্ণের সুন্দর মহিমা দেখিবার মানসে সেই স্থান হইতে বৎসগুলিকে এবং বৎসপালদিগকে অন্যত্র লইয়া অন্তর্ধান হইলেন। ব্রহ্মার এই কার্যে প্রবৃত্তির হেতু এই যে, কৃষ্ণের অঘমোক্ষণ দেখিয়া পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।।৫৬।।

ততো কৃষ্ণো মুদং কর্তুং তন্মাতৃণাঞ্চ কস্য চ।
উভয়ায়িতমাত্মানং চক্রে বিশ্বকৃদীশ্বরঃ।।৫৭।।

বিশ্বকৃৎ পরমেশ্বর কৃষ্ণ গোপবালকদিগের জননীগণের এবং ব্রহ্মার আনন্দবর্ধনার্থে আপনা হইতে বৎসপ ও বৎসগণ প্রকট করিলেন।।৫৭।।

যাবদ্বৎসপবৎসকাল্পকবপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদ্‌যষ্টিবিষাণবেণুদলশিগ্‌যাবদ্বিভূষাম্বরম্।
যাবচ্ছীলগুণাভিধাকৃতিবয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্বস্বরূপো বভৌ।।৫৮।।

বৎস ও বৎসগণের যে-পরিমাণ বপু, যেরূপ করাঙ্ঘ্রি ইত্যাদি, যেরূপ যাহার যষ্টি, বিষাণ, বেণু, শিক্কা, ভূষা, বস্ত্র, স্বভাব, গুণ, নাম, আকৃতি, বয়স। বিহারাদি সকলই হইল। (সর্ববিষ্ণুময়) এই বাক্যার্থ স্বরূপ স্বয়ং কৃষ্ণ প্রকাশ পাইলেন।।৫৮।।

(১০।১৩।২৬-২৭)
ব্রজৌকসাং স্বতোকেষু স্নেহবল্ল্যাব্দমন্বহম্।
শনৈর্নিঃসীম ববৃধে যথা কৃষ্ণে ত্বপূর্ববৎ।।৫৯।।

যশোদানন্দনে যেরূপ স্নেহ ছিল, ব্রজবাসীদিগের স্বীয় স্বীয় পুত্রে স্নেহবল্লী একবৎসর প্রতিদিন ক্রমে ক্রমে নিঃসীম হইয়া বৃদ্ধি পাইল।।৫৯।।

ইত্থমাত্মানাত্মানং বৎসপালমিষেণ সঃ।
পালয়ন্ বৎসপো বর্ষং চিক্রীড়ে বনগোষ্ঠয়োঃ।।৬০।।

সকলের আত্মা কৃষ্ণ আত্মশক্তিদ্বারা আপনাকে বৎসপালরূপে প্রকট করিয়া স্বয়ং বৎসপালস্বরূপ এক বৎসর বনে ও গোষ্ঠে বৎসপালনপূর্বক ক্রীড়া করিয়াছিলেন।।৬০।।

বলদেবঃ। (১০।১৩।৩৬, ৩৭, ৪০, ৪৪, ৪৫)
কিমেতদদ্ভুতমিব বাসুদেবেঽখিলাত্মনি।
ব্রজস্য স্বাত্মনস্তোকেষ্বপূর্বং প্রেম বর্ধতে।।৬১।।

তাহা দেখিয়া বলদেব বলিলেন, আহা কি আশ্চর্য! অখিলাত্মা বাসুদেবে ব্রজাবাসীদিগের (স্বাভাবিক প্রেম বিদ্যমান, কিন্তু এক্ষণে তাহাদের) স্বীয় স্বীয় পুত্রে অপূর্ব প্রেম বর্ধিত হইয়াছে, একি অদ্ভুত।।৬১।।

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবী বা নার্যুতাসুরী।
প্রায়ো মায়াস্তু মে ভর্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী।।৬২।।

এই মায়া কি দৈবী, বা মানুষী, বা আসুরী! কোথা হইতে আসিল? বোধ হয় আমার

প্রভু কৃষ্ণের এ মায়া, কেননা অন্যের মায়া আমাকে বিমোহিত করিতে পারে না।।৬২।।

কৃষ্ণতঃ সর্বং জ্ঞাত্বা বলদেবো বিস্মিতো বভূব।
তাবদেত্যাত্মভূরাত্মমানেন ত্রুট্যনেহসা।
পুরোবদাব্দং ক্রীড়ন্তং দদৃশে সকলং হরিম্।।৬৩।।

কৃষ্ণ হইতে সমস্ত অবগত হইয়া বলদেব বিস্মিত হইলেন। ইত্যবসরে আত্মভূ ব্রহ্মা স্বীয়মানে এক ত্রুটী যাইতে না যাইতে তথায় আসিয়া সর্বকলা সহিত কৃষ্ণকে পূর্বের ন্যায় এক বৎসর ক্রীড়া করিতেছেন দেখিলেন।।৬৩।।

এবং সম্মোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনম্।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিতঃ।।৬৪।।

বিশ্বমোহন বিষ্ণুকে সম্মোহিত করিতে গিয়া তন্মায়া দ্বারা জন্মরহিত ব্রহ্মা স্বয়ং বিমোহিত হইয়া পড়িলেন।।৬৪।।

তস্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশ্যং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জতঃ।।৬৫।।

দিবাভাগে খদ্যোতপ্রভা যেরূপ বিলুপ্ত হয় এবং রাত্রে নীহারগত তম অদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ আত্মারূপ কৃষ্ণে অন্যের মায়া প্রযুক্ত হইলে ভগবানের মহতীতর মায়া দ্বারা তৎস্বরূপ বিলুপ্ত হয়।।৬৫।।

ব্রহ্মা দদর্শ। (১০।১৩।৫৪, ৫৯, ৬০, ৬১ ও ৬২) (ব্রহ্মমোহনম্)
সত্যজ্ঞানানন্তানন্দমাত্রৈকরসমূর্তয়ঃ।
অস্পৃষ্টভূরিমাহাত্ম্যা অপি হ্যুপনিষদ্দৃশাম্।।৬৬।।

তখন ভক্তিপূর্বক চিন্তা করিয়া ব্রহ্মা দেখিলেন যে, কৃষ্ণতত্ত্ব সর্বোত্তম। তাহাতে যে রসবৈচিত্র, তাহা সমস্তই সত্যজ্ঞান, অনন্ত ও আনন্দমাত্র রসমূর্তি। উপনিষচ্চক্ষেও তাহাদের ভূরিমাহাত্ম্য অস্পৃষ্ট।।৬৬।।

সপেদ্যবাভিতঃ পশ্যন্দিশোঽপশ্যৎ পুরঃস্থিতম্।
বৃন্দাবনং জনাজীব্যদ্রুমাকীর্ণং সমাপ্রিয়ম্।।
যত্র নৈসর্গদুর্বৈরাঃ সহাসন্ নৃগাদয়ঃ।
মিত্রাণীবাজিতাবাসদ্রুতরুট্তর্ষকাদিকম্।।৬৭।।

চতুর্দিকে দৃষ্টি করিয়া সম্মুখে দেখিলেন যে, বনটী বৃন্দাবনবাসী জনের আজীব্য দ্রুমাদি

দ্বারা পূর্ণ এবং নিত্যপ্রিয়। স্বাভাবিক বৈরাদিভাবযুক্ত নরমৃগাদি মিত্রভাবে বাস করিতেছেন। বৃন্দাবন নিত্যই কৃষ্ণের আবাসভূমি, তথায় ক্রোধ লোভাদি নাই।।৬৭।।

তত্রোদ্বহৎ পশুপবংশশিশুত্বনাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধবোধম্।
বৎসান্ সখীনিব পুরা পরিতো বিচিন্ব-
দেকং সপাণিকবলং পরমেষ্ঠ্যচেষ্ট।।৬৮।।

পরমেষ্ঠী ব্রহ্মা দেখিলেন, সেই বৃন্দাবনে গোপবংশীয় শিশুত্বনাট্য বিস্তার করিয়া অদ্বয়ব্রহ্ম অগাধবোধস্বরূপ পরতত্ত্ব অনন্ত গুণময় কৃষ্ণ পূর্ববৎ বৎস ও সখাদিগকে চারিদিকে কবলহস্তে অন্বেষণ করিতেছেন।।৬৮।।

দৃষ্ট্বা ত্বরেণ নিজধোরণতোঽবতীর্য
পৃথ্ব্যাং বপুঃ কনকদণ্ডমিবাভিপাত্য।
স্পৃষ্ট্বাচতুর্মুকুটকোটিভিরঙ্ঘ্রিযুগ্মং
নত্বা মুদশ্রুসুজলৈরকৃতাভিষেকম্।।৬৯।।

কৃষ্ণকে দেখিয়া ব্রহ্মা সত্বর নিজধোরণ অর্থাৎ স্ববাহন হইতে নামিয়া কনকদণ্ডবৎ স্বীয় বপু পৃথিবীর উপর নিপাতিত করিয়া চারিটী মস্তকস্থিত মুকুটকোটীদ্বারা তাঁহার পাদদ্বয় স্পর্শপূর্বক নমস্কার করিলেন এবং আনন্দাশ্রুদ্বারা সেই পদদ্বয়কে অভিষেক করিলেন।।৬৯।।

(১০।১৪।১১ ও ৩৯) ব্রহ্মা কৃষ্ণম্।
ক্বাহং তমোমহদহং খরচাগ্নিবার্ভূ-
সম্বেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
ক্বেদৃগ্বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্যা-
বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্।।৭০।।

ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! প্রকৃতি, মহত্তত্ব, অহংকার, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, বারি ও ভূমি এইগুলির দ্বারা সম্বেষ্টিত অণ্ডঘটরূপ সপ্তবিতস্তিকায় আমি কে? আবার এইরূপ অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড পরমাণুবৎ যাঁহার প্রতিলোমকূপে গবাক্ষদ্বারে বিচরণ করিতেছে, সেই তোমার মহিমার সীমাই বা কোথা?।।৭০।।

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্বং ত্বং বেৎসি সর্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতত্তবার্পিতম্।।৭১।।

হে কৃষ্ণ! তুমি সর্বদৃক্ সমস্ত অবগত আছ। আমাকে অনুগত দাস বলিয়া স্বীকার

কর। তুমিই জগৎ সমূহের নাথ। এই জগৎটা তুমিই আমাকে অর্পণ করিয়াছ।।৭১।।

(১০।১৫।২০-২২) ধেনুকবধঃ।
শ্রীদামা নাম গোপালো রামকেশবয়োঃ সখা।
সুবলস্তোককৃষ্ণাদ্যা গোপাঃ প্রেম্ণেদমব্রুবন্।।
রাম রাম মহাসত্ত্ব কৃষ্ণ দুষ্টনিবর্হণ।
ইতোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালিসঙ্কুলম্।।
ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ।
সন্তি কিন্ত্ববরুদ্ধানি ধেনুকেন দুরাত্মনা।।৭২।।

রামকৃষ্ণের সখা শ্রীদামা-নামক গোপাল, সুবল, স্তোককৃষ্ণ আদি গোপসকল প্রেমপূর্বক বলিল, হে মহাসত্ব রাম! হে দুষ্টঘাতিন্ কৃষ্ণ! এই স্থান হইতে অল্পদূরে তালপংক্তি পূর্ণ একটী সুমহদ্বন আছে। সেখানে অনেক ফল পড়িয়া আছে ও পড়িতেছে; কিন্তু দুরাত্মা ধেনুকাসুর সেই সকল ফল অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে।।৭২।।

(১০।১৫।৩২ ও ৪০) বলদেবঃ।
স তং গৃহীত্বা পদয়োর্ভ্রাময়িত্বৈকপাণিনা।
চিক্ষেপ তৃণরাজাগ্রে ভ্রামণত্যক্তজীবিতম্।।
অথ তালফলান্যাদন্ মনুষ্যা গতসাধ্বসাঃ।
তৃণঞ্চ পশবশ্চেরুর্হতধেনুককাননে।।৭৩।।

তখন বলদেব সেই ধেনুকগর্দভের পদদ্বয় হস্তদ্বারা ধরিয়া ঘুরাইয়া নিহত করিলেন এবং তালবৃক্ষের সম্মুখে ফেলিয়া দিলেন। মনুষ্যসমূহ বিগতভয় হইয়া সেই হতধনুক কাননে তালফল খাইতে লাগিলেন এবং গরুসকল তৃণভোজন করিতে লাগিল।।৭৩।।

(১০।১৬।১) কালীয়দমনম্।
বিলোক্য দূষিতাং কৃষ্ণাং কৃষ্ণঃ কৃষ্ণাহিনা বিভুঃ।
তস্যা বিশুদ্ধিমন্বিচ্ছন্ সর্পং তমুদবাসয়ৎ।।
(১০।১৬।৬৬-৬৭)
পূজায়িত্বা জগন্নাথং প্রসাদ্য গরুড়ধ্বজম্।
ততঃ প্রীতোঽভ্যনুজ্ঞাতঃ পরিক্রম্যাভিবন্দ্য তম্।।
সকলত্রসুহৃৎপুত্রো দ্বীপমব্ধের্জগাম হ।
তদৈব সামৃতজলা যমুনা নির্বিষাভবৎ।।৭৪।।

কালিয়বিষে যমুনাজল দূষিত হইয়াছে দেখিয়া কৃষ্ণ তাহার শুদ্ধিকামনায় সেই সর্পকে তথা হইতে নির্বাসিত করিলেন। জগন্নাথ কৃষ্ণকে পূজাপূর্বক প্রসন্ন করিয়া প্রীতিপূর্বক তাঁহাকে পরিক্রমা করিয়া কলত্র পুত্র ও সুহৃদ্‌গণ সহিত কালিয়, সমুদ্রমধ্যস্থ রমণক-দ্বীপে

গমন করিল। সেই অবধি নির্বিষ হইয়া যমুনা অমৃতজলা হইলেন।।৭৪।।

(১০।১৭।২০-২২ ও ২৫)
তাং রাত্রিং তত্র রাজেন্দ্র ক্ষুত্তৃড়্‌ভ্যাং শ্রমকর্ষিতাঃ
উষুর্ব্রজৌকসো গাবঃ কালিন্দ্যা উপকূলতঃ।
তদা শুচিবনোদ্ভুতো দাবাগ্নি সর্বতো ব্রজম্।
সুপ্তং নিশীথ আবৃত্য প্রদগ্ধুমুপচক্রমে।।
তত উত্থায় সম্ভ্রান্তা দহ্যমানা ব্রজৌকসঃ।
কৃষ্ণং যযুস্তে শরণং মায়ামনুজমীশ্বরম্।।
ইত্থং স্বজনবৈক্লব্যং নিরীক্ষ্য জগদীশ্বরম্।
তমগ্নিমপিবত্তীব্রমনন্তোহনন্তশক্তিধৃক্।।৭৫।।

হে রাজেন্দ্র ক্ষুৎপিপাসাতুর ব্রজবাসী ও গো-সমূহ কালিন্দীকূলে সেই রাত্র বাস করিলেন। সহসা শুচিবনোদ্ভুত দাবাগ্নি সমস্ত ব্রজ দগ্ধ করিতে উপক্রম করিল। সেই ঘোর রাত্রে সকলে নিদ্রিত ছিলেন। তখন ব্রজ দগ্ধ হইতেছে দেখিয়া সম্ভ্রমে উঠিয়া মায়া-মনুষ্য পরমেশ্বর কৃষ্ণের শরণাগত হইলেন। স্বজনগণের বৈক্লব্য দেখিয়া জগদীশ্বর অনন্ত শক্তিধারী অনন্তস্বরূপ কৃষ্ণ সেই অগ্নিকে তৎক্ষণাৎ পান করিয়া ফেলিলেন।।৭৫।।

(১০।১৮।১৭-১৮ ও ২৪) প্রলম্ববধঃ।
পশূংশ্চারয়তোর্গোপৈস্তদ্বনে রামকৃষ্ণয়োঃ।
গোপরূপী প্রলম্বোহগাদসুরস্তজ্জিহীর্ষয়া।।
তদ্বিদ্বানপি দাশার্হো ভগবান্ সর্বদর্শনঃ।
অন্বমোদত তৎসখ্যং বধং তস্য বিচিন্তয়ন্।।৭৬।।

উবাহ কৃষ্ণো ভগবান্ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনশ্চ প্রলম্বো রোহিণীসুতম্।।৭৭।।

বৃন্দাবনে রামকৃষ্ণ পশু চরাইতেছিলেন, প্রলম্বাসুর তাঁহাদিগকে বধ করিবার অভিপ্রায়ে গোপরূপ-ধারণপূর্বক উপস্থিত হইল। সর্বদর্শন ভগবান্ দাশার্হ তাহা জানিয়াও তাহার বধ বিচার করিয়া তাহার সহিত প্রথমে সখ্য ব্যবহার করিলেন। ক্রীড়ায় পরাজিত হইয়া ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীদামাকে বহন করিতে লাগিলেন। ভদ্রসেন বৃষভকে বহন করিল এবং প্রলম্ব রোহিণীসুত বলদেবকে বহন করিতে লাগিল।।৭৬-৭৭।।

(১০।১৮।২৮ ও ২৯) ততঃ বলদেবঃ জ্ঞাতা
রুষাহনচ্ছিরসি দৃঢ়েন মুষ্টিনা
সুরাধিপো গিরিমিব বজ্ররংহসা।
স আহতঃ সপদি বিশীর্ণমস্তকো

মুখাদ্বমন্ রুধিরমপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহারবং ব্যসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথা মঘবত আয়ুধাহতঃ।।৭৮।।

বলদেব প্রলম্বকে জানিতে পারিয়া দৃঢ়মুষ্টির দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন। ইন্দ্র যেরূপ পর্বতকে বজ্র দ্বারা আহত করেন, তদ্রূপ। এক আঘাতেই সেই অসুর বিদীর্ণমস্তক হইয়া মুখদ্বারা রক্তবমন করিতে করিতে মহারবে বিগতজীবন হইয়া গেল।।৭৮।।

(১০।১৯।৭ ও ১২) দাবানলপানম্।
ততঃ সমন্তাদ্দবধূমকেতু-
র্যদৃচ্ছয়াভূৎ ক্ষয়কৃদ্বনৌকসাম্।
সমীরিতঃ সারথিনোল্বণোল্মুকৈ-
র্বিলেলিহানঃ স্থিরজঙ্গমান্ মহান্।।৭৯।।

তদনন্তর দাবাগ্নিরূপ ধূমকেতু বনবাসীদিগকে ক্ষয় করিবার জন্য হঠাৎ উত্থিত সারথিরূপ বায়ুর সাহায্যে স্থিরজঙ্গমকে নাশ করিতে লাগিল।।৭৯।।

গোপানামার্তিশ্রবণাৎ।
তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগাবনগ্নিমুল্বণম্।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাদেযাগাধীশো ব্যমোচয়ৎ।।৮০।।

গোপদিগের আর্তি দেখিয়া কৃষ্ণ সকলকে চক্ষু নিমীলিত করাইয়া উল্বণ অগ্নিকে মুখদ্বারা পান করিয়া ফেলিলেন এবং মহাযোগ দ্বারা সকলকে অগ্নিমুক্ত করিলেন।।৮০।।

(১০।২৩।৭, ৯ ও ১২) কৃষ্ণপ্রেরিতক্ষুধিতগোপালাঃ। (যজ্ঞপত্নীকৃপা।)
গাশ্চারয়ন্তাববিদূর ওদনং
রামাচ্যুতৌ বো লষতো বুভুক্ষিতৌ।
তয়োর্দ্বিজা ওদনমর্থিনোর্যদ
শ্রদ্ধা চ বো যচ্ছত ধর্মবিত্তমাঃ।।৮১।।

দূরবনে গরু চরাইতে চরাইতে ক্ষুধিত হইলে গোপবালক সকল রামকৃষ্ণকে জানাইল। কৃষ্ণের আজ্ঞায় তাঁহারা যাজ্ঞিক বিপ্রগণের নিকট গিয়া বলিল, হে বিপ্রগণ! গাভী চরাইতে রামকৃষ্ণ দূরবনে আসিয়া ক্ষুধিত হইয়াছেন, আপনাদের নিকট হইতে অন্ন যাজ্ঞা করিয়াছেন। হে ধর্মবিত্তমগণ! যদি শ্রদ্ধা হয়, অন্নদান করুন।।৮১।।

ইতি তে ভগবদ্যাজ্ঞাং শৃন্বন্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশা ভূরিকর্মাণো বালিশা বৃদ্ধমানিনঃ।।

ন তে যদোমিতি প্রোচুর্ন নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণরাময়োঃ।।৮২।।

ক্ষুদ্রাশাযুক্ত ভূরিকর্মপ্রিয়, মূঢ় বৃদ্ধাভিমানী ব্রাহ্মণগণ সেই ভগবৎ প্রার্থনা শুনিয়াও শুনিল না। হে পরন্তপ! তাহারা যখন হাঁ, না কিছুই বলিল না, গোপগণ নিরাশ হইয়া গিয়া রামকৃষ্ণকে জানাইল।।৮২।।

(১০।২৩।১৪) ততঃ কৃষ্ণঃ।
মাং জ্ঞাপয়ত পত্নীভ্যঃ সসঙ্কর্ষণমাগতম্‌।
দাস্যন্তি কামমন্নং বঃ স্নিগ্ধা ময্যুষিতা ধিয়া।।৮৩।।

তখন কৃষ্ণ কহিলেন, তবে তোমরা সেই বিপ্রদিগের পত্নীদিগকে জানাও যে সঙ্কর্ষণ-সহিত কৃষ্ণ আসিয়াছেন। এই কথা বলিলে সেই মন্মনা, সিগ্ধ যজ্ঞপত্নীগণ তোমাদিগকে যথেষ্ট অন্নদান করিবেন।।৮৩।।

(১০।২৩।১৭, ১৯, ২২, ২৬, ৩৪ ও ৫০) ততঃ গোপালাঃ।
গাশ্চারয়ন্‌ স গোপালৈঃ সরামো দূরমাগতঃ।
বুভুক্ষিতস্য তস্যান্নং সানুগস্য প্রদীয়তাম্‌।।৮৪।।

গোপালগণ যজ্ঞপত্নীদিগের নিকট গিয়া বলিল যে, কৃষ্ণ ক্ষুধিত হইয়া দূরে রামের সহিত আসিয়াছেন। তাঁহাদের অনুগগণের সহিত তাঁহাদিগকে অন্নপ্রদান করুন।।৮৪।।

ততঃ যজ্ঞাপত্ন্যঃ।
চতুর্বিধং বহুগুণমন্নমাদায় ভাজনৈঃ।
অভিসস্রুঃ প্রিয়ং সর্বাঃ সমুদ্রমিব নিম্নগাঃ।।৮৫।।

তাহা শুনিয়া যজ্ঞপত্নীগণ পাত্রে করিয়া বহু গুণশালী চতুর্বিধ অন্ন লইয়া, নদীসকল যেমত সমুদ্রাভিমুখে বেগে গমন করে, তদ্রূপ সকলেই প্রিয় কৃষ্ণের প্রতি অভিসার করিলেন।।৮৫।।

তা অপশ্যন্‌।
শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্যবর্হ-
ধাতুপ্রবালনটবেশমনুব্রতাংসে।
বিন্যস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমব্জং
কর্ণোৎপলালককপোলমুখাব্জহাসম্‌।।৮৬।।

তাঁহারা গিয়া কৃষ্ণের যে মনোহর রূপ দেখিলেন, তাহা শুকদেব বর্ণন করিয়াছেন।

হিরণ্যপরিধিবিশিষ্ট, শ্যাম, বনমাল্য, ময়ূরপুচ্ছ, ধাতু, প্রবালযুক্ত নটবরবেশে অনুব্রতদিগের স্কন্ধে এক হস্ত অর্পণ করিয়া এবং অপর হস্তে একটী পদ্ম ঘুরাইতেছিলেন। সেই সময় তাঁহার কর্ণোৎপল ও অলকাযুক্ত কপোল এবং মুখপদ্মের হাস শোভা পাইতেছিল।।৮৬।।

কৃষ্ণঃ।
নন্বদ্ধা ময়ি কুর্বন্তি কুশলাঃ স্বার্থদর্শিনঃ।
অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে যথা।।
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।।৮৭।।

যজ্ঞপত্নীগণ অন্নপ্রদান করিয়া কৃপা প্রার্থনা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, হে সুন্দরীগণ! কুশলকর্মা স্বার্থদর্শিগণ আমাতে অহৈতুকী ও অব্যবহিতা সাক্ষাৎ ভক্তি করিয়া থাকেন। আত্মপ্রিয়ে যেরূপ প্রিয়াগণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ। শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্তনদ্বারা আমাতে যেরূপ ভাব হয়, সেরূপ সন্নিকর্ষে হয় না। অতএব তোমরা ঘরে গিয়া আমাতে ভক্তি কর।।৮৭।।

ততঃ যাজ্ঞিকব্রাহ্মণা হ্যনুতাপেন।
তস্মৈ নমো ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়ামোহিতধিয়ো ভ্রমামঃ কর্মবর্ত্মসু।।৮৮।।

পরে যাজ্ঞিকব্রাহ্মণগণ পত্নীদিগের ভাব জানিয়া এরূপ অনুতাপপূর্বক বলিলেন, সেই অকুণ্ঠমেধা ভগবান্ কৃষ্ণকে আমরা প্রণাম করি। সেই কৃষ্ণমায়ায় ভ্রামিত হইয়া আমরা কর্মমার্গে ভ্রমণ করিতেছি।।৮৮।।

(১০।২৪।১৫ ও ২৮-৩০) ইন্দ্রপূজাবিষয়ে কৃষ্ণঃ নন্দম্।
কিমিন্দ্রেণেহ ভূতানাং স্বস্ব কর্মানুবর্তিনাম্।
অনীশেনান্যথা কর্তুং স্বভাববিহিতং নৃণাম্।।
যবসঞ্চ গবাং দত্ত্বা গিরয়ে দীয়তাং বলিঃ।।
প্রদক্ষিণঞ্চ কুরুত গোবিপ্রানলপর্বতান্।
এতন্মম মতং তাত ক্রিয়তাং যদি রোচতে।।৮৯।।

ইন্দ্রপূজার আহরণ দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ নন্দকে বলিলেন, - হে তাত! স্বীয় স্বীয় কর্মানুবর্তী ভূতগণের সম্বন্ধে ইন্দ্রের কি অধিকার। মনুষ্যগণ স্বভাব বিহিত কর্ম করে; তাহাতে ইন্দ্র অন্যথা করিতে অশক্ত। গরুসকলকে ঘাস খাওয়াইয়া গোবর্ধন পর্বতকে উপযুক্ত বলি প্রদান কর। গো বিপ্র অনল ও পর্বতকে প্রদক্ষিণ কর। ইহাই আমার মত। যদি রুচি হয়, এইরূপ করিতে পার।।৮৯।।

(১০।২৪।৩৮)
ইত্যাদ্রি-গোদ্বিজমখং বাসুদেবপ্রচোদিতাঃ।
যথা বিধায় তে গোপাঃ সহকৃষ্ণা ব্রজং যযুঃ।।৯০।।

এই প্রকার পর্বত, গো ও দ্বিজ-যজ্ঞ কৃষ্ণাভিপ্রায়-মত সম্পন্ন করিয়া গোপসকল কৃষ্ণের সহিত ব্রজে গমন করিলেন।।৯০।।

ইন্দ্রঃ।(১০।২৫।৫ ও ৭)
বাচালং বালিশং স্তব্ধমজ্ঞং পণ্ডিতমানিনম্।
কৃষ্ণং মর্ত্যমুপাশ্রিত্য গোপা মে চক্রুরপ্রিয়ম্।।
অহঞ্চৈরাবতং নাগমারুহ্যানুব্রজে ব্রজম্।
মরুদগণৈর্মহাবেগৈর্নন্দগোষ্ঠজিঘাংসয়া।।৯১।।

ইহা দেখিয়া ইন্দ্র বলিল, অহো! গোপসকল বাচাল, বালিশ, স্তব্ধ, অজ্ঞ, পণ্ডিতাভিমানী মরণশীল কৃষ্ণকে উপাশ্রয় করিয়া আমার অপ্রিয় সাধন করিল। নন্দগোষ্ঠ নষ্ট করিবার জন্য আমি ঐরাবত আরোহণ পূর্বক ব্রজে চলিলাম।।৯১।।

কৃষ্ণঃ।(১০।২৫।১৭।১৯ ও ২৩) (গোবর্ধনধারণং)
নহি সদ্ভাবযুক্তানাং সুরানামীশবিস্ময়ঃ।
মত্তোঽসতাং মানভঙ্গঃ প্রশমায়োপকল্পতে।।
ইত্যুক্ত্বৈকেন হস্তেন কৃত্বা গোবর্ধনাচলম্।
দধার লীলয়া বিষ্ণুশ্ছত্রাকমিব বালকঃ।।
ক্ষুত্তৃড়্ব্যথাং সুখাপেক্ষাং হিত্বা তৈর্ব্রজবাসিভিঃ।
বীক্ষ্যমাণো দধারাদ্রিং সপ্তাহং নাচলৎ পদাৎ।।৯২।।

ইন্দ্র বর্ষণদ্বারা গোষ্ঠ নষ্ট করিতে চেষ্টা করিলে কৃষ্ণ কহিলেন, ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির দেবগণের অধিপতি বলিয়া গর্ব হয় না। ভক্ত্যাভাবেই ইন্দ্রের এইরূপ দুর্বুদ্ধি। অসৎ ব্যক্তির মানভঙ্গ আমা-হইতে তাহাদের মঙ্গলের জন্যই হয়। এই বলিয়া এক হস্তে গোবর্ধন তুলিয়া ভগবান্ ছত্রাকের ন্যায় লীলাপূর্বক ধারণ করিলেন। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, সুখাপেক্ষা পরিত্যাগ করিয়া ব্রজবাসিগণের দর্শনপথে পর্বতধারণপূর্বক সপ্তাহ পদচালন করেন নাই।।৯২।।

(১০।২৫।২৪ ও ২৮)
কৃষ্ণযোগানুভাবং তং নিশাম্যেন্দ্রোঽতিবিস্মিতঃ।
নিস্তম্ভো ভ্রষ্টসংকল্পঃ স্বান্ মেঘান্ সংন্যবারয়ৎ।।
ভগবানপি তং শৈলং স্বস্থানে পূর্ববৎ প্রভুঃ।
পশ্যতাং সর্বভূতানাং স্থাপয়ামাস লীলয়া।।৯৩।।

কৃষ্ণের যোগানুভাব দেখিয়া ইন্দ্র অতি বিস্মিতভাবে ভ্রষ্টসংকল্প ও নিস্তব্ধ হইয়া স্বীয় মেঘগণকে নিবৃত্ত করিলেন। কৃষ্ণও সর্বভূতের দর্শনপথে লীলাপূর্বক শৈলকে স্বস্থানে পুনঃ স্থাপিত করিলেন।।৯৩।।

(১০।২৬।২৫)
দেবে বর্ষতি যজ্ঞবিপ্লবরুষা বজ্রাশ্মপরুষানিলৈঃ
সীদৎপালপশুস্ত্রিয়াত্মশরণং দৃষ্ট্বাকম্প্যুৎস্ময়ন্।
উৎপাট্যৈককরেণ শৈলমবলো লীলোচ্ছিলীন্ধ্রং যথা
বিভ্রদ্গোষ্ঠমপান্মহেন্দ্রমদভিৎ প্রীয়ান্ন ইন্দ্রো গবাম্।।৯৪।।

নিজ যজ্ঞবিপ্লবনিবন্ধন ক্রোধে ইন্দ্র বর্ষা, বজ্রপাত, করকাপাত, তীব্রবায়ুদ্বারা উৎপাত করায় পশু ও পশুপাল এবং ব্রজস্ত্রীগণ ক্লিষ্ট হইলে তাহাদের একমাত্র শরণরূপ কৃষ্ণ তদ্দৃষ্টে অনুকম্পহাসের সহিত শৈল উৎপাটনপূর্বক বালক অবস্থায় লীলাছত্রাকের ন্যায় ধারণ করতঃ মহেন্দ্রের গর্বখবার্থে গোষ্ঠ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই গাভীগণের ইন্দ্র গোবিন্দ আমাদের প্রীতি সম্পাদন করুন।।৯৪।।

ইন্দ্রঃ (১০।২৭।১৩ ও ২৮)
ত্বয়েশানুগৃহীতোঽস্মি ধ্বস্তস্তম্ভো বৃথোদ্যমঃ।
ঈশ্বরং গুরুমাত্মানং ত্বামহং শরণং গতঃ।।৯৫।।

ইতি গো-গোকুলপতিং গোবিন্দমভিষিচ্য সঃ।
অনুজ্ঞাতো যযৌ শক্রো বৃতো দেবাদিভির্দিবম্।।৯৬।।

কৃষ্ণতত্ত্ব জানিতে পারিয়া ইন্দ্র প্রণত হইয়া বলিলেন, -- হে ঈশ! আমি তোমার শরণাগত হইলাম। তুমি জগতের ঈশ্বর, গুরু ও আত্মা, আমার উদ্যমকে বৃথা করিয়া আমার অহঙ্কারকে তুমি যে নাশ করিলে, তাহাতে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হইলাম। ইহা বলিয়া গো-গোকুলপতি গোবিন্দকে অভিষেক করিয়া দেবতাগণের সহিত ইন্দ্র অনুজ্ঞাত হইয়া স্বর্গে গমন করিলেন।।৯৫-৯৬।।

বরুণালয়ান্নন্দানয়নং (১০।২৮।১-৩) (নন্দমোক্ষণম্)
একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্য জনার্দনম্।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশৎ।।
তং গৃহীত্বানয়দ্ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকম্।
অবজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশি।।
ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতম্।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বানামভয়দো বিভুঃ।।৯৭।।

একাদশীর দিনে নিরাহারে জনার্দনকে অর্চন করতঃ দ্বাদশী-তিথিতে নন্দ কালিন্দী জলে স্নানার্থে প্রবেশ করিলেন। বরুণভৃত্য তাঁহাকে ধরিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল। রাত্র থাকিতে উদকপ্রবেশ করায় আসুরীবেলার অজ্ঞতা হইয়াছিল। সেই দোষে নন্দ নীত হইলে স্বজনের অভয়দ কৃষ্ণ তাহা শুনিয়া পিতাকে উদ্ধারের জন্য বরুণালয়ে গমন করিলেন।।৯৭।।

(১০।২৮।১০, ১৩ ও ১৪)
নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ম্।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যোর্বিস্মিতোঽব্রবীৎ।।৯৮।।

ইন্দ্রিয়াতীত অদৃষ্টপূর্ব লোকপালমহোদয় বরুণের ঐশ্বর্য দেখিয়া এবং বরুণ যে কৃষ্ণে ভক্তি প্রকাশ করিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া নন্দ জ্ঞাতিদিগকে বিস্মিত হইয়া সেই কথা বর্ণন করিয়াছিলেন।।৯৮।।

জনো বৈ লোক এতস্মিন্নবিদ্যাকামকর্মভিঃ।
উচ্চবচাসু গতিষু ন বেদ স্বাং গতিং ভ্রমন্।
ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়ামাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরম্।।৯৯।।

গোপগণ নিত্যসিদ্ধ, কিন্তু কৃষ্ণলীলার সহায়স্বরূপ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ। তাঁহাদের অনুগত সাধন-সিদ্ধ গোপগণ পাছে এইরূপ মনে করেন যে, এই লোকে সকলেই অবিদ্যা কামধর্মদ্বারা উচ্চাবচ গতিতে যেরূপ ভ্রমণ করে, আমরাও তাহাই করিতেছি, এই মনে করিয়া মহাকারুণিক সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ সেই সকল গোপদিগকে প্রকৃতির পরতত্ত্বে যে গোলোকনামা স্বীয় অচিন্ত্যলোক, তাহা দেখাইলেন।।৯৯।।

ততঃ রাসলীলা বিংশকিরণে দ্রষ্টব্যা। ততঃ শ্রীনন্দস্যাহিগ্রাসাদ্বিমোচনম্ (১০।৩৪।১, ৪, ৫, ৮ ও ৯)
একদা দেবযাত্রায়াং গোপালা জাতকৌতুকাঃ।
অনোভিরনডুদ্‌যুক্তৈঃ প্রযযুস্তেঽম্বিকাবনম্।
ঊষুঃ সরস্বতীতীরে জলং প্রাশ্য যতব্রতাঃ।
রজনীং তাং মহাভাগা নন্দসুনন্দকাদয়ঃ।।
কশ্চিন্মহানহিস্তত্র বিপিনেঽতিবুভুক্ষিতঃ।
যদৃচ্ছয়া গতো নন্দং শয়ানমুরগোঽগ্রসীৎ।।
অলাতৈর্দহ্যমানোঽপি নামুঞ্চত্তমুরঙ্গমঃ।
তমস্পৃশৎ পদাভ্যেত্য ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ।।
স বৈ ভগবতঃ শ্রীমৎপাদস্পর্শহতাশুভঃ।
ভেজে সর্পবপুর্হিত্বা রূপং বিদ্যাধরার্চিতম্।।১০০।।

এক দিবস শিবচতুর্দশী উপলক্ষে জাতকৌতুক হইয়া গোপসকল গোযান আরোহণে অম্বিকাবনে গিয়াছিলেন, সরস্বতীতীরে যতব্রত হইয়া জলপান করিয়া সেই রাত্রে তথায় মহাভাগ নন্দ সুনন্দকাদি বাস করিলেন। একটী মহাসর্প সেই বিপিনে বুভুক্ষিত হইয়া যদৃচ্ছাক্রমে আসিয়া নিদ্রিত নন্দকে গ্রাস করিয়া ফেলিল। অলাতদ্বারা অর্থাৎ অগ্নিশলাকাদ্বারা তাড়িত হইয়াও সেই সর্প নন্দকে ছাড়িল না। সাত্বতপতি কৃষ্ণ পদদ্বারা সেই সর্পকে স্পর্শ করিলেন। কৃষ্ণপাদস্পর্শে তাহারও সমস্ত অশুভ হত হইল। বিদ্যাধরদিগের অর্চিতদেহ প্রকাশ হইল। সর্ববপু দূরীকৃত হইল।।১০০।।

(হোরিকা পূর্ণিমায়াং) অথ শঙ্খচূড়বধঃ (১০।৩৪।২৪, ২৫, ৩০, ৩১ ও ৩২)
গোপ্যস্তদগীতমাকর্ণ্য মূর্ছিতা নাবিদন্নপ।
স্রংসদ্দুকূলমাত্মানং স্রস্তকেশস্রজং ততঃ।।
শঙ্খচূড় ইতিখ্যাতো ধনদানুচরোঽভ্যগাৎ।।
তমন্বধাবদেগাবিন্দো যত্র যত্র স ধাবতি।
জিহীর্ষুস্তচ্ছিরোরত্নং তস্থৌ রক্ষন্ স্ত্রিয়ো বলঃ
অবিদূর ইবাভ্যেত্য শিরস্তস্য দুরাত্মনঃ।
জহার মুষ্টিনৈবাঙ্গ সহচূড়ামণিং বিভুঃ।।
(স্ব)শঙ্খচূড়ং নিহত্যৈবং মণিমাদায় ভাস্করম্।
অগ্রজায়াদদাৎ প্রীত্যা পশ্যন্তীনাঞ্চ যোষিতাম্।।১০১।।

হোরিকা পূর্ণিমায় গোপীসকল, কৃষ্ণের গীত শ্রবণ করতঃ মূর্ছিত হইয়া আপনাদিগকে বিগতবস্ত্র এবং স্রস্তকেশমালা বলিয়া জানিতে পারেন নাই। কুবেরানুগত শঙ্খচূড়-নামা যক্ষ সেই সময় উপস্থিত হইল। কৃষ্ণ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়া তাহার শিরোরত্ন লইবার চেষ্টা করিলেন। বলদেব সেই সময় স্ত্রীগণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন। কিছু দূরে গিয়া বিভু ঐ দুরাত্মার মস্তক মুষ্টিদ্বারা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন ও চূড়ামণিটি লইলেন। শঙ্খচূড়কে মারিয়া তাহার ভাস্করমণি গ্রহণ করতঃ তাহা প্রীতিপূর্বক গোপীগণের দর্শনপথেই অগ্রজকে অর্পণ করিলেন।।১০১।।

ততঃ বনগমনবিচ্ছেদাদেগাগীনাং বিরহগীতং দ্রষ্টব্যং বিংশ কিরণে। ততঃ অরিষ্টবধঃ। (১০।৩৬।১, ৮, ৯, ১২, ১৩, ১৫, ও ১৬)
অথ তর্হ্যাগতো গোষ্ঠমরিষ্টো বৃষভাসুরঃ।
মহীং মহাককুৎকায়ঃ কম্পয়ন্ ক্ষুরবিক্ষতাম্।।১০২।।

ইত্যাস্ফোট্যাচ্যুতোঽরিষ্টং তলশব্দেন কোপয়ন্।
সখ্যুরংসে ভুজাভোগং প্রসর্য্যাবস্থিতো হরিঃ।।১০৩।।

সোঽপ্যেবং কোপিতোঽরিষ্টঃ খুরেণাবনিমুল্লিখন্।
উদ্যৎপুচ্ছভ্রমন্মেঘঃ ক্রুদ্ধঃ কৃষ্ণমুপাদ্রবৎ।।১০৪।।

তদনন্তর কৃষ্ণের বনগমনে গোপীগণ যে বিরহগীত গান করিয়াছিলেন, তাহা বিংশ কিরণে পঠনীয়। তাহার পর অরিষ্টবধ। অরিষ্টনামা বৃষমূর্তি অসুর গোষ্ঠে আসিয়া উপস্থিত হইল। অরিষ্টের পৃষ্ঠে ককুধ অতিশয় সমৃদ্ধ। সে নিজ ক্ষুরদ্বারা পৃথিবীকে বিক্ষত করিয়া আসিতে লাগিল। কৃষ্ণ "আমি অরিষ্টকে বধ করিব, ভয় নাই" এইরূপ আস্ফোট করিতে করিতে তল-শব্দদ্বারা তাহাকে ক্রোধিত করিয়া সখার স্কন্ধে হস্ত প্রসারিত করত দাঁড়াইলেন। কুপিত হইয়া অরিষ্ট খুরের দ্বারা পৃথিবী লিখিতে ঊর্ধ্বপুচ্ছভাবে কৃষ্ণের প্রতি দৌড়িয়া আসিল।।১০২-১০৪।।

সোঽপবিদ্ধো ভগবতা পুনরুত্থায় সত্বরম্।
আপতৎ স্বিন্নসর্বাঙ্গো নিঃশ্বসন্ ক্রোধমূর্ছিত।।১০৫।।

ভগবান্ তাহাকে বিদ্ধ করিলে সে পুনরায় সত্বরে উঠিয়া সর্বাঙ্গে স্বেদ নিঃসরণ করতঃ ক্রোধদ্বারা মূর্ছিত হইয়া নিঃশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক আসিয়া পড়িল।।১০৫।।

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য শৃঙ্গয়োঃ
পদা সমাক্রম্য নিপাত্য ভূতলে।
নিষ্পীড়য়ামাস যথার্দ্রমম্বরং
কৃত্বা বিষাণেন জঘান সোঽপতৎ।।১০৬।।

তাহার দুই শৃঙ্গ নিগ্রহপূর্বক পদাক্রমণদ্বারা ভূতলে ফেলিয়া পীড়ন করায় আর্দ্রবস্ত্রের ন্যায় তাহার শৃঙ্গ উৎপাটন করতঃ তাহাকে আঘাত করিলেন। তখন সে নিপতিত হইল।।১০৬।।

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মানঃ স্বজাতিভিঃ।
বিবেশ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ।।১০৭।।

এই প্রকারে কুকদ্মী অরিষ্টকে বধ করিয়া, গোপগণদ্বারা স্তূয়মান হইয়া বলদেবের সহিত গোপীগণের নয়নোৎসব কৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।।১০৭।।

অরিষ্টে নিহতে গোষ্ঠে কৃষ্ণেনাদ্ভুতকর্মণা।
কংসায়াথাহ ভগবান্নারদো দেবদর্শনঃ।।১০৮।।

অদ্ভুতকর্মা কৃষ্ণকর্তৃক গোষ্ঠে অরিষ্ট নিহত হইলে দেবদর্শন ভগবান্ নারদ কংসকে তাহা বলিলেন।।১০৮।।

ততঃ কেশীবধঃ। (১০।৩৭।১)
কেশী তু কংসপ্রহিতঃ খুরৈর্মহীং

মহাহয়ো নির্জরয়ন্ মনোজবঃ।
সটাবধূতাভ্রবিমানসঙ্কুলং
কুর্বন্নভো হ্রেষিতভীষিতাখিলঃ।।১০৯।।

কংসকর্তৃক প্রেরিত কেশী নামক বৃহৎ ঘোটকমূর্তি অসুর খুরের দ্বারা মহীকে নির্জরিত করিয়া মনের ন্যায় বেগে উপস্থিত হইল। সটাদ্বারা অভ্র-বিমানসমূহকে আকাশে বিচ্ছিন্ন করিয়া হ্রেষারবে সকলকে ভীত করিতে লাগিল।।১০৯।।

(১০।৩৭।৭)
সমেধমানেন স কৃষ্ণবাহুনা
নিরুদ্ধবায়ুশ্চরণাংশ্চ নিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবৃত্তলোচনঃ।
পপাত লণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ।।১১০।।

কৃষ্ণ স্বীয় হস্ত তাহার বদনে প্রবেশ করাইয়া তাহা বৃদ্ধি করিলে সেই সংবর্ধমান কৃষ্ণবাহু দ্বারা নিরুদ্ধবায়ু হইয়া পদচতুষ্টয় ছুড়িতে ছুড়িতে প্রস্বেদময় গাত্র এবং বহির্গত চক্ষুর্দ্বয় সেই অসুর মল মূত্র ত্যাগ করিতে করিতে বিগতজীবন হইয়া প্রাণত্যাগ করিল।।১১০।।

ততঃ ব্যোমবধঃ। (১০।৩৭।২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩২ ও ৩৩)
একদা তে পশূন্ পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়নক্রীড়ং চৌরপালাপদেশতঃ।।১১১।।

ময়পুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেশধৃক্।
মেষায়িতাপোবাহ প্রায়শ্চৌরায়িতো বহূন্।।১১২।।

গিরিদর্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতান্নীতান্মহাসুরঃ।
শিলয়া পিদধে দ্বারং চতুঃ পঞ্চাবশেষিতাঃ।।১১৩।।

তস্য তৎকর্ম বিজ্ঞায়ঃ কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাম্।
গোপান্নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসা।।১১৪।।

তং নিগৃহ্যচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে।
পশ্যতাং দিবি দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ।।১১৫।।

গুহাপিধানং নিভিদ্য গোপান্নিঃসার্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তূয়মানোঽনুগৈর্দেবৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলম্।।১১৬।।

এক দিবস গোপালসকল পর্বতসানুতে গরু চরাইতে চরাইতে চৌরপালবেশে নিলায়নক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। ইত্যবসরে ময়পুত্র মহামায়াবী ব্যোমাসুর গোপালবেশে মেষ হইয়া গোপবালকবিগকে হরণ করিতে লাগিল। তাহাদিগকে গিরিদরি মধ্যে লইয়া লইয়া ফেলিতে লাগিল এবং প্রস্তরদ্বারা দ্বার বন্ধ করিয়া দিল। চারিটী বা পাঁচটী গোপাল বাকী থাকিলে সাধুশরণদ কৃষ্ণ তাহা অবগত হইয়া সেই গোপবেশী অসুরকে সিংহ যেরূপ বৃকে ধরে, সেইরূপ ধরিলেন। হস্তদ্বয়দ্বারা তাহাকে নিগ্রহ করিয়া মহীতলে পাতিত করিলেন। স্বর্গে দেবতাগণ দেখিতে লাগিল, তাহাকে পশুবধের ন্যায় মারিয়া ফেলিলেন। গুহার আচ্ছাদন নির্ভেদ করিয়া গোপদিগকে তথা হইতে বাহির করিলেন। অনুগত দেবতাগণ স্তব করিতে লাগিল। তখন গোকুলে প্রবেশ করিলেন।।১১১-১১৬।।

কেশীপ্রেরণাৎ প্রাক্ অক্রূরঃ রামকৃষ্ণনয়নার্থমনুজ্ঞাতঃ। (১০।৩৮।১ ও ৩৪)

অক্রূরোঽপি চ তাং মধুপুর্যাং মহামতিঃ।
উষিত্বা রথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দগোকুলম্।।
রথাত্তূর্ণমবপ্লুত্য সোঽক্রূরঃ স্নেহবিহ্বলঃ।
পপাত চরণোপান্তে দণ্ডবদ্রামকৃষ্ণয়োঃ।।১১৭।।

কেশী প্রেরণের পূর্বেই ধনুর্যাগে কৃষ্ণরামকে আনিবার জন্য কংস অক্রূরকে আজ্ঞা দিয়াছিল। অক্রূর সেই রাত্রে মথুরায় থাকিয়া রথে পরদিন প্রাতে নন্দগোকুলে প্রস্থান করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া রামকৃষ্ণকে দেখিলেন এবং রথ হইতে নামিয়া স্নেহ-বিহ্বলভাবে অক্রূর রামকৃষ্ণের চরণপ্রান্তে দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলেন।।১১৭।।

ভগবদ্দর্শনাহ্লাদবাষ্পপর্যাকুলেক্ষণঃ।
পুলকাচিতাঙ্গ ঔৎকণ্ঠ্যাৎ স্বাখ্যানেঽপি হি নাশকৎ।।১১৮।।

ভগবদ্দর্শনে আহ্লাদবাষ্পসমূহের দ্বারা চক্ষু ছল ছল করিতেছে। পুলকিতাঙ্গ হইয়া মহা উৎকণ্ঠে স্বীয় বিবরণ বলিতে শক্তি পাইলেন না।।১১৮।।

(১০।৩৯।৮।১০।১১।৩৮।৩৪।৩৫।৩৫)

পৃষ্টো ভগবতে সর্বং বর্ণয়ামাস মাধবঃ।
বৈরানুবন্ধং যদুষু বসুদেববধোদ্যমম্।।
শ্রুত্বাক্রূরবচঃ কৃষ্ণো রামশ্চ পরবীরহা।
প্রহস্য নন্দং পিতরং রাজ্ঞাদিষ্টং বিজজ্ঞতুঃ।।
গোপান্ সমাদিশৎ সোঽপি গৃহ্যতাং সর্বগোরসঃ।
উপায়নানি গৃহ্ণীধ্বং যুজ্যন্তাং শকটানি চ।।
ভগাবনপি সংপ্রাপ্তো রামাক্রূরযুতো নৃপ।
রথেন বায়ুবেগেন কালিন্দীমঘনাশিনীম্।।১১৯।।

পৃষ্ট হইয়া মধুবংশজ অক্রূর কৃষ্ণকে সকল কথা বর্ণন করিলেন যদুগণের প্রতি কংশের বৈরানুবন্ধ ও বসুদেব বধোদ্যমও শুনাইলেন। অক্রূরবাক্য শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণ ও পরবীরনাশী রাম হাস্য করিয়া পিতা নন্দকে রাজাজ্ঞা অবগত করাইলেন। নন্দ মহাশয় আজ্ঞা করিলেন, হে গোপগণ! সমস্ত গোরস সংগ্রহপূর্বক রাজযোগ্য উপায়ন প্রস্তুত কর ও শকট সকলে বলদ যোজনা কর। ভগবান্ কৃষ্ণরামও অক্রূরের সহিত হে নৃপ! বায়ুবেগরথে অঘনাশিনী কালিন্দীর তীরে পৌঁছিলেন।।১১৯।।

(মনু) গোপ্যশ্চ দয়িতং কৃষ্ণমুপব্রজ্যানুরঞ্জিতাঃ।
প্রত্যাদেশং ভঃগবত কাঙক্ষন্ত্যশ্চাবতস্থিরে।।
তাস্তথা তপ্যতীর্বীক্ষ্যস্বপ্রস্থানে যদূত্তমঃ।
সান্ত্বয়ামাস সপ্রেমৈরায়াস্য ইতি দৌত্যকৈঃ।
যাবদালক্ষ্যতে কেতুর্যাবদ্রেণূরথস্য চ।
অনুপ্রস্থাপিতাত্মানো লেখ্যানীবোপলক্ষিতাঃ।।১২০।।

গোপীগণ অনুরঞ্জিত হইয়া প্রিয় কৃষ্ণকে অনুব্রজা করিয়া তন্নিকটে প্রত্যাদেশ অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইলেন। স্বীয় প্রস্থানে গোপীগণ বিশেষ অনুতাপিত হইতেছেন দেখিয়া প্রেমের সহিত সান্ত্বনাবাক্য বলিয়া 'আমরা আবার আসিব' এইরূপ দ্যোতক লক্ষণ বলিলেন। যে পর্যন্ত রথের কেতু দেখা গেল এবং যে পর্যন্ত চক্ররেণু অনুভূত হইল সে পর্যন্ত গোপীগণ কৃষ্ণপ্রীতি চিত্তকে প্রস্থাপিত করিয়া চিত্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন।।১২০।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরসবর্ণনে
একোনবিংশঃ কিরণঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং সিদ্ধপ্রেমরসবর্ণনেব্রজলীলাকীর্তনে
একোনবিংশকিরণে মরীচিপ্রভা নাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।।

বিংশঃ কিরণঃ

সিদ্ধপ্রেমরসঃ। রসমধুরিমা।

শরদি গোপীনাং পূর্বানুরাগঃ। প্রলম্ববধানন্তরং। শুকঃ পরীক্ষিতম্। (১০।২১।৫)
বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং
বিভ্রদ্বাসঃ কনককপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্।
রন্ধ্রান্ বেণোরধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-
র্বৃন্দারণ্যং স্বপদরমণং প্রাবিশদ্গীতকীর্তিঃ।।১।।

রাধাপদাশ্রিতাঃ সর্বে গৌরকৃপাপ্রসাদতঃ।
সিদ্ধপ্রেমরসে মগ্না বন্দে তান্ গৌরজীবনান্।।

কৃষ্ণপ্রীতিই প্রয়োজন। তন্মধ্যে মধুরপ্রীতি সর্বোত্তমা। তাহা কেবল ব্রজগোপীদিগের নিত্যধন। গোপীদিগের কৃষ্ণদর্শন বা কৃষ্ণগুণশ্রবণে পূর্বরাগ হয়। পূর্বরাগ হইতে মিলন, সম্ভোগ ও বিচ্ছেদাদি বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমেই পূর্বরাগ বর্ণন। মস্তকের উপরে ময়ূর-পুচ্ছ-ভূষণ, নটবর-বপু, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার শোভা, কনকের ন্যায় কপিশবর্ণ বস্ত্র পরিধান, বৈজয়ন্তী মালা শোভিত গলদেশ এবং বেণুরন্ধ্রে অধর সুধা পরিপূরণ -- এই সমস্ত শোভায় শোভিত এবং গোপবৃন্দের সহিত স্বীয় পদাঙ্ক দ্বারা রতিজনক বৃন্দাবনে গীতকীর্তি কৃষ্ণ প্রবেশ করিলেন।।১।।

(১০।১৫।৪২-৪৩)
তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তলবদ্ধবর্হ-
বনপ্রসূনরুচিরেক্ষণচারুহাসম্।
বেণুং ক্বণন্তমনুগৈরুপগীতকীর্তিং
গোপ্যো দিদৃক্ষিতদৃশোঽভ্যগমন্ সমেতাঃ।।২।।

গোপদরজ দ্বারা ছুরিতকুন্তলে ময়ূরপুচ্ছ বন্যপ্রসূন আবদ্ধ রহিয়াছে। ক্ষণে ক্ষণে সুন্দরহাস দ্বারা রুচির। বেণুতে গান কতরিতেছেন। অনুগগণের দ্বারা তাঁহার লীলাকীর্তি গীত হইতেছে, এই প্রকারে লক্ষিত কৃষ্ণের নিকট উৎকণ্ঠাদৃষ্টিযুক্ত নয়ন-শোক্ষিত গোপীগণ একত্রে আগমন করিলেন।।২।।

পীত্বা মুকুন্দমুখসারঘমক্ষিভৃঙ্গৈ-
স্তাপং জহুর্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি।
তৎসৎকৃতিং সমধিগম্য বিবেশ গোষ্ঠং
সব্রীড়হাসবিনয়ং যদপাঙ্গমোক্ষম্।।৩।।

দিবাভাগে কৃষ্ণমুখমধু চক্ষুভৃঙ্গের দ্বারা পান করিয়া ব্রজ-গোপীগণ বিরহজতাপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ব্রজগোপীদিগের সলজ্জহাস, বিনয় এবং অপাঙ্গ-মোক্ষরূপ সৎকৃতি প্রাপ্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণ গোষ্ঠে প্রবেশ করিলেন।।৩।।

(১০।২১।২-৩)
কুসুমিতবনরাজিশুষ্মিভৃঙ্গ-
দ্বিজকুলঘুষ্টসরঃ সরিন্মহীধ্রম্।
মধুপতিরবগাহ্য চারয়ন্ গাঃ
সহপশুপালবলশ্চুকূজ বেণুম।।৪।।

উন্মত্ত ভৃঙ্গ ও পক্ষীসমূহ-নিনাদিত সরসী, সরিৎ ও পর্বত-শোভিত কুসুমিত-বনরাজিতে গরু চরাইবার জন্য পশুপালগণের সহিত সবলদেব শ্রীকৃষ্ণ বেণু বাজাইয়াছিলেন।।৪।।

তদ্ব্রজস্ত্রিয় আশ্রুত্য বেণুগীতং স্মরোদয়ম্।
কাশ্চিৎ পরোক্ষং কৃষ্ণস্য স্বসখীভ্যোঽন্ববর্ণয়ন্।।৫।।

সেই কামোদয়কারী বেণুগীত ব্রজস্ত্রীগণ শ্রবণ করিয়া কৃষ্ণের অনুপস্থিতি সময়ে কোন গোপী স্বসখীগণের নিকট এইরূপ বর্ণন করিয়াছিলেন।।৫।।

(১০।২১।১০)
বৃন্দাবনং সখি ভুবো বিতনোতি কীর্তিং
যদ্দেবকীসুতপদাম্বুজলব্ধলক্ষ্মী।
গোবিন্দবেণুমনুমত্তময়ূরনৃত্যং
প্রেক্ষ্যাদ্রিসান্ববরতান্যসমস্তসত্ত্বম্।।৬।।

আহা! সখী! আশ্চর্য দেখ! দেবকীসুত কৃষ্ণের পাদাম্বুজলক্ষ্মী স্পর্শ করিয়া এই বৃন্দাবন পৃথিবীর কীর্তি বিস্তার করিতেছেন। দেখ গোবিন্দের বেণুধ্বনি শুনিয়া মত্ত ময়ূরগণ নৃত্য করিতেছে। তাহা দেখিয়া পর্বতসানু হইতে অন্য সমস্ত সত্ত্ব প্রয়োজনান্তর পরিত্যাগপূর্বক নীচে আসিতেছে।।৬।।

(১০।২১।১১)
ধন্যাঃ স্ম মূঢ়গতয়োঽপি হরিণ্য এতা
যা নন্দনন্দনমুপাত্যবিচিত্রবেশম্।
আকর্ণ্য বেণুরণিতং সহকৃষ্ণসারাঃ
পূজাং দধুর্বিরচিতাং প্রণয়াবলোকৈঃ।।৭।।

আহা মূঢ়গতিপ্রাপ্ত এই হরিণীগণ ধন্য, কেননা নন্দনন্দনের বিচিত্র বেশ দর্শন করিতেছে।

উঁহারা এবং কৃষ্ণসার সকল বাদিতবেণুনাদ শ্রবণ করত প্রণয়াবলোক-বিরচিত কৃষ্ণপূজা করিতেছে।।৭।।

(১০।২১।১৩)
গাবশ্চ কৃষ্ণমুখনির্গতবেণুগীত-
পীযূষমুত্তভিতকর্ণপুটৈঃ পিবন্ত্যঃ।
শাবাঃ স্নুতস্তনপয়ঃকবলাঃ স্ম তস্থু-
র্গোবিন্দমাত্মনি দৃশাশ্রুকলাঃ স্পৃশন্ত্যঃ।।৮।।

দেখ, গরুগুলি কৃষ্ণমুখবিনির্গত বেণুগীতসুধা উচ্চকর্ণপুটে পান করিতেছে। বৎসগুলি মাতৃস্তন হইতে গলিতদুগ্ধ পান করিতে করিতে গীতমোহিতভাবে স্তন পরিত্যাগপূর্বক স্থির হইয়া চক্ষে অশ্রুকণার সহিত মনে মনে কৃষ্ণকে স্পর্শ করিতেছে।।৮।।

(১০।২১।১৪, ১৬ ও ১৭)
প্রায়ো বতাম্ব মুনয়ো বিহগা বনেহস্মিন্
কৃষ্ণেক্ষিতং তদুদিতং কলবেণুগীতম্।
আরুহ্য যে দ্রুমভুজান রুচিরপ্রবালান্।
শৃণ্বন্তি মীলিতদৃশো বিগতান্যবাচঃ।।৯।।

হে মাতঃ! আবার দেখ, এই বনে বিহগসকল মুনিপ্রায়। বৃক্ষের প্রবালসদৃশ দ্রুমভুজে বসিয়া চক্ষু নিমীলন করত বাক্‌শূন্য হইয়া কৃষ্ণদর্শন করিতেছে এবং কৃষ্ণের বেণু-গীত শ্রবণ করিতেছে।।৯।।

দৃষ্ট্বাতপে ব্রজপশূন্ সহরামগোপৈঃ
সঞ্চারয়ন্তমনু বেণুমুদীয়রন্তম্।
প্রেমপ্রবৃদ্ধ উদিতঃ কুসুমাবলীভিঃ
সখ্যুর্ব্যধাৎ সবপুষাম্বুদ আতপত্রম।।১০।।

রাম ও গোপগণের সহিত বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ ব্রজপশুগুলি রৌদ্রে চালিত করিতেছেন, সেই সময়ে প্রেমদ্বারা সমৃদ্ধ হইয়া সমুদিত কুসুমাবলী সহকারে কৃষ্ণবপুর সদৃশ সখা স্বরূপ মেঘমালা ছত্ররূপে আপনাদিগকে বিধান করিতেছে।।১০।।

পূর্ণাঃ পুলিন্দ্য উরুগায়পদাব্জরাগ-
শ্রীকুঙ্কুমেন দয়িতাস্তনমণ্ডিতেন
তদ্দর্শনস্মররুজস্তৃণরুষিতেন
লিম্পন্ত্য আননকুচেষু জহুস্তদাধিম্।।১১।।

দেখ, পুলিন্দরমণীগণ কৃতার্থা। কৃষ্ণপাদাব্জ-রাগরূপ শ্রীকুঙ্কুমদ্বারা কৃষ্ণ প্রিয়তমার স্তন-মণ্ডিত হইয়াছিল, তাহা দেখিয়া কামপীড়ায় পীড়িত হইল। তৎসংলগ্ন তৃণে আপনাদের কানন ও কুচ ঘর্ষিত করিয়া সেই কামপীড়াকে শান্তি করিল। ইহারা বড় ভাগ্যবতী।।১১।।

(১০।২১।২০)
এবম্বিধা ভগবতো যা বৃন্দাবনচারিণঃ।
বর্ণয়ন্ত্যো মিথো গোপ্যঃ ক্রীড়াস্তন্ময়তাং যযুঃ।।১২।।

বৃন্দাবনচারী শ্রীকৃষ্ণের এইরূপ লীলা পরস্পর বর্ণন করিতে করিতে গোপীগণ তন্ময়তা প্রাপ্ত হইলেন।।১২।।

ইতি পূর্বানুরাগং শরৎ প্রসঙ্গে বর্ণিতম্। পুনঃ হেমন্তে। (১০।২২।২২)
দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়াবহাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নবচ্চ কারিতাঃ।
বস্ত্রাণি চৈবাপহৃতান্যথাপ্যমুং
তা নাভ্যসূয়ন্ প্রিয়সঙ্গনির্বৃতাঃ।।১৩।।

এই প্রকার শরৎপ্রসঙ্গে পূর্বানুরাগ বর্ণিত হইয়াছে। এখন হেমন্ত প্রসঙ্গে কিছু লীলা বর্ণন হইতেছে। কুমারীগণ কাত্যায়নী-ব্রত করিলে স্নানকালে তাঁহাদের বস্ত্র কৃষ্ণ হরণ করিলেন। এই প্রসঙ্গে অনেক পরিহাসাদিপূর্বক, ক্রমে তাহাদ্দিগকে বস্ত্র পুনঃ প্রদান করিলেন। তখন গোপকুমারীগণ দৃঢ়রূপে প্রলব্ধ হইয়া লজ্জা প্রাপ্ত হইলেন। বঞ্চিত, পরিহাসিত এবং ক্রীড়িতভাবে বস্ত্রহৃত হইল। তাহাও অনেক ছলনার সহিত প্রদত্ত হইল। ইহাতে যেটুকু প্রিয়সঙ্গ হইল, তাঁহারা তাহাতে নির্বৃত্তিলাভ করত কৃষ্ণকে অসূয়াবাক্য বলেন নাই।।১৩।।

(১০।২২।২৪-২৭)
তাসাং বিজ্ঞায় ভগবান্ স্বপাদস্পর্শকাম্যয়া।
ধৃতব্রতানাং সঙ্কল্পমাহ দামোদরোঽবলাঃ।।১৪।।

ভগবান্ বুঝিলেন যে, ইহাঁরা আমার পদস্পর্শ-কামনায় ধৃতব্রতা হইয়াছেন। তখন ঐ অবলাদ্দিগকে দামোদর বলিতে লাগিলেন।।১৪।।

সঙ্কল্পো বিবিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদর্চনম্।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি।।১৫।।

হে সাধ্বীগণ! আমাকে অর্চন করাই তোমাদের সঙ্কল্প, তাহা আমি জানিয়াছি। আমাকর্তৃক অনুমোদিত হইয়া তোমাদের সঙ্কল্প সত্য হউক।।১৫।।

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেশতে।।১৬।।

আমাতে কাম দোষের জন্য নয়। অন্যকাম যে পরিমানে অমঙ্গলময়, কৃষ্ণকাম সেই পরিমাণে পূর্ণ মঙ্গলময়। মদাবিষ্ট বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণের কাম স্বার্থপর কামতাৎপর্য হয় না। ভর্জিত ও ক্বথিত (অগ্নিপক্ক) ধান যেরূপ বীজ উৎপন্ন করে না, সেইরূপ মৎসম্বন্ধি কাম সর্বকামবীজ ধ্বংস করে।।১৬।।

যাতাবলা ব্রজং সিদ্ধা ময়েমা রংস্যথ ক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্যার্চনং সতীঃ।।১৭।।

হে অবলাগণ, হে সতীগণ! তোমরা ব্রজে স্বীয় স্বীয় গৃহে গমন কর। যে উদ্দেশ্যে তোমরা আর্যা কাত্যায়নীর ব্রত করিয়াছ, তাহা সিদ্ধ হইবে। আগামী শরৎনিশাযোগে আমার সহিত তোমরা রমণ করিবে।।১৭।।

তথা শরদি (১০।২৯।১)
ভগবানপি তা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্লমল্লিকাঃ।
বীক্ষ্য রন্তুং মনশ্চক্রে যোগময়ায়ামুপাশ্রিতঃ।।১৮।।

শরৎলীলা বর্ণন করিতেছেন। শারদোৎফুল্ল-মল্লিকাযুক্ত সেই সকল রজনী দেখিয়া যোগমায়াবলে কৃষ্ণ রমণ করিতে মনন করিলেন। চিচ্ছক্তিই যোগমায়া। প্রাপঞ্চিক জগতে চিল্লীলা প্রকট করায় কৃষ্ণেচ্ছায় যোগমায়ার কার্য।।১৮।।

(১০।২৯।৪)
নিশম্য গীতং তদনঙ্গবর্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণগৃহীতমানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমাঃ
স যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ।।১৯।।

কৃষ্ণের অনঙ্গবর্ধন বেণুগীত শ্রবণ করিয়া ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণ-গৃহীত-মানস হইলেন। সকলেই পরস্পরের অলক্ষিত উদ্যমের সহিত কৃষ্ণের নিকট চলিলেন।।১৯।।

(১০।২৯।৮)
তা বার্যমাণাঃ পতিভিঃ পিতৃভির্ভ্রাতৃবন্ধুভিঃ।
গোবিন্দপহৃতাত্মানো ন ন্যবর্তন্ত মোহিতাঃ।।২০।।

পতি, পিতা, মাতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের দ্বারা নিরারিত হইয়াও গোবিন্দ অপহৃতচিত্ত

নিত্যসিদ্ধা গোপীগণ গমনে নিবৃত্ত হইলেন না।।২০।।

(১০।২৯।৯)
অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোহলব্ধবিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিতলোচনাঃ।।২১।।

সাধনপরা গোপীগণ অন্তর্গৃহগত হইয়া বাহির হইবার পথ না পাইয়া কৃষ্ণভাবনাযুক্ত চিত্তে চক্ষু নিমীলিত করিয়া কৃষ্ণকে ধ্যান করিতে লাগিলেন।।২১।।

(১০।২৯।১১)
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণবন্ধনাঃ।।২২।।

সেই পরমাত্মার অংশীরূপ কৃষ্ণকে পারকীয় বুদ্ধিতে সঙ্গত হইয়া গুণময় দেহ পরিত্যাগ করত সদ্য প্রক্ষীণবন্ধন হইয়া পড়িলেন।।২২।।

সমাগতাস্তাঃ কৃষ্ণঃ (১০।২৯।১৯)
রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বনিষেবিতা।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমাঃ।।২৩।।

নিত্যসিদ্ধাগণ কৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রেমোচিত ছলের সহিত কৃষ্ণ বলিতে লাগিলেন, হে সুমধ্যমাগণ! এই রজনী ঘোররূপা ঘোরসত্ত্বদ্বারা নিষেবিত। অতএব ব্রজে নিজ নিজ গৃহে গমন কর। এখানে থাকা উচিত নয়।।২৩।।

(১০।২৯।২৭)
শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোহনুকীর্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততো গৃহান্।।২৪।।

আমার শ্রবণ, দর্শন, ধ্যান ও অনুকীর্তন দ্বারা আমাতে ভাব হয়। এরূপ সন্নিকর্ষে সেরূপ ভাব হয় না। অতএব গৃহে ফিরিয়া যাও।।২৪।।

গোপ্যঃ (১০।২৯।৩৩)
কুর্বন্তি হি ত্বয়ি রতিং কুশলাঃ স্ব আত্ম-
ন্নিত্যপ্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্তিদৈঃ কিম্।
তন্নঃ প্রসীদ পরমেশ্বর মাস্ম ছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র।।২৫।।

কৃষ্ণের সেইরূপ অসদৃশ্য বাক্য শুনিয়া গোপীগণ বলিলেন, হে কৃষ্ণ! তুমি অতি প্রিয় আত্মা। নিত্য প্রিয়বস্তু। কুশলবুদ্ধি জনগণ তোমাতে রতি করেন। আর্তিদ অনিত্য পতিপুত্র প্রভৃতিতে কি হইবে! হে বরদেশ্বর! তোমাতে বহুকাল আশা ধরিয়া আসিতেছি। হে অরবিন্দ নেত্র! আমদিগকে ত্যাগ করিও না।।২৫।।

(১০।২৯।৩৮)
তন্নঃ প্রসীদ বৃজিনার্দন তেহঙ্ঘ্রি মূলং
প্রাপ্তো বিসৃজ্য বসতীস্ত্বদুপাসনাশাঃ।
ত্বৎ সুন্দরস্মিতনিরীক্ষণতীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষভূষণ দেহি দাস্যম্।।২৬।।

হে বৃজিনার্দন! নিজ নিজ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া তোমার উপাসনা আশায় তোমার পদমূল প্রাপ্ত হইয়াছি। তোমার সুন্দর হাস্য নিরীক্ষণে তীব্রকামতপ্ত যে আমরা, আমাদ্দিগকে, হে পুরুষভূষণ! দাস্য দান কর।।২৬।।

(১০।২৯।৪০)
কা স্ত্র্যঙ্গ তে কলপদায়তবেণুগীত-
সম্মোহিতার্যচরিতান্ন চলেত্ত্রিলোক্যাম্।
ত্রৈলোক্যসৌভগামিদঞ্চ নিরীক্ষ্য রূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্যবিভ্রন্।।২৭।।

এই ত্রিলোকীর মধ্যে কোন্ স্ত্রী আছে যে, তোমার কলপদামৃত বেণুগীত দ্বারা সম্মোহিত হইয়া আর্যচরিত হইতে বিচলিত না হয়। ত্রৈলোক্যসৌভাগ্যরূপ তোমার এই চমৎকার রূপ দর্শন করিয়া গোদ্বিজদ্রুমমৃগ পুলক ধারণ করে। আমরা ত তোমার নিত্য সহচরী, আমাদের প্রতি তোমার এই পরিহাসবাক্য চলিবে না।।২৭।।

(১০।২৯।৪২)
ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপীরাত্মারামোহপ্যরীরমৎ।।২৮।।

যোগেশ্বরেশ্বর কৃষ্ণ তাঁহাদের এইরূপ বিক্লবিত বাক্য শুনিয়া অল্প হাস্য করত আত্মারাম হইয়াও গোপীদিগের সহিত রমণ করিলেন। ভগবত্তত্ত্বের একপ্রান্ত পূর্ণ আত্মারামতা এবং অপর প্রান্ত লীলাধাম। আত্মারামতাই ভগবানের স্বধর্ম। তত্ত্যাগে পরস্ত্রীগ্রহণই পারকীয়রস।।২৮।।

(১০।২৯।৪৮)
তাসাং তৎসৌভগমদং বীক্ষ্যমাণঞ্চ কেশবঃ।

প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তরধীয়ত।।২৯।।

কৃষ্ণের সহিত রাসবিলাসে রাধাপ্রতিপক্ষ গোপীদিগের সৌভগমদ প্রকাশিত হইল। তাঁহাদের তজ্জনিত সম্মান দেখিয়া কেশব তাহা প্রশমিত করিয়া প্রসাদ দিবার জন্য সেই স্থান হইতে অন্তর্ধান হইলেন। তাৎপর্য এই যে, লীলাপোষণের জন্য নিত্যসিদ্ধাগণ শ্রীমতীর স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ ভেদে দ্বিবিধা। রাসে শ্রীমতীর সহিত সমপক্ষ ব্যবহার হওয়ায় প্রতিপক্ষের যে সৌভাগ্য হইল, তাহা প্রশমিত করিবার আশায় শ্রীকৃষ্ণ রাধিকাকে লইয়া অন্তর্ধান হইলেন। সে সময়ে স্বপক্ষগণ মনে মনে আনন্দিত থাকিয়া প্রতিপক্ষ যূথেশ্বরীর সহিত অন্বেষণে নিযুক্ত হইলেন।।২৯।।

(১০।৩০।৩-৪)
গতিস্মিতপ্রেক্ষণভাষণাদিষু
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ়মূর্তয়ঃ।
অসাবহং ত্বিত্যবলাস্তদাত্মিকা
ন্যবেদিষুঃ কৃষ্ণবিহারবিভ্রমাঃ।।৩০।।

গোপীদিগের তৎকালে অধিরূঢ়ভাব উদয় হইল। প্রিয়তম কৃষ্ণের গতি, স্মিত, প্রেক্ষণ, ভাষণাদিতে প্রতিরূঢ় মূর্তি হইয়া 'আমি কৃষ্ণ' এই বলিয়া অবলাগণ তদাত্মিকা হইয়া পড়িলেন। বিচ্ছেদসময়ে প্রিয়কে দুরে না রাখিতে পারিয়া এইরূপ তদাত্মিকাভাব প্রকাশ করা একটী প্রেমবিকার। ইহাকেও মহাভাব বলেন। পরস্পর কৃষ্ণবিহার-বিভ্রমসকল জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। জ্ঞানপক্ষে যে সাযুজ্য, তাহাতে আর রস উদয় হয় না। প্রেমপক্ষে এই ক্ষণিক সাযুজ্যের একটী আশ্চর্যভাব এই যে, কৃষ্ণদর্শনে বা কৃষ্ণ-সদৃশ ভাব দর্শনে তাহা আর থাকে না।।৩০।।

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেব সংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্তকবদ্বনাদ্বনম্।
পপ্রচ্ছুরাকাশবদন্তরং বহি-
র্ভূতেষু সন্তং পুরুষ বনস্পতীন্।।৩১।।

যখন কৃষ্ণকে অধিক মনে পড়িল, তখন বিহ্বল হইয়া অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। সকলে স্বপক্ষ প্রতিপক্ষ ভাব ত্যাগ করিয়া মিলিতপূর্বক কৃষ্ণ বিষয় গান করিতে লাগিলেন এবং উন্মত্তের ন্যায় এক বন হইতে অন্য বনে অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। আকাশবৎ সর্বভূতের বাহিরে ও অন্তরে বর্তমান কৃষ্ণবিষয়ে বনস্পতিগণের নিকট প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। ইহাই অন্যপ্রকার প্রেমবিকার।।৩১।।

(১০।৩০।২৪ ও ২৬)
এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।

ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ।।৩২।।

এইরূপে কৃষ্ণবিষয়ে বৃন্দাবন-লতা ও তরুগণকে জিজ্ঞাসা করিতে করিতে বনের একস্থানে পরমাত্মা কৃষ্ণের দুই পদচিহ্ন দেখিতে পাইলেন।।৩২।।

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎপদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ।
বধ্বাঃ পদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্তাঃ সমব্রুবন্।।৩৩।।

সেই পদচিহ্ন ধরিয়া ক্রমে ক্রমে অন্বেষণ করিতে করিতে সম্মুখে অবলাগণ কৃষ্ণপদদ্বয় বধূপদ-চিহ্ন-সহিত সুপৃক্ত দেখিয়া আর্তভাবে বলিতে লাগিলেন।।৩৩।।

(১০।৩০।২৮-৩৩, ৩৫ ও ৩৭ - ৪০)
অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ।।৩৪।।

প্রতিপক্ষের যূথেশ্বরী চন্দ্রাবলী বলিলেন। হে সখীগণ! এই যে রাধিকা আমাদের সকলের অপেক্ষা ভাগ্যবতী। ইনি অবশ্য আমাদের অপেক্ষা ভগবান্ হরিকে অধিক আরাধনা করিয়া 'রাধিকা' এই নামটী লাভ করিয়াছেন। এতন্নিবন্ধন আমাদ্গিকে রাসস্থলীতে পরিত্যাগ করত গোবিন্দ অধিকপ্রীত হইয়া ইঁহাকে একান্তে আনিয়াছেন।।৩৪।।

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাঙ্ঘ্র্যব্জরেণবঃ।
যান্ ব্রহ্মেশৌ রমাদেবী দধুর্মূর্ধ্ন্যঘনুত্তয়ে।।৩৫।।

হে সখীগণ! কৃষ্ণের পাদপদ্মরেণু ব্রহ্মা, শিব ও রমাদেবী পাপবিনাশের জন্য প্রাপ্তমাত্র শিরে ধারণ করেন। রাধিকার পদরেণুযুক্ত হইয়া ইহা অধিক ধন্য হইল। এস্থলে রাধিকার মাহাত্ম্যজ্ঞানে চন্দ্রাবলীর সৌভগমদ দূর হইল।।৩৫।।

তস্যা অমূনি নঃ ক্ষোভং কুর্বন্ত্যুচ্চৈঃ পদানি যৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্ক্তেঽচ্যুতাধরম্।।৩৬।।

রাধিকা সহচরী ললিতা সোল্লুণ্ঠ উক্তি অবলম্বনপূর্বক বলিলেন, হে শৈব্যে কৃষ্ণপাদপদ্মের সহিত রাধাপাদপদ্ম সম্পৃক্ত থাকায় কোন ক্ষোভের বিষয় নাই, কেননা রাধিকা ব্যতীত ইহাতে আর কাহারই বা অধিকার ঘটে। তবে কথা এই, আমাদের সকল গোপীর ধন যে কৃষ্ণাধরামৃত, তাহা তিনি একা লইয়া ভোগ করেন, এইমাত্র ক্ষোভের বিষয় বটে।।৩৬।।

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যা নূনং তৃণাঙ্কুরৈঃ।

খিদ্যৎসুজাতাঙ্ঘ্রি তলামুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ।।
ইমান্যধিকমগ্নানি পদানি বহতো বধূম্।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ।।
অত্রাবরোপিতা কান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।।৩৭।।

বিশাখা বলিতেছেন, আহা! রাধিকার কি সৌভাগ্য! আর এখানে তাঁহার পদচিহ্ন দেখা যাইতেছে না। বোধহয় তাঁহার সুকোমল পদতল তৃণাঙ্কুরের দ্বারা খিন্ন হওয়ায় প্রিয় কৃষ্ণ আপনার প্রেয়সী রাধাকে কোলে করিয়া চলিলেন। আবার দেখ, এই হরিপদ চিহ্নসকল অধিকতর মগ্ন হইয়াছে। বধূ রাধিকাকে বহন করিতে গিয়া ভারাক্রান্ত রাধিকাকামী কৃষ্ণের পদচিহ্ন দৃঢ় হইয়া পড়িয়াছে। আবার এইস্থানে দেখ, মহাত্মা কৃষ্ণের দ্বারা রাধা অবরোপিত হইয়াছেন। বোধ হয় কৃষ্ণ কান্তার জন্য ফুল তুলিবেন বলিয়া তাঁহাকে নামাইয়া দিয়াছেন।।৩৭।।

অত্র প্রসূনাবচয়ঃ প্রিয়ার্থে প্রেয়সা কৃতঃ।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতাসকলে পদে।।৩৮।।

অনঙ্গমঞ্জরী বলিলেন, আহা দিদির কি সৌভাগ্য! এইখানে দেখ কৃষ্ণের পদাগ্রভাগ অধিক মগ্ন হইয়াছে। প্রিয় কৃষ্ণ প্রিয়ার জন্য পুষ্পচয়ন করিতে গিয়া পদের অগ্রভাগ মগ্ন করিয়া দাঁড়াইয়াছেন।।৩৮।।

কেশপ্রসাধনং ত্বত্র কামিনা কৃতম্।
তানি চূড়য়তা কান্তামুপবিষ্টমিহ ধ্রুবম্।।৩৯।।

রূপমঞ্জরী বলিলেন, দেখ এইস্থলে কামী কৃষ্ণ কামিনী রাধার কেশ প্রসাধন করিয়াছেন। কৃষ্ণ এই কার্য সাধিবার জন্য নিভৃতে শ্রীমতীকে আনিয়াছিলেন। সকল গোপীর সহিত রসামণ্ডলে একতা দেখিয়া রাধিকার যে স্বভাবতঃ বাম্য হয়, তাহা শান্ত করিবার জন্য তদীয় গ্রন্থিতকেশে পুষ্পচূড়া দিবার জন্য এইখানে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন।।৩৯।।

ইত্যেবং দর্শয়ন্ত্যস্তাশ্চেরুর্গোপ্যো বিচেতসঃ।
যাং গোপীমনয়ং কৃষ্ণো বিহায়ান্যাঃ স্ত্রিয়ো বনে।।৪০।।

ততো গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশবমব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতং নয় মাং যত্র যে মনঃ।।৪১।।

আত্মারাম কৃষ্ণ শ্রীমতীর সহিত একান্ত খণ্ডিত সম্ভোগ রস-আস্বাদন করিতেছিলেন। রমণসময়ে কামীর যে দৈন্য, তাহা কৃষ্ণে লক্ষিত হইতেছিল। কামিনীর যে অভিমানাদি র্লভতা ভাবরূপ দৌরাত্ম্য, শ্রীমতীতে স্বভাবতঃ প্রকাশ হইল। এবম্ভূতভাবে রাধাকৃষ্ণের

বিহারাবসানে অন্য গোপীদিগের বিক্লবতা শ্রীমতীর মনে উদয় হইল। অন্য সমস্ত গোপীগণ শ্রীমতীর কায়ব্যূহ। তাঁহাদের সহিত কৃষ্ণের মিলনে শ্রীমতীর স্বাভাবিক সুখ হয়। রাস ব্যতীত সকলের কৃষ্ণের মিলন সম্ভব হয় না। রাসে কৃষ্ণের মন হইয়াছে। অতএব স্বাধীন-ভর্তৃকাভাব প্রদর্শন পূর্বক দৃপ্ত হইয়া কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি শ্রান্ত হইয়াছি। চলিতে পারি না। এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় লইয়া চল। অর্থাৎ রাসস্থলীতে লইয়া যাও।।৪০-৪১।।

এবমুক্তঃ প্রিয়ামাহ স্কন্ধ আরুহ্যতামিতি।
ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত।।৪২।।

কৃষ্ণ শ্রীমতীর মনের ভাব বুঝিয়া প্রিয়াকে কহিলেন আমার স্কন্ধে আরোহন কর। এই বলিতে বলিতে কৃষ্ণ শ্রীমতীর বিপ্রলম্ভ ভাব দেখিবার মানসে অন্তর্ধান হইলেন। বিপ্রলম্ভে প্রথমতঃ সুখাধিক্য আবার স্বাধীনভর্তৃকার যে দৃপ্তিভাবরূপ দৌরাত্ম্য তাহা বিগত হয়। অতএব শ্রীমতীকে সম্পূর্ণরূপ রাসসুখ দিবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের এই রসভঙ্গী। বিপ্রলম্ভ উপস্থিত হইলে শ্রীমতী বিলাপ করিতে লাগিলেন।।৪২।।

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিম্।।৪৩।।

হে নাথ! হে মহাভুজ! হে রমণশ্রেষ্ঠ! এখন তুমি কোথায় রহিলে? হে সখে এই কৃপণা দাসীকে আবার দেখা দাও।।৪৩।।

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয়বিশ্লেষান্মোহিতাং দুঃখিতাং সখীম্।।৪৪।।

যে সকল গোপীগণ কৃষ্ণের পথ অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাঁহারা দূর হইতে প্রিয়বিশ্লেষে মোহিত দুঃখিতা সখীকে পাইলেন।।৪৪।।

(১০।৩০।৪৪)
পুনঃ পুলিনমাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমনকাঙ্ক্ষিতাঃ।।৪৫।।

তখন সকলে মিলিয়া কালিন্দীর পুলিনে পুনরায় আগমনপূর্বক কৃষ্ণৈকভাবনাযুক্ত হইয়া তদাগমন্ আকাঙ্ক্ষায় একস্বরে গান করিতে লাগিলেন।।৪৫।।

(রাসগীতা) (১০।৩১।১-১৯)
জয়তি তেঽধিকং জন্মনা ব্রজঃ

শ্রয়ত ইন্দিরা শশ্বদত্র হি।
দয়িত দৃশ্যতাং দিক্ষু তাবকা-
স্ত্বয়ি ধৃতাসবস্ত্বাং বিচিন্বতে।।৪৬।।

গোপীগণ কহিলেন, হে দয়িত! তোমার জন্মের দ্বারা এই ব্রজ জয়যুক্ত হইয়াছে। ইন্দিরা অর্থাৎ ধামলক্ষ্মী সর্বদা ব্রজকে আশ্রয় করিয়া আছেন। আমাদের সম্মুখে তোমরা উদয় হইয়া দেখা দাও। তোমাতে প্রাণধারণপূর্বক তোমাকে অন্বেষণ করিতেছি।।৪৬।।

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ-
সরসিজোদর শ্রীমুষা দশা।
সুরতনাথ তেহশুল্কদাসিকা
বরদ নিঘ্নতো নেহ কিং বধঃ।।৪৭।।

হে সুরতনাথ! হে বরদ! আমরা তোমার বিনামূল্য দাসী। শরৎ ঋতুতে সরোবরে সুন্দরজাত বিকসিত কমলমধ্যবর্তী শোভাহারী তোমার নয়নদ্বারা আমাদিগকে ভিতরে ভিতরে বধ করিতেছ। ইহা কি বধ নয়? একবার দেখা দিয়া দাসীগণের প্রাণরক্ষা কর।।৪৭।।

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যালরাক্ষসা-
দ্বর্ষমারুতাদ্বৈদ্যুতানলাৎ।
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতো ভয়া-
দৃষভ তে বয়ং রক্ষিতা মুহুঃ।।৪৮।।

তুমি আমাদিগকে কালীয় বিষজল, ব্যালরূপ অঘাসুর, ইন্দ্রকৃত বাতবর্ষা ও বিদ্যুতানল, বৃষাসুর, ময়তনয় এবং অন্য সকল বিপদ্ হইতে রক্ষা করিয়াছ। হে ঋষভ! এখন কিনা তুমি অদর্শন হইয়া আমাদিগকে নিপীড়িত করিতেছ।।৪৮।।

ন খলু গোপিকানন্দনো ভবা-
নখিলদেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়ে
সখ উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে।।৪৯।।

যশোদানন্দন তুমি কৃষ্ণ! তোমাতেই আমাদের নিজসত্ব। কিন্তু তোমার যে ভাব দেখিতেছি, তাহাতে তুমি সেই ভাব আচ্ছাদন পূর্বক অখিল দেহীর অন্তরাত্মার দ্রষ্টারূপ বিষ্ণু, ব্রহ্মার দ্বারা বিশ্ব রক্ষার জন্য প্রার্থিত হইয়া সাত্বতগণের কুলে জন্মিয়াছ, এই পরিচয়ে আমাদের নিকটেও উদাসীন হইয়া পড়িতেছ। যাহাই হউক, আমাদের নিকট এরূপ ভাব ভাল দেখায় না।।৪৯।।

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণিধূর্য তে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কান্ত কামদং
শিরসি ধেহি নঃ শ্রীকরগ্রহম্।।৫০।।

হে বৃষ্ণিধূর্য! যশোদানন্দন বলিলে তোমার ভাবান্তর হয় দেখিয়া আমরা এখন বসুদেব-নন্দনতার পরিচয়ে তোমাকে ডাকিব। তোমার করকমল তোমার চরণাশ্রিতগণের সংসৃতিনাশরূপ বিরচিত অভয় হইয়াছে। আমরা তোমার বিচ্ছেদভয় নিবরাণস্বরূপ সেই করকমলকে দেখিতেছি। হে কান্ত! আমাদের সংসৃতি ভয় নাই। কৃপা করিয়া তোমার কামদ শ্রীকরগ্রহ আমাদের মস্তকে অর্পণ করিয়া বিচ্ছেদক্লেশ দূর কর।।৫০।।

ব্রজজনার্তিহন্ বীর যোষিতাং
নিজজনস্ময়ধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎকিঙ্করীঃ স্ম নো।
জলরুহাননং চারু দর্শয়।।৫১।।

হে ব্রজজনার্তিহন্! তুমি স্ত্রীগণের বীর। নিজজনের গর্বনাশক তোমার মন্দহাস্য। হে সখে তোমার নিত্য কিঙ্করী আমরা। আমাদ্গিকে তোমার সুন্দর মুখপদ্ম দেখাও।।৫১।।

প্রণতদেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনম্।
ফণিফণার্পিতং তে পদাম্বুজং
কৃণু কুচেষ নঃ কৃন্ধি হৃচ্ছয়ম্।।৫২।।

তুমি প্রণতদেহীদিগের পাপকর্ষণ। গাভীগণের পশ্চাৎগামী। সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর নিকেতন। কালীয় ফণীর ফণায় অর্পিত তোমার পাদপদ্ম আমাদের স্তনদেশে অর্পণ করিয়া কামকে নাশ কর।।৫২।।

মধুরয়া গিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধিকরীরিমা বীর মুহ্যতী-
রধরসীধুনাপ্যায়য়স্ব নঃ।।৫৩।।

হে পুষ্করলোচন! তোমার মধুর বাক্য যাহা সুন্দর পদাবলী মিশ্রিত এবং পণ্ডিতদিগের যাহা অতিশয় মনোজ্ঞ, সেই বাক্যের দ্বারা মোহপ্রাপ্ত এই বিধিকরী অর্থাৎ কিঙ্করীদিগকে হে বীর! অধরামৃত পান করাইয়া স্নিগ্ধ কর।।৫৩।।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবি গৃণন্তি যে ভূরিদা জনাঃ।।৫৪।।

তোমার কথামৃত সন্তপ্তজনের জীবন। কবিগণ বলিয়াছেন যে, ইহাতে সকল কল্মষ দূর হয়। ইহা শ্রবণমঙ্গল এবং শ্রীমদের দ্বারা আতত বিস্তৃত। জগতে যাঁহারা বহু দান করিয়াছেন অর্থাৎ যাঁহারা বহুসুকৃতিশালী, তাঁহারা তোমার কথামৃত পান করেন।।৫৪।।

প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সম্বিদো যা হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি।।৫৫।।

হে প্রিয়! তোমার সুন্দর হাস্য, সপ্রেমদর্শন, তোমার ধ্যান, মঙ্গল বিহার এবং হৃদয়স্পর্শী নির্জন আলাপ, যে কুহক! আমাদের মনকে ক্ষোভিত করিতেছে।।৫৫।।

চলসি যদ্‌ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্
নলিনসুন্দরং নাথ তে পদম্।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীততীতি নঃ
কলিলতাং মনঃ কান্ত গচ্ছতি।।৫৬।।

হে কান্ত! যখন তুমি ব্রজ হইতে পশু চরাইতে চরাইতে বনে যাও, তখন তোমার পদসদৃশ সুন্দর পদ শিলাতৃণাঙ্কুর-দ্বারা ক্লেশ পায়, চিন্তায় আমাদের চিত্ত সর্বদা ক্লিষ্ট থাকে।।৫৬।।

দিনপরিক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতম্।
ঘনরজস্বলং দর্শয়ন্ মুহু-
র্মনসি নঃ স্মরং বীর যচ্ছসি।।৫৭।।

হে বীর! দিবাবসানে তোমার নীলকুন্তলাবৃত গোপদধূলি ধূসরিত কমলবদন পুনঃ পুনঃ দেখাইয়া আমাদের মনে কাম প্রদান করিয়া থাক।।৫৭।।

প্রণতকামদং পদ্মজার্চিতং
ধরণীমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।

চরণপঙ্কজং শন্তমঞ্চ তে
রমণ নঃ স্তনেষ্বর্পয়াধিহন্।।৫৮।।

হে আধিহন্ কৃষ্ণ! তোমার প্রণতজনের কামদ, লক্ষ্মী কর্তৃক অর্চিত, পৃথিবীর একমাত্র শোভা, আপদকালের ধ্যেয়, কামতাপ শান্তিকারী পাদপদ্ম হে রমণ! আমাদের স্তনযুগলে অর্পণ কর।।৫৮।।

সুরতবর্ধনং শোকনাশনং
স্মরিতবেণুনা সুষ্ঠুচুম্বিতম্।
ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতর বীর নস্তেহধরামৃতম্।।৫৯।।

হে বীর! সুরতবর্ধন, শোকনাশন, স্বরযুক্ত বেণুদ্বারা সুন্দররূপ চুম্বিত, নরগণের ইতর রাগ বিস্মারণ স্বরূপ তোমার অধরামৃত আমাদিগকে দান কর।।৫৯।।

অটতি যদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটি র্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে
জড়উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাম্।।৬০।।

দিবসে যখন তুমি বনে চল, তখন তোমাকে না দেখিয়া আমাদের প্রত্যেক ত্রুটি-পরিমাণকাল যুগসদৃশ হইয়া পড়ে। কুটীল কুন্তলযুক্ত তোমার শ্রীমুখ বিশেষ আগ্রহের সহিত আমরা দেখি। আমাদের চক্ষের পলক তখন বাধা দেয়। বিধাতা নিতান্ত নির্বোধ যে, কৃষ্ণমুখদর্শনকারীর চক্ষে পলক সৃষ্টি করিয়াছেন।।৬০।।

পতিসুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবা-
নতিবিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতিবিদস্তবোদগীতমোহিতাঃ
কিতব যোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি।।৬১।।

হে অচ্যুত! পতি, সুত, অন্বয়, ভ্রাতা ও বান্ধবগণকে অতিশয় লঙ্ঘন করিয়া আমরা তোমার নিকট আসিয়াছি। আমাদের আসার কারণ তুমি জান। তোমার গীতদ্বারা মোহিত হইয়া আসিয়াছি। হে কিতব! এমত অবস্থায় তোমা ব্যতীত আর কোন্ পুরুষ স্ত্রীগণকে রাত্রে এরূপ ত্যাগ করিয়া যায়।।৬১।।

রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষণম্।

বৃহদুরঃশ্রিয়ো বীক্ষ্য ধাম তে
মুহুরতিস্পৃহা মুহ্যতে মনঃ।।৬২।।

তোমার সহিত যে কামোদয়কারী নির্জন আলাপ, তোমার হাস্যমুখ, প্রেমদৃষ্টি, বৃহদ্বক্ষসৌন্দর্য এবম্বিধ তোমার অপূর্ব স্বরূপ দর্শনে মুহুর্মুহুঃ আমাদের মন মোহিত হইয়াছে এবং রতিস্পৃহা উদয় হইয়াছে।।৬২।।

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গ তে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলম্।
ত্যজ মনাক্ চ নস্ত্বৎস্পৃহাত্মনাং
স্বজনহৃদ্রুজাং যন্নিসূদনম্।।৬৩।।

হে কৃষ্ণ! তোমার এই প্রকটব্যক্তি ব্রজবাসীদের পক্ষে সকল ক্লেশনিবারক এবং বিশ্ব-মঙ্গলজনক। তোমাকে পাইবার স্পৃহাযুক্ত যে স্বজন আমরা, আমাদের নিকট হৃদ্রোগনাশক যে তোমার ঔষধি আছে, তাহা কিঞ্চিৎমাত্র আমাদিগকে দেও।।৬৩।।

যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং স্তনেষু
ভীতাঃ শনৈঃ প্রিয়ঃ দধীমহি কর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতে ন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভির্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ।।৬৪।।

আহা! আমরা আর কি বলিব, তুমি আমাদের প্রাণের প্রাণ! তোমার যে চরণাম্বুজ, তাহা আমাদের কর্কশ স্তনোপরি হে প্রিয়! আমরা কত ভয়ের সহিত ধারণ করি। সেই চরণ-কমলের দ্বারা তুমি বনে বনে ভ্রমণ কর। পাছে কূর্পাদি দ্বারা তাহা ব্যথিত হয়, এই আশঙ্কায় আমরা ব্যথিত হইতে থাকি।।৬৪।।

(১০।৩২।১-৩ ও ১০)
ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধা।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শনলালসাঃ।।৬৫।।

গোপীগণ এইরূপ গান করিতেছিলেন। বিচিত্ররূপে প্রলাপ করিতেছিলেন। কৃষ্ণদর্শনলালশায় সুস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন।।৬৫।।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মানমুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বরধরঃস্রগ্বী সাক্ষান্মথমন্মথঃ।।৬৬।।

তাঁহাদের সম্মুখে মন্দাহাস্যযুক্ত মুখাম্বুজের সহিত পীতাম্বরধর বনমালা বিভূষিত,

সাক্ষান্মন্মথ-মন্মথরূপ কৃষ্ণ সহসা আবির্ভূত হইলেন। জড়দেহে এবং লিঙ্গশরীরে জীবের যে কাম, তাহার নাম মন্মথ। সেই মন্মথ সকল অনর্থের হেতু। মনকে মথিত করিয়া জড়বিষয়গামী করে অর্থাৎ অণুচৈতন্যরূপ জীবকে বিভু-চৈতন্যরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্মুখ করে। বহির্মুখবিষয়ী এই মন্মথের বশীভূত হইয়া যোষিৎসঙ্গাদি-দ্বারা সংসারগর্তে পতিত হইয়া কষ্ট পায়। কৃষ্ণ চিজ্জগতের মন্মথ। সমস্ত শুদ্ধ চিদ্বস্তুকে আকর্ষণ করিয়া কৃষ্ণ নিত্য চিদ্ধামে পরম লীলা করিতেছেন। সেই লীলাই এই ব্রজের রাসলীলা। মায়িক চক্ষে বহির্মুখ জীব ক্ষুদ্র জড়ীয় মন্মথের সহিত চিল্লোকে তুলনা করিয়া অধঃপতন লাভ করে অথবা উদাসীন হইয়া বিরত হয়। চিন্মন্মথের হেয় প্রতিফলন জড়ীয় কাম, যাহা বদ্ধজীব স্ত্রী-পুরুষ-সংযোগে ভোগ করে। বৃন্দাবনে এই অপ্রাকৃত পরম মদনরূপ কৃষ্ণ গোপীদিগের সম্মুখে উদয় হইলেন।।৬৬।।

তং বিলোক্যাগতং প্রেষ্ঠং প্রীত্যুৎফুল্লদৃশোঽবলাঃ।
উত্তস্থুর্যুগপৎ সর্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতম্।।৬৭।।

আহা! গোপীগণ চিৎপ্রেমের একমাত্র আদর্শ। যখন তাঁহারা কৃষ্ণকে সম্মুখে দেখিলেন, শরীরে যেরূপ প্রাণ আসিলে হয়, সেইরূপ প্রীত্যুৎফুল্লনয়নে অবলাগণ যুগপৎ দাঁড়াইয়া উঠিলেন। আহা! সে কি অপূর্বদর্শন।।৬৭।।

তাভির্বিধূতশোকাভির্ভগবানচ্যুতো বৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাত পুরুষঃ শক্তিভির্যথা।।৬৮।।

বিধূতশোক গোপীগণের সহিত অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ বৃত হইয়া অধিকতর শোভা পাইলেন। সর্বশক্তিবিশিষ্ট শ্রীকৃষ্ণের পুরুষাবতার বিলাসবিগ্রহ যেমত বিদ্বচ্চখে পরিদৃশ্য হন, সেইরূপ। বস্তুতঃ প্রেমচক্ষে সেই গোপীবেষ্টিত কৃষ্ণ সেই তত্ত্বের পরম সার।।৬৮।।

ততঃ ভগবান্ (১০।৩২।১৫-২২)
সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণবিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রিহস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎকুপিতা বভাষিরে।।৬৯।।

সেই চিদনঙ্গদীপন কৃষ্ণকে বিশেষ আদর করিয়া সহাসলীলা ঈক্ষণ বিভ্রম দ্বারা ভ্রূকটাক্ষের সহিত গোপীগণ কৃষ্ণের অঙ্ককৃত পদ ও হস্তসংস্পর্শ দ্বারা সংস্তবনান্তে কিঞ্চিৎ কোপাভাস প্রদর্শনপূর্বক বলিতে লাগিলেন।।৬৯।।

ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে এক এতদ্বিপর্যয়ম্।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নো ব্রূহি সাধু ভোঃ।।৭০।।

হে কৃষ্ণ! কেহ কেহ ভজনাকারীকে অনুভজন করেন। কেহ কেহ ভজনা না করিলেও ভজনা করেন। আবার কেহ কেহ ভজনাই করুক বা না করুক তদুভয়কে ভজনা করেন না। ইহাতে কি ব্যাপার আছে, তাহা বুঝাইয়া বল।।৭০।।

মিথো ভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমা হি তে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্মঃ স্বাত্মানং (স্বার্থার্থং) তদ্ধি নান্যথা।।৭১।।

কৃষ্ণ কহিলেন, হে সখীগণ! যেস্থল পরস্পর ভজন, সেস্থলে সমস্ত উদ্যমই স্বার্থপর। তাহাতে সৌহৃদ বা ধর্ম নাই। নিজের মনঃসুখ ব্যতীত আর কিছুই নাই।।৭১।।

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্মো নিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ।।৭২।।

ভজনা করে না অথচ তাঁহাকে যিনি ভজনা করেন, তাঁহার ধর্ম নির্দোষ এবং তাহার যথেষ্ট সৌহৃদ আছে। হে সুমধ্যমাগণ! এই অবস্থার দৃষ্টান্তস্থল পিতামাতা ও করুণাপূর্ণ ব্যক্তিগণ।।৭২।।

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিদ্ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামা হ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ।।৭৩।।

ভজনা করিলেও যিনি ভজনা করেন না, ভজনা না করিলে ত' ভজনার কথাই নাই। এরূপ ব্যক্তিগণ চারিপ্রকারে বিভক্ত। অর্থাৎ আত্মারাম, আপ্তকাম, অকৃতজ্ঞ ও গুরুদ্রোহী। আত্মারামতা ও আপ্তকামতা ঈশ্বর-লক্ষণ। ভক্ত ও জ্ঞানীর পক্ষে এই দুইটী ধর্ম উপাদেয়। কেহ উপকার করিয়াছে, তাহার প্রত্যুপকার না করাই অকৃতজ্ঞতা। পিতামাতা গুরুজন নিঃস্বার্থ উপকার করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন প্রতিসেবা না করা গুরুদ্রোহিতারূপ মহাপাপ। আমি ঈশ্বর অতএব আমার সে ধর্ম -- স্বধর্ম বিশেষ। তবে আমি ভজনাকারীকে ভজনা করি, যথা -- "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" -- এই আমার প্রতিজ্ঞা। সেটী আমার নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা বলিয়া জানিবে। অনেকে আমাকে ভজনা করিলেও তাহাদিগকে কোনস্থলে আমি উপেক্ষা করি। সে আমার ভক্ত-প্রতি কৃপা ও ভগবদ্ধর্মবিশেষ। মনুষ্যের পক্ষে পরস্পর উপকার সংসারধর্ম। নিঃস্বার্থ উপকার সদ্ধর্ম। আত্মারামতা ও আত্মকামতা পরধর্ম। অকৃতজ্ঞতা ও গুরুদ্রোহ পাপ। ভগবানের পক্ষে এই তিন প্রকার ব্যবহারেই কিছুমাত্র দোষ নাই, কেননা তিনি নিত্য মঙ্গলময়। অধিক মঙ্গল কিসে হয়, তাহা সর্বজ্ঞ পুরুষই জানেন।।৭৩।।

না হন্ত সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে।
যথাধনো লব্ধধনে বিনষ্টে

তচ্চিন্তয়ান্যন্নিভৃতো ন বেদ।।৭৪।।

আমার পক্ষে আর একটি কথা বুঝিতে হইবে। হে সখীগণ! আমাকে যিনি দৃঢ় ভজনা করেন, আমি তাঁহার বিশেষ উপকার করিবার অভিপ্রায়ে ভজনা করি না। অভিপ্রায় এই যে, আমি যত উদাসীন থাকি, ততই জন্তুদিগের আমার প্রতি অনুরাগ বৃদ্ধি হইবে। তাহার উদাহরণ এই যে, কোন অধনব্যক্তির লব্ধ ধন বিনষ্ট হইলে সে সেই ধনের চিন্তায় ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া নিভৃতে বসিয়া তাহাই ভাবে। আমার কিঞ্চিৎ অনুবৃত্তি করিয়াও আমার নিকট কোন সামান্য উপকার না পাইলে বিশেষ চিন্তার সহিত আমাকে ভাবনা করে।।৭৪।।

এবং মদর্থোজ্ঝিতলোকবেদ-
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়া পরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মার্হথ তৎপ্রিয়ং প্রিয়াঃ।।৭৫।।

হে অবলাগণ! আমি সামান্য ভক্তগণের অনুবৃত্তি সমৃদ্ধির জন্য যখন এরূপ করি; তখন ভক্তচূড়ামণি যে তোমরা গোপীবৃন্দ, তোমাদের জন্য এরূপ আচরণ অবশ্য করিব। অধিক এই যে, তোমাদের অপরোক্ষে আমি ভজনা করিবার জন্য তিরোহিত হইয়াছিলাম। তোমরা হে প্রিয়াগণ! পরমপ্রিয় আমাকে অসূয়া করিবে না। করিবে না যে, তাহাও আমি জানি, কেননা আমার জন্য তোমরা লোক ও বেদ দুইই পরিত্যাগ করিয়াছ। তোমরা আমার আত্মশক্তি। তোমাদের কথা কি।।৭৫।।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্যসংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যা মাভজন্ দুর্জরগেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা।।৭৬।।

গোপীসম্বন্ধে আর কিছু বিশেষ কথা আছে। সর্বপ্রকার ভজনাকারীকে আমি কোন না কোন প্রকার প্রতিশোধ দিতে পারি। কিন্তু তোমাদিগকে কোন প্রতিশোধ দিতে পারিব না। অবতার কালের তো কথাই না। তোমরা আমার সহিত গোলোক হইতে অবতীর্ণ। তাহাতেই বলি যে, গোলকনাথের অনন্ত আয়ুতেও তোমাদের প্রতিশোধ হইবে না। আমার সহিত এই ভৌমব্রজে তোমাদের যে সংযোগ, তাহা নিরবদ্য। যোগমায়ার দ্বারা আবরিত হইয়া তোমরা নিজ ঐশ্বর্য জান না। তথাপি এখানে দুর্জয় গেহশৃঙ্খল ছেদ করিয়া আমাকে একান্ত ভজনা করিলে। ইহাতে যে সাধুকৃত্য করিলে সেই সাধুকৃত্যতেই সন্তুষ্ট হও। তোমরাই আমার ঐশ্বর্য, তোমরাই আমার বল। তোমাদিগকে আমি আর কি দিতে পারি। সুতরাং তোমাদের ঋণ পরিশোধ আমার পক্ষেও দুঃসাধ্য। তোমাদের সৌশীল্যের দ্বারা আমি আনৃণ্য লাভ করিলাম। কোন সাধুকৃত্য দ্বারা আনৃণ্য পাইলাম না।।৭৬।।

(১০।৩৩।২-৩)
তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোবদ্ধবাহুভিঃ।।৭৭।।

তখন অনুব্রত (গোপী) স্ত্রীরত্ন দ্বারা অন্বিত হইয়া প্রীতিসহকারে পরস্পর বদ্ধবাহুভাবে সেইখানে গোবিন্দ রাসক্রীড়া আরম্ভ করিলেন।।৭৭।।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডলমণ্ডিতঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।
প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।।৭৮।।

রাসোৎসব সংপ্রবৃত্ত হইলে কৃষ্ণ গোপীমণ্ডল-মণ্ডিত হইলেন। দুই দুই গোপীর মধ্যে এক একটি কৃষ্ণের স্বরূপ। এরূপ প্রবিষ্ট হইয়া কৃষ্ণ স্বনিকট স্ত্রীগণকে কণ্ঠে গ্রহণ করিলেন। এইস্থলে স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের মুখ্য প্রকাশ দেখা গেল।।৭৮।।

(১০।৩৩।১৬)
এবং পরিষ্বঙ্গকরাভিমর্ষ-
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রমেশো ব্রজসুন্দরীভি-
র্যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ।।৭৯।।

পরিষঙ্গ (আলিঙ্গন), করাভিমর্ষণ, স্নিগ্ধদৃষ্টি, উদ্দামবিলাস, হাস এই সব ক্রিয়ার সহিত রমানাথ ব্রজসুন্দরীগণের সঙ্গে বিহার করিতে লাগিলেন। অর্ভক অর্থাৎ বালক স্বীয় প্রতিবিম্ব বিভ্রমে যেরূপ ক্রীড়া করে, তদ্রূপ। তাৎপর্য এই যে, কৃষ্ণ জগতে এক বস্তু। তাঁহার শক্তি অনন্ত। সেই সকল শক্তি রূপবতী হইয়া কৃষ্ণকে ক্রীড়া করায়। এক পরা শক্তির বিভূতি সকলকে অনন্তশক্তি করা হইল। এক কৃষ্ণ যত সংখ্যা গোপীশক্তি, তত সংখ্যা প্রকাশ হইলেন। সকলই কৃষ্ণ বটে। কিন্তু চিচ্ছক্তিযোগমায়া কৃষ্ণেচ্ছাক্রমে কৃষ্ণকে এবং গোপীসমূহকে পৃথক্ প্রকট করাইলেন। লীলাপোষণের জন্য সকলকে পৃথক্ ভাব দিয়া সাজাইলেন। সমস্তই চিচ্ছক্তির খেলা। তাহা আবার জগতের মায়িক চক্ষের গোচর করাইলেন। রসপোষণের জন্য পরস্পর পারকীয় সম্বন্ধাভিধান দিলেন। সকলই কৃষ্ণের ইচ্ছা। এইরূপে যে লীলা হইল তাহা অর্ভক-প্রতিবিম্বের ন্যায় বটে। কিন্তু চিচ্ছক্তি যাহা করিলেন, তাহা সত্য, নিত্য ও স্বপ্রকাশ। অনাদি কাল হইতে এই পারকীয় রাসলীলা নিত্যসিদ্ধ। মায়িকজনের বাক্যে বর্ণনে, মায়িকজনের কর্ণে শ্রবণে এবং মায়িকজনের মনে স্মরণে এই সকল ব্যাপারকে দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া বোধ হয়। বস্তুতঃ তাহা নয়। অচিন্ত্যশক্তি-দ্বারা অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বাশ্রিত এই কৃষ্ণলীলার আদি অন্ত নাই। ইহার মধ্যভাগই নিত্য নূতন। আত্মার অংশ অংশী এবং শক্তির পরিণাম পরিণামী ভেদাভেদ-ধর্ম ক্ষুদ্র জীবের এবং ব্রহ্মা-শিবাদিরও বুদ্ধির অতীত তত্ত্ব। অচিন্ত্যশক্তিতেই তাহার সামঞ্জস্য

সিদ্ধ হয়।।৭৯।।

(১০।৩৩।১৯)
কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতীর্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া।।৮০।।

কৃষ্ণ স্বীয় অসীম আত্মাকে অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা গোপী সংখ্যায় সমান করিয়া তাঁহাদের সহিত আত্মারাম হইয়াও লীলা করিলেন। এই লীলায় সকল আত্মময়, ইহাতে মায়িকভূত বা জড়ের প্রবেশ মাত্র নাই বলিয়া ইহাতে কৃষ্ণের আত্মারামতা অখণ্ডভাবে বিরাজমান।।৮০।।

(১০।৩৩।২৫)
এবং শশাঙ্কাংশুবিরাজিতা নিশাঃ
স সত্যকামোঽনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধসৌরতঃ
সর্বাঃ শরৎকাব্যকথারসাশ্রয়াঃ।।৮১।।

এইরূপে চন্দ্রকিরণ-বিরাজিত রাত্রে অনুরক্তা অবলাগণের সহিত সেই সত্যকাম কৃষ্ণ আত্মতত্ত্বে অবরুদ্ধরতি হইয়া শরৎ-কাব্য-কথাশ্রয়ে আনন্দসেবা করিয়াছিলেন। বৃন্দাবন, তত্রত্য নদ, নদী, পর্বত, বৃক্ষ, লতা, চন্দ্র, সঙ্গিনী সমস্তই বিশুদ্ধ আত্ম-তত্ত্ব; তাহাতেই অবরুদ্ধরতি শ্রীকৃষ্ণ। প্রাপঞ্চিক দৃষ্টিতে দুর্ভাগা লোক নিজ-চক্ষু দোষে ঐ সমস্ত দেখিয়াও মোহিত হয়। সেই লীলা বিদ্বচ্চক্ষে প্রপঞ্চাতীত হইয়া প্রকাশ পায়।।৮১।।

পরীক্ষিৎ প্রশ্নোত্তরে শুকঃ। (১০।৩৩।২৯-৩১)
ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসম্।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্বভুজো যথা।।৮২।।

পরীক্ষিৎ এতাবৎ শুনিয়া কিছু সংশয় প্রকাশ করায় শুকদেব বলিলেন, হে মহারাজ! তুমি যে শ্রীকৃষ্ণের ধর্ম-ব্যতিক্রম কার্যে সংশয় করিতেছ, তাহা বৃথা। কেননা ব্রহ্মা শিবাদি ঈশ্বরগণের অনেক সময়ে ধর্ম-ব্যতিক্রমে সাহস দেখিয়াছ, তাহা ক্ষুদ্র জীবচক্ষে দোষ বোধ হইলেও দোষ নয়। সর্বভূক অগ্নি সমস্ত দহন করিয়াও যেরূপ তত্তৎ দোষে লিপ্ত হন না, ঈশ্বরগণের সেইরূপ আধিকারিক ক্রিয়ার ধর্ম-ব্যতিক্রম থাকিলেও তাঁহারা দোষী হন না।।৮২।।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্ মৌঢ্যাদযথারুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্।।৮৩।।

যে সকল জীব অনিধকার-বশতঃ অনীশ্বর, তাঁহারা সেরূপ আচরণ কদাচ করিবেন না। মূঢ়তা-প্রযুক্ত সেরূপ অসদাচরণ করিলে অবশ্য বিনষ্ট হইবেন। অনধিকার বিষয় কখনও মনেও আনা উচিত নয়। দেখ রুদ্র ঈশ্বরতা-প্রযুক্ত সমুদ্রজাত বিষ ভক্ষণ করিয়াও স্বচ্ছন্দে থাকিলেন। তাৎপর্য এই, বিধি বহুবিধ অর্থাৎ জড়দেহ-সম্বন্ধে জড়বিধি, লিঙ্গদেহ-সম্বন্ধে মানস বিধি, জনসঙ্গ-সম্বন্ধে সামাজিক বিধি এবং শুদ্ধচিৎসম্বন্ধে চিদ্বিধি। কৃষ্ণের ইচ্ছায় সাধারণ জীবের পক্ষে সমস্ত সাধারণ বিধি পালনীয়। যোগাশ্রিত ব্যক্তি যিনি যতদূর যোগাধিকারী, তিনি ততদূর দৈহিক প্রাকৃতবিধিলঙ্ঘনে সমর্থ। অণিমা লঘিমাদি যোগবিভূতি বিচার কর। অদ্বয়জ্ঞান মার্গে যিনি যত দূর উন্নত, তিনি ততদূর সামাজিক ধর্মবিধির অতীত। তথাপি তাঁহাদের যে বিধি পালন, তাহা জ্ঞানযোগের অনধিকারীকে স্বীয় স্বীয় অধিকার-নিষ্ঠা দিবার জন্য। চিদ্বিলাসে যে সকল শুদ্ধভক্তের অধিকার জন্মে, তাঁহারা কৃষ্ণকৃপাবলে প্রকৃতবিধি, সামাজিক বিধি, যোগবিধি জ্ঞানবিধির অতীত। তথাপি নিম্নাধিকারীর উপকারের জন্য তাহা লঙ্ঘন করেন না। জীবকে কৃষ্ণ স্বীয় অসীমগুণ ও শক্তির কণামাত্র দিয়াছেন। আবার আধিকারিক দেবগণকে তত্তৎ অধিকার-পরিমাণে গুণ ও শক্তি দিয়া ঈশ্বর করিয়াছেন। তাঁহারাও গুণশক্তির পরিমাণ অনুসারে সাধারণ বিধির অতীত। কৃষ্ণ সর্বশক্তিমান। সমস্ত বিধি তাঁহার ইচ্ছায় উৎপন্ন হইয়াছে, সর্ব বিধির পিতা কৃষ্ণ কোন বিধির বাধ্য নন। নিজ নিজ অধিকার-গত বিধিতে ঈশিতব্য অন্য সকল লোকই বাধ্য।।৮৩।।

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎ স্ববচো যুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ।।৮৪।।

ঈশ্বরগণ আমাদের অধিকার বিচারে যাহা উপদেশ দেন, তাহাই পালনীয়। তাঁহাদের চারিত্রানুকরণ করা নিম্নাধিকারীর পক্ষে উচিত নয়। যাঁহার পক্ষে যাহা যুক্ত, বুদ্ধিমান্ সেইরূপ আচার করিবেন।।৮৪।।

(১০।৩৩।৩৩)
কিমুতাখিলসত্ত্বানাং তীর্যঙ্মর্ত্যাদিবৌকসাম্।
ঈশিতুশ্চেশিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ।।৮৫।।

দেখ, তির্যক, মর্ত্য, ত্রিদিববাসী -- যত ঈশ্বর ও অনীশ্বররূপ সত্ত্ব আছেন, সে সকলেই কৃষ্ণের ঈশিতব্য। কৃষ্ণ সকলের ঈশ্বর। ঈষিতব্যদিগের পালনীয় বিধি-সম্বন্ধে যে কুশলাকুশল-সম্বন্ধ-বিচার, তাহা পরমেশ্বর কৃষ্ণের পক্ষে স্বেচ্ছাধীন। এই তত্ত্বটী বুঝিলে আর সংশয় কি?।।৮৫।।

(১০।৩৩।৩৫)
গোপীনাং তৎপতীনাঞ্চ সর্বেষামেব দেহিনাম্।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষঃ ক্রীড়নেনেহ দেহভাক্।।৮৬।।

গোলোকে সকলই চিন্ময়। সেখানে সামান্য যুক্তিবাদী ধার্মিকদিগের গতি নাই। সেখানে বিধি-উল্লঙ্ঘন লইয়া কখনই বিতর্ক হইতে পারে না। সেখানে কৃষ্ণ একমাত্র নায়ক। তদীয়া পরা শক্তির বিভূতিগণ মূর্তিমতি হইয়া কোটী কোটী লক্ষ্মীগণ (রূপে) তাঁহাকে সেবা করিতেছেন। আবার শ্রীকৃষ্ণ তৎপ্রকোষ্ঠবিশেষে সেই শক্তিগণকে গোপীভাবে পরকীয় উজ্জ্বলরসে স্থিত করিয়া অচিন্ত্যশক্তিক্রমে যে অপূর্ব রমণ করিতেছেন, তাঁহার প্রপঞ্চপ্রকট এই বৃন্দাবন-লীলা। তদুভয় বস্তুতঃ এক। সেখানে কৃষ্ণলীলা-পোষণের জন্য গোপীসকল পতিভাবে অন্য গোপসকলকে বরণ করিয়া কৃষ্ণকে অধিকতর সুখ দান করিতেছেন। সমুদায়ই আত্মা-রূপে কৃষ্ণের অংশ, আত্মশক্তিরূপ স্বরূপশক্তির অংশ। স্বয়ং কৃষ্ণ ও স্বয়ং স্বরূপশক্তি রাধার যে চিন্ময়-দেহভাক্ ক্রীড়া, তাহা নিত্য, অনবদ্য ও পবিত্র। এই ব্যাপারে যাঁহার যত চিৎ-প্রভাব-প্রাপ্তি, তাঁহার ততই নির্দোষ-দৃষ্টি; তথায় সমস্ত দেহী গোপীদিগের ও তদীয় পতিদিগের ভিতরে অন্তশ্চর ও বাহিরে কৃষ্ণরূপে অধ্যক্ষ। এরূপ কৃষ্ণলীলায় জড়ীয় ধর্মের তর্ক বিফল। সে তর্ক তার্কিকের কুণ্ঠিত বুদ্ধির পরিচয় মাত্র।।৮৬।।

(১০।৩৩।৩৭)
নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্ব-পার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ।।৮৭।।

ভৌমব্রজে দেখ আশ্চর্য ব্যাপার। তাঁহার যোগমায়ায় মোহিত গোপীগণের কৃষ্ণের প্রতি কখনও অসূয়া হয় না। কদাচ তদ্রূপভাব যাহা দেখ, তাহাও লীলাপোষণময়ী যোগমায়া শুদ্ধ-অবিদ্যা। সকলই চিন্ময় ও পবিত্র। গোপীগণ যখন কৃষ্ণদর্শনে যান, তখন ব্রজবাসী গোপগণ নিজ নিজ দারাকে স্বপার্শ্বস্থ বলিয়া বিশ্বাস করেন। কখনই কৃষ্ণের দোষ দেখেন না এবং কৃষ্ণকে প্রাণের প্রাণ জানিয়া আদর করেন। মহারাজ! সন্দেহ দূর করিয়া কৃষ্ণানন্দ ভোগ কর।।৮৭।।

(১০।৩৩।৩৯)
বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ।।৮৮।।

এই ভৌমব্রজে কৃষ্ণের ব্রজবধূদিগের সহিত ক্রীড়া সর্বদাই চিদানন্দ-বিস্তারক। তাহাকে যিনি লোভরূপ শ্রদ্ধার সহিত অনুবর্ণন করেন বা নিরন্তর শ্রবণ করেন, তিনি ধীরপুরুষ। আত্মারাম কৃষ্ণের রমণ চিন্তা করিতে করিতে বক্তা ও শ্রোতার পূর্বস্থিত হৃদ্রোগ দূর হয়। যত অনুশীলন করেন, ততই কৃষ্ণে পরা ভক্তি উদিত হয়। বক্তা শ্রোতা মাত্রেরই কৃষ্ণকে স্বীয় স্বীয় নায়ক জানিয়া গোপীর আনুগত্যে আপনার গোপীভাব স্বীকার করিতে হইবে। **কৃষ্ণানুকরণে বুদ্ধি হইলে সর্বনাশ হয়।** উপাসকমাত্রের এই সতর্কতার প্রয়োজন। স্ত্রীপুরুষের জড়ীয় সঙ্গ ভাবনা করিতে হইবে না। উপাসক পুরুষ হইন বা স্ত্রী হউন, স্বয়ং গোপী

হইতে হইবে। কৃষ্ণের অষ্টকাল পরকীয়া মধুরলীলাই মুখ্যভাবে স্মরণীয়। দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য বিষয়ক লীলা ইহার সঞ্চারিভাব বলিয়া জানিতে হইবে।।৮৮।।

প্রলম্ববধান্তে গোপীগীতা (বনপ্রবাসোদিতা) (১০।৩৫।১-২৬)
গোপ্যঃ কৃষ্ণে বনং যাতে তমনুদ্রুতচেতসঃ।
কৃষ্ণলীলা প্রগায়ন্ত্যো নিন্যুর্দুঃখেন বাসরান্।।৮৯।।

প্রলম্ববধান্তে বনগমন-বিরহোদিত গোপীদিগের বিরহগীত। কৃষ্ণেরবনগমনে তদনুব্রত গোপীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিয়া দিবসগুলিকে দুঃখে যাপন করিয়াছিলেন। এই গীতসকল পৃথক্ পৃথক্ দিবস ও পৃথক পৃথক্ সভায় গীত হইয়াছিল।।৮৯।।

বামবাহুকৃতবামকপোলো বল্গিতভ্রুরধরার্পিতবেণুম্।
কোমলাঙ্গুলিভিরাশ্রিতমার্গং গোপ্য ঈরয়তি যত্র মুকুন্দঃ।।
ব্যোমযানবনিতাঃ সহ সিদ্ধৈর্বিস্মিতাস্তদুপধার্য সলজ্জাঃ।
কামমার্গণসমর্পিতচিত্তাঃ কশ্মলং যযুরপস্মৃতনীব্যঃ।।৯০।।

কোন গোপী বলিতেছেন, — "হে গোপীগণ! বামকপোলে বামবাহুসংযুক্ত, নর্তিতভ্রু, অধরে অর্পিতবেণু, কোমলাঙ্গুলিদ্বারা বেণু-রন্ধ্রআশ্রয় পূর্বক কৃষ্ণ যখন বংশীবাদ্য করেন, তখন সেই বেণু-গীত শ্রবণ করিয়া সিদ্ধগণের সহিত তদীয় বনিতাগণ ব্যোমযানে থাকিয়া বিস্মিত ও লজ্জিত হন, পরে কামে চিত্তসমর্পণপূর্বক জ্ঞানহারা হইয়া বিগতনীবি হইয়া পড়েন।।৯০।।

হন্ত চিত্রমবলাঃ শৃণুতেদং হারহাস উরসি স্থিরবিদ্যুৎ।
নন্দসূনুরযমার্তজনানাং নর্মদো যর্হি কূজিতবেণুঃ।।
বৃন্দশো ব্রজবৃষা মৃগগাবো বেমুবাদ্যহৃতচেতস আরাৎ।
দন্তদষ্টকবলা ধৃতকর্ণা নিদ্রিতা লিখিতচিত্রমিবাসন্।।৯১।।

হে অবলাগণ! চিত্রকথা শুন। মনোহর হাস্য যুক্ত কৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে স্থিরবিদ্যুৎ শোভা পায়। সেই নন্দনন্দন আর্তজনের প্রতি নর্ম-সুখদ হইয়া যখন বেণু মাদন করেন, তখন যূথে যূথে ব্রজের বৃষগণ, গাভীগণ ও মৃগগণ বাদ্যদ্বারা হৃতচেতা হইয়া যেখানে আছে, সেইখানেই দন্তে কবল ধারণপূর্বক উচ্চকর্ণে মুগ্ধভাবে লিখিত চিত্রের ন্যায় নিদ্রিত হইয়া পড়ে।।৯১।।

বর্হিণস্তবকধাতুপলাশৈ-
র্বদ্ধমল্লপরিবর্হবিড়ম্বঃ।
কর্হিচিৎ সবল আলি স গোপৈ-
র্গাঃ সমাহ্বয়তি যত্র মুকুন্দঃ।।

তর্হি ভগ্নগতয়ঃ সরিতো বৈ
তৎপদাম্বুজরজোঽনিলনীতম্।
স্পৃহয়তীর্বয়মিবাবহুপুণ্যাঃ
প্রেমবেপিতভুজাঃ স্তিমিতাপঃ।।৯২।।

হে সখীগণ! ময়ূরপিচ্ছ, ধাতু ও পলাশদ্বারা বদ্ধ-মল্লভাব ধারণপূর্বক শ্রীকৃষ্ণ যখন বলদেব ও গোপগণের সহিত গাভীসকল আহ্বান করেন, তখন যমুনাদি নদীগণ ভগ্নগতি হইয়া বাতানীত তৎপাদাজরেণু লাভ করিবার স্পৃহা করেন এবং প্রেমবেগে স্থগিততাপ হস্ত প্রসারিত করিয়াও আমাদের ন্যায় বহু পুণ্যের অভাবে তাহা প্রাপ্ত হন না।।৯২।।

অনুচরৈঃ সমনুবর্ণিতবীর্য
আদিপুরুষ ইবাচলভূতিঃ।
বনচরো গিরিতটেষু চরন্তী-
র্বেণুনাহ্বয়তি গাঃ স যদা হি।।
বনলতাস্তরব আত্মনি বিষ্ণুং
ব্যঞ্জয়ন্ত্যা ইব পুষ্পফলাঢ্যাঃ।
প্রণতভারবিটপা মধুধারাঃ
প্রেমহৃষ্টতনবো ববৃষুঃ স্ম।।৯৩।।

গিরিতট ও বনচারী গাভীদিগকে অনুচরবর্গের দ্বারা অনুবর্ণিত-বীর্য আদিপুরুষ অচলবিভূতি শ্রীকৃষ্ণ বেণুদ্বারা যখন আহ্বান করেন, তখন বনলতা ও তরুগণ পুষ্পফলাঢ্য হইয়া প্রণতভার-শাখা হইতে মধুরধারা বর্ষণপূর্বক প্রেমহৃষ্টতনুস্বরূপে সর্বত্র বিষ্ণুকে প্রকাশ করিতেছেন, এরূপ বোধ হয়।।৯৩।।

দর্শনীয়-তিলকো বনমালা
দিব্যগন্ধতুলসীমধুমত্তৈঃ।
অলিকুলৈরলঘুগীতমভীষ্ট-
মাদ্রিয়ন্ যর্হি সন্ধিতবেণু।।
সরসি সারসহংসবিহঙ্গা-
শ্চারুগীত হৃতচেতস এত্য।
হরিমুপাসত তে যতচিত্তা
হন্ত মীলিতদৃশো ধৃতমৌনাঃ।।৯৪।।

অপূর্বতিলকশোভাযুক্ত কৃষ্ণ যখন বনমালাগত দিব্যগন্ধ ও তুলসীমধুতে মত্ত অলিকূলের মনোহর মৃদু গীতকে আদরপূর্বক বেণুতে স্বর-সন্ধান করেন, তখন সরসি (স্থিত) সারস, হংস ও বিহঙ্গগণ তাঁহার সুন্দর-গীত-শ্রবণে হৃতচিত্তভাবে আইসে এবং যতচিত্ত, মীলিতদৃশ ও ধৃতমৌন হইয়া হরিকে উপাসনা করে।।৯৪।।

সহবলঃ স্রগবতংসবিলাসঃ
সানুষু ক্ষিতিভৃতো ব্রজদেব্যঃ।
হর্ষয়ন্ যর্হি বেণুরবেণ
জাতহর্ষ উপরম্ভতি বিশ্বম্।।
মহদতিক্রমণশঙ্কিতচেতা
মন্দমন্দমনুগর্জতি মেঘঃ।
সুহৃদমভ্যবর্ষৎ সুমনোভি-
শ্ছায়য়া চ বিদধৎ প্রতপত্রম্।।৯৫।।

হে ব্রজদেবীগণ! বলদেবের সহিত স্রক্-কর্ণ-ভূষণ-বিলাসী কৃষ্ণ যখন পর্বতসানুতে বিশ্বকে হর্ষিত করিয়া বেণুরবে স্বয়ং জাতহর্ষ হইয়া গান করেন, তখন মেঘসকল মহদতিক্রম-শঙ্কায় সেই বেণুনাদের অনুকরণপূর্বক ধীরে ধীরে গর্জন করে, কৃষ্ণকে জগৎ শীতল-কার্যে আপনাদের সুহৃদজ্ঞানে বিন্দুবর্ষণ-রূপ পুষ্পবৃষ্টিতে পূজা করে এবং ছায়াদ্বারা আতপত্র বিধান করে।।৯৫।।

বিবিধগোপচরণেষু বিদগ্ধো
বেণুবাদ্য উরুধা নিজশিক্ষাঃ।
তব সুতঃ সতি যদাধরবিম্বে
দত্তবেণুরনয়ৎ স্বরজাতীঃ।।
সবনশস্তদুপধার্য সুরেশাঃ
শত্রুশর্বপরমেষ্ঠিপুরোগাঃ।
কবয় আনতকন্ধরচিত্তাঃ
কশ্মলং যযুরনিশ্চিততত্ত্বাঃ।।৯৬।।

আর একদিন যশোদার সভায় কোন গোপী বলিতেছেন, -- "হে যশোদে! যখন তোমার পুত্র কৃষ্ণ বিবিধ গোপলীলায় বিদগ্ধ, বেণুবাদ্যে স্বয়ং পণ্ডিতাগ্রগণ্য, স্বীয় ওষ্ঠে বেণুসংযোগ করতঃ স্বরজাতিকে আলাপ করেন, তখন সময়ে সময়ে সেই বাদ্য শ্রবণ করতঃ ইন্দ্র শিব ও ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ নতমস্তক ও নম্রচিত্ত হইয়া তত্ত্বনিশ্চয় হইয়া করিতে না পারিয়া মোহপ্রাপ্ত হন।।৯৬।।

নিজপদাব্জদলৈর্ধ্বজবজ্র-
নীরদাঙ্কুশবিচিত্রললামৈঃ।
ব্রজভুবঃ শময়ন্ খুরতোদং
বর্ষ্মধুর্যগতিরীড়িতবেণুঃ।।
ব্রজতি তেন বয়ং সবিলাস-
বীক্ষ্যণার্পিতমনোভববেগাঃ।
কুজগতিং গমিতা ন বিদামঃ

কশ্মলেন কবরং বসনং বা।।৯৭।।

হে সখীগণ! ধ্বজ, বজ্র, কমল ও অঙ্কুশ-রূপ বিচিত্র চিহ্নদ্বারা শোভিত নিজ পাদপদ্ম-চালনে গজেন্দ্রগতিতে ব্রজের গোক্ষুর-বেদনা শামিত করিয়া বেণুবাদনপূর্বক যখন কৃষ্ণ চলেন, তখন বিলাসবীক্ষণদ্বারা অর্পিত মদনবেগে বৃক্ষের ন্যায় গতিশূন্য হইয়া মোহ বশতঃ আমাদের কবরী ও বসনের অবস্থা আমরা জানিতে পারি না।।৯৭।।

মণিধরঃ ক্বচিদাগময়ন্ গা
মালয়া দয়িতগন্ধতুলস্যাঃ
প্রণয়িনোঽনুচরস্য কদাংসে
প্রক্ষিপন্ ভুজমগায়ত যত্র।।
ক্বণিতবেণুরববঞ্চিতচিত্তাঃ
কৃষ্ণমন্বসত কৃষ্ণগৃহিণ্যঃ।
গুণগণার্ণমনুগত্য হরিণ্যো
গোপিকা ইব বিমুক্তগৃহাশাঃ।।৯৮।।

কখন তুলসী-মালা-শোভিত কৃষ্ণ মণিমালাদ্বারা স্বীয় গাভীগণকে গণনা করিতে করিতে প্রণয়ী অনুচরের স্কন্ধে ভূজ নিক্ষেপ করতঃ বেণুগান করেন, তখন কৃষ্ণসার-গৃহিনী হরিণীগণ গুণসাগর কৃষ্ণকে অবঞ্চিতচিত্তে গোপীদিগের ন্যায় গৃহাশা পরিত্যাগ পূর্বক অন্বেষণ করে।।৯৮।।

কুন্দদামকৃতকৌতুকবেষো
গোপগোধনবৃতো যমুনায়াম্।
নন্দসূনুরনঘে তব বৎসো
নর্মদঃ প্রণয়িনাং বিজহার।।
মন্দবায়ুরুপবাত্যনুকূলং
মানয়ন্ মলয়জস্পর্শেন।
বন্দিনস্তমুপদেবগণা যে
বাদ্যগীতবলিভিঃ পরিবব্রুঃ।।৯৯।।

অপরাহ্নে কুন্দকুসুমদামদ্বারা কৃতকৌতুকবেশ এবং গোপ-গোধন-বেষ্টিত হইয়া, হে অনঘে যশোদে! তোমার নন্দসূনু বৎস প্রণয়ী জনের প্রেমদাতা-রূপে যমুনায় যখন বিহার করেন, তখন চন্দন-স্পর্শ-দ্বারা শীতল মন্দবায়ু অনুকূল-রূপে বহিতে বহিতে তাঁহার পূজা করে এবং গন্ধর্বগণ গীত-বাদ্য-পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা চতুর্দিকে উপাসনা করিতে থাকে।।৯৯।।

বৎসলো ব্রজগবাং যদগধ্রো
বন্দ্যমানচরণঃ পথি বৃদ্ধৈঃ।

কৃৎস্নগোধনমুপোহ্য দিনান্তে
গীতবেণুরনুগেড়িতকীর্তি।।
উৎসবং শ্রমরুচাপি দৃশীনা-
মুন্নয়ন্ খুবরজশ্ছুরিতস্রক্।
দিৎসয়ৈতি সুহৃদাশিষ এষ
দেবকীজঠরভূরুডুরাজঃ।।১০০।।

ব্রজবাসী ও গাভীদিগের হিতকারী যেহেতু গোবর্ধনধারী ব্রহ্মাশিবাদি-দ্বারা বন্দ্যমানচরণ কৃষ্ণ গোসকলকে একত্র করিয়া সন্ধ্যার পূর্বে স্তুতকীর্তি-স্বরূপে বেণুগান করিতে করিতে যখন আসিতে থাকেন, তখন শ্রমচিহ্ন থাকিলেও অন্যের চক্ষের উৎসব বিস্তারপূর্বক গাভী-খুর-ধূলায় ছুরিতমাল্য ধারণ করত সুহৃদগণের সুখ দিবার আশায় যশোদা-জঠরোদিত চন্দ্রের শোভা পাইতে থাকেন।।১০০।।

মদবিঘূর্ণিতলোচন ঈশৎ
মানদঃ স্বসুহৃদাং বনমালী।
বদরপাণ্ডুবদনো মৃদুগণ্ডং
মণ্ডয়ন্ কনককুণ্ডললক্ষ্ম্যা।।
যদুপতির্দ্বিরদরাজবিহারো
যামিনীপতিরিবৈষ দিনান্তে।
মুদিতবক্ত্র উপযাতি দুরন্তং
মোচয়ন্ ব্রজগবাং দিনতাপম্।।১০১।।

কৃষ্ণ নিকটে আসিতেছেন, লক্ষ্য করিয়া কোন গোপী বলিতেছেন, — "হে সখীগণ! দেখ ঈশৎ-মদনঘূর্ণিত লোচন, সুহৃদগণের মানদ, পক্ক-বদর ফলের ন্যায় পাণ্ডুবর্ণ-বদন, কনক-কুণ্ডল-শ্রীকর্তৃক মৃদুগণ্ডমণ্ডিত যদুপতি কৃষ্ণ গজরাজবিহারী এই দিবান্ত সময়ে উল্লসিতবক্ত্রে ব্রজজনের ও গাভীগণের দুরন্ত দিনতাপ মোচন করিবার জন্য যামিনীপতি চন্দ্রের ন্যায় নিকটে আসিতেছেন"।।১০১।।

শুকঃ।
এবং ব্রজস্ত্রিয়ো রাজন্ কৃষ্ণলীলানুগায়তীঃ।
রেমিরেঽহঃসু তচ্চিত্তাস্তন্মনস্কা মহোদয়াঃ।।১০২।।

শুকদেব কহিলেন, — "হে রাজন্! ব্রজস্ত্রীগণ কৃষ্ণলীলা গান করিতে করিতে তচ্চিত্ত ও তন্মনস্ক হইয়া দিবাভাগে এই প্রকার আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন"।।১০২।।

দীর্ঘবিপ্রলম্ভে ব্রজাগতমুদ্ধবং দৃষ্ট্বা শ্রীরাধা ভ্রমরং প্রতি। (১০।৪৭।১১-২১)
মধুপ কিতববন্ধো মা স্পৃশাঙ্ঘ্রিং সপত্ন্যাঃ

কুচ-বিলুলিতমালা-কুঙ্কুম-শ্মশ্রুভি-র্নঃ।
বহতু মধুপতিস্তন্মানিনীনাং প্রসাদং
যদু-সদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্।।১০৩।।

পূর্বরাগ-মিলন-প্রেমবৈচিত্ত্য-মানাদিরূপ ক্ষণিক বিপ্রলম্ভ এই সব লীলায় বর্ণিত হইয়াছে। এখন দূরপ্রবাস-রূপ দীর্ঘ বিপ্রলম্ভের প্রেমময়ী লীলা শ্রীকৃষ্ণ মথুরা হইতে উদ্ধবকে দূতরূপে (বৃন্দাবনে) প্রেরণ করিলে পরিলক্ষিত হইয়াছিল। কৃষ্ণবিরহে গোপীগণের স্বপক্ষ-প্রতিপক্ষতা হয় না। সুতরাং সকল গোপী অর্থাৎ চন্দ্রাবলী প্রভৃতি স্ব-স্ব-যুথ-সহকারে শ্রীমতি রাধিকার সহিত একত্রে উদ্ধবকে দর্শন করিতেছেন। উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীমতি একটি ভ্রমরকে বলিতেছেন, -- "হে মধুপ! হে কিতববন্ধো! আমাদের স্বপত্নীর কুচদ্বয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে বনমালা বিলুলিত হইয়াছে, তৎসংশ্লিষ্ট কুঙ্কুমদ্বারা তোমার শ্মশ্রু রঞ্জিত হইয়াছে। তুমি আমাদের পাদস্পর্শ কেন করিতেছ? মধুপতি কৃষ্ণের মথুরা-মানিনীদিগের প্রসাদ বহন কর। আমাদিগের নিকট এই অবস্থায় নম্রতা করিবার জন্য যে দৌত্য গ্রহণ করিয়াছ, তদ্দ্বারা যদু-সভায় কৃষ্ণের উপহাসাস্পদতাই হইবে।।১০৩।।

সকৃদধরসুধাং স্বাং মোহিনীং পায়য়িত্বা
সুমনস ইব সদ্যস্তত্যজেঽস্মান্ ভবাদৃক্।
পরিচরতি কথং তৎ-পাদপদ্মং নু পদ্মা
হ্যপি বত হৃতচেতা হ্যুত্তমঃশ্লোকজল্পৈঃ।।১০৪।।

তাঁহাকে কিতব বলিয়া কেন বলিতেছি শুন। তিনি তাঁহার স্বীয় মোহিনী অধরসুধা একবার পান করাইয়া (তুমি যেমন পুষ্পমধু খাইয়া পুষ্পকে ত্যাগ কর সেইরূপ) আমাদিগকে ত্যাগ করিয়াছেন। যদি বল, কমলা কেন সর্বদা তাঁহার পাদপদ্ম সেবা করেন? তবে বলি, কৃষ্ণের মিষ্টজল্পনায় হৃতচিত্ত হইয়া পদ্মা তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়াছেন। পদ্মা নিতান্ত সরলা, তাই ভুলিয়া থাকেন।।১০৪।।

কিমিহ বহু ষড়ঙ্ঘ্রে গায়সি ত্বং যদূনা-
মধিপতিমগৃহাণামগ্রতো নঃ পুরাণাম্।
বিজয়সখসখীনাং গীয়তাং তৎপ্রসঙ্গঃ
ক্ষপিতকুচরুজস্তে কল্পয়ন্তীষ্টমিষ্টাঃ।।১০৫।।

হে ষট্‌পদ! আমরা ত্যক্তগৃহ-বনবাসিনী। আমাদিগের অগ্রে তুমি বারম্বার উত্তমরূপে পরিজ্ঞাত যদুদিগের অধিপতির কথা গান করিতেছ। তাহাতে কি পাইবে? কৃষ্ণের তত্রস্থ সখীদিগের নিকটে তাঁহার প্রসঙ্গ গান কর। আজকাল (শ্রীকৃষ্ণালিঙ্গনে) ক্ষয়িতকুচরোগ সেই প্রিয়াগণ তোমাকে ইষ্ট দান করিতে পারেন।।১০৫।।

দিবি ভুবি চ রসায়াং কাঃ স্ত্রিয়স্তদ্দুরাপাঃ

কপটরুচিরহাসভ্রূবিজৃম্ভস্য যাঃ স্যুঃ।
চরণরজ উপাস্তে যস্য ভূতির্বয়ং কা
অপি চ কৃপণপক্ষে হ্যুত্তমঃশ্লোকশব্দঃ।।১০৬।।

বল দেখি, সেই কপট রুচিরহাস-ভ্রুবিজৃম্ভযুক্ত নয়নের কাছে ত্রিভুবনে কোন্ অপ্রাপ্য স্ত্রী আছে? মহালক্ষ্মী যখন তাঁহার চরণরজ উপাসনা করেন, তখন এই বনবাসিনীগণ কি তাঁহার যোগ্য? কিন্তু একটী কথা আছে। তাঁহার নাম উত্তমশ্লোকঃ; অতএব তিনি দীনা স্ত্রীদিগের প্রতি অবশ্য অধিক কৃপা করিয়া থাকেন।।১০৬।।

বিসৃজ শিরসি পাদং বেদ্মাহং চাটুকারৈ-
রনুনয়বিদুষস্তেঽভ্যেত্য দৌত্যৈর্মুকুন্দাৎ।
স্বকৃত ইহ বিসৃষ্টাপত্যপত্যন্যলোকা
ব্যসৃজদকৃতচেতাঃ কিং নু সন্ধেয়মস্মিন্।।১০৭।।

আহা! ভ্রমর, তুমি আমার চরণ কেন মাথায় করিতেছ? আমি ভালরূপ জানিয়াছি যে, মুকুন্দের দৌত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছ। প্রিয় অনুনয়-বাক্য-প্রয়োগে তুমি পরম চতুর। কৃষ্ণের জন্য আমরা পতি, পুত্র এবং সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি। তিনি এমত অকৃতচেতা যে আমাদিগকে পরিত্যাগ করিলেন। ইহাতে আর অনুসন্ধেয় কি আছে? তুমি কি আর চাতুরী প্রকাশ করিয়া তাঁহার নিরপরাধ সাধন করিতে পার।।১০৭।।

মৃগয়ুরিব কপীন্দ্রং বিব্যধে লুব্ধধর্ম্মা
স্ত্রিয়মকৃত বিরূপাং স্ত্রীজিতঃ কামযানাম্।
বলিমপি বলিমত্ত্বাবেষ্টয়দ্ধ্বাঙ্ক্ষবদ্য-
স্তদলমসিতসখ্যৈর্দুস্ত্যজস্তৎকথার্থঃ।।১০৮।।

ওহে ভ্রমর! মাংসলোভী ব্যাধের ন্যায় যিনি কোন সময়ে বালীরাজাকে বাণবিদ্ধ করিয়াছিলেন, সূর্পণখা কামযানা হইয়া শরণ লইলে সেই স্ত্রীজিত পুরুষটী তাহার নাক কাটিয়া তাহাকে বিরূপা করিয়াছিলেন, বলি রাজার যজ্ঞ ভোগ করিয়া কাকের ন্যায় তিনি তাহাকে ঘিরিয়াছিলেন। এমত নির্দয় স্বভাব কৃষ্ণবর্ণপুরুষটীর সখ্যে আর কায নাই। তবে এক কথা এই যে, তাঁহার কথা ত্যাগ করিবার সাধ্য নাই বলিয়া নিরন্তর আলোচনা করি।।১০৮।।

যদনুচরিতলীলা-কর্ণপীযূষ-বিপ্রুট্-
সকৃদদন-বিধূত-দ্বন্দ্বধর্ম্মা বিনষ্টাঃ।
সপদি গৃহকুটুম্বং দীনমুৎসৃজ্য দীনা
বহব ইহ বিহঙ্গা ভিক্ষুচর্য্যাং চরন্তি।।১০৯।।

ওহে ভ্রমর! আবার দেখ, যাঁহার অনুচরিত লীলা-সুধাকণ কর্ণে একবার আস্বাদন করিয়া মহাত্মগণ দুঃখসুখাদি দ্বন্দ্ব-ধর্ম ধৌত করিয়াছেন, অহংমম বুদ্ধি ত্যাগ করতঃ দীন গৃহ-কুটুম্ব পরিত্যাগ পূর্বক স্বয়ং দীনভাবে হংসধর্মাশ্রয়ে ভিক্ষাচর্যায় দিনপাত করিতেছেন, তাঁহার দয়ার কথা আর কি বলিব?।।১০৯।।

বয়মৃতমিব জিহ্ম ব্যাহৃতং শ্রদ্দধানাঃ
কুলিকরুতমিবাজ্ঞাঃ কৃষ্ণবধ্বো হরিণ্যঃ।
দদৃশুরসকৃদেতৎ তন্নখস্পর্শতীব্র-
স্মররুজ উপমন্ত্রিন্ ভণ্যতামন্যবার্তাঃ।।১১০।।

হে ভ্রমর! হে কৃষ্ণদূত! ব্যাধের গীতশ্রবণে আকৃষ্টচিত্ত কৃষ্ণসার হরিণীগণ ক্লেশ পায়, তদ্রূপ আমরা কৃষ্ণের কপটবাক্যকে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নখস্পর্শজনিত তীব্র কামরোগ লাভ করিয়াছি। অতএব আর তাহার কথায় প্রয়োজন নাই। অন্য কথা বল।।১১০।।

প্রিয়সখ পুনরাগাঃ প্রেয়সা প্রেষিতঃ কিং
বরয় কিমনুরুন্ধে মাননীয়োঽসি মেঽঙ্গ।
নয়সি কথমিহাস্মান্ দুস্ত্যজদ্বন্দ্বপার্শ্বং
সততমুরসি সৌম্য শ্রীর্বধূঃ সাকমাস্তে।।১১১।।

হে প্রিয়সখা ভ্রমর! তুমি যে আবার ফিরিয়া আইলে? প্রিয় কৃষ্ণ কি তোমাকে পুনরায় পাঠাইলেন? তুমি আমাদের মাননীয়। তোমার অভীষ্টবর প্রার্থনা কর। কৃষ্ণ কখনই স্ত্রীপার্শ্ব পরিত্যাগ করিতে পারেন না। তবে আমাদিগকে কি করিয়া তাঁহার নিকটস্থ করিতে চাও? আজ-কাল শ্রী-বধূ তাঁহার সহিত তাঁহার বক্ষে আছেন। হে সৌম! তুমি কি উহা বুঝিতে পার না?"।।১১১।।

অপি বত মধুপুর্যামার্যপুত্রোঽধুনাস্তে
স্মরতি স পিতৃগেহান্ সৌম্য বন্ধুংশ্চ গোপান্।
ক্বচিদপি স কথা নঃ কিঙ্করীণাং গৃণীতে
ভুজমগুরুসুগন্ধং মূর্ধ্ন্যধাস্যৎ কদা নু।।১১২।।

উদ্ঘূর্ণাভাব একটু স্থির হইলে সম্ভ্রমে শ্রীমতীকে বলিতেছেন, —" হে ভ্রমর! হে কৃষ্ণদূত! বল দেখি, গুরুকূল হইতে আসিয়া এখন আর্যপুত্র মধুপুরেই কি আছেন? তিনি পিতৃগেহ, গোপবন্ধুগণকে কি স্মরণ করেন! কখনও কি এই কিঙ্করীদিগের কথা বলিয়া থাকেন? আবার কি তিনি স্বীয় অগুরু-সুগন্ধযুক্ত ভুজ আমাদের মস্তকে অর্পণ করিবেন।।১১২।।

বহুদিনান্তে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে মিলনম্। (১০।৮২।৩৯-৪০)
গোপ্যশ্চ কৃষ্ণমুপলভ্য চিরাদভীষ্টং

যৎপ্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষ্মকৃতং শপন্তি।
দৃগ্‌ভির্হৃদীকৃতমলং পরিরভ্য সর্বা-
স্তদ্ভাবমাপুরপি নিত্যযুজাং দুরাপম্।।১১৩।।

উদ্ধবের আগমনের পরে কৃষ্ণ সময়ে সময়ে ব্রজগমন করিয়াছিলেন। অনেক দিবস পরে কুরুক্ষেত্রে স্যমন্তপঞ্চকে গ্রহণ-উপলক্ষে সমস্ত যদুগণ এবং ব্রজবাসীগণ তথায় মিলিত হন। গোপীগণ বহুদিন পরে অভীষ্টবস্তু কৃষ্ণকে পাইলেন। যে কৃষ্ণদর্শনে বাধা দেয় বলিয়া পলকসৃষ্টিকারী বিধাতাকে তিনি অভিশাপ করিতেন, গোপীগণ চক্ষুদ্বারা (সেই) কৃষ্ণকে হৃদয়ে আনিয়া আলিঙ্গন করতঃ পরম ভাব প্রাপ্ত হইলেন। সে ভাব নিত্যযুক্তা মহিষী বা লক্ষ্মীগণের পক্ষে দুরাপ।।১১৩।।

ভগবাংস্তাস্তথাভূতা বিবিক্ত উপসঙ্গতঃ।
আশ্লিষ্যানাময়ং পৃষ্ট্বা প্রহসন্নিদমব্রবীৎ।।১১৪।।

কৃষ্ণ গোপীগণকে তদ্রূপে পাইয়া নির্জনে সঙ্গ করতঃ আলিঙ্গনপূর্বক তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসায় হাস্য করিয়া বলিলেন,-।।১১৪।।

(১০।৮২।৪৪ ও ৪৮)
ময়ি ভক্তিহি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে।
দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ।।
(গোপীবাক্যম্)
আহুশ্চ তে নলিননাভ পদারবিন্দং
যোগেশ্বরৈর্হৃদি বিচিন্ত্যমগাধবোধৈঃ।
সংসারকূপপতিতোত্তরণাবলম্বং
গেহং জুষামপি মনস্যুদিয়াৎ সদা নঃ।।১১৫।।

"ভূতগণের আমাতে যে প্রেমভক্তি, তাহা অমৃত উৎপন্ন করে। আশ্চর্য দেখ, আমাতে তোমরা যে স্নেহ কর, তদ্দ্বারা মৎপ্রাপ্তিই তোমাদের সুখপ্রদ।" এই কথা শুনিয়া শ্রীমতী নিগূঢ়ভাবে কহিলেন, -- "হে নলিননাভ! অগাধ বোধ যোগেশ্বরদিগের হৃদয়ে যে পাদপদ্ম সর্বদা বিচিন্ত্য এবং সংসার কূপপতিত ব্যক্তিগণের পক্ষে যাহা একমাত্র অবলম্বন সেই তোমার পাদপদ্ম -- তোমার সহিত গার্হস্থ্যক্রীড়ায় নিযুক্ত আমাদের যে বৃন্দাবন-লীলা গত মন, সেই মনে অর্থাৎ বৃন্দারণ্যে সর্বদা উদয় করাও। (কুরুক্ষেত্রের এই) ঐশ্বর্যগত মিলনে আমাদের সুখ হয় না।" এতদনুরূপ ভাব শ্রীরূপ গোস্বামী লিখিয়াছেন, --

"প্রিয়ঃ সোহয়ং কৃষ্ণঃ সহচরি কুরুক্ষেত্রমিলিত-
স্তথাহং সা রাধা তদিদমুভয়োঃ সঙ্গমসুখম্।
তথাপ্যন্তঃ-খেলন্-মধুরমুরলী-পঞ্চমজুষে
মনো মে কালিন্দীপুলিনবিপিনায় স্পৃহয়তি।।"

ইহার অনুবাদ -- সত্য ইনি আমাদের সেই কৃষ্ণই বটেন এবং আমি সেই রাধা। আমাদের উভয়ের সেই সঙ্গমসুখ উপস্থিত হইয়াছে। তথাপি আমার চিত্ত এই চায় যে, কৃষ্ণকে এই ঐশ্বর্যস্থান (কুরুক্ষেত্র) হইতে মাধুর্য (লীলার) ভূমি (বৃন্দাবনে) লইয়া আবার যামুনকুঞ্জে মিলিত হই। কৃষ্ণও এই কথায় ''ভবতীনাং মদাপনঃ'' এই বাক্যদ্বারা বলিলেন, -- ''হে শ্রেষ্ঠ সখি! তোমার যাহা ইচ্ছা, সেই রূপেই আমি নিত্য তোমার সঙ্গী। একথা তুমি জান, আর আমি জানি; আর কেহ জানেন না''।।১১৫।।

তদ্বিষয়ে শ্রীমহিষ্য উচুঃ (১০।৮৩।৪১-৪৩)
ন বয়ং সাধ্বি সাম্রাজ্যং স্বারাজ্যং ভোজ্যমপ্যুত।
বৈরাজ্যং পারমেষ্ঠ্যঞ্চ আনন্ত্যং বা হরেঃ পদম্।।১১৬।।

মহিষীগণ কহিলেন, -- ''আহা! গোপীগণের সহিত কৃষ্ণসঙ্গমে যে সুখ দেখিতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, হে সাধ্বীগণ! সাম্রাজ্য, চিদ্রাজ্য, ভোগসমূহ, বিরাট্-পদ, পারমেষ্ঠ-পদ আনন্ত্য বা সাযুজ্য কিছুই নয়। অতএব সে সকল আমরা কামনা করি না, অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের যে ব্রজবনে গোপীভাবে সেবা, তাহাই আমাদের ও লক্ষ্মীগণের পরম প্রার্থনীয়। জড়ানন্দী লোকের যে ঐশ্বর্যময়-কৃষ্ণচিন্তা, তাহা তাহাদের পক্ষে জড়মায়ার বিক্রম এবং বৈধ ভক্তদিগের যে স্বকীয়-ঐশ্বর্য-সেবা, তাহা কেবল যোগমায়ার প্রভাব মাত্র। বস্তুতঃ কৃষ্ণের ব্রজলীলাই পরম আদরণীয় তত্ত্ব।।১১৬।।

কাময়ামহ এতস্য শ্রীমৎপাদরজঃ শ্রিয়ঃ।
কুচকুঙ্কুমগন্ধাঢ্যং মূর্ধ্না বোঢুং গদাভৃতঃ।।১১৭।।

কৃষ্ণের চরণকমল গোপীদিগের কুচ-কুঙ্কুমের দ্বারা গন্ধাঢ্য হইয়াছে। এখন জানিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণের পদরজঃ-শোভা ধারণ করাই আমাদের পরম শ্রেয়ঃ।।১১৭।।

ব্রজস্ত্রিয়ো যদ্বাঞ্ছন্তি পুলিন্দ্যস্তৃণবীরুধঃ।
গাবশ্চারয়তো গোপাঃ পাদস্পর্শং মহাত্মনঃ।।১১৮।।

দেখ, রাধাকৃষ্ণের শ্রীমৎ-পাদরজঃ-কামনা কেবল আমরাই করিতেছি, এমত নয়। ব্রজের বরণীয় সকল গোপীগণও তাহা বাঞ্ছা করেন। পুলিন্দরমণীগণ, তৃণ, বীরুধ, গোসমূহ তথা সমস্ত গোপালগণ ঐ পদরজঃ নিত্য কামনা করেন''।।১১৮।।

(১০।৮৪।৫৯)
নন্দস্তু সহ গোপালৈর্বৃহত্যা পূজয়াচিতঃ।
কৃষ্ণরামোগ্রসেনাদ্যৈর্ন্যবাৎসীদ্বন্ধুবৎসলঃ।।১১৯।।

ঐ উপলক্ষে স্যমন্তপঞ্চকে সমাগত সমস্ত গোপালগণসহিত মহারাজ নন্দ কৃষ্ণ-

বলরাম-উগ্রসেনাদির দ্বারা আদৃত হইয়া বন্ধুবৎসলতাবশতঃ তথায় কিছুদিন বাস করিলেন।।১১৯।।

(১০।৮৪।৬৬)
নন্দস্তু সখ্যুঃ প্রিয়কৃৎ প্রেম্না গোবিন্দরাময়োঃ।
অদ্য শ্ব ইতি মাসাংস্ত্রীন্ যদুভির্মানিতোঽবসৎ।।১২০।।

সখাগণের প্রিয়কর্মা নন্দ কৃষ্ণ-রামের প্রেমে যদুদের সহিত সেই স্যমন্তপঞ্চকে আজকাল করিয়া তিন মাস বাস করিলেন।।১২০।।

(১০।৮৪।৬৯)
নন্দো গোপাশ্চ গোপ্যশ্চ গোবিন্দচরণাম্বুজে।
মনঃ ক্ষিপ্তং পুনর্হর্তুমনীশা মথুরাং যযুঃ।।১২১।।

তৎপরে নন্দ, গোপীগণ ও গোপগণ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে চিত্তকে নিক্ষেপ করিয়া আর তাহাকে (মনকে) আহরণ করিতে পারিলেন না। সুতরাং মন কৃষ্ণপাদপদ্মে রহিল। তাঁহারা মাথুরপ্রদেশে গেলেন।।১২১।।

মাথুররমণ্যঃ (১০।৪৪।১৩)
পুণ্যা বত ব্রজভুবো যদয়ং নৃলিঙ্গ-
গূঢ়ঃ পুরাণপুরুষো বনচিত্রমাল্যঃ।
গাঃ পালয়ন্ সহবলঃ ক্বণয়ংশ্চ বেণুং
বিক্রীড়য়াঞ্চতি গিরিত্র-রমার্চিতাঙ্ঘ্রিঃ।।১২২।।

এই ব্রজমণ্ডল সর্বোত্তম পুণ্যভূমি। ভৌম ব্রজের এই মাহাত্ম্য। ইহা যে ভূমণ্ডলগত জড়ভূমি নয়, এই কথা যিনি জানেন, তিনিই ব্রজতত্ত্ব বুঝিতে পারেন। চিজ্জগতে বৈকুণ্ঠলোকের উপরিভাগ গোলোক। সেই গোলকের সর্বোর্ধ প্রকোষ্ঠ ব্রজ। কৃষ্ণের ইচ্ছায় তাঁহার অচিন্ত্যশক্তি সেই ব্রজকে এই প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন। ব্রজলীলা নিত্য ও সর্বোত্তম; অবতার-লীলার ন্যায় প্রপঞ্চমণ্ডলে ইহার অবস্থিতি নয়। গিরীশ রমার্চিত-চরণকমল যে কৃষ্ণ, তিনি স্বয়ং নরাকার পরব্রহ্ম, সকল পুরুষাবতার অপেক্ষা পুরাতন অথচ পরম গূঢ়তত্ত্ব। স্বীয় বিলাসমূর্তি বলদেবের সহিত চিত্র বনমালা সুশোভিত রূপে গোচারণ ইত্যাদি নিত্যলীলায় বেণু বাদনপূর্বক নিত্য ব্রজধামে গোপীদিগের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন।।১২২।।

শ্রীমদ্গৌরগদাধরপ্রেমোদ্দীপনতৎপরা।
শ্রীমদ্ভাগবতী মালা ভক্তিবিনোদগুম্ফিতা।।১।।

নিত্যমাস্বাদয়ন্নেতামানন্দোৎফুল্লচেতসা।
ভক্তেন লভ্যতে সদ্যঃ রাধামাধবয়োঃ কৃপা।।২।।

(সংগ্রাহক বহু মিনতি পূর্বক কহিতেছেন যে,--) এই গৌরগদাধরের প্রেমোদ্দীপনতৎপরা, ভক্তিবিনোদ-গুম্ফিতা শ্রীমদ্ভাগবতী মালা উপস্থিত হইয়াছেন। যে ভক্ত আনন্দোৎফুল্ল-চিত্তে নিত্য ইহার আস্বাদন করিবেন, তিনি সদ্য শ্রীরাধামাধবের কৃপা লাভ করিবেন। শ্রীরাধামাধব স্বীয় ব্রজের সহিত এই গৌড়ভূমিতে শ্রীনবদ্বীপধামে শ্রীগদাধরগৌরাঙ্গরূপে উদয় হইয়া প্রকারান্তরে নিত্যলীলা করেন। ইহাই সূচিত হইল।।১-২।।

দিনানি তব স্বল্পানি বহুবিঘ্নানি তান্যপি।
অতশ্চেতঃ সযত্নেন রসং ভাগবতং পিব।।৩।।

ভক্তগণের চরণরেণু-প্রয়াসী অতি দীন অকিঞ্চন দাস ভক্তিবিনোদ নিজচিত্তকে বলিতেছে, -- "ওহে চিত্ত! তোমার পরমায়ুর দিবস অধিক নাই। যে কয়েকদিন আছে, তাহাও নানা বিঘ্নতে পরিপূর্ণ। অতএব ভাই, বিশেষ যত্নাগ্রহের সহিত এই ভাগবতীয় রস পান করিতে থাক"।।৩।।

(এই মালা গুম্ফনের ইতিহাস বলিতেছেন, --)

বলিব এখন যাহা তাহে এই ভয়।
প্রতিষ্ঠাশা পাছে দুষ্ট করে এ হৃদয়।।
একথা প্রকাশ নাহি করিব বলিয়া।
দৃঢ়তা করিনু মনে ভাবিয়া চিন্তিয়া।।
পুনরায় মনে হৈল শ্রীগুরুচরণে।
অকৃতজ্ঞ হৈলে ভক্তি সাধিব কেমনে।।
লজ্জা তেজি' লিখি এবে তদীয় আজ্ঞায়।
অপরাধ যদি হয়, ক্ষম মহাশয়।।
বিপিনবিহারী প্রভু মম প্রভুবর।
শ্রীবংশীবদনানন্দবংশ-শশধর।।
সেই প্রভুপাদের অনুজ্ঞা শিরে ধরি'।
ভাগবত-শ্লোকাস্বাদ নিরন্তর করি।।
শ্লোক বিচারিতে শ্রীস্বরূপদামোদর।
অনুভবে আসি' আজ্ঞা দিল অতঃপর।।
মহাপ্রভু-আজ্ঞামত শ্লোক সাজাইয়া।
সম্বন্ধাভিধেয়ক্রমে দেহ দেখাইয়া।।
গ্রন্থ নিত্য পাঠ্য হ'বে বৈষ্ণব-সভায়।

ভাগবতপদ্যমালা প্রভুর কৃপায়।।
জন্মাদ্যস্য শ্লোকের তাৎপর্য কহিলা।
গৌড়ীয়-ব্যাখ্যার ক্রম তবে দেখাইলা।।
সেই ত' প্রেরণা-ক্রমে এ অধম দাস।
ভকতিবিনোদ গ্রন্থ করিল প্রকাশ।।
বক্তা শ্রোতা মহোদয়গণের চরণে।
পড়ি' কৃপা মাগে দাস নিষ্কপট মনে।।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচরণার্পিতমস্তু।।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রেমরসমধুরিমা
বর্ণনে বিংশ-কিরণঃ সমাপ্ত।
সমাপ্তশ্চায়ং গ্রন্থঃ।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং প্রেমরসমধুরিমা-বর্ণনে
বিংশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।
সমাপ্তেয়ং গৌড়ীয়ব্যাখ্যা।।